

# দীক্ষাপদ্ধতিঃ ।

অর্থাৎ

দীক্ষা সম্বন্ধীয় গুরুশিষ্য লক্ষণাদি যাবতীয়  
ইতি কৰ্তব্যতা বিষয়ক প্রমাণ, প্রয়োগ,  
পূজা, পুরশ্চরণ, হোম, মন্ত্র,  
যন্ত্রাদি সম্বলিত গ্রন্থঃ ।

দিব্যঃ জ্ঞানঃ যতোদদ্যাত কৃপায়াং পাশস্ত সংকরঃ ।  
তদ্বাদীক্ষাতি সা প্রোক্তা “হৃদীক্ষিতো ননকং ব্রহ্মেৎ” ॥

শ্রীক্ষৌরোদবিহারী গোস্বামিনা

সংগৃহীতা প্রকাশিতাচ ।

শ্রীচন্দ্রকুমার তর্কালঙ্কারেণ অনুবাদিতা ।

---

কলিকাতা ।

বাথাজাব ; ৮৪ নং, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, নব-স্বারস্বত বাস  
শ্রীউদয়চন্দ্র বোস দ্বারা মুদ্রিতা ।

---

সন ১২৯৭ ।

(All rights reserved.)



## বিজ্ঞাপন ।

সম্প্রতি অনেকেই আমাদের প্রাচীন ঋষিষেবিত সনাতন আৰ্য্যধর্মের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন, কালমাহাত্ম্যেই লোকের এইরূপ ধর্ম্মানাস্থ। হইতেছে, ব্যক্তিবিশেষের অধিক দোষ দেওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা দূর-দর্শী অথচ ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে পরিচয়দিতেন, তাঁহারাও সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন না, পরন্তু অনেকে বিজ্ঞানের পক্ষপাতী হইয়া ভগবদনুশাসন বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। আর অনেক লোকই প্রত্যক্ষ বাদী, স্তবরাং তাঁহারা যে কার্যের ফল সাফাৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিতে না পারেন, তাহা বিশ্বাস করেন না। আজকাল হিন্দুধর্ম্মবিহিত কার্য্য করিয়া কেহ কোন ফল পাইতেছেন না, এই নিমিত্তই সকলে সমস্বর হইয়া “ সর্ব্বৈব মিথ্যা ” এইরূপে অধার্ম্মিক নাস্তিকগণ চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু কি কারণে হিন্দুধর্ম্মোক্ত কার্য্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদান করিতেছে না, কি আন্তিক কি নাস্তিক কেহই তাহার প্রকৃত কারণ উদ্ভাবন করিতে যত্ন বা চেষ্টা করেন না। আমরা দেখিতেছি, আধুনিক যাত্রক ও যজমান বেক্রপ বিশুদ্ধ ম স্কারের লোক, তাহাদিগের ক্রিয়া কলাপও সেইরূপ ফল দিতেছে। ক্রিয়াটি কিক্রপ উপকরণে, কিক্রপ সময়ে ও কিক্রপ গুরুদ্বারা সংসাধিত হইল, তাহার প্রতি কেহই দৃষ্টিপাত করেন না, কেবল ক্রিয়ার ফল হইল না, এই বলিয়া শাস্ত্রের মন্তকে আঘাত করেন। বাস্তবিক গুরুই আমাদের ঐহিক ও পারিত্রিক উন্নতি সাধনের বীজস্বরূপ, এবং তিনিই আবার ইহকাল ও পরকালে অশ্রম ক্রমের কারণ হইতে পারেন। আমরা যদি সৎগুরু চিনিয়া লইতে পারি, এবং তিনিও দেশ কাল পাত্র বিবেচনার সচুপদেশ দিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন হইতে কোন বাধা থাকে না,

আর অসৎগুরুর অসদুপদেশে যে কত লোকের সর্বনাশ  
 হইতেছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তথাপি  
 কিরূপ ব্যক্তি প্রকৃত গুরুপদের উপযুক্ত পাত্র ? কি প্রকারে  
 কার্য্য করিতে হয় ? আর গুরুর কি কি গুণ থাকা আব-  
 শ্যক ? তাহা লক্ষ্য করেন না। পঞ্চাস্তরে বিশুদ্ধবিধি পুস্তকের  
 অভাবেও অনেক স্থলে যথোচিত দীক্ষা হইতেছেনা। যে দীক্ষা  
 আমাদিগের জীবনের সারকর্ম্ম এবং পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র  
 উপায়, তাহার প্রকৃত পদ্ধতির প্রচার নাই, ইহা সামান্য দুঃখের  
 বিষয় নহে। অতএব আমি দীক্ষাপদ্ধতি নামে একখানি পুস্তক  
 প্রকাশ করিলাম, এই গ্রন্থে গুরুশিষ্যলক্ষণ, অকডমচক্র,  
 অকথহচক্র, ধাণীধনীচক্র, রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র ও কুলকুলাদি-  
 চক্র বিচার, মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার, দীক্ষার কালাকাল,  
 দীক্ষার ইতিকর্তব্যতা, পূজা, হোম ইত্যাদি দীক্ষার সমুদায়  
 বিষয়ই বিবৃত হইয়াছে, এমন কি, যাহার নিকট ইহার এক-  
 খণ্ডপুস্তক থাকিবে, তাঁহার দীক্ষা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাতব্য বিষয়  
 কিছুই অভাব থাকিবে না। আমি বহু যত্ন ও কায়িক পরি-  
 শ্রম স্বীকার করিয়া পঞ্চাশখানি তন্ত্র, পঞ্চরাত্র, সংহিতা,  
 স্মৃতি, বেদ, ও পুরাণাদির প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া এইগ্রন্থখানি  
 প্রকাশ করিলাম, ইহাতে আমার নিজের বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই  
 নাই, কেবল প্রাচীন আৰ্য্যঋষিদিগের মহাবাক্য সকলের  
 অনুরূপ প্রকাশ করিলাম, ইহার মুদ্রাঙ্কণ অতি উত্তমরূপে  
 নির্বাহিত হইয়াছে, গ্রন্থখানি একবার দেখিলেই বুঝিতে  
 পারিবেন। ইহার মূল্য ২ টাকা ডাকমাণ্ডল ৬০ আনা।

শ্রীক্ষীরোদবিহারী গোস্বামী।



# সূচীপত্রম্ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অথ মঙ্গলাচরণঃ ...	১	১	অথ লগ্ন নির্ণয়ঃ ...	৬৬	১
“ গুরুলক্ষণঃ ...	২	১	“ লক্ষ্য মাসনির্ণয়ঃ	৬৬	৭
“ নিল্যা গুরু লক্ষণঃ	৬	৫	“ স্থান নির্ণয়ঃ ...	৭২	৩
“ গুরুচরণঃ ...	৮	১	“ মজ্জাগাং দশ সংস্কারাঃ	৭৫	১
“ শ্রী গুরুসেবা বিধিঃ	১১	১	“ মাতৃকা যন্ত্রঃ ...	৭৫	৭
“ শিষ্য লক্ষণঃ ...	১৮	২	“ কলাবতী দীক্ষা-		
“ নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণঃ	২০	৩	প্রয়োগঃ ৭৮	১০	
“ গুরুশিষ্যয়োঃ পরীক্ষণঃ ২১	২১	১১	“ সামান্ত্রার্থ্য স্থাপনঃ	৭৯	৮
“ গুরু শকার্থঃ ...	২২	৭	“ দ্বারপূজাদিকং ..	৮০	৭
“ দীক্ষা বিচারঃ ...	২৪	১	“ আসনশুদ্ধিঃ ...	৮২	৩
“ দ্বীদীক্ষা বিচারঃ	২৬	১১	“ পঞ্চগব্য প্রমাণঃ	৮২	১০
“ অদীক্ষিতস্ত দোষঃ	৩১	৩	“ ভূতশুদ্ধিঃ ...	৮৩	১২
“ শূদ্রস্ত নিষিদ্ধমন্ত্রঃ	৩৩	১	“ মাতৃকাভাসঃ ...	৮৮	২
“ কুণাকুল চক্রঃ ...	৩৬	২	“ অন্তর্দ্বারিকা ...	৮৯	৩
“ রাশি চক্রঃ ...	৩৯	১	“ বাহ্যমাতৃকা ধামঃ	৯১	১
“ নক্ষত্র চক্রঃ ...	৪২	৭	“ সংহার মাতৃকা	৯৩	৫
“ অকথহ চক্রঃ ...	৪৭	১	“ প্রাণায়ামঃ ...	৯৪	৯
“ অকডম চক্রঃ ...	৫১	১	“ পীঠভাসঃ ...	৯৬	৪
“ অগ্নীধনী চক্রঃ ...	৫৩	১	“ অঘ্যাণি ভাসঃ ...	৯৭	৭
“ দীক্ষা প্রকরণঃ	৫৯	১	“ অজ ভাসঃ ...	৯৮	১০
“ দীক্ষা কালঃ ..	৬০	৫	“ অর্ঘ্য স্থাপনঃ ...	১০০	৫
“ বার নিয়মঃ ...	৬১	১৩	“ পীঠপূজা ...	১০২	১৪
“ ত্রিধি নিয়মঃ ...	৬২	৪	“ সর্বতোভাজ		
“ নক্ষত্র নিয়মঃ ...	৬৩	৯	মণ্ডলঃ	১০৪	৮
“ যোগ নির্ণয়ঃ ...	৬৫	১	“ পঞ্চায়তনী দীক্ষা	১২৭	১২
“ করণ নির্ণয়ঃ ...	৬৫	১২	“ সংক্ষেপ দীক্ষা	১৩০	১১
			“ বশিষ্ট সংহিতোক্তা-		
			ভিবেক মন্ত্রঃ ১৩২	৭	
			“ সামান্ত্র পূজাপদ্ধতিঃ ১৩৩	৫	
			“ মন্ত্রা প্রয়োগঃ ...	১৩৫	৩
			“ দ্বানবিধিঃ ...	১৩৮	৫
			“ গায়ত্রী প্রকরণ	১৪২	৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি	বিষয়	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অপ সন্ধ্যা ধ্যান ...	১৪৬	৩	.. লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র: ২২৩	৫	
.. মানস পূজা ...	১৪৭	১	.. দধিবামন মন্ত্র: ২২৪	৭	
.. সামান্ত পূজাযন্ত্র: ১৫০	২		.. হরিহর মন্ত্র: ... ২২৬	৯	
.. বিষ্ণুপূজা মন্ত্রাংশ ১৫৮	১		.. শ্রীভগবদর্চন		
.. বৈষ্ণবাচমন ... ১৫৮	৩		মাহাত্ম্য: ২২৮	১	
.. অস্ত্র পূজাপ্রয়োগ: ১৫৯	৫		.. শিব মন্ত্রা: ... ২৩০	৩	
.. কেশবকীর্ত্যাদি স্তাস: ১৫৯	৯		.. শ্রীকৃষ্ণ স্তাস: ... ২৩০	৭	
.. ভক্তাস্তাস: ... ১৬৪	৮		.. পীঠশক্তি স্তাস: ২৩৩	২০	
.. ষড়ঙ্গ স্তাস: ... ১৬৭	৮		.. অষ্টাকর মন্ত্র: ... ২৩৯	৩	
.. মূর্তিপঞ্জর স্তাস: ১৬৯	৮		.. অপর অষ্টাকর মন্ত্র: ২৪২	১	
.. বাপক স্তাস: ... ১৬৯	১৮		.. মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র: ... ২৪২	৮	
.. ধ্যান: ... ১৭২	৫		.. পঞ্চাকর ষড়ঙ্গ মন্ত্র: ২৪৪	১	
.. বিষ্ণুপূজায়া:			.. হুর্গামন্ত্রা: ... ২৪৭	৭	
পাত্রনিয়ম: ১৭২	১০		.. জয়হুর্গা মন্ত্রা: ... ২৫০	৯	
.. আবরণ পূজা ... ১৭৩	৪		.. মন্ত্রাস্তরাণি ... ২৫১	১৪	
.. শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রা: ... ১৭৬	৪		.. হুর্গাযন্ত্র: ... ২৫৭	৪	
.. অস্ত্র পূজা ... ১৭৭	১২		.. শ্রামা প্রকরণ: ... ২৫৫	৪	
.. সৃষ্টি স্তাস: ... ১৮২	১		.. শ্রামামন্ত্র: ... ২৫৬	৩	
.. বিভূতিপঞ্জর স্তাস: ১৮৪	৫		.. শ্রামাপূজা প্রয়োগ: ২৫৬	১৪	
.. ত্রয়োদশাকর মন্ত্র: ১৯০	৩		.. ষোড়াস্তাস: ... ২৫৯	২	
.. অষ্টাদশাকরমন্ত্র			.. বীজস্তাস: ... ২৬১	১১	
তৎপূজা ১৯২	৩		.. ধ্যান: ... ২৬২	৪	
.. বিংশাকরমন্ত্র তৎপূজা ১৯৪	৯		.. শ্রামাযন্ত্র: ... ২৬৫	৫	
.. শ্রীকৃষ্ণ যন্ত্র: ... ২০০	৭		.. পীঠপূজা ... ২৬৬	১	
.. দ্বাবিংশাকর মন্ত্র: ২০২	৮		.. একাকরী মন্ত্র: ২৭৪	১৪	
.. চতুর্দশাকর মন্ত্র: ২০৩	১১		.. পুরাচরণ: ... ২৭৬	৭	
.. একাকরমন্ত্র: ... ২০৫	১০		.. পুরাচরণ কাল: ২৯৮	১৬	
.. অষ্টাকর মন্ত্র: ২০৮	১৩		.. পুরাচরণ প্রয়োগ: ২৯৯	৮	
.. দ্বাদশাকর মন্ত্র: ২১০	৯		.. গ্রহণ পুরাচরণ সঙ্কল: ৩০৩	১৫	
.. ষোড়শাকর মন্ত্র: ২১১	৮		.. কুর্শচক্র: ... ৩০৪	৮	
.. বিবিধ মন্ত্র: ... ২১৩	৩		.. হোমবিধি: ... ৩০৬	১	
.. বালগোপাল মন্ত্রা: ২১৪	৪		.. হোমদ্রব্যাণাং প্রমাণ: ৩১১	৩	
.. অষ্টাকর মন্ত্র: ... ২১৭	৮		.. নিতাতোম: ... ৩১৪	৭	
.. চতুরাকর মন্ত্র: ২১৮	১০		.. মালাসংস্কার: ... ৩১৪	১১	
.. বাসুদেব মন্ত্র: ... ২১১	৩		সমাপ্ত: ... ৩২২		

# দীক্ষাপদ্ধতিঃ ।

পরাম্পরা শক্তিরনাদিরাদ্যা যথগুণবিশ্বস্ত নিদানভূতা ।  
দীক্ষাবিধিস্তাং হৃদয়ে নিধায় নিরূপণীয়োবিদুষে ময়েষঃ ॥  
বেদাঙ্গাগম-কল্প-সূক্ত-বহুধাতন্ত্রং পুরাণং স্মৃতি-  
শ্মশ্রুতি-প্রমুখপ্রণীত-বিবিধা যাঃ সংহিতা যামলং ।  
তেভ্যঃসারসমূহসংগ্রহবতা গোম্বামিনা কেনচিৎ  
পঞ্চোপাস্তিমতামুপাসনবিধৌ দীক্ষাবিধিস্ত্যজতে ॥  
দীক্ষায়াং গুরুকরণশ্রাবশ্যকত্বাৎ প্রথমতো গুরুর্বি-  
বিচার্যতে ।

সাধারণতঃ সচরাচর লোকে যে সকল কার্য্য করিতেছে, তাহাতে কোন  
অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেই সেই  
কার্য্যের ফল প্রত্যাশার সম্ভব । কেহই প্রথমতঃ স্বতঃসিদ্ধ হইয়া সূচারু  
রূপে কোন কার্য্য সাধনকরিতে পারে না, সুতরাং সকল কার্য্যেই গুরু-  
স্বীকারের আবশ্যকতা দেখা বাইতেছে । বিশেষতঃ দীক্ষাকার্য্যে গুরুই  
প্রধান অঙ্গ, অতএব দীক্ষাপদ্ধতিবিস্তারের প্রথমে গুরুবিচার অবশ্য  
কর্তব্য ।

গুরুই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি ও অবনতির প্রধান  
কারণ । উপদেশকের উপদেশগুণে আমরা সংসারে সর্ব্ব প্রকার সুখস্বচ্ছন্দে  
কাল যাপন করিয়া পরকালেও নিত্যানন্দধাম পাইয়া অনন্তকাল নিত্যসুখ  
ভোগ করিতে পারি, এবং সেই উপদেশকর্তার দোষে আমাদের স্বভাব ও



## অথ গুণলক্ষণং ।

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্ । শুদ্ধাচারঃ  
সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচিদক্ষঃ স্বেচ্ছাক্রিয়মান্ । আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্ৰ

আত্মা উভয়ই কলুষিত হইয়া ইহকালে জনসমাজে তিরস্কৃত হইতে হয় ও পরকালেও অনন্তকাল নরকভোগ হইয়া থাকে। অতএব গুরু বিবেচনা করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করা কর্তব্য ।

যিনি শান্ত—সাংসারিক বিষয়ে উৎকট অনুরাগবিহীন ও শমাদিগুণযুক্ত, অর্থাৎ অশনপানাদির ইচ্ছা হইলেও কেবল অশনপানাদিনির্কাহমাত্র যাহার অভিলাষ, কোনরূপ আড়ম্বরবাহুল্যে ইচ্ছা নাই, অথচ ভোজন ব্যাপারের সময়ান্তিপাতেও যিনি কাতর নহেন । দান্ত—তপঃ ক্লেশসহিষ্ণু ও সংযতবাহুজিয়, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে অনাবশ্যকীয় বাহ্য বিষয়হইতে নিবর্তিতকরিয়া কেবল আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের সাধনীভূত শ্রবণমননাদি কার্যে নিয়োগ করেন । কুলীন—কোলাচারবিহিত কার্যে অনুরক্ত । বিনীত—বিনয়াদিগুণযুক্ত, লৌকিক অভিমানে প্রমত্ত নহেন । শুদ্ধ বেষবান—পবিত্রবস্ত্রাদিপরিধারী, আধুনিক ভণ্ড তপস্বীর ত্রায় কষায়িত বস্ত্রাদিপরিধানদ্বারা বিকৃত বেশধারী নহেন । শুদ্ধাচার—স্বশাখোক্ত সক্র্যাবন্ধনাদি কার্যে তৎপর । সুপ্রতিষ্ঠ—সৎকার্য্যানুষ্ঠানদ্বারা যশস্বী । শুচি—পবিত্রচিত্ত ও চাক্ষায়ণ, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি কৰ্ম্মানুষ্ঠানরূপ পাপনাশক কার্য্যদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত । দক্ষ—ক্রিয়াকৌশলিষ্ঠ । স্বেচ্ছাক্রিয়মান—স্বস্বচ্ছিশালী ও সরলান্তঃকরণ, ভণ্ড অথবা কপটাচারী নহেন । আশ্রমী—গৃহস্থাদি আশ্রমস্থিত, উদাসীন নহেন । ধ্যাননিষ্ঠ—ঈশ্বরতত্ত্বচিন্তনে তৎপর । তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ—শাস্ত্রোক্ত দেবপূজাদি কার্য্যে পারদর্শী । নিগ্রহানুগ্রহে শক্ত—যিনি অভিসম্পাতাদিদ্বারা অনিষ্ট করিতে পারেন এবং প্রসন্ন হইলে বরপ্রদান করিয়া সম্পদ বৃদ্ধিকরিতে সমর্থ । অথবা স্তুতিনিন্দায় সমজ্ঞান । এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরুপদের যোগ্য পাত্র । আগম-সংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি উপদেশাদিদ্বারা শিষ্যবর্গকে সংসার



তদ্রবিশারদঃ । নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥  
আগম সংহিতায়াং । উদ্ধর্তু কৈব সংহর্তুঃ সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।  
তপস্বী সত্যবাদীচ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥

মন্ত্রমুক্তাবল্যাং । অবদাতাম্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বেচিচাচার-  
তৎপরঃ । আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্বশাস্ত্রবিৎ ।  
শ্রদ্ধাবাননম্রয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ । শুচিঃ স্তবেশস্তরুণঃ  
সর্বভূতহিতে রতঃ । শ্রীমাননুদ্রুতমতিঃ পূর্ণোহহস্তা বিমর্ষকঃ ।  
সগুণোহর্চাস্তু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ । নিগ্রহানু-  
গ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা  
যঃ কৃপালয়ঃ । ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ শ্রাদ্গরিমান্মুখিঃ ॥

হইতে উদ্ধারকবিতে পারেন, এবং অভিষাপাদিদ্বারা বিনাশকরিতে সমর্থ, এইরূপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী গৃহস্থশ্রমী ব্যক্তিকে গুরু করিবে । যদি কাহারও গুরুকরণ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উক্তলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে গুরুরূপে বরণ করিলেই সেই ব্যক্তি সম্যকরূপে কার্য সাধনকরিয়া অভীষ্ট ফল লাভকরিতে পারে ।

মন্ত্রমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, যিনি সঙ্গলক্ষণাত অর্থাৎ যাহার পূর্বপুরুষ পাতিত্যাदि দোষরহিত এবং যিনি স্বয়ংও পতিতত্বাদি সর্বপ্রকার দোষবর্জিত, স্বীয় কুলোচিত আচার পালনে তৎপর, গৃহস্থশ্রমী, বৈদিকাদি কার্যে সাতিশয় অনুরাগবান্, দ্বেষরহিত, প্রিয়ভাষী, স্তরুণবান্, শুদ্ধচিত্ত, পবিত্রবেশধারী, তরুণবয়স্ক, সর্বপ্রাণীর হিতকর কার্যানুষ্ঠানে অনুরাগী, শ্রীমান্, অনুদ্রুতস্বভাব, সর্বকার্যকুশল, অহিংসক, তত্ত্ববিচার ক্ষম, গুণশালী, ভগবদর্চনাতৎপর, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ অথবা অনুগ্রহ কার্যে সক্ষম, হোমজপাদি কার্যে নিম্নতচিত্ত, তর্কবিতর্কপারদর্শী, বিগুদ্ধাত্মা ও কৃপাশালী । এইরূপ ব্যক্তিই গুরুপদের যোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু ।

অগস্ত্যসংহিতায়াং । দেবতোপাসকঃ শাস্তো বিষয়ে-  
ষপি নিম্পৃহঃ । তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মৰ্ম্মবেত্তা রহস্যবিৎ ।  
পুরশ্চরণকৃৎকোমমন্ত্রসিদ্ধিপ্রয়োগবিৎ । তপস্বী সত্যবাদী চ  
গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ।

বিষ্ণুস্মৃতো । পরিচর্যা-যশো-লাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্নহি ।  
রূপাসিকুঃ স্তম্ভপূর্ণঃ সৰ্বসম্ভোপকারকঃ । নিম্পৃহঃ সৰ্বতঃ  
সিদ্ধঃ সৰ্ববিদ্যাविशारदः । সৰ্বসংশয়সংছেতানলসো গুরু-  
রাহতঃ ।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে । ব্রাহ্মণঃ সৰ্ব-  
কালজ্ঞঃ কুর্যাৎ সৰ্বেষ্বনুগ্রহং । তদভাবাদ্বিজশ্রেষ্ঠঃ

অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, যিনি দেবতার উপাসক, শাস্তশীল, বিষয়ভোগে নিম্পৃহ, ব্রহ্মতত্ত্ববিদ, যন্ত্র ও মন্ত্রের মৰ্ম্মাভিজ্ঞ, শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থবেত্তা, কৃতমন্ত্রপুরশ্চরণ, হোম, মন্ত্র ও জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ক্রিয়াকলাপের প্রয়োগবেত্তা, তপত্যানিরত, সত্যবাদী, ও গৃহস্থশ্রমী । এবম্বিধ ব্যক্তিকেই গুরুকার্যের উপযুক্ত পাত্র বলা যায় ।

বিষ্ণুস্মৃতিতে জানা যায় যে, যিনি শিষ্যের নিকট পরিচর্যা অথবা যশোলাভে ইচ্ছুক নহেন, রূপানুসন্ধান, সৰ্বপ্রাণীর উপকারকর্তা, ধনাদি লাভে নিম্পৃহ, সৰ্ব মন্ত্রাদিতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সৰ্ব বিদ্যায় পারদর্শী, সৰ্বপ্রকার সংশয়ছেদনে সমর্থ ও আলস্যবিহীন, এইরূপ ব্যক্তিই গুরু পদের বাচ্য ।

নারদপঞ্চরাত্রে শ্রীভগবন্নারদসংবাদে লিখিত আছে যে, হে দ্বিজবর ! ব্রাহ্মণ সৰ্বকালের কর্তব্যাকৰ্ম্মাভিজ্ঞ ও সকল বর্ণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব ব্রাহ্মণই সৰ্ববর্ণের গুরু হইবেন । ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়াদিরা ; শাস্ত্রপ্রকৃতি, ভগবদেকাগ্রচিত্ত, শুদ্ধচেতাঃ, দীক্ষাবিধানাদি সৰ্বকার্যে অভিজ্ঞ, সৰ্বশাস্ত্রবেত্তা, সংক্রিয়ানুরক্ত, সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মন্ত্র, গুরু ও দেবতাসাধনে পটু, এবম্বিধ ক্ষত্রিয়কে সম্ভোপদেশ কার্যে



শাস্ত্রাত্মা ভগবন্তয়ঃ । ভাবিতাত্মা চ সর্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সংক্রিয়া-  
পরঃ । সিদ্ধিত্রয়সমায়ুক্ত আচার্য্যত্বে হি ভিষেচিতঃ । ক্ষত্র-  
বিট্শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োহনুগ্রহে ক্ষমঃ । ক্ষত্রিয়স্তাপি চ  
গুরোরভাবাদীদৃশো যদি । • বৈশ্যঃ স্মাতেন কার্য্যশ্চ স্বয়ে  
নিত্যমনুগ্রহঃ । সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে ।  
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্ত সর্বদা । কিঞ্চ । বর্ণো-  
ত্তমেষ্থচ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতোপি চ । স্বদেশতোহথবা-  
ন্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা । বিদ্যमानে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র  
তত্র বিপর্য্যয়ঃ । তস্মেহামুত্র নাশঃ স্মাতস্মাচ্ছাস্ত্রোক্ত-  
মাচরেৎ । ক্ষত্রবিট্ শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ।

পাদ্মে । মহাভাগবতশ্রেষ্ঠে ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং ।  
সর্বেষামেব লোকানা মসৌ পূজ্যো যথা हरिः । মহাকুল-

অভিষিক্ত করিবে । ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতির প্রতি ক্ষত্রিয়  
অনুগ্রহ করিতে পারে, অতএব ক্ষত্রিয় উক্ত দ্বিবিধ জাতির গুরু হইতে  
পারে, পরন্তু ক্ষত্রিয়ের অভাবে উক্তরূপ বৈশ্য, বৈশ্য ও শূদ্র এই দ্বিবিধ জাতির  
প্রতি অনুগ্রহে সক্ষম বিধায় বৈশ্য উক্ত জাতিদ্বয়ের গুরু হইতে পারে ।  
শূদ্রের পক্ষে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত শূদ্রেরও গুরুকার্য্যের অধিকার আছে ।  
স্বজাতীয় ভিন্ন বিজাতীয় শূদ্রকে গুরু করিবে না । বাস্তবিক উত্তম বর্ণকে  
গুরু করাই বিধেয় । বর্ণোত্তম ও লক্ষণাক্রান্ত স্বদেশীয় গুরুর সম্ভব থাকিলে  
অন্য দেশীয় ব্যক্তিকে গুরু করিবে না । আর সম্ভব সম্ভবে যে ব্যক্তি উক্ত  
বিধির বিপর্য্যয় করে, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক ধর্ম্ম বিনাশ পায় ;  
অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে । সর্ব বর্ণেরই বিলোমে  
দীক্ষাকার্য্যো নিষিদ্ধ । অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকে, বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও  
ব্রাহ্মণকে এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে দীক্ষা প্রদান করিতে পারে না ।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, যিনি সর্বপ্রকার বৈকল্য ধর্ম্মে অনুরক্ত,

প্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ । সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন  
 গুরুঃ শ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ । গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো  
 নরঃ । বৈষ্ণবোহতিহিতোহতিজ্ঞে রিতরোহশ্রাদ্ধবৈষ্ণবঃ ॥  
 ইতি গুরু লক্ষণং ।

### অথ নিন্দ্যগুরুমাহ ।

ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ে । শ্বিত্রী চৈব গলংকুষ্ঠী নেত্ররোগীচ  
 বামনঃ । কুনখঃ শ্রাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতোহধিকান্নকঃ । হীনান্নঃ  
 কপটী রোগী বহ্নাশী বহুজল্লকঃ । এতৈর্দোষৈর্বিমুক্তো যঃ স  
 গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ ।

ভগবদ্বাহ্যাবেত্তা ও ব্রাহ্মণ, তিনি মানবগণের গুরুকার্যের উপপয়ুস্বপাত্র ।  
 যেমন হরি সর্বলোকের পূজ্য, সেইরূপ উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরু সর্বজনের  
 পূজনীয় । আর যদি উক্তলক্ষণাবিত ব্যক্তি মহাকুলপ্রভব, সর্বযজ্ঞ দীক্ষিত  
 ও সর্ববেদাধ্যায়ী হইলেও বিষ্ণুভক্ত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে  
 গুরুকার্যে বরণ করিবে না । যিনি বিষ্ণু দীক্ষা গ্রহণকরিয়াছেন  
 ও বিষ্ণুপূজাতৎপর, তাঁহাকেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বৈষ্ণব বলিয়া থাকে,  
 ভক্তির মানগণই অবৈষ্ণব বলিয়া গণ্য হয় ।

অনন্তর নিন্দনীয় গুরুর লক্ষণ কথিত হইতেছে । ক্রিয়াসারসমুচ্চয়ের  
 প্রমাণে জানা যায় যে, যিনি শ্বিত্রীরোগবান, গলিতকুষ্ঠরোগী, নেত্রপীড়া  
 সম্বিত, অতিধর্মাকৃতি, কুনখী, \* শ্রাবদন্ত † স্ত্রীপরায়ণ, বাহার কোন  
 একটি অঙ্গ অধিক বা নূন, যিনি কপটাচারী অর্থাৎ যিনি মুখে ধর্মের

\* পদাঙ্গুষ্ঠের নখপ্রান্তে এক প্রকার ক্ষতরোগ জন্মে, এইরূপ রোগ  
 বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

† বাহার প্রধান দন্তদ্বয়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দন্ত থাকে ।



যামলে অভিশস্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা । ক্রিয়া  
হীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকং । জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জয়ে-  
ন্নতিমান্ সদা । সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্ৰেণ বর্জয়েৎ ।

তত্ত্বসারে—বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ ।  
হেতুবাদরতো দুষ্কোহবাধাদী গুণনিন্দকঃ । অরোমা বহু  
রোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ । কালদন্তোহসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধি-  
শ্বাসবাহকঃ । দুষ্কলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ । বহু-  
প্রতিগ্রহাশক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ । ইতি নিন্দ্যগুরু লক্ষণং ॥

ভান করিয়া অন্তর্ভাব গোপনপূর্ব্বক লোকসমাজে কেবল সম্মান লাভকরিতে  
চাহেন. রোগগ্রস্ত, বহুভোক্তা, বহুজলক ( বাচাল ) এই সকল দোষযুক্ত  
ব্যক্তিই নিন্দ্যগুরু বলিয়া অভিহিত হয়েন, অতএব উক্ত প্রকার দোষরাশি  
বিহীন ব্যক্তিই গুরুপদের বাচ্য ।

যামলে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি অভিশাপগ্রস্ত, পুত্রবিহীন, কুৎসিত  
কার্য্যে অমুরক্ত, ধূর্ত, সংক্রিয়াবিহীন, শঠ, বামন, গুরুনিন্দক ও জলরক্ত  
বিকারী, সন্ধিবেচক শিষ্য উক্ত লক্ষণাক্রান্ত গুরুকে বর্জন করিবে । আর  
যিনি সর্ব্বদা মাৎসর্য্যশালী, তাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া গুরুকার্য্যে বরণ  
করিবে ।

তত্ত্বসারপ্রমাণে জানাযায় যে, যিনি বহুভোক্তা, দীর্ঘসূত্রী, অর্থাৎ  
যাহার সামান্ত কার্য্যেও অধিক সময় অপেক্ষা করে, বিষয়লোলুপ,  
কুতর্ককারী দুষ্টাশয়, অবাচ্যবক্তা, পরগুণের নিন্দক, সর্ব্বাঙ্গে রোমবিহীন,  
অথবা বহুরোমবিশিষ্ট, নিন্দিতাশ্রমসেবী এবং যাহার দন্ত ও ওষ্ঠ  
কৃষ্ণবর্ণ, যাহার শ্বাসে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, দুষ্ট লক্ষণাবিত ও যাহার  
বহু সম্পত্তি সবেও সর্ব্বদাই প্রতিগ্রহার্থ ব্যগ্র, এইরূপ ব্যক্তিকে গুরুকার্য্যে  
নিবৃত্ত করিলে শীঘ্রই শিষ্য ত্রিভুট হইয়া থাকে ।

## অথ গুর্বাচরণং ।

জ্ঞানার্ণবে—গুরো মানুষবুদ্ধিস্ত মস্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিতাং ।  
 প্রতিমাস্থ শিলাবুদ্ধিং কুর্বাণো নরকং ব্রজেৎ । জন্মহেতু  
 হি পিতরো পূজনীয়ো প্রযত্নতঃ । গুরুর্বিশেষতঃ পূজ্যো  
 ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকঃ । গুরুঃ পিতা গুরুমাতা গুরুদেবো গুরু-  
 র্গতিঃ । শিবে রুষ্টে গুরুস্তাতা গুরো রুষ্টে ন কশ্চন ।  
 গুরোর্যিতং প্রকর্তব্যং বাহ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ । অহিতাচরণা-  
 দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ । শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো  
 গুরুরেব চ । গুরোগুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখসাগরে । যস্য  
 বক্তৃত্বাধিনির্ঘাতং বর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ । তারয়েমাত্র সন্দেহো নরকা-  
 র্ণবতো ধ্রুবং । মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যু গুরুত্যাগাদরিদ্রতা ।  
 গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রোরবং নরকং ব্রজেৎ । গুরো সন্নিহিতে

অনন্তর গুরুর প্রতি কিরূপ আচরণ করিবে, তাহাই কথিত হইতেছে ।  
 জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, যিনি গুরুকে মনুষ্য, মন্ত্রকে অক্ষর এবং  
 দেবপ্রতিমাকে শিলাজ্ঞান করেন, তিনি পরকালে নরকগামী হইয়া  
 থাকেন । পিতা ও মাতা ইহারাি আমাদিগের জন্মপরিগ্রহের প্রধান  
 কারণ, অতএব তাঁহাদিগকে সর্বিশেষ পূজা করিবে । গুরু জনকজননী  
 হইতেও সমধিক সম্মানের পাত্র, কারণ গুরুই আমাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের  
 পথ প্রদর্শন করেন । অতএব গুরুই পিতা, গুরুই মাতা, গুরুই দেবতা এবং  
 একমাত্র গুরুই আমাদিগের আশ্রয় এইরূপ জ্ঞানকরিবে । গুরুব্যতীত কোন  
 রূপেও কেহ পরিজ্ঞান পাইতে পারে না । শিব কুপিত হইলেও গুরু পরিজ্ঞান  
 করিতে পারেন, কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই মানবগণকে পরিজ্ঞান  
 করিতে পারে না । অতএব বাক্য, মন, শরীর ও কর্ম্মদ্বারা সর্বদা গুরুর  
 হিতসান করিবে । যদি কেহ কখনও গুরুর অহিতাচরণ করে, তাহা হইলে  
 সেই নরাধম পরকালে বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া থাকে । পিতা আমাদিগকে

যন্তু পূজয়েদন্যদেবতাঃ । স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা  
বিফলা ভবেৎ ॥

শ্রীক্ৰমে । উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোগরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা ।  
তস্মান্মন্যেত সততং পিতুরন্যাদিকং গুরুং । গুরুবদগুরু  
পুত্রেষু গুরুবভুংসুতাদিষু । গুরুবৎ পূজনং কার্য্যং তোষণং  
বাক্যপালনং । গুরুবদ্ভজনং কার্য্যং সৰ্ব্বদা গুরুসম্মিধৌ ।

শরীর প্রদান করেন বটে, কিন্তু গুরু জ্ঞান প্রদানকরিয়া সেই শরীরের  
সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন । এই দুঃখময় সংসারসাগরে গুরু হইতে  
প্রধান কেহ নাই, যে হেতু সেই গুরুদেবের বদনহইতে আমরা ব্রহ্মময়  
শরীর লাভকরিতে পারি, আর গুরুদেব আমাদের নরকসাগরহইতে  
পরিভ্রাণকরিতে পাবেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । পরন্তু যে  
পামর আপন কুলমন্ত্ৰ পরিত্যাগ করিয়া অন্যমন্ত্ৰ গ্রহণকরে, অচিরকাল  
মধ্যে তাহাকে শমনভবনে গমন করিতে হয়, আর আপন গুরু ভাগ  
করিলে সেই ব্যক্তির দরিদ্রতা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যদি কেহ গুরু ও  
মন্ত্ৰ এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর নিকট অন্য দেবতার মন্ত্ৰ গ্রহণ  
করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠের অনন্তকাল ঘোরব নামক নরক ভোগ  
হইয়া থাকে । আর যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি গুরুসমীপে অন্য দেবতার পূজা  
করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নরকগমন হয় এবং ঐ পূজা বিফল হইয়া  
যায় ।

শ্রীক্ৰমে লিখিত আছে যে, পিতা শরীরোৎপাদক এবং গুরু ব্রহ্মজ্ঞান  
প্রদান করেন, অতএব পিতা ও গুরু এই উভয়ের মধ্যে গুরুই গুরুতর, অত-  
এব পিতা হইতে গুরুর প্রাধান্য জানিতে হইবে । আর গুরুকে যেমন ভক্তি  
করিবে, গুরুপুত্রকেও সেইরূপ জ্ঞান করিবে, এবং গুরুপুত্রের সন্তানগণকেও  
গুরুতুল্য জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিতে হইবে । গুরুকে যেরূপ পূজাদি  
করিয়া থাকে, গুরুপুত্রাদিকেও ঐরূপ পূজাদি করিবে, আর যাহাতে গুরুর  
সন্তোগ হইতে পারে, তাহাই করিবে, বিশেষতঃ গুরুর বাক্যপালন সক-



নিগমকল্পদ্রুমে—অবিদ্যোবা সবিদ্যো বা গুরুরেবচ  
 দৈবতং । অমার্গস্থোহপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ ।  
 আয়াস্তু মথতো গচ্ছেদগচ্ছন্তু তমনুভজেৎ । আসনে শয়নে  
 বাপি ন তিষ্ঠেদগ্রতো গুরোঃ । অনুজ্ঞাং প্রাপ্য তিষ্ঠেতু  
 নৈবং শাপ মবাশ্নুয়াৎ । তথা ক্রিয়াসারে—গুরুমাতা পিতা  
 স্বামী বান্ধবঃ সূহৃদঃ শিবঃ । ইত্যাধায় মনো নিত্যং ভজেৎ  
 সৰ্ব্বাত্মনা গুরুং ।

—

লেরই সৰ্ব্বতোভাবে কর্তব্য, পরন্তু গুরুসন্নিধানেও গুরুপুত্রকে গুরুর গ্রায়  
 ভজনা করিবে ।

নিগমকল্পদ্রুমে লিখিত আছে যে, আপন পৈত্রিক গুরু বিদ্বান হউন, কি  
 অবিদ্য হউন, তাহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে, আর গুরু সন্মার্গস্থ  
 কি অসংপথাবলম্বী হইলেও তিনিই আমাদিগের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ  
 জ্ঞান করিবে । গুরু যখন শিষ্যালয়ে আগমন করিবেন, তখন শিষ্য অগ্র-  
 গামী হইয়া গুরুকে গৃহে প্রবেশিত করিবে এবং যখন তিনি শিষ্যভবন  
 হইতে প্রস্থান করিবেন, শিষ্য তাহার অনুগামী হইবে । আর যাবৎ গুরু  
 অনুজ্ঞা প্রদান না করেন, তাবৎ গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে থাকিবে  
 এবং গুরুর আজ্ঞা পাইলে, গুরুর অদর্শন পর্য্যন্ত সেই স্থানে দণ্ডারমান হইয়া  
 থাকিবে, পরে গুরু দর্শনপথ অতিক্রম করিলে । শিষ্য প্রতিনিবৃত্ত হইবে,  
 এইরূপ না করিলে শিষ্য শাপভাগী হইয়া থাকে । ক্রিয়াগারসমুচ্চরে  
 লিখিত আছে যে, গুরুই মাতা, পিতা, বান্ধব, সূহৃদ ও শিব, এইরূপ জ্ঞান  
 করিয়া সৰ্ব্বতোভাবে গুরুকে ভজনা করিবে ।

—



## অথ শ্রীগুরুসেবাবিধিঃ ॥

কুৰ্মপুরাণে ব্যাসগীতায়াম্—উদকুন্তং কুশান্ পুষ্পং সমি-  
ধোহস্তা হরেৎ সদা । মার্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বাসসা  
চরেৎ । নাশ্চ নির্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি । নাক্রামে  
দাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন । সাধয়েদন্তকাষ্ঠাদীন্  
কৃত্যং চাশ্বে নিবেদয়েৎ । অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়-  
হিতে রতঃ । ন পাদৌ সারয়েদশ্চ সন্নিধানে কদাচন । জৃম্ভা  
হাস্তাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা । বর্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্য-  
মথাস্ফোটনমেব চ ।

উশনঃস্মৃতৌ । শ্রেয়স্ত গুরুবদ্ভিঃ নিত্যমেব সমা-  
চরেৎ । গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুযু । উৎসাদনং  
বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে । ন কুর্যাদ্ গুরুপুত্রশ্চ

অনন্তর শ্রীগুরুর সেবাবিধি কথিত হইতেছে । কুৰ্মপুরাণে ব্যাসগীতাতে  
জানা যায় যে, গুরুর আদেশানুসারে জল, কুশ, পুষ্প ও সমিধ আহরণ করিবে  
এবং গুরুর গৃহলেপন, অঙ্গমার্জন, গাত্রে চন্দনলেপন, পাদুকাদি প্রক্ষালন,  
সর্বদা এই সকল কার্য্যে তৎপর থাকিবে । কদাচ গুরুর শয্যাতে শয়ন  
করিবে না এবং পাদুকা ও উপানহ ব্যবহার করিবে না । গুরুর আসনে  
উপবেশন, ছায়ালঙ্ঘন, গুরুর ভোজনপাত্রে ভোজন, এই সকল  
কার্য্য করিবে না । আর গুরুদেবকে দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া দিবে  
এবং কর্তব্য কার্য্য গুরুকে বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে । গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ  
না করিয়া গমন করিবে না এবং সর্বদা গুরুর প্রিয়কার্য্যে রত থাকিবে ।  
গুরুর সন্নিধানে কদাচ পাদপ্রসারণ করিবে না এবং জৃম্ভণ, হাস্ত, উচ্চ-  
ভাষণ, কণ্ঠপ্রাবরণ, অঙ্গুলিস্ফোটন এই সকল গুরুসমীপে বর্জন করিবে ।

উশনাপ্রণীত স্মৃতিতে লিখিত আছে যে, গুরুর পুত্র, পত্নী ও তাহার  
বন্ধুবর্গের প্রতি গুরুর গায় আচরণ করিলেই শিষ্যের মঙ্গল হয়, অতএব

পাদয়োঃ শৌচমেব চ । গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সৰ্বণা গুরু-  
যোষিতঃ । অসৰ্বণাস্তু সংপূজ্যা প্রত্যাখানাভিবাদনৈঃ । অভ্য-  
ঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্ৰোৎসাদনমেব চ । গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাচ  
কেশানাক্ষ প্রসাদনং । শ্রীনারদোক্তৌ—যত্র যত্র গুরুং  
পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাজ্জালিঃ । প্রণমেদগুবদুর্মো ছিন্ন-  
মূলইব দ্রুমঃ । গুরোর্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ  
তথা । বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লজ্জয়েন্ন কদাচন ।

নারদপঞ্চরাত্রে—যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহীয়াচ্চ কেবলং ।  
অভক্ত্যাচ গুরোর্নাম গৃহীয়াচ্চ যতাত্মবান্ । প্রণবশ্রীযুতং নাম  
বিষ্ণুশব্দাদনন্তরং । পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাজ্জলীযুতঃ ।  
কিঞ্চ—ন তমাজ্জাপয়েন্মোহাভ্রাজ্জাং নচ লজ্জয়েৎ । নানিবেদ্য  
গুরোঃ কিঞ্চিদ্ভোক্তব্যং বা গুরোস্তুথা ।

গুরুপুত্রাদির প্রতি গুরুবৎ আচরণ করিবে । পরন্তু গুরুপুত্রের গাত্ৰোৎসর্জন,  
স্নান, উচ্চিষ্টভোজন ও পাদশৌচ এই সকল কৰ্ম্ম করিবে না । সৰ্বণা গুরু-  
পত্নীসকলকে গুরুর গায় পূজা করিবে এবং যাহারা অসৰ্বণা গুরুপত্নী, তাহা-  
দিগকে প্রত্যাখান ও অভিবাদন দ্বারা সম্মান করিবে । আর গুরুপত্নীর অঙ্গে  
অঞ্জন প্রদান, স্নাপন, গাত্ৰোৎসর্জন ও কেশসংস্কার করিবে না । নারদ  
বলিয়াছেন যে, যে যে স্থানে গুরুকে দর্শন করিবে, সেই সেই স্থানেই  
কৃতাজ্জলি হইয়া গুরুকে প্রণাম করিবে । আর যেমন ছিন্ন বৃক্ষ ভূতলে  
পতিত হয়, সেইরূপ ভূমিতে দগুবৎ পতিত হইয়া গুরুকে নমস্কার করিবে ।  
নিষ্য কদাচ গুরুবাক্যের অগ্ৰথা করিবেনা, এবং আসন, যান, পাদুকা, উপা-  
নহ, বস্ত্র, ও ছায়া এই সকল লজ্জন করিবেনা ।

নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, যে কোন স্থলেই হউক, কেবল  
গুরুনাম গ্রহণ করিবেনা, ভক্তি পূৰ্ব্বক সংবত্চিহ্ন হইয়া “ও” শ্রীঅমুক বিষ্ণু  
পাদা” এইরূপে গুরুনাম উচ্চারণ করিবে । আর গুরুনামোচ্চারণকালে

হরিভক্তিবিলাসে—যৎকিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনো-  
রমং । সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভূঞ্জীত প্রত্যহং । ন গুরোর-  
প্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোপি বা । নাবমন্তেত তদ্বাক্যং  
নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ । আচার্য্যস্ত প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি  
ধনৈরপি । কৰ্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং ॥

বিষ্ণুস্মৃতি—ত্রয়ঃ পুরুষশ্চাতি গুরবো ভবন্তি মাতা  
পিতা আচার্য্যশ্চ । তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষা ভবিতব্যং ।  
যন্তে ক্রযুস্তৎ কুর্য্যাৎ । তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ । নতৈ-  
রননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ । এতএব ত্রয়োবেদা এতএব  
ত্রয়ঃ সূরাঃ । এত এব ত্রয়ো লোকা এত এব ত্রয়োহয়ঃ ।

কৃতাজলি ও নতশিরা হইবে। মোহবশত কদাচ গুরুকে কোন আদেশ  
করিবেনা এবং গুরু যে আদেশ করেন, তাহা ও লজ্বনকরিবেনা। আর  
গুরুকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভক্ষণ করিবেনা, অতএব অন্নপানাদি  
যে কোন প্রিয় মনোরম বস্তু ভোজন করিতে হইলে অগ্রে গুরুকে নিবেদন  
করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে।

হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে, কোনরূপে তাড়িত বা পীড়িত  
হইলেও গুরুর অপ্রিয় কার্য্য করিবেনা, এবং তাঁহার বাক্যের অগ্রথা  
করিবেনা। সৰ্ব্বদা গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে। ধন এবং প্রাণ দিয়াও  
আচার্য্যের প্রিয় কার্য্য করিবে, যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা আচার্য্যের  
হিতসাধন করে, সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণুস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, মাতা পিতা ও আচার্য্য এই তিনই  
পুরুষের গুরু, প্রতিদিনই উক্ত গুরুজয়ের শুশ্রূষা করিবে। আর উক্ত  
গুরুগণ যাহা আদেশ করেন, তাহাই করিবে। ইহারা যাহা আদেশ না  
করেন, তাহা করিবে না, সৰ্ব্বদা উহাদিগের প্রিয় ও হিতসাধন করিবে,  
অতএব ইহারা তিমই বেদ, তিনই দেবতা, এইরূপ জ্ঞানকরা কর্তব্য।  
বিশেষ পিতাকে গার্হপত্যায়ি, মাতাকে দক্ষিণায়ি এবং আচার্য্যকে আহ-



পিতা চ গার্হপত্যগ্নি দক্ষিণাগ্নিস্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ । সৰ্ব্ব-  
তস্মাদৃতা ধৰ্ম্মা যশ্শ্রুতে ত্রয় আদৃতাঃ । অনাদৃতাশ্চ যশ্শ্রুতে  
সৰ্ব্বাস্তস্মাদৃফলাঃ ক্রিয়াঃ । ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃ-  
ভক্ত্যা তু মধ্যমং । গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে ॥

মনুষ্মতো—চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা ।  
কুর্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্য্যস্য হিতেষু চ । শরীরক্লেব বাচক  
বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাসিচ । নিয়ম্য প্রাজ্ঞলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষমাণো গুরো-  
র্মুখং । নিত্যং মুদ্র্তপাণিঃ স্মাৎ সাধ্বাচারঃ স্মসংযুতঃ ।

বনীয় অগ্নিস্বরূপ চিন্তা করিবে । যে ব্যক্তি উক্তগুরুদ্বয়কে যথোচিত আদর  
করে, সেই ব্যক্তি সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের ফল পায়, আর যে মনুষ্য পিতা, মাতা  
ও আচার্য্যকে বিহিতবিধানে আদর করে না, তাহার সকল ক্রিয়াই বিফল  
হইয়া যায় । যে মানব মাতৃভক্ত, তাহার ঐহিক ফলভোগ হয়, পিতৃভক্তিতে  
পরকালে ফল পায় এবং আচার্য্যকে যথোচিত সেবা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি  
হইয়া থাকে ।

মনুনিখিত বচনে জানা যাইতেছে যে, গুরু আজ্ঞা করুন, আর নাই  
করুন, সৰ্ব্বদা শিষ্যগণ অধ্যয়নে ও আচার্য্যের হিতানুষ্ঠানে যত্ন করিবে । আচা-  
র্য্যের উপস্থিতি কালে শরীর, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করিয়া গুরুর  
মুখ অবলোকন করত করপুটে দণ্ডায়মান থাকিবে । শিষ্য গুরুসমীপে  
সদাচারতৎপর ও উন্নতপাণি হইয়া থাকিবে এবং গুরু যখন উপবেশন  
করিতে বলেন, তখন আচার্য্যের সম্মুখে উপবেশন করিবে । গুরুসমীপে  
সৰ্ব্বদা হীনবেশে অবস্থান করিবে । গুরু যখন আসন পরিত্যাগ করিয়া  
উঠিবেন, তাহার অগ্রেই শিষ্য দণ্ডায়মান হইবে এবং আচার্য্য উপবেশন  
করিলে পর শিষ্য বসিবে । শয়ন করিয়া গুরুবাক্য শ্রবণ বা গুরু সন্তোষণ  
করিবে না । আর উপবেশন বা ভোজন কালে আচার্য্যের সন্তোষণ নিষিদ্ধ  
এবং গুরু সমীপে পরাজুখ হইয়া থাকিবে না, গুরু উপবিষ্ট হইলে শিষ্য  
অবস্থিত হইয়া গুরু সন্তোষণ করিবে । গুরুসমীপে নীচাসনে উপবেশন ও



আশ্রুতামিতি চোক্তঃ সমাসীতাভিমুখং গুরোঃ । হীনাম্ববস্ত্র-  
বেশঃ স্যাৎ সর্বদা গুরুসম্মিধৌ । উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমক্শাস্ত্র চরম-  
কৈব সংবিশেৎ । প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ ।  
আসীনো নচ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্ মুখঃ । আসীনস্ত স্থিতঃ  
কুর্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ । নীচং শয্যাসনক্শাস্ত্র সর্বদা  
গুরুসম্মিধৌ গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনোভবেৎ ।  
নোদাহরেদস্ত্য নাম পরোক্ষমপি কেবলং । নচৈবাস্ত্রানু-  
কুব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্ । গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা  
বাপি প্রবর্ততে । কণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গম্ভব্যং বা ততো-

নীচ শয্যাতে শয়ন করিবে । গুরু যতদূর দেখিতে পান, ইহার মধ্যে যথেষ্ট  
উপবেশন করিবে না, গুরুর অসমক্ষেও গুরুর নামাকরমাজ বলিবে না,  
আর গুরুর গমন, বাক্য ও অন্ত্যাত্ম চরিত্রের অনুকরণ করিবে না । যে  
স্থানে গুরুর কোন অপবাদ বা নিন্দা কখন হয়, সেই স্থানে কণ অবরুদ্ধ  
করিবে, অথবা সেই স্থান হইতে অন্ত্র গমন করিবে, কোন রূপেও গুরুর  
পরিবাদ বা নিন্দা শ্রবণকরিবে না । যে ব্যক্তি গুরুর পরিবাদ শ্রবণ করে,  
সে পরকালে গর্দভ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করে, শিষ্য গুরু নিন্দা শ্রবণ  
করিলে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হয় । আর গুরু দ্রব্য ভোজন করিলে ক্রিমি  
হয় এবং যে গুরুর প্রতি মাংসর্য্য প্রকাশ করে, সে কীটবোনি পাইয়া থাকে,  
দূবস্থ হইয়া গুরুর অর্চনা করিবে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সমীপে গমন  
করিবে না, কোন যানারোহণকালে গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে সেই যান  
হইতে অবরোহণ করিয়া গুরুকে নমস্কার করিবে । গুরুর সহিত কোন  
প্রতিবাদ বা তর্ক করিবে না । গুরুর অসাক্ষাতে তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা  
কীর্তন করিবে না । গোযান, অশ্বযান প্রাসাদ ও পাষাণখণ্ডে গুরুর সহিত  
উপবেশন করিতে পারে, যদি কখনও গুরুর পুত্র উপস্থিত হয়েন, তাহা  
হইলে আপন গুরুর জায় আচরণ করিবে, গুরুসমীপে আপন পিতা  
মাতাকেও নমস্কার কবিত্তে পারে না । উপাধ্যায় গুরুকেও মন্ত্রমাতা গুরুর

হন্ততঃ । পরীবাচাৎ খরোভবতি স্বাবৈ ভবতি নিন্দকঃ পরি-  
 ভোক্তা ক্রিমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী । দূরস্থো নার্চয়ে-  
 দেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ । যানাসনস্থশৈচবৈন যব-  
 রুহ্যভিবাদয়েৎ । প্রতিবাদেহনুবাদেচ নাসীত গুরুণা সহ ।  
 অসংশ্রবে চৈব গুরোর্ন কিঞ্চিদপি কীর্তয়েৎ গোহশ্বোষ্ট্রযান-  
 প্রাসাদস্রস্তরেষু কটেষু চ । আসীত গুরুণা সার্কিং শিলাফল-  
 কনৌষু চ । গুরোগুরৌ সন্নিহিতে গুরুদ্বৃতিমাচরেৎ । ন  
 চাতিহক্টোগুরুণা স্বান্ গুরুনভিবাদয়েৎ । বিদ্যা গুরুষ্বেতদেব  
 নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু । প্রতিষেধেৎ চাধর্মান্ হিতক্ষে-  
 পদিশংস্বপি । শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃতিং নিত্যমেব সমাচরেৎ ।  
 গুরুপুত্রেষু চার্যেষু গুরো শৈচব স্ববন্ধুযু । বালঃ সমানজন্মা  
 বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্মণি । অধ্যাপয়ন্ গুরুহুতো গুরুবন্মান-  
 মইতি । গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদ্যেত পাদয়োঃ ।

তারাগ্রদীপে—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ  
 স্ত্রধীঃ । নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্ধবিধানতঃ । কৃতে

জ্ঞান জ্ঞান করিয়া যথোচিত নমস্কারাদি করিবে । যেহেতু উপাধ্যায় গুরু  
 অধর্ম কর্ম করিতে নিষেধ করিয়া হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন,  
 অতএব সর্বদাই উপাধ্যায় গুরুকে মন্ত্র প্রদ গুরুর তুল্য জ্ঞান ও সেবাদি করা  
 কর্তব্য । আর গুরুপুত্র ও গুরুর বন্ধুর প্রতিও গুরুবৎ আচরণ করিবে ।  
 যদি গুরুপুত্র সমবয়স্ক হন, তাহা হইলে তাহাকে অধ্যাপন করিতে পারে  
 কিন্তু সেই আচার্যাতনয়কে গুরুবৎ সম্মান করিতে হইবে । আর যদি গুরু-  
 পত্নী যুবতী হন, তাহা হইলে তাহার পাদ গ্রহণপূর্বক অভিবাদন করিবে  
 না ।

তারাগ্রদীপে লিখিত আছে যে, কলিকালে আগমোক্ত বিধানেন দেবা-  
 • র্চনা করিবে, এইকালে অন্য বিধানেন দেবপূজা করিলে দেবগণ প্রসন্ন

শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্মাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ । দ্বাপরেতু পুরা-  
ণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ । অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্মাণো ব্রাহ্মণাঃ  
কলিসম্ভবাঃ তেষামাগমমার্গেণ সিদ্ধির্ন শ্রোতবর্ত্তনা । মন্ত্রাণা  
দেবতা জ্ঞেয়া দেবতা গুরুরূপিণী । তেষাং ভিদা ন কৰ্ত্তব্য  
যদিচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ।

দেব্যাগমে শিববাক্যং—গুরুশয্যাসনং যানং পাছুকো  
পানংপীঠকং । স্নানোদকং তথা ছায়াং লজ্জনং নৈব কার-  
য়েৎ । গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌক্ৰত্যঞ্চ বিবৰ্জয়েৎ । দীক্ষাং  
ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ । রুদ্রজামলে—  
ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ং ন কুর্যাদ্ গুরুণা  
সার্কিং শিষ্যো ভূত্বা কদাচন ।

নিত্যানন্দে—গুরুং ন মৰ্ত্যং বুধ্যত যদি বুধ্যত তস্ম

হয়েন না । সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃতিবিহিত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত  
এবং কলিকালে আগমসম্মত কার্য্যই প্রশস্ত । কলিকালের ব্রাহ্মণগণ শূদ্র-  
যাজনাদিদ্বারা অশুদ্ধ হয়, অতএব তাহাদিগের বৈদিক কার্য্যে অধিকার  
থাকে না, স্মৃতরাং আগমসম্মত ক্রিয়াই কলিকালে বিধেয় । মন্ত্রবর্ণসকল দেবতা  
এবং সেই দেবতাই গুরু, অতএব যে ব্যক্তি আপনার শুভ ইচ্ছা করেন,  
তিনি মন্ত্র, দেবতা ও গুরু, তাহাদিগের বিভিন্নতা জ্ঞান করিবেন না ।

দেব্যাগমপ্রমাণে জানাযাইতেছে যে, মহাদেব বলিয়াছেন, গুরুর শয্যা,  
আসন, যান, পাছুকা, উপানহ, পীঠ, স্নানোদক, ও ছায়া এই সকল লজ্জন  
করিবে না, আর গুরুসমীপ পৃথক্ পূজা ও উগ্রতা পরিত্যাগ করিবে এবং  
শিষ্যকে দীক্ষাপ্রদান ও কোনরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবে না । রুদ্রজামলে  
লিখিত আছে যে, গুরুকে ঋণদান বা গুরু হইতে ঋণ গ্রহণ করিবে না  
এবং দ্রব্যের ক্রয় বা বিক্রয় করিবে না ।

নিত্যানন্দ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিবেনা,



তু । ন কদাচিদ্ভবেৎ সিদ্ধির্ন মন্ত্রের্দেবপূজনৈঃ । একগ্রাম-  
স্থিতঃ শিষ্যস্ত্রিসন্ধ্যাং প্রণমেদ্ গুরুং । ক্রোশমাত্রস্থিতো  
ভূত্বা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ । অর্কযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ  
পঞ্চপর্বসু । এক যোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি । দূর-  
দেশস্থিতঃ শিষ্যো ভক্ত্যা তৎসন্নিধিং গতঃ । তত্র যোজন-  
সংখ্যোক্তমাসেন প্রণমেদ্ গুরুং । যদি দূরেচ চার্বঙ্গি স্ব-  
গুরোর্নগরং ভবেৎ । বর্ষে বর্ষে চ কর্তব্যং গুরোশ্চরণবন্দনং ।  
এতেন একধা দক্ষিণায়নে একধা উত্তরায়ণে কর্তব্যং ।

### অথ শিষ্যালক্ষণং ।

তত্ত্বসারে শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ ।  
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ । এবমাদিগুণৈ-

যদি কেহ গুরুকে মনুষ্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাঁহার মন্ত্ৰ, জপ ও দেবপূজন  
কিছুতেই সিদ্ধি হয় না । শিষ্য গুরুর এক গ্রামে বাস করিলে ত্রিসন্ধ্যা  
গুরুকে নমস্কারকরিবে, গুরুর বাসস্থান হইতে একক্রোশ মধ্যে যদি শিষ্যের  
বসতি হয়, তবে প্রতিদিন গুরুর চরণ বন্দনাকরিবে । শিষ্যালয় হইতে  
ক্রোশদ্বয় মধ্যে গুরুর বসতি থাকিলে পঞ্চপর্ব অর্থাৎ পূর্ণিমা, অমাবস্তা,  
অষ্টমী, চতুর্দশী ও সংক্রান্তিদিবসে গুরুকে প্রণাম করিতে হইবে । ইতঃপর  
একযোজন হইতে দ্বাদশ যোজন পর্য্যন্ত দূরে গুরুধাম হইলে যোজন সংখ্যায়  
অর্থাৎ যত যোজন অন্তরে ত্রীপাট থাকিবে, তত মাস অন্তরে এক একবার  
ত্রীগুরুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অভিবাদন করিবে । আর যদি দ্বাদশ-  
যোজনের অধিক দূরে গুরুর নিবাস হয়, তাহা হইলে এক বৎসর মধ্যে এক  
একবার গুরুর নমস্কার করা কর্তব্য । ইহাতে জানা যাইতেছে যে, একবার  
উত্তরায়ণে ও একবার দক্ষিণায়ণে নমস্কার করিবে ।

এইক্ষণ শিষ্যালক্ষণ কথিত হইতেছে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রপ্রকৃতি, বিনয়ী,  
শুদ্ধাত্মা, তান্ত্রিক, বৈদিক কৰ্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, উপদেশ গ্রহণ করিয়া ধারণ করিতে

যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা । অন্যচ্চ পুণ্যবান্ ধার্মিকঃ  
শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ সোম  
দানধ্যানপরায়ণঃ ।

মন্ত্ৰমুক্তাবল্যাং—শিষ্যঃ শুদ্ধাশ্রয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রি  
দর্শনঃ । সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোহদভ্রধীর্দম্ভবর্জিতঃ । কা  
ক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ । দেবতাপ্রবণঃ কা  
মনোবাগ্ভির্দিবানিশং । নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধা  
স্থিতঃ । দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্যাপরায়ণঃ । যুবা বি  
য়তশেষকরণঃ করুণালয়ঃ । ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্য  
দীক্ষাধিকারবান্ ।

ভাগবতে একাদশস্কন্দে । অমান্যমৎসরো দা  
নির্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ । অসত্বরোহর্থজিজ্ঞাসু-রনসূয়ু-রমোঘবা

পারে, কার্যাদক্ষ, সম্বংশজাত, কার্য্যভিজ্ঞ, সুশীল, সংযতচিত্ত, ইব  
গুণযুক্ত ব্যক্তিকেই শিষ্য করিবে । ইহার বিপরীত গুণশালীকে  
করিবে না । শাস্ত্রাস্তরপ্রমাণে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি পুণ্যবান্,  
পরায়ণ, শুদ্ধাশ্রা, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দাতা ও ধ্যানপরায়ণ, সেই ব  
কেই যোগ্য শিষ্য বলিয়া জানিবে ।

মন্ত্ৰমুক্তাবলীতে লিখিত আছে যে, যিনি সম্বংশজাত, শ্রীমান, বিনয়  
সুন্দরদর্শন, সত্যবাদী, সচ্চরিত্র, মহাবুদ্ধি, দম্ভহীন, কামক্রোধাদিদোষ  
রহিত, গুরুপদের ভক্তিশালী, দিবারাত্রি কায়মনোবাক্যে দেবতাপরায়ণ,  
নীরোগী, নিষ্পাপী, শ্রদ্ধাবান্, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোকের অর্চনাতৎপর,  
যুবা, সংযতেন্দ্রিয় ও দয়ালী, এবং তৎ ব্যক্তিকে দীক্ষাধিকারী শিষ্য বলিয়া  
জানিবে ।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দে লিখিত আছে যে, যিনি অভিমানী ব  
মাৎসর্য্যশালী নহেন, অথবা সর্গস্বার্থো দক্ষ, পুত্রকলত্রাদিতে সমতা শূ

জ্ঞানপত্য-গৃহ-ক্ষেত্র-স্বজনদ্রবিণাদিষু । উদাসীনঃ সমং পশ্যন্  
বৈষম্যমিবাশ্রয়ঃ ।

### নিষিদ্ধশিষ্য-লক্ষণমাহ ।

পাপিনে ক্রুরচেষ্ঠায় শঠায় কুপণায় চ । দীনাচারশূন্যায়  
মদ্রদেষপরায় চ । নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদেষপরায় চ ।  
গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ ।

আগমসারে—অলস। মলিনাঃ ক্লিষ্টা দান্তিকাঃ কুপণা-  
স্তথা । দরিদ্রা রোগিণো ক্লুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ ।  
অসূয়ামৎসরগ্রস্তা সদা পরুষবাদিনঃ । অন্ত্যায়োপার্জিতধনাঃ  
পরদাররতাশ্চ যে । বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যাজ্যাঃ পণ্ডিত-

গুরুজনের প্রতি অনুরাগী, বিষয়ে অবাগ্র, অর্থজ্ঞানে অভিলাষী, অসূয়া-  
বিহীন, সত্যবাদী, জ্ঞী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে অনুরক্ত নহে,  
এবং যিনি সকলকে আশ্রয় ও জ্ঞান করেন, তিনিই প্রকৃত শিষ্যপদের বাচ্য ।

এইরূপ নিষিদ্ধ শিষ্যলক্ষণ কথিত হইতেছে । যে ব্যক্তি পাপাচরণে  
রত, ক্রুরপ্রকৃতি, শঠ, কুপণ, অতিদীনদশাগ্রস্ত, সদাচারবিহীন, মদ্রদেষী,  
সর্বনিন্দক মূর্খ, তীর্থবিদেষী, গুরুভক্তিবিহীন ও মলিনবেশ, তাহাকে কদাচ  
দীক্ষা প্রদান করিবে না ।

আগমসারে লিখিত আছে যে, যাহারা আলস্রাধীন, মলিনবেশ, অতি  
কাতর, দম্ভপরাধন, কুপণ, দরিদ্র, রাগী, অতিক্রোধী, বিষয়ানুরাগী, ভোগ-  
লালসাবান্, অসূয়াশালী, মাৎস্যবান্, সদা কর্কশভাবী, অন্ত্যায়োপার্জিতধনে  
ধনবান্, পরজীতে অনুরক্ত, পণ্ডিতগণের শত্রু, জনসমাজের পরিত্যাজ্য,  
পণ্ডিতাভিমানী, আচারব্রষ্ট, অতিনীচস্বভাব, খল, বহুভোক্তা, ক্রুরপ্রকৃতি,  
দুরাত্মা, সমাজবিগর্হিত, পাপিষ্ঠ, ও পুরুষাধম, এইরূপ ব্যক্তিদিগকে শিষ্য-  
রূপে কল্পনা করিবে না, ইহারা শিষ্য হইতে আসিলেও তাহাদিগকে



মানিনঃ । অর্ঘ্যচারাশ্চ যে কষ্টরুভয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ ।  
বহ্মাশিনঃ ক্রুরচেষ্ঠা দুরাঅানশ্চ নিন্দিতাঃ ইত্যেবমাদয়োহি-  
ন্যেপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ । এবন্তুতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্য-  
হেনোপকল্পিতাঃ । যদ্যেতদুপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ  
ভবন্তি হি দরিদ্রাস্তু পুত্রদারবিবর্জিতাঃ । নারকান্শ্চৈব দেহান্তে  
তির্য্যকঃ প্রভবন্তি তে ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—জৈমিনিঃ স্মৃগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন  
এবচ । কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়্ভেতে হেতুবাদিনঃ । এতন্মতানু-  
সারেণ বর্তন্তে যে নরাধমাঃ । তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা  
স্তেভ্যস্তদ্রং ন দাপয়েৎ ।

### অথ গুরুশিষ্যয়োঃ পরীক্ষণং ।

তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোন্মেকাদং সহবাসতঃ । ব্যব-  
হারস্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে । সারসংগ্রহে—গুরুতা

পরিত্যাগ করিবে । যদি মোহবশত কোন কোন আচার্য্য উক্ত লক্ষণাক্রান্ত  
ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে কল্পনা করেন, তাহা হইলে সেই সকল আচার্য্য  
দেবগণের অভিসম্পাতভাগী হইয়া থাকেন । এবং ইহকালে দরিদ্র ও পুত্র-  
দারাবিহীন হইয়া পরকালে নরকভোগান্তে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া  
থাকেন ।

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, জৈমিনি, বৌদ্ধ, নাস্তিক, নগ্নক,  
কপিল, কণাদ, ইহারা হেতুবাদী অর্থাৎ কুতর্ককারী বাহারা উক্ত হেতুবাদী-  
দিগের মতানুসারে আচরণ করে, কদাচ তাহাদিগকে তত্ত্ব বা মন্ত্র প্রদান  
করিবে না ।

গুরু ও শিষ্য ইহারা এক বৎসর সহবাস করিয়া পরস্পরের স্বভাব  
পরীক্ষা করিবে । সংবৎসর সহবাস করিলে ব্যবহারাদিদ্বারা পরীক্ষা

শিষ্যতা বাপি তয়োৰ্বৎসরবাসতঃ সদগুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং  
বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ । তত্রৈব—রাজি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী  
পাপং স্বভর্তুরি তথা শিষ্যার্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি  
নিশ্চিতং । বর্ষেকেন ভবেদুযোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ ।  
বর্ষদ্বয়েন রাজন্তো বৈশ্যস্ত বৎসরৈস্ত্রিভিঃ । চতুর্ভির্বৎসরৈঃ  
শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ।

গুরুশব্দার্থমাহ তদ্বার্গবে—গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তা রেফঃ  
পাপস্য দাহকঃ । উকারঃ শত্রুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়া ত্বা গুরুঃ পরঃ ।  
অপরঞ্চ—গকারাজজ্ঞানসম্পত্তী রেফঃ পাপস্য দাহকঃ । উকারা-  
চ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ । গুশব্দস্ত্বককারঃ শ্রাদ্ধ-  
শব্দস্তমিরোধকঃ । অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ গুরুরিত্যভিধীয়তে ।

হইতে পারে । সারসংগ্রহে লিখিত আছে যে, এক বৎসর একত্র অবস্থিতি  
করিলেই গুরু ও শিষ্য উভয় পরম্পরের স্বভাবাদি জানিতে পারেন । অত-  
এব যিনি সদগুরু, তিনি শিষ্যকে আপন সমক্ষে এক বৎসর রাখিয়া পরীক্ষা  
করিবেন । ঐ সারসংগ্রহে আর লিখিত আছে যে, মন্ত্রীর দোষ রাজাতে,  
পত্নীর পাপ স্বামীতে বর্তে এবং শিষ্যার্জিত পাপও গুরু ভোগ করিয়া থাকেন,  
অতএব একবর্ষ কাল পরীক্ষা করিয়া শিষ্যের স্বভাবাদি পরিজ্ঞানপূর্বক  
শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবে । পরন্তু ব্রাহ্মণকে একবৎসর, ক্ষত্রিয়কে দুই-  
বৎসর, বৈশ্যকে তিন বৎসর এবং শূদ্রকে চারি বৎসর একত্র বাসে পরীক্ষা  
করিয়া শিষ্য যোগ্য বোধ হইলে তখন দীক্ষা প্রদান করিবে ।

তদ্বার্গবে গুরুশব্দার্থে নির্ণীত হইয়াছে যে, গকার সিদ্ধি প্রদান করে,  
রেফ পাপের দাহক এবং উকার শত্রু অতএব গুরু ত্রিতয়া ত্বক । ঐ তদ্বার্গবে  
আর লিখিত আছে যে, গকার হইতে জ্ঞানরূপ সম্পত্তি বৃদ্ধিপায়, রেফ পাপ-  
দাহনকরে, এবং উকার শিবতাদাত্ম্য প্রদান করে, অতএব গুরু সিদ্ধি  
প্রদান করিয়া পাপবিনাশ পূর্বক শিবত্ব প্রদান করেন । গুরুশব্দের অন্ত  
প্রকার অর্থে জানা যায় যে, গুশব্দে অন্ধকার ও কুশব্দে অন্ধকারনিরোধক,

কুলচূড়ামণৌ—উদাসীনো হ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ ।  
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী । বৈষ্ণবে  
বৈষ্ণবো গ্রাহঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ । শান্তিকে ত্রিতয়ং  
বিদ্যাদীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ । পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পিতৃব্যো  
মাতুলস্তথা । যেনোপদিষ্টস্তত্ত্বৈহ্মিন্ তং গুরুং সমুপাসয়েৎ ।  
নচ বালো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কুশ স্তথা ।

গুরুরপি গৃহস্থএ ব প্রশস্তঃ । তথাচ কল্পে—কলত্রপুত্র-  
বান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্বসম্মতঃ । দৈবে পৈত্রেহরিমিত্রে চ  
গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ ।

অতএব গুরু আন্তরিক অজ্ঞান রূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, ইহাই প্রতি-  
পাদিত হইতেছে ।

কুলচূড়ামণিতে লিখিত আছে যে, উদাসীন উদাসীনকে, বনবাসী,  
বনবাসীকে, যতি যতিকে, এবং গৃহস্থ গৃহস্থকে গুরুকার্য্যে বরণ করিবে ।  
আর বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাতে বৈষ্ণব, শৈবমন্ত্রদীক্ষায় শৈব গুরু প্রশস্ত । কিন্তু  
শক্তি দীক্ষাতে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই দীক্ষাস্বামী হইতে  
পারেন । পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য, ও মাতুল ইহাগিদের মধ্যে যিনিই  
তত্ত্ব উপদেশ করেন, তাহাকেই গুরু জ্ঞানে উপাসনা করিবে । আর  
বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ, কুশ, ইহাদিগকে গুরু করিবে না ।

সর্বপ্রকার গুরুর মধ্যে গৃহস্থ গুরুই প্রশস্ত । কল্পে লিখিত আছে যে,  
যিনি পুত্রকলত্রবান্ ভ্রাতৃগণ, দয়াশীল এবং গৃহস্থ, তিনিই সর্বসম্মত এবং দৈব  
ও পৈত্র কার্য্যে প্রশস্ত গুরু ।



## অথ দীক্ষাবিচারঃ ।

পিত্রাদিমন্ত্রনিষিদ্ধমাহ যোগিনীতন্ত্রে—পিতৃমন্ত্ৰং ন গৃহীয়াত্তথা মাতামহশ্চ চ । সোদরশ্চ কনিষ্ঠশ্চ বৈরিপক্ষা-  
শ্রিতশ্চ চ ।

গণেশবিমর্ষিণ্যাং—যতেদীক্ষা পিতৃদীক্ষা দীক্ষা চ বন-  
বাসিনঃ । বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা । রুদ্র-  
যামলে—ন পত্নীং দীক্ষয়েদুৰ্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সূতাং ।  
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং নচ দীক্ষয়েৎ । সিদ্ধমন্ত্ৰো যদি  
পতি স্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ । শক্তিস্থেন বরারোহে নচ সা  
পুত্রিকা ভবেৎ । ইত্যাদি নিষেধবচনাদেভ্যো মন্ত্ৰং ন গৃহী-  
য়াৎ । ইদম্তু সিদ্ধেতরবিষয়ং । সিদ্ধমন্ত্ৰে ন দূষ্যতীতি বচনাৎ ।

যতেরপি দীক্ষোক্তা শক্তিয়ামলে—তীর্থাচারযুতো মন্ত্ৰী

আপন জনকের নিকট মন্ত্ৰগ্রহণ নিষিদ্ধ । যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে  
যে পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষাশ্রিত, ইহাদিগের নিকট  
মন্ত্ৰগ্রহণ করিবে না ।

গণেশবিমর্ষিণী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, পিতা, যতি, বনবাসী ও  
নিরাশ্রমী, ইহাদিগের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা কল্যাণদায়িনী  
হয় না । রুদ্রযামলে জানা যায় যে, উৰ্ত্তা পত্নীকে, পিতা কন্যা বা পুত্রকে,  
ভ্রাতা ভ্রাতাকে দীক্ষিত করিবে না । পরন্তু যদি পতিসিদ্ধমন্ত্ৰ হন, তাহা হইলে  
পত্নীকে দীক্ষিত করিতে পারেন এবং সেই পত্নীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিবে,  
অন্য শিষ্যের জ্ঞান কন্যারূপে গ্রহণ করিবে না । দীক্ষাবিষয়ে এই যে,  
নিষেধ উক্ত হইল, ইহা সিদ্ধ মন্ত্ৰে নহে । পিতাপ্রভৃতি সিদ্ধমন্ত্ৰ হইলে যদি  
পুত্রাদিকে দীক্ষিত করেন, তাহাতে কোন দোষ হইবে না ।

কোন কোন যতির নিকটেও দীক্ষিত হইতে পারে শক্তিয়ামলে

জ্ঞানবান্ । সুসমাহিতঃ নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যা  
দ্রোতিকোপি চ । তথাচ সিদ্ধয়ামলে—যদি ভাগ্যবশেনৈব  
সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে । তদৈব তাস্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরু-  
বিচারণং । প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতৃদীক্ষাং সমাচরেৎ  
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা মুনৈর্দীক্ষাং সমাচরেৎ পিতুরিত্যুপ-  
লক্ষণং তথা মাতামহাদীনামপি । প্রায়শ্চিত্তস্তু অযুতসাবিত্রী-  
জপঃ সর্বত্র দর্শনাৎ ।

শঙ্কঃ—দশসাহস্রাজপেয়ন সর্বকল্মষনাশিনী । তথা মৎস্ত  
সূক্তে । নিব্বীৰ্য্যঞ্চ পিতৃমন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দূষ্যতীতি বচনং  
কৌলিকমন্ত্রদীক্ষাপরং । অত্র হেতুমাহ যোগিনীতন্ত্রে—  
শক্ত্যাদিবিদ্যামধিকৃত্য দীক্ষানিষেধাৎ । যদ্বা শাক্তে তারাদি-

লিখিত আছে যে, যিনি তীর্থাচারযুক্ত, মন্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানবান, সংযতেন্দ্রিয়,  
তিনি যত্যাচারযুক্ত হইলেও গুরু হইতে পারেন । সিদ্ধয়ামলে লিখিত  
আছে যে, যদি আপন সৌভাগ্যবশত কেহ সিদ্ধবিদ্যা লাভকরে,  
তাহা হইলে গুরু বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রগ্রহণ করিবে । যদি  
প্রমাদ বা অজ্ঞান বশত কেহ পিতার কিম্বা মাতামহাদির নিকট মন্ত্র গ্রহণ  
করে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মূনির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে ।  
এই স্থানে অযুত ( দশসহস্র ) সাবিত্রী জপকরিলেই পিতৃমন্ত্র গ্রহণের  
প্রায়শ্চিত্ত হইবে ।

শঙ্কবচনে জানা যায় যে, সাবিত্রীমন্ত্র দশসহস্র জপ করিলেই সর্ববিধ পাপ  
বিনাশ পায়, মৎস্তসূক্তে লিখিত আছে যে, পিতৃমন্ত্র বীৰ্য্যবিহীন, কিন্তু শৈব  
ও শাক্তবিষয়ে পিতৃমন্ত্র বীৰ্য্যহীন নহে । কৌলিকদীক্ষাবিষয়ে এই  
ব্যবস্থা জানিবে । এই বিষয়ের হেতু স্বরূপ যোগিনীতন্ত্রের বচনে জানা যায়  
যে, শক্ত্যাদি মন্ত্র দীক্ষাতেই নিষেধ উক্ত হইয়াছে । আর মৎস্তসূক্ত বচনে  
প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তারাদিবিদ্যার মন্ত্রদীক্ষাতেই পিতৃমন্ত্র গ্রহণ

বিদ্যায়াং মৎস্যসূক্তে তথা প্রতিপাদনাং । তথাচ নিজকুল-  
তিলকায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় দদ্যাদিত্যাदि ।

শ্রীক্ৰমে—মনুর্বিষ্মস্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে ।  
মহাতীর্থে উপরাগে সতি ন দোষঃ । তথাচ বিষ্ণুমন্ত্রমধিকৃত্য  
সাধু পৃষ্ঠং ত্বয়া দেবি প্রবক্ষ্যামি ফলন্তব । ব্রহ্মণা কথিতং  
পূর্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে । বশিষ্ঠোপি স্বপুত্রায় মৎপিত্রে দত্ত-  
বান্ স্বয়ং । প্রসন্নহৃদয়ঃ স্বচ্ছঃ পিতা মে করুণানিধিঃ । কুরু-  
ক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্য্যপর্ব্বণি দত্তবান্ । ইত্যাদি বৈশম্পায়ন-  
সংহিতায়াং শৌনকং প্রতি ব্যাসবচনং । যোগিনীতন্ত্রে । নিব্বী-  
র্যাক্ষ পিতৃশ্রমন্তং তথা মাতামহস্য চ ।

স্ত্রীদীক্ষাবিচারমাহ । স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব  
শুধ্যতি । যত্নু সাধ্বী চৈব সদাচারী গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া ।

নিষিদ্ধ । কিন্তু নিজকুলতিলকস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার নিকট দীক্ষিত  
হইতে পারে ।

শ্রীক্ৰমের লিখিতবচনপ্রমাণে জানা যায় যে, মন্ত্রবিবেচনার পিতা  
জ্ঞানী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্র প্রদান করিতে পারেন । আর গঙ্গাকাশীপ্রভৃতি  
মহাতীর্থে এবং চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণকালে মন্ত্র গ্রহণকরিতে হইলে কোন  
দোষ বিচার করিবে না । বশিষ্ঠ ঋষি বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষা উপলক্ষে ব্রহ্মাকে  
জিজ্ঞাসা করিলে, কমলযোনি বশিষ্ঠ ঋষিকে যেরূপ উপদেশ করিয়া-  
ছিলেন, বশিষ্ঠ মুনি ঐরূপে মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে পরাশরকে সূর্য্যগ্রহণকালে  
উপদেশ করিয়াছিলেন । অনন্তর এই কথা ব্যাসদেব শৌনক ঋষিকে বলেন,  
এই সকল কথা বৈশম্পায়ন সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে । যোগিনীতন্ত্রে লিখিত  
আছে যে, পিতা ও মাতামহ কর্তৃক প্রদত্ত মন্ত্র বীৰ্য্যহীন, অর্থাৎ উক্ত মন্ত্র  
জপে কোন ফল হয় না ।

স্বপ্নলব্ধ ও স্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্রের সংস্কার করিলেই শুদ্ধ হয় । সাধ্বী,



সর্বমন্ত্ৰার্থতত্ত্বজ্ঞা স্মশীলা পূজনেরতা । গুরুযোগ্যা ভবেৎ  
স। হি বিধবা পরিবর্জিতা । স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতু-  
শ্চাষ্টগুণাঃ স্মৃতাঃ । ইদন্ত গুরোরুপাসিতমন্ত্রপরং । তথাচ  
ভৈরবীতন্ত্রে । স্বীয়মন্ত্রোপদেশে তু ন কুর্যাদ্ গুরুচিস্তনং ।  
মাতুরিত্যুপাসিতেষ্টগুণং । অনুপাসিতে শুভফলদমিত্যর্থঃ ।  
সিদ্ধমন্ত্রবিষয়শ্চেতি কেচিৎ । বস্তুতস্ত স্ত্রীপদং বিধবাপরং ।  
যোগিনী তন্ত্রে একবাক্যবলাৎ । বিধবায়াঃ স্মৃতাদেশাৎ  
কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া । নাধিকারো যতো নারীয়াঃ সধবা  
ভর্তুরাজ্ঞয়া । নাধিকার ইতি স্মাতন্ত্র্যেণাধিকারশ্চ । স্ত্রীণাং

সদাচারতৎপরা, গুরুভক্তা, জিতেস্ত্রিয়া, সর্বমন্ত্ৰার্থতত্ত্বজ্ঞা, স্মশীলা ও পূজাদি-  
কার্যে অনুরক্তা, এবং শুভা স্ত্রী গুরুযোগ্যা, কিন্তু বিধবা স্ত্রী ঊক্তগুণশালিনী  
হইলেও তাহাকে গুরুকার্যে বর্জন করিবে । স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষিত হইলে  
শুভফল হইয়া থাকে, বিশেষত মাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে অপেক্ষাকৃত  
অষ্টগুণ ফল হয় । পরন্তু যোগিনীতন্ত্রের ঊক্ত বচনসকলের তাৎপর্যার্থ  
উপাসিত মন্ত্র বিষয়ে জানিবে, অর্থাৎ মাতা যদি তাঁহার উপাসিত মন্ত্র  
প্রদান করেন তাহা হইলেই অষ্টগুণ ফল হইবে । ভৈরবীতন্ত্রোক্ত বচনে  
জানা যায় যে, যদি গুরু আপন উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে  
গুরু বিচারের আবশ্যকতা নাই । বাস্তবিক স্ত্রীগুরুবিষয়ে বিধবা পরিত্যাগ  
করিবে, ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ । এইরূপ মীমাংসা করিলেই যোগিনীতন্ত্রোক্ত  
বচনের সহিত একবাক্যতা হয় । স্ত্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ  
বলিয়া যে কথিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রতিপ্রসব এই যে, বিধবা স্ত্রী পুত্রের  
অনুজ্ঞাতে, কন্যা পিতার আজ্ঞানুসারে, এবং সধবা স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞা গ্রহণ  
করিয়া দীক্ষা প্রদান করিতে পারে । স্মৃতরাং জানাযাইতেছে যে, দীক্ষা  
কার্যে যে স্ত্রীর অধিকার নাই, এই কথাটি সর্বত্র আদৃত নহে । বাস্তবিক  
স্ত্রী স্বতন্ত্রা হইয়া দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে না, ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃত  
তাৎপর্য্য । গর্ভবতী স্ত্রীর দীক্ষাগ্রহণে কোন দোষ হয় না, পরন্তু দশমমাস

গর্ভবতীনাঞ্চ দীক্ষায়াং নৈব দূষণং । ন কুৰ্য্যাদশমে মাসি  
কৃত্বা চ নারকী ভবেৎ ।

বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—শুভা প্রোক্তা ত্রিযোদীক্ষা  
কালিকাদৌ বিশেষতঃ । শৈবে চ বৈষ্ণবে চৈব মাতৃস্মৃত্ত্বং শুভ  
প্রদং । বিধবায়াঃ ত্রিযোদীক্ষা ন শুভায়া কদাচ ন । সূতা-  
দেশবশাৎ সাধ্বী মন্ত্রদীক্ষাধিকারিণী । মাতৃদীক্ষা বিচারে তু  
ন কিদপি চিন্তয়েৎ । সধবা বিধবা বাপি গুরুস্মৃতা গরীয়সী ।  
পিতৃস্মৃত্ত্বং বীৰ্য্যহীনং মাতৃস্মৃত্ত্বং সৰ্বীৰ্য্যকং । ত্রিযোদীক্ষা বরা-  
রোহে সৰ্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী । ততোমাতৃর্বিশেষণ ফলক্ষ্যকট  
গুণং যতঃ ।

হয়শীর্ষেচ । সাধ্বী সদাচারযুতা বিশিষ্টা সदैব ভক্তা

গর্ভকালে দীক্ষা নিষেধ । গর্ভের দশমমাসে যদি কোন স্ত্রীর দীক্ষা হয়, তাহা  
হইলে নরকভোগ হইয়া থাকে ।

বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে যে, মাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে  
সেই দীক্ষায় শুভফল হইয়া থাকে । বিশেষত শৈব ও বৈষ্ণব মন্ত্র দীক্ষাতে  
মাতৃমন্ত্রই শুভফল প্রদান করে । পরন্তু বিধবা স্ত্রীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে  
অশুভই হইয়া থাকে । কিন্তু বিধবা স্ত্রীও পুত্রাদেশক্রমে দীক্ষা প্রদানের  
অধিকারিণী হয় । আর মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে গুরু-  
লক্ষণাদি কিছুই বিবেচনা করিবে না । মাতা সধবাই হউন, আর বিধবাই  
হউন, তিনিই সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু । পিতৃ মন্ত্র বীৰ্য্যহীন, কিন্তু মাতৃ মন্ত্র  
সমধিক বীৰ্য্যশালী, বাস্তবিক স্ত্রীদীক্ষা সর্বপ্রকার সম্পৎপ্রদান করিয়া  
থাকে, ইহা হইতেও মাতৃদীক্ষা অষ্টগুণ ফল প্রদান করে ।

হয়শীর্ষে লিখিত আছে যে, যে স্ত্রী সাধ্বী, সদাচারযুক্তা, গুরু ও দেব-  
তার প্রতি সবিশেষ ভক্তিশালিনী, ও সাধনকার্য্যে দক্ষা, সেই স্ত্রীকে গুরু  
যোগ্যা জ্ঞানিয়া তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবে । পরন্তু গুরুর উপাসিত

গুরুদেবতাস্থ । জিতেন্দ্রিয়া সাধনকাৰ্য্যদক্ষা ভবেৎ স্যযোগ্যা  
গুরুযোগ্যকাৰ্য্যে ॥ গুরোরূপাসিতমস্ত্রে তু ন কুর্যাদ্গুরু  
চিন্তনং । মাতা যদি নিজং মন্ত্ৰং দদাতি স্তবৎসলা ।  
তদা গুরুবিচারস্ত ত্যক্ত্বা মাতুৰ্ম্মনুং লভেৎ । বীৰ্য্যাহীনং  
পিতুৰ্ম্মন্ত্ৰং মাতুশ্চাক্ষেপণং স্মৃতং ।

স্বপ্নলক্ষ্যমস্ত্রে যদি সদগুরুং প্রাপ্নোতি তদা তত এব  
তন্মন্ত্ৰং গৃহীয়াৎ নোচেৎ জলপূৰ্ণকলসে গুরোঃ প্রাণ-  
প্রতিষ্ঠাং বিধায় বটপত্রে কুঙ্কুমেণ লিখিতং মন্ত্ৰং তৎ-  
কলসে প্রক্ষিপ্য উত্তোল্য মন্ত্ৰং গৃহীয়াদিত্যর্থঃ । তথাচ—  
স্বপ্নলক্ষে চ কলসে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ । বটপত্রে  
কুঙ্কুমেণ লিখিত্বা গ্রহণং শুভং । ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি  
চান্যথা বিফলং ভবেৎ । ইদন্ত গুরোরভাবে তৎসমস্ত্রে  
তস্মাদেব মন্ত্ৰং গৃহীয়াৎ । স্বপ্নে তু নিয়মো নহীতি নারদ-  
বচনাৎ । তত্র সিদ্ধাদিনিয়মো নাস্তি ।

মন্ত্ৰ প্রদানে গুরু বিচারের আবশ্যকতা নাই, বিশেষত মাতা যদি পুত্রবৎ-  
সল ভাবে নিজ মন্ত্ৰ প্রদান করেন, তাহা হইলে সেইস্থলে গুরু বিচার  
পরিত্যাগ করিয়া মাতার নিকট মন্ত্ৰগ্রহণ করিবে । পিতার মন্ত্ৰ বীৰ্য্যাহীন  
বটে, কিন্তু মাতার মন্ত্ৰ অষ্টাঙ্গ ফল প্রদান করিয়া থাকে ।

স্বপ্নে মন্ত্ৰ লাভ করিলেও যদি সদগুরু পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই  
গুরুর নিকট উক্ত মন্ত্ৰ গ্রহণ করিবে । আর উক্তরূপ গুরুর অভাবে জলপূর্ণ  
কুণ্ডে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুমদ্বারা মন্ত্ৰ লিখিয়া সেই  
কুণ্ড মধ্যে স্থাপন করিবে । পরে ঐ বটপত্রের সহিত মন্ত্ৰ উত্তোলন করিয়া  
স্বয়ং সেই মন্ত্ৰ গ্রহণ করিবে, কিন্তু গুরু উপস্থিত থাকিলে এইরূপ করিবে না,  
তখন গুরুর নিকটেই উক্ত মন্ত্ৰ গ্রহণ করিবে । স্বপ্নলক্ষ্য মন্ত্রে সিদ্ধাদি  
চক্রাণুসারে মন্ত্ৰগুণবিচারের আবশ্যকতা নাই ।



ত্রিবিধ গুরুমাহ । তত্র বিদ্যাধরাচার্য্যধৃতং জাবালবচনং ।  
মধ্যদেশ-কুরুক্ষেত্র-নাটকোহঙ্কনসম্ভবাঃ । অন্তর্বেদিপ্রতিষ্ঠানা  
আবস্ত্যাস্চ গুরুভূমাঃ । মধ্যদেশ আৰ্য্যাবর্তঃ । গোড়াঃ  
শাল্লোদ্ভবাস্চৈব মগধাঃ কেরলাস্তথা । কোশলাশ্চ দশার্ণাশ্চ  
গুরবঃ সপ্ত মধ্যমাঃ । কর্ণাটনর্মদারেবা কচ্ছাস্তীরোদ্ভবাস্তথা ।  
কালিন্দাশ্চ কলম্বাশ্চ কাম্বোজাশ্চাধমা মতাঃ ।

ব্রহ্মবৈবর্তে—গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।  
গুরুঃ প্রকৃতিরীশাদ্যা গুরুশ্চন্দ্রোহনলো হরিঃ । গুরুর্বাযুশ্চ  
বরুণো গুরুর্মাতা পিতা সূহৃৎ । গুরুরেব পরংব্রহ্ম নাস্তিপূজ্যো  
গুরোঃ পরঃ । ন সম্পূজ্য গুরুং দেবং যো মূঢ়ঃ পূজয়েদ্ভ্রমাৎ ।  
ব্রহ্মহত্যাশতং পাপং লভতে নাত্র সংশয়ঃ । সামবেদেচ ভগ-

বিদ্যাধরাচার্য্য যে জাবাল মুনির বচন সংগ্রহ করিয়া দেশ বিশেষে  
গুরুর উক্তমতাদি নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সকল বচন এই স্থলে মূলে উদ্ধৃত  
আছে । জাবালমুনি বলিয়াছেন যে, মধ্য দেশ অর্থাৎ আৰ্য্যাবর্ত, কুরুক্ষেত্র,  
নাটক, অঙ্কন, ও অবন্তী এই সকল দেশসম্ভূত গুরুই উত্তম । গৌর, শাৰ,  
সূর, মগধ, কেরল, কোষল ও দশার্ণ এই সপ্ত দেশ সম্ভূত গুরু মধ্যম,  
আর কর্ণাট, নর্মদা, রেবা, কচ্ছ, তীর, কালিন্দ, কলম্ব ও কাম্বোজ এই  
সকল দেশ সম্ভূত গুরুকে অধম বলিয়া জানিবে ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, গুরুকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,  
প্রকৃতি, ঈশ্বর, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বহু, বরুণ, পিতা, মাতা ও বহুস্বরূপ জ্ঞান  
করিবে, আর গুরুই পরংব্রহ্ম, সূতরাং গুরু হইতে পূজ্যতম আর কেহ  
নাই । যে মূঢ় ব্যক্তি ভ্রম বশতঃ গুরুপূজা না করিয়া অন্য পূজা করে,  
তাহার শত ব্রহ্মহত্যার পাপ জন্মে । অরং হরি সামবেদে এইরূপে গুরুর

বানিত্যবাচ হরিঃ স্বয়ং । তস্মাদভীষ্টদেবাচ্চ গুরুঃ পূজ্যো ন  
সংশয়ঃ ।

দীক্ষাং বিনা জপস্ত্য দুষ্কৃত্যং প্রথমং সা নিরূপ্যতে ॥  
দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্যাৎ পাপস্ত্য সংক্ষয়ং । তস্মা-  
দীক্ষতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তদ্রবেদিভিঃ । সৰ্ব্বাশ্রমেষু  
দীক্ষায়া আবশ্যকত্বং । তথাচ । দীক্ষামূলং জপং সৰ্বং  
দীক্ষামূলং পরং তপঃ । দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্যত্র কুত্ৰাশ্রমে  
বসন্ । অদীক্ষিতা যে কুৰ্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । ন  
ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুগুবীজবৎ । দেবি দীক্ষাবিহী-  
নস্ত্য ন সিদ্ধির্ন চ সদগতিঃ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন গুরুণা  
দীক্ষিতো ভবেৎ । অদীক্ষিতোহপি মরণে রৌরবং নরকং

মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন, অতএব অভীষ্টদেব অপেক্ষাও গুরুকে পূজ্যতম  
জ্ঞান করিবে ।

অনন্তর দীক্ষার আবশ্যকতা ও তদ্বিষয়ে বিচারাদি বলিতেছেন । দীক্ষা-  
ব্যতিরেকে জপ পূজাদি সকলই বিফল, অতএব প্রথমে দীক্ষা নিরূপণ  
করিতেছেন । দীক্ষা মনুষ্যকে দীব্য জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার পাপরাশি  
ক্ষয় করে, অতএব তদ্রবেত্তা মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাকেন । ব্রহ্ম-  
চর্যাदि সকল আশ্রমেই দীক্ষার আবশ্যকতা বলিয়াছেন । এই সংসার  
সমস্তই দীক্ষামূল, দীক্ষা ব্যতিরেকে এই জগতের কোন কার্যই সম্পন্ন হয়  
না । এবং জপ তপস্তা প্রভৃতি সমস্ত কার্যই দীক্ষার উপর নির্ভর করে ।  
দীক্ষিত হইয়া যে কোন আশ্রমেই থাকুক না কেন, সৰ্ব্বত্রই তাহার কার্য  
সিদ্ধি হইবে । দীক্ষিত না হইয়া যে জপপূজাদি কার্য করে তাহার সেই  
সকল কার্য পাতালে রোপিত বীজের স্থায় নিষ্ফল হয় । হে দেবি ! দীক্ষা-  
বিহীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদগতি কিছুই হয় না । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে  
সদগুরু নিকটে অবশ্য দীক্ষিত হইবে । অদীক্ষিতব্যক্তি মরণানন্তর

ব্রজেৎ । অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি । তস্মা-  
দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যচ্চ তান্ত্রিকাৎ । তথাচ নবরত্নে-  
শ্বরে । সর্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতা । অবি-  
রোধাদ্ভবন্ত্যেব প্রাসঙ্গিক্যন্তু ভুক্তয়ঃ । উপপাতকলক্ষাণি  
মহাপাতককোটয়ঃ । ক্ষণাদহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা  
কৃত্য । কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্নাতি নরাধমঃ । মন্ব-  
ন্তরসহশ্রেণু নিক্ষুতির্নৈব জায়তে । নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্মৃৎ  
তপোভিনিয়মব্রতৈঃ । ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ ।  
মংস্ত্য সূক্তে । অদীক্ষিতানাং মর্ত্যানাং দোষঃ শৃণু বরাননে ।  
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতং । যৎকৃতং তস্য  
বা শ্রাদ্ধং সর্বং যাতি হৃদোগতিং । অতঃ—সদগুরোরাহিতা  
দীক্ষা সর্বকর্মাণি সাধয়েৎ ।

ঘোরতর নরকে গমন করে । দীক্ষাবিহীন ব্যক্তির পিশাচত্ব দূর হয় না ।  
অতএব যত্নপূর্বক তান্ত্রিক গুরুর নিকটে অবশ্য দীক্ষিত হইবে । নবরত্নেশ্বরে  
লিখিত আছে যে, সকলপ্রকার দীক্ষাতেই মুক্তিফল হইয়া থাকে । হে দেবি  
বিধানক্রমে দীক্ষিত হইলে সেই দীক্ষা ক্ষণকালমধ্যে লক্ষ উপপাতক ও  
কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে । যে ব্যক্তি গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া  
গ্রন্থাদিতে দৃষ্টি করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই পাপিষ্ঠ নরাধম সহস্র মন্বন্তরেও  
নিষ্কৃতি পায় না । অদীক্ষিত ব্যক্তির কোন কার্য্যে অধিকার নাই, স্মৃতরাং  
তপশ্চা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা কোন কার্য্য হইতে  
পারে না । মংস্ত্যসূক্তে মহাদেব বলিয়াছেন ; হে দেবি ! যে ব্যক্তি গুরুর  
নিকট দীক্ষাগ্রহণ করে নাই, তাহার অন্ন বিষ্ঠাসম ও জল মূত্রতুল্য জানিবে ।  
এবং অদীক্ষিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে তাহার ফল অধঃপতিত হয় ।  
বাস্তবিক সদগুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া যে কিছু কার্য্য করে, দীক্ষার  
•মাহাত্ম্য বলে সেই কার্য্যই সফল হইয়া থাকে ।



শূদ্রশ্চ নিষেধমাহ তদ্রাস্তুরে প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং  
শূদ্রায় সৰ্বথা । আত্মমন্ত্রং গুরোর্মন্ত্রং মন্ত্রকাজপসংজ্ঞকং ।  
স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্বিজঃ । শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি  
ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং । অতিরপি । সাবিত্রীং প্রণবং যজু-  
লক্ষ্মীং ত্রীশূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোহধো গচ্ছতি । বিশেষ-  
মাহ বারাহীয়ে । গোপালশ্চ মনুর্দেয়ো মহেশশ্চ চ পাদজে ।  
তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যশ্চ গণেশশ্চ মনু স্তথা । এষাং দীক্ষাধিকারী  
শ্চাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ । তত্রাপ্যনুকূলং মন্ত্রং দীক্ষয়েৎ ।  
মননাব্রায়তে যস্মাক্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ । তথাচ স্বতারাশি-  
কোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্ননু । সিদ্ধসারস্বতে । তত্রচ—  
নৃসিংহাকবরাহাণাং প্রাসাদপ্রণবশ্চ চ । সপিণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং

স্ত্রী ও শূদ্রের দীক্ষা বিষয়ে নিষিদ্ধ মন্ত্র কথিত হইতেছে । প্রণব (ওঁ)  
অথবা, প্রণবঘটিত মন্ত্র শূদ্র শিষ্যকে প্রদান করিবে না । যে ব্রাহ্মণ আত্ম-  
মন্ত্র, গুরুর মন্ত্র, অজপামন্ত্র ( হংসঃ ) স্বাহা, স্বধা, প্রণব অথবা প্রণবসংযুক্ত  
মন্ত্র শূদ্রকে প্রদানকরে, সেই ব্রাহ্মণ ও শূদ্র উভয়েরই নরক গমন হয় ।  
বেদপ্রমাণের জানাবার যে, যদি স্ত্রী অথবা শূদ্র সাবিত্রী মন্ত্র, প্রণব ও লক্ষ্মী  
বীজ (ঐ) এই সকল মন্ত্র উচ্চারণকরে, তাহা হইলে সেই স্ত্রী ও শূদ্র  
মরণান্তে নরকে গমনকরে । বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, গোপাল,  
শিব, হুর্গা, সূর্য্য ও গণেশ এই সকল দেবতার মন্ত্র গ্রহণেই শূদ্রের অধিকার  
আছে, অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে । মন্ত্রগ্রহণ  
করিতে হইলে কতিপয় নিয়ম পালন করিতে হয়, যথা—সকলের পক্ষেই  
অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য । মন্ত্রশকার্থে জানাবার যে, স্বাহা স্মরণ  
করিলে মানবগণ পরিজ্ঞান পায়, তাহাই মন্ত্র, অতএব মূনিগণ ‘মন্ত্র’ এই  
সার্থক নাম নির্দেশ করিয়াছেন । আর তারাচক্র ও রাশাদিচক্র বিচারে  
যে মন্ত্র স্বীয় রাশাদির অনুকূল হয়, সেই মন্ত্রই গ্রহণ করিবে । সিদ্ধসারস্বতে

সিদ্ধাদীম্বেব শোধয়েৎ ॥ বারাহীতন্ত্রে । তারাচক্রং রাশিচক্রং  
 নামচক্রস্তথৈব চ । তত্রচেৎ সগুণোমন্ত্রো নান্যচক্রং বিচিস্তয়েৎ ।  
 ইতি তু প্রধানতয়া বোদ্ধব্যং ॥ তথাচ ধনিমন্ত্রং ন গৃহীয়াদ-  
 কুলঞ্চ তথৈব চ । ইত্যাদিদর্শনান্ততচক্রবিচারস্তাবশ্য-  
 কত্বাৎ প্রথমং তন্নিরূপ্যতে । স্বপ্নলঙ্কে জিয়া দত্তে মালা-  
 মন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে । বৈদিকেষু চ সর্বেষু সিদ্ধাদীম্বেব শোধয়েৎ ।  
 মালামন্ত্রস্ত বারাহীয়ে । বিংশত্যর্গাধিকা মন্ত্রা মালা-  
 মন্ত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । নপুংসকস্ত মন্ত্রস্ত সিদ্ধাদীম্বেব শোধয়েৎ ।  
 হংসস্তাক্ষরস্তাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্ত চ । একদ্বিত্র্যাদিবীজস্য  
 সিদ্ধাদীম্বেব শোধয়েৎ । তথা একাক্ষরস্য মন্ত্রস্য মালামন্ত্রস্য  
 পার্বেতি । বৈদিকস্য চ মন্ত্রস্য সিদ্ধাদীম্বেব শোধয়েৎ ।

লিখিত আছে যে, নৃসিংহ, সূর্য্য ও বরাহ ইহাদিগের মন্ত্র, প্রাসাদ বীজ  
 (হৌ), প্রণব ও কূটমন্ত্র ইহাদিগের সিদ্ধাদি বিচারের আবশ্যকতা নাই,  
 বারাহীতন্ত্রে মহাদেব বলিয়াছেন যে, তারাচক্র, রাশিচক্র ও নামচক্র  
 এই সকল চক্রবিচারে যে মন্ত্র অক্ষুণ্ণ বোধ হইবে, সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে,  
 দীক্ষাকার্য্যে অন্য চক্রবিচার করিবে না । এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এই যে,  
 মন্ত্রগ্রহণে উক্ত চক্রত্রয় বিচার অবশ্য করিবে, অন্য ঋণিধনীপ্রভৃতি  
 চক্রদ্বারা যে মন্ত্রবিচার করিবে না, তাহা নহে, কারণ অন্য চক্রবিচার  
 অকর্তব্য হইলে ধনী মন্ত্র গ্রহণ করিবে না, ইত্যাদি শাস্ত্র বিফল হয় ।  
 সুতরাং তারাদি চক্র বিচার অবশ্যকর্তব্য এবং অন্ত্যন্ত বিচারও করিতে  
 হয়, এতরূপ মীমাংসা করিতে হইবে । ধনী ও অকুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে  
 না, ইত্যাদি বচনানুসারে গ্রহকর্তা চক্রবিচারের প্রথমেই কুলাকুলাদি  
 চক্র বিচার করিলেন । স্বপ্নলঙ্ক মন্ত্র, জীওরুপ্রদত্ত মন্ত্র, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষরী  
 মন্ত্র ও বেদোক্ত মন্ত্র এই সকল মন্ত্রের দীক্ষাতে সিদ্ধাদিচক্র দ্বারা মন্ত্র শোধ-  
 নের আবশ্যকতা নাই । বারাহীতন্ত্রে যে মালা মন্ত্র নির্ণীত হইরাছে, তাহা  
 এই—বিংশতি অক্ষরের অধিক অক্ষর ঘটিল যে মন্ত্র তাহাকেই মালা মন্ত্র

পুংমন্ত্রা হুঁ ফড়ন্তাঃ স্যাদ্বি'ঠান্তাস্তু ত্রিযোমতাঃ । নপুংসকা নমো-  
হন্তাঃ স্যারিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা । এতৎ শূন্যা মহাবিদ্যা মহা-  
শব্দেন নীয়তে । মালিনীবিজয়ে ॥ অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা  
মহাবিদ্যা মহীতলে । দোষজালৈরসংস্পৃষ্টান্তাঃ সৰ্ব্বা হি  
ফলৈঃ সহ । কালী নীলা মহাভূগা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা । বাগ্-  
বাদিনী চাম্পূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ । কামাখ্যাবাসিনী  
বাল্যমাতঙ্গী শৈলবাসিনী । ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেব্যাঃ কলৌ-  
পূর্ণফলপ্রদাঃ । সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ । তথা-  
চৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ । তথাচ মুণ্ডমালা-  
তন্ত্রে । কালী তারা মহাবিদ্যা বোড়শী ভুবনেশ্বরী । ভৈরবী  
ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা । বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ

বলা যায় । ঐ গ্রন্থে আর লিখিত আছে যে, নপুংসক মন্ত্র, এবং সূর্য্যের  
অষ্টাকরী ও পঞ্চাকরী মন্ত্র এবং সৰ্ব্বপ্রকার বৈদিক মন্ত্র ইহাদিগের দীক্ষা  
গ্রহণে সিদ্ধাদি চক্রদ্বারা মন্ত্র শোধন করিতে হইবে না । যে মন্ত্রের অন্তে  
হুঁ ফট্ আছে, তাহাকে পুংমন্ত্র, যাহার অন্তে স্বাহা আছে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র  
এবং যে মন্ত্রের অন্তে নমঃশব্দ আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র বলিয়া থাকে ।  
মালিনীতন্ত্রের বচনপ্রমাণে জানা যায় যে, কালী, তারা, মহাভূগা, ত্বরিতা,  
ছিন্নমস্তা, বাগ্বাদিনী, অম্পূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বগলা, মাতঙ্গী  
ও শৈলবাসিনী ইহারা সিদ্ধবিদ্যা এবং এইসকল দেবতাই কলিকালে সংপূর্ণ  
ফল প্রদান করেন । সুতরাং এই সকল দেবতার মন্ত্র জপাদিতে যুগবিচার  
নাই । অর্থাৎ “কলৌ সংখ্যা চতুর্গুণাঃ” ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে যে কলিকালে  
চতুর্গুণ জপ পূজাদির বিধান উক্ত আছে, উক্ত দেবতাদিগের উপাসনায়  
তাহা করিতে হয় না । যে হেতু উক্ত দেবীগণ কলিদোষে দূষিতা নহেন ।  
মুণ্ডমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে, কালী, তারা, বোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী,  
ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা ইহারাই মহাবিদ্যা । উক্ত কালী



মাতঙ্গী কমলাত্রিকা । এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ  
প্রকীৰ্তিতাঃ । নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নক্ষত্রাদিবিচারণা ।  
কালাদিশোধনং নাস্তি নারিমিত্রাদিদূষণং । সিদ্ধবিদ্যতয়া  
নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ । নাস্তি কিঞ্চিন্মহাদেবি দুঃখসাধ্যং  
কদাচন । ইত্যাদি বচনাদেযু বিচারোনাস্তি । বস্তুতস্ত ইদং  
প্রশংসাপরং । সৰ্বত্র বিচারশ্রাবশ্যকত্বং দূরদৃষ্টবশাৎ কদা-  
চিৎকৈরিমন্তস্য স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্যা তদোষস্য দৃষ্টত্বাদিতি সাম্প্র-  
দায়িকাঃ ॥

### অথকুলাকুলচক্রং ।

কুলাকুলস্য ভেদং হি বক্ষ্যামি মন্ত্রিণামিহ । তথা নিবন্ধে ।  
বায়ুগ্নিভূজলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ । পঞ্চ ব্রহ্মাঃ পঞ্চ  
দীর্ঘা বিন্দুস্তাঃ সন্ধিসমুদাঃ । কাদয়ঃ পঞ্চাশঃ বক্ষলসহাস্তাঃ

ভারা প্রভৃতিদেবতার মন্ত্রদীক্ষাতে সিদ্ধাদি শোধন, নক্ষত্রাদিবিচার, কালাদি-  
শুদ্ধি ও অরিমিত্রাদি দোষ, এই সকল বিচার করিতে হয় না । যে হেতু উক্ত  
দেবতারাই সিদ্ধবিদ্যা অতএব ইহাদিগের আরাধনার যুগাদিনিরম পাল-  
নেরও আবশ্যকতা নাই । এই সকল দেবতার উপাসনা করিলে কোন কার্যই  
দুঃসাধ্য হয় না । বাস্তবিক উক্ত বচনসকল প্রশংসাপর । সকল দেবতার  
মন্ত্র গ্রহণেই মন্ত্রশোধন অবশ্য কর্তব্য বলিয়া জানা যাইতেছে । ভূর্তাগ্য  
বশত যদি কদাচিৎ স্বপ্নে বৈরি মন্ত্র লাভ হয়, তাহাতেও দোষ দৃষ্ট হইয়াছে ।

অনন্তর কুলাকুলচক্রবিচার কথিত হইতেছে । নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে  
যে, বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশবর্ণ  
ক্রমত লিখিয়া কুলাকুল মন্ত্র নির্ণয় করিবে । পাচটি ব্রহ্ম, পাচটি দীর্ঘ,  
অনুস্বার, সন্ধাক্ষর অর্থাৎ এ ঐ ও ঔ এই সকল স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জন-

প্রকীৰ্তিতাঃ । অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ । ই  
ঈ ঐ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ  
ব ল লাঃ পার্শ্ববাঃ । ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ঌ	৯ ৯৯
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

বর্ণ লইয়া এই কুলাকুলচক্রবিচার করিবে । অ আ এ ক চ ট ত প য ষ ইহার  
মাক্ৰচ বর্ণ, ই ঈ ঐ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ  
ব ল ল ইহার পার্শ্ববর্ণ, ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ ঋ ঌ  
ঞ ণ ন ম শ হ এই সকল আকাশ বর্ণ । এইরূপে বর্ণ স্থাপন করিয়া কুলাকুল  
বিচার করিতে হইবে । মন্ত্রগৃহীতার নামের আদি, অক্ষর ও যে মন্ত্র গ্রহণ  
করিতে হইবে, সেই মন্ত্রের আদি অক্ষর যদি একভূত ও এক দৈবত হয়, তাহা  
হইলে সেই মন্ত্রকে স্বকুল বলিয়া জানিবে । ইহার বিপরীত হইলেই মন্ত্র অকুল  
হয় । স্বকুলমন্ত্র গ্রহণ করাই শাস্ত্রসিদ্ধ, কদাচ অকুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে না ।  
এই কুলাকুল চক্র সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, এই নিমিত্ত চক্রের  
একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা গেল, দৃষ্টি করিলে কুলাকুল চক্র সহজে বুঝিতে  
পারিবেন । কুলাকুলচক্র যে পঞ্চ কোষ্ঠায় বিভক্ত হইয়াছে, তাহার  
উপরি ভাগে বায়ু, অগ্নি পৃথিবী, জল ও আকাশ এই পাঁচটি নাম লিখিত

বারুণাঃ । ৯ ৯৯ অং ও ঞ্জ ণ ন ম শ হা নাভসাঃ । সাধকশ্রা-  
 ক্ষরং পূৰ্ব্বং মন্ত্রশ্রাপি তদক্ষরং । যদ্যেকভূতদৈবত্যং  
 জানীয়াৎ স্বকুলং হিতং । ভৌমশ্র বারুণং মিত্রং আগ্নেয়শ্রাপি  
 মারুতং । মারুতং পার্থিবানাঞ্চ আগ্নেয়ঞ্চাস্তসাং রিপুঃ । পার্থি-  
 বানাঞ্চৈতি চকারাৎ আগ্নেয়ং পার্থিবানাং রিপুঃ । নাভসং  
 সৰ্ব্বমিত্রং শ্রাদ্ধিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ । তথাচ ক্রুদ্ধ্যামলে ।  
 পার্থিবে বারুণং মৈত্রং তৈজসং শত্রুরীরিতঃ । ঐন্দ্রবারু-  
 ণয়োঃ শত্রুশ্রামারুতঃ পরিকীর্তিতঃ । ইতি রাঘবভট্টধৃতবচনাৎ  
 জলমারুতয়োঃ শত্রুভা ইতি কুলাকুলচক্রবিচারঃ ॥০॥

তইয়াছে, ইহাদিগের নিয়ে যে যে বর্ণ লিখিত আছে, তাহারাই একভূত ও  
 এক দৈবত । নামাদ্যক্ষর ও মন্তাদ্যক্ষর এক কোষ্ঠাস্থিত হইলেই মন্ত্র স্বকুল  
 হইবে এবং এই মন্ত্র গ্রহণে দোষ হইবে না, পরন্তু শুভ ফল হইবে । আর  
 যদি নামাদ্যক্ষর ও মন্তাদ্যক্ষর একভূত ও একদৈবত না হয়, তাহা হইলে  
 উক্ত বর্ণদ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলেও সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে ।  
 নামাদি বর্ণের সহিত মন্তাদিবর্ণের শত্রুতা হইলে সেই মন্ত্রগ্রহণ করিবে না ।  
 এইক্ষণ বর্ণের মিত্রতা ও শত্রুতা নির্দেশ হইতেছে, বারুণ বর্ণ ভৌমবর্ণের  
 এবং মারুত বর্ণ আগ্নেয় বর্ণের মিত্র । মারুত বর্ণ পার্থিব বর্ণের এবং  
 আগ্নেয়বর্ণ বারুণ বর্ণের ও পার্থিব বর্ণের শত্রু, আকাশবর্ণ সৰ্ব্ব বর্ণের মিত্র,  
 এই প্রকারে বর্ণ সকলের শত্রুতা ও মিত্রতা নির্ণয় করিয়া মিত্র মন্ত্র গ্রহণ  
 করিবে, শত্রু মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । ক্রুদ্ধ্যামলবচনে জানা যাইতেছে যে,  
 বারুণ বর্ণ পার্থিব বর্ণের মিত্র এবং আগ্নেয় বর্ণের শত্রু । মারুত বর্ণ আকাশ  
 বর্ণ ও বারুণ বর্ণের শত্রু । আর রাঘবভট্টধৃত বচনে জানা যায় যে, জল  
 বর্ণের সহিত মারুতবর্ণের শত্রুতা আছে । এই কুলাকুল বিচারের একটি  
 চক্র অঙ্কিত করা গেল, এই চক্র দর্শন করিলেই কুলাকুল মন্ত্র অনায়াসে  
 পরিজ্ঞাত হইবে । সকল ব্যক্তিই চক্রানুসারে স্বীয় নামের ও মন্ত্রের আদ্যা-  
 ক্ষর লইয়া বিচার পূৰ্ব্বক মন্ত্রগ্রহণ করিবে ।



অথ রাশিচক্রং ॥ তথাচ কল্পক্রমে । রেখাদ্বয়ং পূর্বপরেণ  
কুর্যাত্তন্মধ্যতে । যাম্যকুবেরভেদাৎ । একৈকমীশাননিশাচরে

<div> <div>মিথুন</div> <div>ঋ ৯ ১০</div> </div>	<div>বৃষ</div> <div>উ উ ঋ</div>	<div>মেঘ</div> <div>অ আ ই ঈ</div>	<div>মীন</div> <div>য র ল ব</div> <div>কুন্ত ব ভ ম</div>
<div>কর্কট</div> <div>এ ঐ</div>		<div>রাশি চক্র</div>	<div>মকর</div> <div>ত থ দ ধ ন</div>
<div>সিংহ</div> <div>ও ঊ</div> <div>অঃ অঃ ন ব ন</div> <div>কন্তা</div> <div>হ ন ক</div>		<div>ভূলা</div> <div>ক খ গ ঘ ঙ</div>	<div>ধনু</div> <div>ট ট ড ঢ ণ</div> <div>বৃশ্চিক</div> <div>চ ছ জ বা ঞ</div>

তু হতাশবায়োর্বিলিখেত্ততোহর্গান্ ॥ বেদাগ্নিবহ্নিযুগল-  
শ্রবণাক্ষিসংখ্যান্ পঞ্চমুবাণশরপঞ্চচতুষ্টয়ার্গান্ মেঘা-  
দিতঃ প্রবিলিখেৎ শকলাংস্তু বর্ণান্ কন্যাগতান্ প্রবিলিখেদথ

এইক্ষণ রাশিচক্র বিচার কথিত হইতেছে । কল্পক্রমে লিখিত আছে যে,  
উর্দ্ধাধোভাবে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তির্ঘ্যাক ভাবে আর দুইটি রেখা  
দ্বারা ঐ রেখা দ্বয়ের কর্তন করিবে এবং ঈশানাতি চতুষ্কোণে অপর চারিটি  
রেখা অঙ্কিত করিয়া একটি রাশিচক্র অঙ্কিত করিতে হইবে । এই চক্রের  
দ্বাদশঘরে মেঘাদি দ্বাদশ রাশি কল্পনা করিয়া মেঘাদিক্রমে বর্ণবিস্তার করিতে  
হইবে । বর্ণবিন্যাসের নিয়ম এই—মেঘে চারিবর্ণ, বৃষে তিনবর্ণ, মিথুনে তিন,  
কর্কটে দুই, সিংহে দুই, কন্তাতে দুই, ভূলাতে পাঁচ, বৃশ্চিকে পাঁচ, ধনুতে পাঁচ,  
মকরে পাঁচ, কুন্তে পাঁচ, মীনে চারি এবং অবশিষ্ট পাঁচবর্ণ কন্তাতে লিখিবে ।

শাদিবর্ণান্ ॥ শারদায়াং । বালং গৌরং খুরং শোনং শমী-  
 শোভেতি রাশিষু । ক্রমেণ ভেদিতাবর্ণাঃ কণ্ঠায়াং শাদয়ঃ  
 স্মৃতাঃ । অআইঈ মেঘঃ । উউঋ ঋষঃ । ঋ ৯ ৯ মিথুনঃ । এঐ  
 কৰ্কটঃ । ওঔ সিংহঃ । অংঅঃ শমসহলকাঃ কণ্ঠাঃ । কবর্গস্তুলা ।  
 চবর্গো বৃশ্চিকঃ । টবর্গো ধনুঃ । তবর্গো মকরঃ । পবর্গঃ কুন্ডঃ ।  
 যবর্গো মীনঃ । স্বরাশীনামনুকূলং মন্ত্রং ভজ্যেৎ । তথাচ স্বতার-  
 রাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্মনুনিতি নারদবচনাৎ ।  
 রাশীনাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া ত্যজেচ্ছক্রং স্মৃতিং ব্যয়ং । স্বরাশের্মন্ত্র-  
 রাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ । যদাতু স্বরাশেরজ্ঞানং তদা  
 সাধকনামাদ্যক্ষরস্বক্ষিনং রাশিং গৃহীত্বা গণয়েৎ । নারায়ণীয়ে ।

এষ্টরূপ বর্ণবিভাগের নিয়ম শারদাতিলকে কোণে লিখিত হইয়াছে, উক্ত  
 গ্রন্থকার ব ৪, ল ৩, গ ৩ ইত্যাদি সংকেত করিয়া “বালং গৌরং” ইত্যাদি  
 রূপে লিখিয়াছেন । উক্ত নিয়মে বর্ণবিভাগ করিলে মেঘে অ আ ই ঈ  
 এই চারি বর্ণ, বৃষে উ উ ঋ এই তিন বর্ণ, মিথুলে ঋ ৯ ৯ এই তিন বর্ণ,  
 কৰ্কটে এ ঐ এই দুই বর্ণ, সিংহে ঐ ঔ এই দুই বর্ণ, কণ্ঠাতে অং অঃ শ ব  
 স হ ল ক এই আট বর্ণ, তুলাতে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচবর্ণ, বৃশ্চিকে চ ছ জ  
 ঝ ঞ এই পাঁচবর্ণ, ধনুতে ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচ বর্ণ, মকরে ত থ দ ধ ন  
 এই পাঁচ বর্ণ, কুন্ডে প ফ ব ভ ম এই পাঁচ বর্ণ এবং মীনে য র ল ব এই  
 চারি বর্ণ লিখিতে হইবে । এষ্ট রূপে চক্র মধ্যে অক্ষরাদি ক পর্য্যন্ত বর্ণ  
 বিভাগ করিয়া বিচার করিতে হইবে । নারদবচনে জানাযায় যে, আপন  
 রাশির অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে, স্মৃতরাং রাশিচক্রদ্বারা মন্ত্রের শুদ্ধা  
 শুদ্ধি বিবেচনা করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে । এই চক্রের গণনা এগালী  
 এই—আপন রাশি হইতে মন্ত্র রাশি অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদিবর্ণ  
 দৃষ্ট হইবে, সেই রাশি পর্য্যন্ত গণনা করিলে যদি মন্ত্ররাশি অন্তরাশি হইতে  
 বর্ষ, অষ্টম, অথবা দ্বাদশ হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবেনা ।  
 • যদি অন্য রাশির স্মরণ না থাকে, তাহা হইলে নামের আদি

অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষরদর্শনাৎ । সাধ্যাক্ষররাশিস্তং  
গণয়েৎ সাধকাক্ষরাদিতি রামার্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাচ্চ । তদ্ব-  
রাজে । তেন মন্ত্রাদ্যবর্ণেন নাম্নশ্চাদ্যক্ষরেণ চ । গণয়েদযদি  
ষষ্ঠং বাপ্যষ্টমং দ্বাদশস্ত বা । রিপুর্মন্ত্রাদ্যবর্ণঃ স্মাভেন তস্মা-  
হিতং ভবেৎ । রামার্চনচন্দ্রিকায়াম্ । একপঞ্চনববান্ধবাঃ  
স্মৃতা হৌ চ ষষ্ঠদশমাশ্চ সেবকাঃ । বহিরুদ্ভ্রমুনয়স্ত পোষকা  
দ্বাদশাষ্টচতুরস্ত ঘাতকাঃ । চতুরস্ত ঘাতকা ইতি বিষ্ণুবিষয়ঃ ।  
রামার্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাচ্চ । শক্ত্যাদৌ ষষ্ঠং বর্জ্যনীয়ং । ষষ্ঠা-  
ষ্টমদ্বাদশানি বর্জ্যনীয়ানি যত্রত ইতি বচনাৎ । তদ্বরাজ-  
স্বরসোচ্চ । তদ্বাস্তুরে । দ্বাদশরাশীনামিয়ং সংজ্ঞা নামানুরূপং  
ফলং । লগ্নং ধনং ভ্রাতৃ-বন্ধু-পুত্র-শত্রু-কলত্রকং । মরণং  
ধর্মকর্মায়ব্যয়ো দ্বাদশরাশয়ঃ । নামানুরূপমেতেষাং শুভা-

অক্ষর সধকী রাশি গ্রহণ করিবে । এই বিষয়ে নারায়ণীতন্ত্রে লিখিত আছে  
যে, জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্রের অপরিজ্ঞানে নামের আদিবর্ণ হইতে  
মন্ত্রের আদিবর্ণপর্য্যন্ত গণনাকরিবে । তদ্বরাজেও রাশি বিচারের এইরূপ  
ব্যবস্থা উক্ত আছে, এইরূপ গণনাতেও ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিস্থিত  
মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে । ষষ্ঠ, অষ্টম কি দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্র গ্রহণ করিলে  
সাধকের অনিষ্ট হয় । রামার্চন চন্দ্রিকায় লিখিত আছে যে, প্রথম, পঞ্চম,  
ও নবম রাশিস্থিত মন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র বন্ধুর জ্বর হিতসাধন করে,  
দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থিত মন্ত্র সেবাকরিলে সিদ্ধিপ্রদ হয়, তৃতীয় একা-  
দশ ও মৃগশ্রু রাশিস্থিত মন্ত্র সাধকের পুষ্টিবর্দ্ধন করে এবং চতুর্থ, অষ্টম ও  
দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্রকে ঘাতক বলিয়া জানিবে । বাস্তবিক বিষ্ণুবিষয়েই  
চতুর্থ রাশিগত মন্ত্রকে ঘাতক বলিয়া স্থির করিবে । আর পশ্চিমমন্ত্রগ্রহণে  
ষষ্ঠ রাশিস্থিত মন্ত্র অবশ্য বর্জন করিবে । এই বিষয়ে তদ্বাস্তুরের বচন মূলে  
উদ্ধৃত আছে । তহু, ধন, সহোদর, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, জায়া, নিধন, ধর্ম,



শুভফলং লভেৎ । বৈষ্ণবে তু বন্ধুস্থানে শত্রুঃ শত্রুস্থানে  
বন্ধুরিতি পাঠঃ । লগ্নে সিদ্ধিস্তথা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদং ।  
ভ্রাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিঃ স্রাদ্ধাক্কে বান্ধবপ্রিয়ঃ । পুত্রে পুত্রবিরুদ্ধিঃ  
স্রাচ্ছত্রৌ শত্রুবিরুদ্ধনং । কলত্রে মধ্যমা প্রোক্তা মরণে  
মরণং ভবেৎ । ধর্ম্মে ধর্ম্মবিরুদ্ধিঃ স্রাৎ সিদ্ধিদঃ কর্ম্মসংস্থিতঃ ।  
আয়ে চ ধনসম্পত্তির্ব্যয়ে চ সঞ্চিতব্যয়ঃ । ইতি রাশিচক্রং ।

অথ নক্ষত্রচক্রং । অ আ অশ্বিনী দেবঃ । ই ভরগী  
মানুষঃ । ঐ উ উ কৃতিকা রাক্ষসঃ । ঋ ঋ ৯ ৯ রোহিণী  
মানুষঃ । এ মৃগশিরোদেবঃ । ঐ আর্দ্রা মানুষঃ । ও ও  
পুনর্ব্বসুর্দেবঃ । ক পুষ্যা দেবঃ । খ গ অশ্লেষা রাক্ষসঃ ।

কর্ম্ম, আয়, ও ব্যয়, লগ্নাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশ সংজ্ঞা জানিবে । এই  
সংজ্ঞানুসারেও শুভাশুভ নির্ণীত হইয়া থাকে । বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা বিষয়ে, বন্ধু,  
স্থানে শত্রু এবং শত্রু স্থানে বন্ধু এইরূপ পাঠ নির্দিষ্ট আছে । অর্থাৎ  
চতুর্থ রাশিক শত্রুস্থান এবং ষষ্ঠ রাশিকে বন্ধুস্থান জ্ঞান করিতে হইবে ।  
স্থানবিশেষস্থ মন্ত্র গ্রহণের ফল এই—জন্ম রাশিগত মন্ত্র গ্রহণে মন্ত্রসিদ্ধি,  
দ্বিতীয় রাশিস্থ মন্ত্রগ্রহণ করিলে ধনবৃদ্ধি, তৃতীয় রাশিস্থ মন্ত্রে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, চতুর্থ  
রাশিস্থিত মন্ত্রে বন্ধুপ্রিয়তা পুত্রস্থানস্থ মন্ত্রে পুত্রবৃদ্ধি, শত্রুস্থানস্থ মন্ত্রে শত্রুবৃদ্ধি,  
জন্মস্থানে পত্নীলাভ, মৃত্যুস্থানে মৃত্যু, ধর্ম্মস্থানে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কর্ম্মস্থানে কার্য্যসিদ্ধি,  
আয়স্থানে ধনসম্পত্তি এবং ব্যয়স্থানস্থ মন্ত্র গ্রহণে সঞ্চিত ধনের ব্যয় হইয়া  
থাকে । এই সকল বচমার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্যকরিয়া রাশিচক্রে শুদ্ধ  
শুদ্ধিবিচারপূর্ব্বক মন্ত্রগ্রহণ করিবে ।

অনন্তর নক্ষত্রচক্রে কিরূপে মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা করিতে হয়, তাহাই কথিত  
হইতেছে । প্রথমে উত্তর দক্ষিণে চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া ইহাদি-  
গেরমধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমে অঙ্কিত দশটি রেখা দ্বারা সপ্তবিংশতি কোঠা  
বিধিষ্ট একটি চক্র অঙ্কিত করিবে, পরে এই সপ্তবিংশতি কোঠাতে অশ্বিনী  
প্রভৃতি নক্ষত্র সকলের নাম লিখিয়া অকারাদি ঋণর্য্যস্ত বর্ণ বিভ্রাস

নক্ষত্র চক্রং ।

অশ্বিনী অ আ দৈবঃ	ভরণী ই মানুষঃ	কৃত্তিকা ই উ উ রাক্ষসঃ	রোহিণী ঋ শ্র ৯ ৯ মানুষঃ	মৃগশিরা এ দেবঃ	আর্দ্রা ঐ মানুষঃ	পুনর্বসু ও ঐ দেবঃ	পুষ্যা ক দেবঃ	অশ্লেষা খ গ রাক্ষসঃ
মঘা ঘ ঙ রাক্ষসঃ	পূর্বফল্গুনী চ মানুষঃ	উত্তরফল্গুনী ছ জ মানুষঃ	হস্তা ঝ ঞ দেবঃ	চিত্রা ট ঠ রাক্ষসঃ	স্বাতী ড দেবঃ	বিশাখা ঢ ণ রাক্ষসঃ	অনুরাধা ত থ দ দেবঃ	জ্যেষ্ঠা ধ রাক্ষসঃ
মূল্য ন প ফ রাক্ষসঃ	পূর্বাষাঢ়া ব মানুষঃ	উত্তরাষাঢ়া ভ মানুষঃ	শ্রবণা ম দেবঃ	ধনিষ্ঠা য র রাক্ষসঃ	শতভিষা ল রাক্ষসঃ	পূর্বভাদ্র ব শ মানুষঃ	উত্তরভাদ্র ষ স হ মানুষঃ	রেবতী লক্ষঅংকঃ দেবঃ

ঘ ঙ মঘা রাক্ষসঃ । চ পূর্বফল্গুনী মানুষঃ । ছ জ উত্তর  
ফল্গুনী মানুষঃ । ঝ ঞ হস্তা দেবঃ । ট ঠ চিত্রা রাক্ষসঃ ।  
ড স্বাতী দেবঃ । ঢ ণ বিশাখা রাক্ষসঃ । ত থ দ অনুরাধা  
দেবঃ । ধ জ্যেষ্ঠা রাক্ষসঃ । ন প ফ মূল্য রাক্ষসঃ ।  
ব পূর্বাষাঢ়া মানুষঃ । ভ উত্তরাষাঢ়া মানুষঃ । ম শ্রবণা  
দেবঃ । য র ধনিষ্ঠা রাক্ষসঃ । ল শতভিষা রাক্ষসঃ । ব শ  
পূর্বভাদ্রপদা মানুষঃ । ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা মানুষঃ । অং  
অঃ ল ক্ষ রেবতী দেবঃ । বৃহচ্ছ্রীক্ৰমে । উত্তরাদক্ষিণা গ্রান্ত  
বেথাং কুর্য্যচ্ছ্রীক্ৰমীং । দশরেথাঃ পশ্চিমাঃ স্যুঃ কর্তব্য  
বীরবন্দিতে । অশ্বিনাদিক্রমণৈব বিলিখেন্তারকাঃ পুনঃ ।  
অকারাদি ক্ষকারান্তান্ দ্বি-চন্দ্র-বহ্নি-বেদকান্ । ভূমীন্দুনেত্র-  
চন্দ্রাশ্চ অশ্লেষান্তং খগৌ প্রিয়ে । দ্বিভূনেত্রেত্রেয়ুগ্মাংশেচন্দ্র  
নেত্রাশ্চ যুগ্মকান্ । মঘাদিকোপি জ্যেষ্ঠান্তং দ্বিতীয়ং নব-  
তারকং । বহ্নিভূমিন্দু চন্দ্রাংশ্চ যুগ্মেন্দু-নেত্রবহ্নিকান্ । বেদেন  
ভেদিতান্ বর্ণান্ রেবত্যন্তং গতাঃ ক্রমাৎ । তথাচ নিবন্ধে ।

কবিত্তে হঠবে । কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কি কি বর্ণ ও কি কি গণ তাহা মূলে  
স্বস্পষ্ট লিখিত আছে । তদৃষ্টে কোষ্ঠাগম্যে নক্ষত্র, বর্ণ ও দেবাদিগণ  
লিখিবে, কোন্ কোন্ ঘরে কয়টি করিয়া বর্ণ লিখিতে হইবে, তাহার নিয়ম  
এই—প্রথম ঘরে দুই বর্ণ, দ্বিতীয় ঘরে একবর্ণ, তৃতীয়ে তিনবর্ণ, চতুর্থে ঘরে  
চারিবর্ণ, পঞ্চম ঘরে একবর্ণ, ষষ্ঠবার একবর্ণ, সপ্তম ঘরে দুইবর্ণ, অষ্টমঘরে  
একবর্ণ এবং নবমঘরে দুইবর্ণ লিখিবে, এইরূপে প্রথম পংক্তির নবগৃহে  
বর্ণ অঙ্কিত করিয়া দ্বিতীয় পংক্তির নবঘরে প্রথম হঠতে নবমঘর পর্য্যন্ত  
ক্রমতঃ নব কোষ্ঠাতে দুই, এক, দুই, দুই, দুই এক, দুই, তিন ও এক বর্ণ  
লিখিবে, এইরূপে তৃতীয় পংক্তির নয় কোষ্ঠাতে প্রথম ঘর হঠতে নবম



পূর্বোত্তরত্রয়কৈব ভরণ্যাদ্রাথ রোহিণী । ইমানি মানুষ্যাণ্যাহ-  
মক্ষত্রানি মনীষিণঃ । জ্যেষ্ঠা শতভিষা মূলা ধনিষ্ঠাশ্লেষ  
কৃদ্ধিকাঃ । চিত্রা মঘা বিশাখাঃ স্যাস্তারা রাক্ষসদেবতাঃ ।  
অশ্বিনী রেবতী পুষ্যা স্বাতী হস্তা পুনর্বসুঃ । অনুরাধা মৃগ-  
শিরঃ শ্রবণা দেবতারকাঃ । তথা—স্বজাতৌ পরমপ্রীতির্মধ্যমা  
ভিন্নজাতিষু । রক্ষোমানুষয়োর্নাশো রৈরং দানবদেবয়োঃ ।  
জন্মসম্পদ্বিপৎক্ষেমং প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ । মিত্রং পরম-  
মিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃ পুনঃ । জন্ম-তৃতীয়-পঞ্চম-সপ্তমানি

কোষ্ঠা পর্য্যন্ত যণাক্রমে তিন, এক, এক, এক, দুই, এক, দুই, তিন ও  
চারিটি বর্ণ লিখিতে হইবে । পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া পূর্বভাদ্র, উত্তর-  
ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্র, ভরণী, আর্দ্রা ও রোহিণী এই  
নয়টি নক্ষত্র মানুষ্যগণ । জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, মূলা ধনিষ্ঠা, শ্লেষা, কৃদ্ধিকা,  
চিত্রা, মঘা, ও বিশাখা এই নয়টি নক্ষত্র রাক্ষসগণ । অশ্বিনী, রেবতী, পুষ্যা,  
স্বাতী, হস্তা, পুনর্বসু অনুরাধা, মৃগশিরা ও শ্রবণা এই নয়টি নক্ষত্র  
দেবগণ । স্বজাতিতে পরমপ্রীতি, ভিন্ন জাতিতে মধ্যমপ্রীতি, রাক্ষস ও  
মানুষ্য বিনাশক এবং রাক্ষস ও দেবগণে শত্রুতা জানিবে । যন্ত্রগর্হীতার জন্ম-  
নক্ষত্র ও যন্ত্রের আদি অক্ষর যে গৃহে থাকে, সেই গৃহগতনক্ষত্র এই উত্তর  
নক্ষত্র লইয়া গণনা করিবে । যদি উক্ত উত্তর নক্ষত্র একগণ হয়, তাহাহইলে  
সেই যন্ত্র গ্রহণে শুভ হইবে, যাহার মানুষ্যগণ সে দেবগণ যন্ত্র গ্রহণ করিতে  
পারে, যাহার মানুষ্যগণ সে যদি রাক্ষসগণ যন্ত্র গ্রহণ করে, তাহাহইলে সেই  
যন্ত্রগর্হীতার মৃত্যু চইয়া থাকে, আর যাহার দেবগণ সে রাক্ষসগণ যন্ত্র  
গ্রহণ করিলে যন্ত্রের সহিত শত্রুতা হয় । অর্থাৎ উক্ত রূপ যন্ত্র গ্রহণে অশুভ  
হয়, সুতরাং শত্রু বা বিনাশক যন্ত্র গ্রহণ করিবে না । জন্ম, সম্পদ্ ক্ষেম,  
প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরমমিত্র, এইরূপে জন্ম নক্ষত্র চইতে  
আরম্ভ করিয়া যন্ত্রনক্ষত্র পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে । যদি যন্ত্র নক্ষত্র  
জন্মনক্ষত্র হইতে জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম কিংবা সপ্তম হয়, তাহা হইলে সেই যন্ত্র

নক্ষত্রানি বর্জনীয়ানি । তথাচ—রসার্চনবভজ্ঞানি যুগযুগ-  
 গতানি চ । ইতরাণি ন ভজ্ঞানি তত্ভজ্ঞানি মনীষিণা ইত্যাদি ।  
 তত্র স্বনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং । স্বনক্ষত্রাজ্ঞানে স্বনামাদ্য-  
 ক্ষরসম্বন্ধিনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং । প্রাদক্ষিণ্যেন গণয়েৎ  
 সাধকাদ্যক্ষরাৎ সুধীঃ । প্রকারান্তরং নিবন্ধে । প্রাপালাভাৎ  
 পটুপ্রাহং রুদ্রশ্চাদ্রিরুরুঃ করং । লোক-লোপ-পটুপ্রায়ঃ  
 খলো ঘো ভেষু ভেদিতাঃ । পক্ষৈকত্র্যাক্ষিরূপাবনিভূজশশি  
 যুগেন্দ্রপক্ষাঃ । যুগৈক-দ্বি-যুগ-নেত্রেন্দ্রপক্ষাশ্চন্দ্রকান্ । ত্রয়-  
 শশিভূরেকপক্ষেন্দ্রনেত্রাশ্চিবেদাঃ । বর্ণাঃ ক্রমাৎ স্বরাশ্চন্তো  
 রেবত্যংশগতাবুভৌ । জপ্তূর্নক্ষত্রাদথ পরিগণয়েৎ জন্ম-  
 সম্পৎ ক্রমেণ সুধীরিতি বচনাৎ । তথাচ পিঙ্গলায়াং । প্রকটং  
 যস্য নক্ষত্রং তস্য জন্মক্ষতো ভবেৎ । ইতি নক্ষত্রচক্রং ।

গ্রহণ করিবেনা, আর যদি জন্মনক্ষত্র হইতে মঙ্গলনক্ষত্র বৃষ্ঠ, অষ্টম, দ্বিতীয়,  
 চতুর্থ কিম্বা নবম হয়, তাহা হইলে সেই মঙ্গল গ্রহণে শুভফল হইবে, অতএব  
 বিবেচক ব্যক্তি জন্ম, তৃতীয়, পঞ্চম, ও সপ্তম মঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গল গ্রহণ  
 করিবে । এই নক্ষত্রচক্র গণনার সাধকের জন্মনক্ষত্র হইতে গণনাকরিতে  
 হইবে, ইহাই উক্ত হইরাছে । যদি ভ্রমবশত মঙ্গল গৃহীতের জন্ম নক্ষত্রের  
 পরিজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে, আপন নামের আদ্যক্ষর সম্বন্ধী নক্ষত্র  
 লইয়া গণনাকরিতে হইবে । অস্ত্রাষ্ট্র গ্রহে নক্ষত্র চক্রে বর্ণবিন্যাসের ক্রম  
 প্রকারান্তরে লিখিত আছে, অর্থাৎ র ২, ন ৩, ও ৪ ইত্যাদি সঙ্কেত ক্রমে  
 লিখিত হইরাছে । বর্ণের বর্ণগত সংখ্যাফলসারে উক্ত সঙ্কেত লিখিত হইরাছে ।  
 তন্ত্র গ্রহে পক্ষ, এক, দ্বি ও ত্রি এইরূপ সঙ্কেতে বর্ণ বিন্যাসের ক্রম লিখিত  
 হইরাছে । এই নক্ষত্র চক্রের গণনা সহজে বোধগম্য হইবে, এই নিমিত্ত  
 নক্ষত্র চক্রের একটি প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইল । এই চক্রে দৃষ্টিপাত করিলেই  
 নক্ষত্র চক্রের বিষয় বিশেষ পরিচ্ছন্ন হইবে । এই নক্ষত্রচক্রটি মঙ্গলবিশিষ্ট  
 কোষ্ঠায় বিতক্ত হইরাছে । এই চক্রের প্রথম হইতে মঙ্গলবিশিষ্ট কোষ্ঠায়

অথ অকথহচক্রং । চতুরশ্রে লিখের্ণান্ চতুঃ কোষ্ঠ সম-  
 ধিতে । চতুঃকোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠ ইতি যাবৎ । বিশ্বসারে ।  
 চতুরশ্রং লিখেৎ কোষ্ঠংচতুঃকোষ্ঠসমধিতং । পুনশ্চতুষ্কং  
 তত্রাপি লিখেক্ষীমান্ ক্রমেণ তু । ততঃ ষোড়শকোষ্ঠেষু অকা-  
 রাদিবর্ণান্ প্রাদক্ষিণ্যেণ লিখেৎ । তত্র ক্রমঃ । ইন্দ্রমিরুদ্রনব-  
 নেত্রযুগক'দিক্ষু ঋতুষ্ট ষোড়শচতুর্দশভৌতিকেষু । পাতালপঞ্চ  
 দশবহ্নিহিংমাশু কোষ্ঠে বর্ণাল্লিখেল্লিপিতবান্ ক্রমশস্ত ধীমান্ ।

অকথহ	উত্তপ	আখদ	উচফ
ওডব	৯ঝম	ঔচশ	৯ এঃঘ
ঐঘন	ঋজড	ইগধ	ঋছব
অঃতস	ঐঠল	অংগয	এটর

অশ্বিনাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ও বচনানুসারে যে যে কোষ্ঠায় যে যে বর্ণ  
 লিখিতে হইবে, সেই সমস্তই লিখিত আছে ।

অনন্তর অকথহ চক্রের বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে । প্রথমে চতুরশ্র  
 ও চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া তাহা চারিকোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে ।  
 এই চারিকোষ্ঠায় প্রত্যেককে চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিলে ষোড়শ  
 কোষ্ঠাবিশিষ্ট একটি চক্র অঙ্কিত হইবে । বিশ্বসারতন্ত্রেও এই বিষয়টি লিখিত  
 আছে । অনন্তর উক্তচক্রের ষোড়শ কোষ্ঠাতে অকারাদি হ পর্য্যন্ত সমুদয়বর্ণ  
 লিখিবে । এই চক্রের বর্ণ বিস্তারের ক্রম এই—প্রথম ঘরে অ, তৃতীয় ঘরে  
 আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থে ঊ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ঋ,



নামদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মাত্রাদিমাঙ্করং । চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈক-  
মিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ং । পুনঃ কোষ্ঠগকোষ্ঠেষু সব্যতো । নাম্ন  
আদিতঃ । সিদ্ধঃ সাধ্যঃ স্তিসিক্কাহরিঃ ক্রমাজ্জ্যেয়া বিচ-  
ক্ষণৈঃ । সব্যতো দক্ষিণতঃ । কল্পদ্রুমে । পূর্বাপরায়তং কৃত্বা  
পঞ্চসূত্রং প্রকল্পয়েৎ । তথৈব দক্ষিণোদীচ্যক্রমেণ পঞ্চ-  
সূত্রকং । যথা ষোড়শকোষ্ঠানি সম্পদ্যন্তে তথা লিখেৎ ।  
বিশ্বসারে । দক্ষিণাবর্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ স্ত্রীঃ ।  
যেনৈব লিখনং কুর্যাভেনৈব গণনং স্মৃতং । সিদ্ধঃ সিধ্যতি

ষষ্ঠে ২ অষ্টমে ৩ ষোড়শে এ, চতুর্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে অং  
এবং ত্রয়োদশ ঘরে অঃ, এইরূপে ষোড়শ ঘরে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ  
লিখিয়া পুনর্বার ঐ সকল ঘরে উক্ত নিয়মে ককারাদি হ পর্য্যন্ত বর্ণ লিখিতে  
হইবে । যাবৎ বর্ণ সকল শেষ না হয় তাবৎ উক্ত নিয়মে বর্ণ বিস্তার  
করিবে । এইরূপে বর্ণ বিস্তার করিলে প্রথম কোষ্ঠাতে অ, ক, থ এবং  
হ এই চারিবর্ণ পতিত হইবে, এই নিমিত্ত ইহার “অ ক থ হ চক্র” এই নাম  
হইয়াছে । দ্বিতীয় ঘরে উ, ঙ, প, তৃতীয়ে আ, ঞ এবং দ এই তিন বর্ণ  
হইবে । এই চক্রের বিষয় সহজে সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, এই  
মানসে ইহার একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করা হইল, দৃষ্টি করিলেই কোন্  
কোন্ কোষ্ঠায় কোন্ কোন্ বর্ণ বিস্তৃত হইল, তাহা বোধ গম্য হইবে । এই  
প্রকারে চক্রাঙ্কণপূর্বক তন্মধ্যে বর্ণ বিস্তারকরিয়া মন্ত্রগৃহীতার নামের  
আদি অক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য,  
স্তিসিদ্ধ ও অরি, এইরূপে গণনা করিবে । প্রথমতঃ চারিকোষ্ঠ জানে সিদ্ধাদি  
গণনা করিয়া পরে ঐ চারি কোষ্ঠার এক এক কোষ্ঠার অন্তর্গত যে চারি-  
কোষ্ঠা আছে, তাহাতেও ঐরূপ গণনা করিতে হইবে । কল্পদ্রুমে লিখিত  
আছে যে, পূর্ব পশ্চিমে পাঁচটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহার উপরি উক্ত  
দক্ষিণে আর পাঁচটি রেখা পাতকরিবে । এইরূপে পাঁচ পাঁচটি রেখা অঙ্কিত  
• করিলেই ষোড়শ কোষ্ঠাবিত একটি চক্র হইবে, বিশ্বসারের লিখিত প্রমাণে

কালেন সাধ্যস্ত জপহোমতঃ । অসিক্তো গ্রহণাদেব সিগ্নুর্নূনং  
নিকৃন্ততি । তদ্রাস্তরে । সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্ত  
সেবকাঃ স্মৃতাঃ । অসিক্তাঃ পোষকা জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ  
স্মৃতাঃ । জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্মাৎ সেবকোহধিকসেবয়া ।  
পুষ্পাতি পোষকোহভীষ্টঃ ঘাতকো নাশয়েদ্বন্ধুং । সিদ্ধঃ  
সিক্তো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ । সিদ্ধঃ অসিক্তো-  
হর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারিহন্তি বান্ধবান্ । সাধ্যঃ সিক্তো দ্বিগুণকঃ  
সাধ্যঃ সাধ্যো নিরর্থকঃ । তৎসিক্তো দ্বিগুণজপাৎ সাধ্য-  
রিহন্তি গোত্রজান্ । অসিক্তসিক্তোহর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যো  
দ্বিগুণাধিকাৎ । তৎসিক্তো গ্রহাদেব অসিক্তারিঃ স্বগো-  
ত্রহা । অরিসিক্তঃ স্মতান্ হন্ত্যাৎ অরিসাধ্যস্ত কন্যকাঃ ।  
তৎসিক্তস্ত পত্নীস্তুদরিহন্তি সাধকং ॥ অথ বৈরিমত্ৰপরি-

জানা যায় যে, দক্ষিণাবর্তে উক্ত চক্রে বর্ণবিষ্ঠাস ও গণনা করিতে হইবে ।  
এইক্ষণ কোন্ মন্ত্র গ্রহণ করিলে কিরূপ ফল হইবে, তাহাই কথিত হইতেছে ।  
সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া থাকে, সাধ্য মন্ত্র গ্রহণ  
করিয়া জপ হোমাদি করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় । যদি কেহ অসিক্ত মন্ত্রগ্রহণ করে,  
তাহা হইলে মন্ত্র গ্রহণ মাত্র সিদ্ধিলাভ করিতে পাবে এবং অবিমত্ৰ  
গ্রহণ করিলে সমূলে বংশ বিনাশ পায় । অন্ততস্তে লিখিত আছে যে, সিদ্ধ মন্ত্র  
বান্ধব, সাধ্য মন্ত্র সেবক, অসিক্ত মন্ত্র পোষক এবং অরি মন্ত্র ঘাতক । পরস্তু  
বন্ধুমন্ত্র জপদ্বারা, সেবকমন্ত্র অধিক সেবার সিদ্ধ হয়, পোষকমন্ত্র সাধকের  
পুষ্টিসাধন করে এবং ঘাতক মন্ত্র অভীষ্টবিনাশ করে । আর সিদ্ধমন্ত্র হইলে  
যথোক্ত জপদ্বারা সিদ্ধি হয়, সিদ্ধসাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণ জপে, সিদ্ধ অসিক্তমন্ত্র অর্দ্ধজপে  
সিদ্ধি হইয়া থাকে, আর সিদ্ধারিমন্ত্র জপ করিলে বন্ধুবিনাশ হয় । সাধ্যমন্ত্রে  
সিদ্ধমন্ত্র হইলে দ্বিগুণ জপে সিদ্ধি হয়, সাধ্যসাধ্যমন্ত্র জপ করিলে কোন  
ফলই হয় না । সাধ্যঅসিক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যথোক্ত সংখ্যার অর্দ্ধ জপ

ত্যাগপ্রমাণমাহ তন্ত্রে । গবাং ক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেন্মন্ত্রং  
 শতাষ্টকং । পীত্বা ক্ষীরং জপেত্ত্বং সমুচ্চাৰ্য্য ত্যজেত্তথা ।  
 অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাধ্বিমুচ্যতে । অরিমন্ত্রং বিদিত্বা  
 তু ন পুনঃ প্রজপেচ্চ তৎ । সংত্যজ্য তং দেবতায়ান্তস্তা  
 অন্যং ভজেম্মনুং । দ্রোণপরিমাণং যথা তন্ত্রাস্তরে । পলদ্বয়স্তু  
 প্রস্থতিঃ কুড়বং তচ্চতুষ্টয়ং । চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থং প্রস্থা-  
 শ্চত্বার আটকং । চতুর্ভিরাটকৈর্দ্রোণঃ কথিতো মানবেদিভিঃ ।  
 প্রকারান্তরমাহ রুদ্রযামলে । বটপত্রে লিখিত্বারিমন্ত্রং  
 শ্রোতসি নিক্ষিপেৎ । এবং মন্ত্রবিমুক্তিঃ শ্রাদিত্যাহ ভগ-  
 বান্ শিবঃ । ইতি অকথহচক্রং ।

করিলেই সিদ্ধি হইয়া থাকে, সাধ্যারি মন্ত্র সাধকের বংশ বিনাশ করে ।  
 স্রুসিদ্ধসিদ্ধ মন্ত্র অর্কজপে, স্রুসিদ্ধসাধ্য মন্ত্র দ্বিগুণ জপে এবং স্রুসিদ্ধ স্রুসিদ্ধ  
 মন্ত্র গ্রহণ করিলেই সিদ্ধি হয় । স্রুসিদ্ধারি মন্ত্র সাধকের বংশ বিনাশ করে  
 এবং অরিসিদ্ধ মন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্য মন্ত্র কন্যা, অরিস্রুসিদ্ধ মন্ত্র পত্নী ও অরি  
 অরিমন্ত্র সাধককে বিনাশ করিয়া থাকে । এই চক্রের একটি প্রতিকৃতি  
 প্রদর্শিত হইল, দৃষ্টি করিলেই এইচক্রের মর্মার্থ সহজে বোধগম্য হইবে ।  
 কদাচ অরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না, যদি কোন সাধক অজ্ঞান বশত অরিমন্ত্র  
 গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে । মন্ত্র পরিত্যাগের  
 প্রণালী এই—এক দ্রোণপরিমিত গব্য দুগ্ধে একশত আটবার মন্ত্র জপ  
 করিয়া সেই দুগ্ধ পানকরিবে, পুনর্বার একশত আটবার মন্ত্র জপ করিয়া  
 মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পরিত্যাগ করিবে, এইরূপে অরিমন্ত্র পরিত্যাগকরিয়া  
 সেই দেবতার অন্য মন্ত্র গ্রহণকরিবে । অন্তান্ত তন্ত্রের লিখিত দ্রোণশব্দার্থে  
 জানা যায় যে, দুইপল অর্থাৎ ৮ তোলায় এক প্রস্থতি, ৪ প্রস্থতিতে এক  
 কুড়ব, ৪ কুড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আঢ়ি, ৪ আঢ়িতে এক দ্রোণ ।  
 রুদ্রযামলে প্রকারান্তরে বৈরিম পরিত্যাগের বিধি উক্ত আছে, যথা—  
 বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা শ্রোতোজলে নিক্ষেপ করিবে । স্বরং মহাদেব  
 এইরূপ অরিমন্ত্র পরিত্যাগের বিধি বলিয়াছেন ।



অকডম চক্রং রেখাষয়ং পূর্বপরেণ কুর্যাত্মধ্যতো  
যাম্যকুবেরভেদাৎ । মহেশ-রক্ষোহধিপতি-ক্রমেণ তিথ্যক্

অ ট ব ক	অঃ ঠ ড	অক ড ম	আ খ চ ঘ
ঔ ঞ ফ ল			ই ষ ত ল
ও ঞ প হ ঊ ঞ ন ন	এ হ ব ধ	উ ঙ খ ব উ চ দ শ	

তথা বায়ুহতাশনেন । অকারাদিক্কারান্তান্ ক্রীব-  
হীনান্ লিখেন্ততঃ । ঞ ঞ বর্ণদ্বয়ং ৯ ৯ তদ্ধি ক্রীবং

অনন্তর অকডমচক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে । প্রথমে পূর্বপশ্চিমে  
দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগের উপরি উত্তরদক্ষিণে আর দুইটি  
রেখা অঙ্কিত করিবে । পরে ঈশানাতি চতুর্কোণে আর চারিটি রেখা দ্বারা  
একটি রাশিচক্র অঙ্কিত করিবে । এই চক্রে যেবাতি বৃষ পর্যন্ত দক্ষিণাবর্তে  
অকারাদি দ্বাদশ স্বরবর্ণ লিখিবে । ঞ ঞ ৯ ৯ এই চারিবর্ণ পরিভাগ  
করিতে হইবে । পরে এইরূপে ককারাদি এক একটি বর্ণ এক এক করে  
লিখিবে, যাবৎ সকল বর্ণ শেষ না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ এইরূপে বর্ণবিভাগ

প্রচক্ষতে । একৈকক্রমতো লেখ্যান্ মেবাদিষু ব্রহ্মান্তকান্ ।  
 গণয়েৎ ক্রমশো তদ্রে নামাদিবর্ণপূৰ্ব্বকান্ । মেবাদিতোপি  
 মীনাস্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ । জপ্তুঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাব-  
 ন্মন্ত্রাদিমাঙ্করং । রত্নাবল্যাং । দ্বাদশাখ্যে রাশিচক্রে কূটষণ্ড-  
 বিবৰ্জিতান্ । আদিহাস্তান্ লিখেদ্বর্ণান্ পুরতো যাবদীশ্বরং ।  
 সিদ্ধসাধ্যসুসিদ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ । নবৈকপঞ্চমে  
 সিদ্ধঃ সাধ্যঃ ষড়দশযুগ্মকে । সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তকে রুদ্রে বেদাষ্ট-  
 দ্বাদশে রিপুঃ । এতত্তে কথিতং দেবি অকডমাদিকমুত্তমং  
 ইদন্ত গোপালবিষয়কমেব । গোপালেহকডমঃ স্মৃত ইতি  
 বচনাৎ । শিববিষয়েপি । বৈষ্ণবং রাশিসংস্কৃতং শৈবঞ্চাকডমং  
 স্মৃতং । ইতি যামলীয়াৎ । তথাচ বারাহীতন্ত্রে । তারাসুদ্বি-  
 কৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্ত চ । রাশিশুদ্ধিস্ত্রেপুৰে  
 চ গোপালেহকডমঃ স্মৃতঃ ॥ ইতি অকডম চক্রং ।

---

করিতে হইবে । এইরূপ বর্ণবিজ্ঞান করিলে প্রথম অ ক ড ম এই চারিবর্ণ  
 বিজ্ঞস্ত হইবে, এই নিমিত্ত এই চক্রের অ ক ড ম চক্র নাম হইয়াছে । এই  
 চক্রের একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইল, দৃষ্টি করিলেই কোন্ কোন্ ঘরে  
 কোন্ কোন্ বর্ণ বিজ্ঞস্ত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিবে । এই চক্রও  
 মঙ্গলগীতাব নামেব আদি অঙ্কব হইতে মন্ত্রের আদিঅঙ্করপর্যন্ত দক্ষিণাবর্তে  
 সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে গণনা করিতে হইবে । এইরূপ গণনায়  
 যদি মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য অথবা সুসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলে  
 সাধকের শুভফল হইয়া থাকে, অরিমন্ত্রগ্রহণ করিলে অশুভঘটনা ঘটে ।  
 অতএব অরি মন্ত্রগ্রহণ করিবে না । সিদ্ধাদি মন্ত্রগ্রহণের ফল অকথ্য চক্র  
 বিবরণে উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে ফল জানিতে পারিবে ।

অথ ঋগীধনীচক্রং । তদ্যথা । কোষ্ঠান্তেকাদশান্তোব বেদেন  
পূরিতানি চ । অকারাদি হকারান্তান্ লিখেৎ কোষ্ঠেষু  
তদ্বিৎ । প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠেষু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু । দ্বয়ং দ্বয়ং  
লিখেত্তত্র বিচারে খলু সাধকঃ । শেষেষ্টকৈকশো বর্ণান্  
ক্রমশস্ত লিখেৎ সুধীঃ । তথা দ্বৌ দ্বৌ স্বরৌ পঞ্চস্ত কোষ্ঠেষু  
শেষান্ স্বরান্ ষড়েকমেকং । কাদীন হশেষান্ বিলিখেত্ততো-  
হর্ণান্ একৈকমেকাদশকোষ্ঠকেষু । ষট্ কালকালবিরদগ্নি  
সমুদ্রবেদখাকাশশূন্যদহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ । যুগ্ম-দ্বি-পঞ্চ-  
বিরদম্বর-যুক্শশাক্ষ-ব্যোমাক্ষি-বেদ-শশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ ।  
নামাজ্জ্বলাদকঠবাদ্গজভুক্তশেষঃ 'জ্ঞাত্বোভয়োরধিকশেষমুণং  
ধনং স্মাৎ । অস্মার্থঃ । সাধ্যবর্ণান্ স্বরব্যঞ্জনভেদেন পৃথক্-

অনন্তর ঋগীধনী চক্র বিবৃত হইতেছে । প্রথমে একাদশ কোষ্ঠা অঙ্কিত  
করত তাহাদিগকে চারি কোষ্ঠা দ্বারা পূরণ করিয়া একটি চক্র অঙ্কিত  
করিবে । এই চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বর ও ককারাদি বর্ণ সকল লিখিতে  
হইবে । প্রথম পঞ্চ কোষ্ঠায় একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ অর্থাৎ ঐ পঞ্চ  
কোষ্ঠা পর্য্যন্ত গুণাচ ঘরে দুই দুইটি করিয়া বর্ণ বিভাস করিবে । পরে একা-  
রাদি স্বর ও ককারাদি ব্যঞ্জন বর্ণসকল এক এক ঘরে এক একটি লিখিতে  
হইবে । পরে এই একাদশ কোষ্ঠার উপরি ভাগে ৬, ৬, ৬, ০, ৩, ৪, ৪, ০, ০, ০, ৩,  
এই একাদশটি অঙ্ক লিখিবে । এই সকল অঙ্কের নাম সাধ্যাক্ষ । অর্থাৎ যখন  
মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে, তখন এইসকল অঙ্ক গ্রহণকরিবে ।  
আর চক্রের একাদশ কোষ্ঠার নিম্নভাগে ২, ২, ৫, ০, ০, ২, ১, ০, ৪, ৪, ১,  
এই একাদশটি অঙ্ক লিখিবে । ইহাদিগের নাম সাধকার্ণাক্ষ অর্থাৎ যখন সাধকের  
নামাঅক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে হইবে তখন এই সকল অঙ্ক লইয়া  
গণনা করিবে । এই অঙ্ক উক্ত চক্রদ্বারা কিরূপে গণনা করিতে হয়, তাহাই  
কথিত হইতেছে । মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সকল পৃথক করিয়া রাখিবে ।  
এইরূপ করিলে যে যে বর্ণ দৃষ্ট হইবে, ঐ সকল বর্ণ চক্রের যে যে কোষ্ঠায়



## সাধ্যাক্ষাঃ ।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অআ	ইঈ	উঊ	ঋঌ	৐	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

## সাধকাক্ষাঃ ।

কৃতান্ ষট্ কালাদ্যক্কেণ্ড গিতান্ কৃত্বা তথা সাধকনামাক্ষরান্  
 স্বরব্যঞ্জনরূপেণ কৃথক্কৃতান্ যুগ্মাদৈর্যক্কেণ্ড গিতান্ কৃত্বা  
 অষ্টসংখ্যাভিহৃত্বা উভয়োঃ সাধ্যসাধকয়োর্বদধিকং তদৃণং  
 যন্ন্যনং তদ্ধনং । এবং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং দদ্যাৎ । মন্ত্রশ্চেদৃণী ভবতি  
 তদা মন্ত্রঃ শুভদো ভবতি ধনী চেন্ন তথা । তজ্ঞানন্তরে । মন্ত্রো

আছে, সেই সেই কোষ্ঠার উপরি ভাগে যে সকল অক্ষর লিখিত আছে,  
 প্রত্যেক অক্ষরের সেই সকল অক্ষর লইয়া একত্র বোগ করিবে এবং এই  
 অক্ষকে আটদিয়া ভাগ করিলে বাহ্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা এক স্থানে  
 রাখিবে, পরে এইরূপে মন্ত্র গৃহীতার নামের পর ঐ ব্যঞ্জন বর্ণসকল পৃথক  
 পৃথক করিয়া ঐ সকল বর্ণের কোষ্ঠার নিম্নবর্তী অক্ষসকল গ্রহণ করিবে  
 এবং এই সকল অক্ষ একবোগ করিয়া যুক্তাক্ষকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে বাহ্য  
 অবশিষ্ট থাকিবে, এই অবশিষ্টাক ও পূর্বস্থাপিত অক্ষ এই উভয়াক লইয়া

যদ্যধিকাক্ষঃ স্মাতদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ । সমেপি চ জপে-  
 মন্ত্রং ন জপেতু ঋণাধিকে । শূন্যে যত্নাৎ বিজানীয়াত্তস্মাক্ষাচ্ছ্রুতং  
 পরিত্যজেৎ । ঋণাধিকে ধনে । তথা—ইন্দ্রক্ষ-নেত্র-রবি-পক্ষ-  
 দশর্তুবেদবহ্যায়ুধাষ্টনবভিগুণিতাংশচ সাধ্যান্ । দিগ্ভুগিরি  
 শ্রুতি-গজাঘ্নি-মুনীষু-বেদ-ষড়্-বহিভিস্ত গুণিতানথসাধকার্গান্ ।  
 ষট্কালেত্যাদিকস্ত বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বা-  
 দিতি কেচিৎ । বস্তুতস্ত পূর্বশ্চৈব বিবরণমিদং । তথাচ  
 ইন্দ্রক্ষনেত্র ইত্যাদ্যভিধায় নামার্গকোষ্ঠাক্ষমথাভিহন্যাদে-  
 কাদিরুদ্ধাক্ষগতং ক্রমেণ ইতি । ব্যক্তং রুদ্রয়ামলে । সাধ্যা-  
 ক্তান্ সাধকাক্ষাংশচ পূরয়েদ্গ্রহসংখ্যয়া গুণিতে তু হতেহষ্টা-  
 ভিষচ্ছেষঃ জায়তে ক্ষুটং । তদক্ষং কথয়াম্যত্র একাদশগৃহ-  
 স্থিতং । ইত্যুক্ত্বা ষট্কালকালইত্যুক্তং । তদ্বার্গবে । মন্ত্রো-

বিবেচনা করিয়া দেখিবে । যে অক্ষ অধিক, তাহা ঋণী এবং যে অক্ষ নূন,  
 তাহা ধনী । যদি মন্ত্র ঋণী অর্থাৎ মন্ত্রাক্ষ অধিক হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র  
 গ্রহণ করিতে পারে আর যে মন্ত্র ধনী অর্থাৎ যে মন্ত্রাক্ষ নূন, সেই মন্ত্র গ্রহণ  
 করিবেনা । আর যদি মন্ত্রাক্ষ ও নামাক্ষ সমান হয়, তাহাহইলেও মন্ত্র গ্রহণ  
 করিতে পারে । উভয়াক্ষ শূন্য হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলে মন্ত্র গৃহীতার  
 যত্ন হয় । অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে । এই বিষয়ে অন্তান্ত তন্ত্রের  
 বচনও মূলে উদ্ধৃত আছে । রুদ্রয়ামলে লিখিত আছে যে, সাধ্যাক্ষ ও  
 সাধকাক্ষ গ্রহণ করিয়া তাহাকে নরদিয়া গুণ করিবে এবং গুনফলকে ৮  
 দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্টাকে ঋণী ধনী বিবেচনা পূর্বক মন্ত্রগ্রহণ করিবে ।  
 তদ্বার্গবে লিখিত আছে যে, ঋণীমন্ত্র শুভফল প্রদ এবং ধনীমন্ত্র অন্ততদারক ।  
 আর বধন সাধ্যাক্ষ ও সাধকাক্ষ তুল্য হয়, তখন সেই মন্ত্র গ্রহণ করিলেও  
 শুভফল হইয়া থাকে, অন্ততন্ত্র প্রমাণে জানা যায় যে, উভয় অক্ষকে ৮ দিয়া  
 ভাগ করিলে যদি উভয়ের অবশিষ্ট শূন্য হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে

ঋণী শুভকলদোহপ্যশুভো ধনী চ । তুল্যং যদা চ সকলঃ  
 কথিতো মুনীন্দ্রেঃ । অন্যত্র—শূন্যে যত্নমবাপ্নোতি ধনে চ  
 বিফলং ভবেৎ । ঋণে তু প্রাপ্তিমাভ্রোণ সৰ্বসিক্কিত্ত জায়তে ।  
 প্রকারান্তরং । নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মস্ত্রাদিমাক্ষরং । ত্রিধা  
 কৃত্বা স্বরৈর্ভিন্নং তদন্যদ্বিপরীতকং । অশ্রুতঃ । সাধকনামাদ্য-  
 ক্ষরতো গণনয়া যাবন্মস্ত্রাদ্যক্ষরং তৎসংখ্যং ত্রিধা কৃত্বা সপ্ত-  
 তিহৃত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং শ্রুৎ । অন্যদিতি মস্ত্রাদ্য-  
 ক্ষরমারভ্য যাবৎ সাধকনামাদ্যক্ষরং ভবেৎ তাবৎ সংখ্যং  
 সপ্তগুণং কৃত্বা ত্রিভির্হরেৎ । অন্যচ্চ পিঙ্গলামতে । সাধ্যনাম-  
 দ্বিগুণিতং সাধকেন সমন্বিতং । অষ্টাভিশ্চ হরেচ্ছেষং তদন্য-  
 দ্বিপরীতকং । অশ্রুতঃ । সাধ্যনামস্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণী  
 কৃত্য সাধকনামাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভি-  
 হৃত্বা ঋণং ধনং জ্ঞেয়ং । অন্যদিতি সাধকনামাক্ষরান্ স্বরব্যঞ্জন-  
 ভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জনভেদেন সংযোজ্য

সাধকের যত্ন হইয়া থাকে এবং ধনীমন্ত্র গ্রহণে কোন কলই হয় না, ঋণী  
 মন্ত্র গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ সৰ্বসিক্কিত্ত হইয়া থাকে । অন্যান্যতন্ত্রে লিখিত  
 আছে যে, সাধকের নামাদ্যক্ষর হইতে মস্ত্রাদ্যক্ষর পর্যন্ত গণনা করিলে যত  
 সংখ্যা হইবে, তাহাকে তিন গুণ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ করিয়া অবশিষ্টাঙ্ক  
 একস্থানে রাখিবে, পরে মস্ত্রাদ্যক্ষরহইতে সাধকের নামাদ্যক্ষর পর্যন্ত গণনা  
 করিলে যত সংখ্যা হইবে, তাহাকে সপ্তগুণিত করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিবে  
 এবং বাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্ক ও পূর্ব স্থাপিত অঙ্ক লইয়া পূর্ববৎ  
 ঋণী ধনী বিবেচনা করিবে । পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, মন্ত্রের স্বর ও  
 ব্যঞ্জন বর্ণের অঙ্ক সকল গ্রহণ করিয়া তাহা দ্বিগুণিত করিবে এবং এই গুণ-  
 ফলে সাধক নামের স্বর ব্যঞ্জন বর্ণের অঙ্ক সকল যোগকরিয়া আট দিয়া  
 ভাগ করিয়া একস্থানে রাখিবে, পরে ঐরূপ সাধকনামের বর্ণাঙ্ক সকল দ্বিগু-  
 ণিত করিয়া এই গুণ ফলে উক্ত অঙ্কার মন্ত্রবর্ণাঙ্ক যোগ করিবে এবং যোগ



অষ্টাভিহুত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং জ্ঞেয়ং । নামগ্রহণ-  
প্রকারমাহ সনৎকুমারীয়ে ॥ পিতৃমাতৃকৃতং নাম ত্যক্ত্বা  
শর্মাাদিদেবকান্ । শ্রীবর্ণঞ্চ ততো হিত্বা চক্রেষু যোজয়েৎ  
ক্রমাৎ । নামগ্রহণপ্রকারমাহ পিঙ্গলায়াং । প্রসিদ্ধং যদুবেশ্বরম  
কিন্বাস্তু জন্মনাম চ । যতীনাং পুষ্পপাতেন গুরুণা যৎ কৃতং  
ভবেৎ । তদ্রাস্তুরে । লোকপ্রসিদ্ধমথবা মাতাপিত্রা তথা  
কৃতং । রুদ্রধামলে স্তপ্তো—জাগতি যেনাসৌ দূরস্থঃ প্রতি-  
ভাষতে । বদন্ত্যন্যমনক্ষোপি তন্মাম গ্রাহমেব চ ॥

দেবতাভেদে চক্রবিচারস্তাবশ্যকত্বমাহ বারাহীতন্ত্রে জাম-  
লাদৌ চ । তারাগুচ্ছিক্ৰৈবৈষ্ণবানাং কোষ্ঠগুচ্ছিক্ৰিঃ শিবস্ত চ ।  
রাশিগুচ্ছিক্ৰৈস্ত্রেপুরে চ গোপালেহকডমঃ স্মৃতঃ । অকডমো রাম-

ফলকে ৮ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক ও পূর্ব  
স্থাপিত অঙ্ক লইয়া পূর্ববৎ ঋণী ধনী বিচার পূর্বক মন্ত্র গ্রহণকরিবে । সনৎ-  
কুমার তন্ত্রে যে নামগ্রহণপ্রণালী লিখিত আছে, তাহা এই—পিতা বা মাতা  
যে নাম নির্দেশ করিয়াছেন, সেই নামের দেবশর্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী  
পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্যাত্ম বর্ণসকল গ্রহণকরিবে । পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিত  
আছে যে, বাহার যে প্রসিদ্ধ নাম তাহা লইয়াই ঋণী ধনী বিচার করিবে ।  
রুদ্রধামলপ্রমাণে জানা যায় যে, যে নামে সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি  
জাগ্রত হয় এবং দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে, সেই নামে দীক্ষা বিধির লিখিত  
সমস্ত কার্য্য করিবে । তদ্রাস্তুরে লিখিত আছে যে, দীক্ষাকালে গুরুদেব  
নামকরণ করিয়া লইতে পারেন ।

এইক্ষণ কোন্ কোন্ দেবতার মন্ত্রদীক্ষায় কোন্ কোন্ চক্র বিচার  
আবশ্যক, তাহাই কথিত হইতেছে । বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র চক্র, শিবমন্ত্রে  
ও ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র, গোপালমন্ত্র ও রামমন্ত্র দীক্ষায় অকডম চক্র,  
গণেশমন্ত্রে হরচক্র, বরাহমন্ত্রে রাশিচক্র, মহালক্ষ্মীমন্ত্রে কুলাকুলচক্র, বিচার

চন্দ্রে গণেশে হরচক্রকম্ । কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহাক্ষ্যাঃ  
কুলাকুলং । নামাদিচক্রং সৰ্বেষাং ভূতচক্রং তথৈব চ ।  
ত্রৈপুরং তারকে চক্রে শুদ্ধং মন্ত্রং জপেদবুধঃ । তথা—বৈষ্ণবঃ  
রাশিসংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতং । কালিকায়াম্ চ তারায়াম্  
স্তারাচক্রং শুভাবহং । চণ্ডিকায়াম্ তারকোষ্ঠে গোপালেহকডমঃ  
স্মৃতঃ । হরচক্রে সৰ্বমন্ত্রং ধনাধিক্যে ন চাশ্রয়েৎ । ঋণা-  
ধিক্যে শুভং বিদ্যাধনাধিক্যে চ নোবিধিঃ । দোষান্  
সংশোধ্য গৃহীয়ান্নধ্যদেশোদ্ভবস্ত চ । ঋণী মন্ত্রঃ শুভফলো  
ধনী মন্ত্রোহশুভপ্রদঃ । তুল্যং যদা শুভফলং কথিতো মুনি-  
সভমৈঃ । অন্যত্রাপি—শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলো  
ভবেৎ । ঋণে চ প্রাপ্তিমাশ্রয়ে সৰ্বসিদ্ধিস্ত জায়তে ॥ ইতি  
ঋণীধনী চক্রম্ ॥

পূৰ্বক মন্ত্ৰ শুদ্ধি করিয়া দীক্ষিত হইবে । আর যে যে চক্রে নামাকর লইয়া  
বিচার করিতে হয়, সকল মন্ত্ৰেই সেই সকল চক্রবিচারের আবশ্যকতা  
আছে । কালী ও তারা মন্ত্ৰ গ্রহণে নক্ষত্রচক্রে, চণ্ডিকামন্ত্ৰে রাশিচক্রে  
ও কোষ্ঠ চক্রে মন্ত্ৰশুদ্ধি হইলে সেই মন্ত্ৰ গ্রহণ করিতে পারে । বাস্তবিক  
সকল দেবতার মন্ত্ৰ গ্রহণেই ঋণীধনীচক্রে অবশ্য মন্ত্ৰশুদ্ধি দেখিবে । এই  
চক্র সহজে বোধগম্য হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে একটি প্রতিকৃতি  
প্রদর্শিত হইল, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ঋণীধনী চক্রের বিষয়  
অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন ।

দৃষ্টান্ত । মনেকর কোন সাধকের নাম “কীরোদবিহারী” ইনি “হুর্গী” এই  
মন্ত্ৰগ্রহণ করিতে পারেন কিনা ? এই বিচার করিতে হইবে । এইক্ষণ সাধকের  
নামের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সকল পৃথক করিয়া রাখিলে ক—ব—জ—র—ঙ—  
দ—ঋ—ব—ই—হ—আ—র—ঈ—এইরূপ হইবে । এই সকল বর্ণের চক্র-  
স্থিত সাধকাক্ষ, ক=২, ব=৪, জ=২, র=০, ঙ=০, দ=১, ঋ=২, ব=২,  
ই=২, হ=১, আ=২, ঈ=০, ঐ=২ । এই সকল অক্ষর এক যোগ করিলে

অথ দীক্ষাপ্রকরণং ॥ গুরুদীক্ষাপূর্বদিনে শিষ্যমভি-  
মন্ত্ৰয়েৎ । দৰ্ভশয্যাং পরিক্রুত্যা শিষ্যং তত্র নিবেশয়েৎ । স্বাপ-  
মন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰজ্ঞঃ শিশোঃ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যেৎ । তন্মন্ত্ৰং স্বাপসময়ে  
পঠেদ্বারত্ৰয়ং শিশুঃ । ত্রীণুরোঃ পাছুকাং ধ্যাত্বা উপবাসী  
জিতেन्द्रিয়ঃ । তারো হিলিহয়ং শূলপাণয়ে দ্বিষ্ঠ ঈরিতঃ ।  
স্বপমানশ্চ মন্ত্ৰোহয়ং শস্ত্রুনা পরিকীর্তিতঃ । মন্ত্ৰাস্তুরং । নমো  
জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে । রামায় বিশ্বরূপায়  
স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ । স্বপ্নে কথয় মে তথাং সৰ্ব্বকার্যো-  
ষশেষতঃ । ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাম্যস্মি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর । ইতি  
মন্ত্ৰেণ সচ্ছিয়ো দেবং প্রার্থ্য স্বপেচ্চ বা । স্বপ্নে শুভাশুভং দৃষ্টং  
পৃচ্ছেৎ প্রাতঃ শিশুং গুরুঃ । কন্যাং ছত্রং রথং দীপং প্রাসাদং

২০ হয় । এই কুড়িকে ৮ দিরা ভাগ করিলে ৪ অবশিষ্ট থাকে । এইরূপে  
“হুর্গা” এই মন্ত্ৰের স্বর ও বাঙ্গলবর্ণ পৃথক করিলে দ—উ—র—গ—আ হইবে  
এবং এই সকল বর্ণের চক্রস্থিত সাধ্যাক্ষ দ=৪, উ=৬, র=৩, গ=৬,  
আ=৬ । এট সকল অক্ষ যোগ করিলে ২৫ হয় । এই ২৫কে ৮দিরা ভাগ  
করিলে ১ অবশিষ্ট থাকে । এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, সাধকাক্ষ ২ এবং  
মন্ত্ৰাক্ষ ১, সুতরাং মন্ত্ৰাক্ষ সাধকাক্ষাপেক্ষা ন্যূন হইতেছে অতএব ইহা ধনী  
মন্ত্ৰ হইল, অতএব ক্ষীরোদ বিহারী হুর্গা এই মন্ত্ৰে দীক্ষিত হইতে পারে না,  
যে হেতু ধনী মন্ত্ৰ গ্রহণ করিলে অন্তত ফল হইয়া থাকে ।

এইক্ষণ দীক্ষাপ্রকরণ বিবৃত হইতেছে । অর্থাৎ দীক্ষার কর্তব্য ও  
বিহিত তিথ্যাদি কথিত হইবে । দীক্ষার পূর্বদিনে গুরু শিষ্যকে সম্বোধন  
পূর্বক পবিত্র কুশাদিরুচিত শয্যোপরি শয়ন করাইয়া নিজামন্ত্ৰে শিষ্যের  
শিখা বন্ধনকরিবেন এবং শিষ্যও শয়নকালে ঐ মন্ত্ৰ তিনবার পাঠ করিয়া  
উপবাসী ও জিতেन्द्रিয় হইয়া ত্রীণুর চরণ চিন্তাকরতঃ শয়ন করিবে ।  
“ওঁ মিলিমিলি শূলপাণয়ে স্বাহা” ইহাই নিজামন্ত্ৰ । স্বয়ং মহাদেব এই নিজা-



কমলং নদীম্ । কুঞ্জরং বৃষভং মাল্যং সমুদ্রং কনিং ক্রমম্ ।  
পর্বতং তুরগং মেধ্য মামমাংসং সুরাসবম্ । এবমাদীনি  
সৰ্বানি দৃষ্ট্ৱা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ইতি মন্ত্রসিদ্ধিজ্ঞাপনার্থং  
শিষ্যাভিমন্ত্রণম্ ॥

অথ দীক্ষাকালঃ । মন্ত্ৱারম্ভস্তু চৈত্রে শ্রাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ ।  
বৈশাখে রত্নলাভঃ শ্রাৎজ্যেষ্ঠে চ মরণং ভবেৎ । আষাঢ়ে  
বন্ধুনাশঃ শ্রাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ । প্রজানাশো ভবে-  
দ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ । কার্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ শ্রাৎগার্গশীর্ষে  
তথা ভবেৎ । পৌষে তু শত্রুপীড়াশ্রাৎমাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্ ।

মন্ত্র কহিয়াছেন । অত্ৱ প্রকার নিদ্রামন্ত্র যথা—“ওঁ নমো জয় ত্রিনেত্রায়  
পিঙ্গলায় মহাঘ্রুনে । বামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপত্যে নমঃ । স্বপ্নে কথয় মে  
তথ্যং সৰ্বকাৰ্য্যেষশেষতঃ । ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাশ্রামি ত্বংপ্রসাদান্নহেশ্বর ।”  
শিষ্য এই মন্ত্ৱে দেবতার আরাধনা করিয়া শয়নকরিয়া থাকিবে । পর দিবস  
গুরু শিষ্যের নিকট স্বপ্নেব শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিবেন এবং শিষ্যও সমস্ত  
স্বপ্ন বিবরণ গুরুসমীপে নিবেদনকরিতে । কন্তা, ছত্র, রথ, প্রদীপ, অট্টা-  
লিকা, পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মালা, সমুদ্র, সৰ্প, পর্বত, ঘোটক, বজ্রীয় মাংস  
ও মদ্য এই সকল স্বপ্নে দৃষ্ট হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে ।

অনন্তর দীক্ষাকাল নির্ণীত হইতেছে । চৈত্রমাসে মন্ত্র গ্রহণকরিলে  
সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, বৈশাখে রত্ন লাভ, জ্যেষ্ঠে মরণ, আষাঢ়ে বন্ধুনাশ,  
শ্রাবণে দীর্ঘায়ু, ভাদ্রে সন্তাননাশ, আশ্বিনে রত্নসঞ্চয় কার্তিকে ও অগ্র  
হায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুবৃদ্ধি ও পীড়া, মাঘমাসে মেধাবৃদ্ধি, এবং  
ফাল্গুনমাসে মন্ত্রগ্রহণ করিলে সাধকের সকল মনোরথ পূর্ণ হয় । পরন্তু উক্ত  
বিহিত মাসও যদি মলমাস হয়, তাহা হইলে সেই মাসে মন্ত্র গ্রহণকরিতে  
না । দীক্ষাবিষয়ে যে চৈত্র মাসের প্রশস্ততা উক্ত হইয়াছে, তাহা গোপাল  
মন্ত্র দীক্ষা বিষয়ে জানিবে । যেহেতু চৈত্র মাসে মন্ত্র গ্রহণকরিলে সাধকের  
ইংখ ও মরণ হয়, অতএব গোপাল মন্ত্র ভিন্ন অন্য দেবতার মন্ত্ৱে চৈত্র

কাজ্ঞানে সৰ্বকামাঃ স্তূৰ্ণলমাসং বিবৰ্জয়েৎ । চৈত্রে তু  
গোপালবিষয়ং গোতম্যুক্তত্বাৎ । মধুমাসে ভবেদীক্ষা দুঃখায়  
মরণায় চ । ইতি বচনামান্যত্র । তথা—জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা  
বিদ্যা আষাঢ়ে স্তূৰ্ণসম্পদঃ । • ইতি যোগিনীহৃদয়াদাষাঢ়ে  
শ্রীবিদ্যায়াং ন দোষঃ ॥ অত্র চ মাসঃ সৌর এব । সৌরে মাসি  
শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে । ইতি গোতমীয়াৎ ॥  
বৈশম্পায়নসংহিতায়াম্ ॥ মন্ত্রস্থারস্তগং মেঘে ধনধান্যপ্রদং  
ভবেৎ । বৃষে মরণমাপ্নোতি মিথুনেহপত্যনাশনম্ । কর্কটে  
মন্ত্রসিদ্ধিঃ শ্রাৎ সিংহে মেধাবিনাশনম্ । কন্যা লক্ষ্মীপ্রদা  
নিত্যং তুলায়াং সৰ্বসিদ্ধয়ঃ । বৃশ্চিকে স্বর্ণলাভঃ শ্রাদ্ধস্তূৰ্ণান-  
বিনাশনম্ । মকরঃ পুণ্যদঃ প্রোক্তঃ কুন্তোধনসমৃদ্ধিদঃ ।  
মীনো দুঃখপ্রদো নিত্যমেবং মাসবিধিক্রমঃ ॥

অথ বারনিয়মঃ । রবিবারে ভবেদ্বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ

মাসে দীক্ষিত হইতে পারে না । জ্যৈষ্ঠামাসে দীক্ষিত হইলে মন্ত্রগৃহী-  
তার মৃত্যু হয় এবং আষাঢ়মাসের দীক্ষা সৰ্বসম্পৎ প্রদানকরে, এই  
যোগিনী তন্ত্রের বচনবলে আষাঢ়মাসে শ্রীবিদ্যার মন্ত্র দীক্ষার কোন দোষ  
হইতে পারে না । দীক্ষা বিষয়ে সৌরমাসই প্রশস্ত, চান্দ্রমাসে দীক্ষা নিষিদ্ধ,  
ইহাই গোতমীর তন্ত্রবচনে প্রতীয়মান হইরাছে । • বৈশম্পায়নসংহিতায়  
লিখিত আছে যে, মেঘ রাশিতে স্তূৰ্ণা সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সেই দীক্ষা  
ধন ধান্য প্রদানকরে, এইরূপে বৃষে মৃত্যু, মিথুনে অনশন, কর্কটে মন্ত্রসিদ্ধি,  
সিংহে বুদ্ধিবিনাশ, কন্যাতে সম্পদ লাভ, তুলাতে সৰ্বসিদ্ধি, বৃশ্চিকে স্বর্ণ-  
লাভ, ধনু রাশিতে মানহানি, মকরে পুণ্য বৃদ্ধি, কুন্তে ধন সমৃদ্ধি, এবং মীন  
রাশিতে স্তূৰ্ণের অবস্থান কালে দীক্ষিত হইলে মন্ত্রগৃহীতার দুঃখ হইরা  
থাকে । এইরূপে মাস বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে ।

অনন্তর দীক্ষাবিষয়ে বারনিয়ম কথিত হইতেছে । রবিবারে মন্ত্রগ্রহণ

কিল । আয়ুরঙ্গারকে হস্তি ততো দীক্ষাং বিবৰ্জয়েৎ । বুধে  
সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং শ্রীত্ব বৃহস্পতি । শুক্রে সৌভাগ্য-  
মাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে ॥

অথ তিথিনিয়মঃ ॥ আগমকল্পক্রমে । প্রতিপদি কৃত্য দীক্ষা  
জ্ঞাননাশকরী মতা । দ্বিতীয়ায়াং ভবেজ্জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচি-  
ভবেৎ । চতুর্থ্যাং বিত্তনাশঃ শ্রীৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধিবর্দ্ধনং । ষষ্ঠ্যাং  
জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমীদিনে । অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ  
শ্রীন্নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ । দশম্যাং রাজসৌভাগ্যমেকাদশ্যাং  
শুচিভবেৎ । দ্বাদশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ শ্রীত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা ।  
তির্য্যগ্ঘোনিশ্চতুর্দশ্যাং হানিস্মাসাবসানকে । পক্ষান্তে ধর্ম্ম-  
বুদ্ধিঃ শ্রীদশম্যায়াং বিবৰ্জয়েৎ ॥ অনন্যায়মাহ । সক্ষ্যাগর্জিত-

করিলে গৃহীতার বিদ্যা লাভ হয়, এইরূপ সোমবারে শান্তি, মঙ্গলবারে  
আয়ুঃক্ষয়, বুধবারে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি, বৃহস্পতিবারে জ্ঞানলাভ, শুক্রবারে  
সৌভাগ্য, শনিবারে, যশোহানি, হইয়া থাকে ।

এইরূপ দীক্ষাকার্য্যের তিথিনিয়ম কথিত হইতেছে । আগমকল্পক্রমে  
লিখিত আছে যে, প্রতিপত্তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে জ্ঞানবিনাশ হয়, এই-  
রূপ দ্বিতীয়াতে জ্ঞানবুদ্ধি, তৃতীয়াতে শুচিতা, চতুর্থীতে বিত্তবিনাশ,  
পঞ্চমীতে বুদ্ধিবুদ্ধি, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সুখলাভ, অষ্টমীতে বুদ্ধি-  
বিনাশ, নবমীতে শরীর ক্ষয়, দশমীতে রাজসৌভাগ্য, একাদশীতে শুচিতা  
দ্বাদশীতে সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দশীতে দীক্ষিত হইলে  
সেই মন্ত্রগৃহীতার তির্য্যক্ ঘোনি প্রাপ্তি হয় । আর অন্যত্রোক্ত কার্য্য-  
হানি এবং পূর্ণিমাতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে শিবোর ধর্ম্ম বুদ্ধিপার । দীক্ষা  
গ্রহণে অনন্যায় তিথি বর্জনকরিবে, অর্থাৎ যে যে তিথিতে বেদ পাঠ  
নিষিদ্ধ, সেই সেই তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না । এইরূপ অনন্যায় দিন  
কথিত হইতেছে । যে দিনে সক্ষ্যা গর্জন, তুহিকম্প ও উদ্যাপাত, হয় সেই  
দিনকে অনন্যায় বলা যায় । আর বেদোক্ত অনন্যায় দিনও দীক্ষা কার্য্যে



নির্ঘোষ-ভূকম্পোদ্ধানিপাতনে । এতানন্ত্যাংশচ দিবসান্ অমৃত্যু-  
জ্ঞান্ পরিবর্জয়েৎ । দ্বিতীয়া পঞ্চমীচৈব ষষ্ঠীচৈব বিশেষতঃ ।  
দ্বাদশ্যামপি কর্তব্যং ত্রয়োদশ্যামখাপিবা । ইতি ষৎ ষষ্ঠীত্রয়ো-  
দশীবিধানং তদ্বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চনচন্দ্রিকাধৃতত্বাৎ । পঞ্চমী  
সপ্তমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া পূর্ণিমা তথা । ত্রয়োদশী ভূ দশমী প্রশস্তা  
সর্ব্ব কামদা । ইতি সনৎকুমারবচনাৎ ষষ্ঠীবিধানমপি শিব-  
বিষয়ে । দশমীসপ্তম্যোনিষেধমাহ । গুরুপক্ষস্য দশমী সপ্তমী  
চ বিশেষতঃ । নিন্দ্যা সদৈব ষষ্ঠী শ্রাদ্ধিতি শৈবাগমাস্তরে ।

অথ নক্ষত্রনির্গয়ঃ । অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং  
ধ্রুবম্ । কৃত্তিকায়াং ভবেদুঃখা রোহিণ্যাং বাকপতিভবেৎ ।  
মৃগশীর্ষে সুখাবাপ্তি রাজ্যয়াং বন্ধুনাশনম্ । পুনর্ব্বসৌ ধনাঢ্যঃ

বর্জন করিবে । দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশীতে দীক্ষা করিতে  
পারে, ইত্যাদি অন্ত্যান্ত তন্ত্রের বচনে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশীতে দীক্ষার বিধান  
দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাতে জানিবে । রামার্চনচন্দ্রিকায় ষষ্ঠী ও  
ত্রয়োদশীতে দীক্ষা উক্ত আছে, এবং পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা,  
ত্রয়োদশী ও দশমী এই সকল তিথি দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত ও সর্ব্বকামপ্রদ,  
ইত্যাদি সনৎকুমার তন্ত্রবচনে যে ষষ্ঠী তিথিতে দীক্ষা বিধান উক্ত আছে,  
তাহা শিবমন্ত্র দীক্ষাতে জানিবে । আর দশমী ও সপ্তমী তিথিতে দীক্ষার  
নিষেধ আছে, যেহেতু শৈবাগম বচনে গুরুপক্ষের দশমী, সপ্তমী ও ষষ্ঠী এই  
সকল তিথি নিন্দ্য এইরূপ দোষপ্রতি আছে ।

অনন্তর দীক্ষা কার্য্যের বিহিতাবিহিত নক্ষত্র কথিত হইতেছে । অশ্বিনী  
নক্ষত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলে গৃহীতার সুখলাভ হয়, এইরূপ তরুনীতে মরণ,  
কৃত্তিকাতে হঃখ, রোহিণীতে পাতিত্য, অর্দ্রানক্ষত্রে বন্ধুনাশ, মৃগশীর্ষাতে  
সুখ, পুনর্ব্বসুতে ধন, পুষ্যাতে শত্রুবিনাশ, অশ্লেষাতে মৃত্যু, মঘাতে হঃখ  
মোচন, পূর্ষ্বকস্তনীতে দৌলব্য, উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তাতে ধন,

শ্রীং পুষ্যে শত্রুবিনাশনম্ । অশ্লেষায়াং ভবেশ্ম ত্যুম্বায়াং  
 দুঃখমোচনম্ । সৌন্দর্য্যং পূর্বফল্লন্যাং প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ ।  
 জ্ঞানকোত্তরফল্লন্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনী ভবেৎ । চিত্রায়াং জ্ঞান-  
 সিদ্ধিঃ শ্রীং স্বাত্যাং শত্রুবিনাশনম্ । বিশাখায়াং সুখং চানু-  
 রাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনম্ । জ্যেষ্ঠায়াং সূতহানিঃ শ্রীশ্মূলায়াং কীর্তি-  
 বর্দ্ধনম্ । পূর্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্তিদায়িকে । শ্রব-  
 ণায়াং ভবেদুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা । বুদ্ধিঃ শতভিষায়াং  
 শ্রীং পূর্বভাদ্রে সুখা ভবেৎ । সৌখ্যকোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং  
 কীর্তিবর্দ্ধনং । আর্দ্রাকৃত্তিকয়োর্নিবেধস্ত শিববহ্নীতরবিষয়ে ।  
 তথাচ—আর্দ্রায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে । যদিশস্য  
 কৃশানোর্ব্বা মন্ত্রায়ন্তো যথাক্রমং । তদ্রাস্তরে—অশ্বিনী-ভরণী-  
 স্বাতি-বিশাখা-হস্তভেষু চ । জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষেবং কুর্য্যান্মন্ত্রা-  
 ভিষেচনং । ইতি জ্যেষ্ঠাভরণ্যোর্থদ্বিধানং তত্র রামবিষয়মগস্ত্য-  
 সংহিতোক্তত্বাৎ ।

চিত্রাতে জ্ঞানবুদ্ধি, স্বাতীতে শত্রুবিনাশ, বিশাখাতে সুখ, অনুরাধাতে বন্ধু-  
 বুদ্ধি, জ্যেষ্ঠাতে পুত্রহানি, মূলাতে কীর্তিবুদ্ধি, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়াতে  
 যশোলাভ, শ্রবণাতে দুঃখ, ধনিষ্ঠাতে দরিদ্রতা, শতভিষাতে বুদ্ধিবুদ্ধি, পূর্ব  
 ভাদ্র ও উত্তর ভাদ্রে সুখ এবং রেবতী নক্ষত্রে দীক্ষিত হইলে মন্ত্রগৃহীতার  
 কীর্তিবুদ্ধি হইয়া থাকে । এই বচনে যে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে দীক্ষা নিবেধ  
 উক্ত হইল, এই নিবেধ শিব ও বহ্নিমন্ত্রের অগ্রত্ব জানিবে, অর্থাৎ আর্দ্রা  
 ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে শিবমন্ত্র ও বহ্নিমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে । যেহেতু “যদি  
 শিব ও অগ্নির মন্ত্র কেহ গ্রহণ করে তাহা হইলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে  
 ঐ মন্ত্র দীক্ষা প্রশস্ত বলিয়া জানিবে” ইত্যাদি বচন প্রমাণে শিবমন্ত্র ও বহ্নি  
 দেবতার মন্ত্র গ্রহণে আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের প্রশস্ততা আছে । তদ্রাস্তরে  
 লিখিত আছে যে, অশ্বিনী, ভরণী, স্বাতি, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা উত্তর  
 ফল্লনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তর ভাদ্র এইসকল নক্ষত্রে মন্ত্রদীক্ষা করিতে পারে,

অথ যোগনির্ণয়ঃ । বিশ্বসারে—শুভঃ সিদ্ধস্তথায়ুশ্চান্  
 ঋবযোগস্ততঃ পরং । প্রীতিঃ সৌভাগ্যযোগশ্চ বুদ্ধিযোগস্ততঃ  
 পরং । হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্বতন্ত্রে শুভাবহাঃ ॥ রত্নাবল্যাং—  
 যোগাঃ স্যুঃ প্রীতিরায়ুশ্চান্ . সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ ।  
 বুদ্ধিধ্বংসঃ স্নকর্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ । বরীয়াংশ্চ শিবঃ  
 সিদ্ধো ব্রহ্মইন্দ্রশ্চ বোড়শ ॥ দীক্ষাতত্ত্বত রত্নাবল্যাং—  
 যোগাশ্চ প্রীরায়ুশ্চান্ সৌভাগ্যঃ শোভনো ধৃতিঃ । বুদ্ধিধ্বংসঃ  
 স্নকর্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ । বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো  
 ব্রহ্ম ইন্দ্রশ্চ বোড়শ । এতানি করণানি স্যাদীক্ষায়াস্তু  
 বিশেষতঃ । সকুণ্ডাদীনি বিষ্টিঞ্চ বিশেষেণ বিবৰ্জয়েৎ ।  
 সকুণ্ডাদীনি শকুনি-চতুষ্পাদ-নাগ-কিন্তু-ঘ্রানি ॥

অথ করণনির্ণয়ঃ । বব-বালব-কৌলব-তৈতিল-বণিজ-  
 স্তদনন্তরম্ । করণানি শুভান্বেব সর্বতন্ত্রেষু ভাষিতম্ ॥

এই বচনে যে, জ্যোষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্রের বিধান উক্ত আছে, তাহা রামমন্ত্র  
 দীক্ষাতে জানিবে, এই রূপ অগস্ত্য সংহিতায় উক্ত আছে ।

অনন্তর দীক্ষাকার্য্যে যোগনির্ণয় কথিত হইতেছে । বিশ্বসারতন্ত্রে  
 লিখিত আছে যে, সিদ্ধ, আয়ুশ্চান, ঋব, প্রীতি, সৌভাগ্য ও বুদ্ধি এই সকল  
 যোগ শুভফল সম্পাদন করে, এইরূপ সর্বতন্ত্রে উক্ত আছে । রত্নাবলীতে  
 উক্ত আছে যে, প্রীতি, অয়ুশ্চান, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বুদ্ধি, ঋব, স্নকর্মা,  
 সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম, ও ইন্দ্র, এই বোড়শ যোগই  
 দীক্ষাকার্য্যে প্রযুক্ত । দীক্ষাতত্ত্বত বচনে জানা যায় যে, প্রীতি আয়ুশ্চান,  
 সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বুদ্ধি, ঋব, স্নকর্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ,  
 বরীয়ান, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম, ও ইন্দ্র, এই বোড়শ যোগ দীক্ষাকার্য্যে  
 শুভপ্রদ । আর শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ, কিং, তু, ঘ্র ও বিষ্টি এই সকল  
 যোগ দীক্ষা কার্য্যে বর্জন করিবে ।

অনন্তর দীক্ষার করণনির্ণয় কথিত হইতেছে । বব, বালব, কৌলব,



অথলগ্ননির্ণয়ঃ । বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুশ্মীনাখ্যলগ্নকে ।  
চন্দ্রতারানুকূলে চ কুর্যাদীক্ষাপ্রবর্তনম্ । তথা—স্থিরলগ্নং  
বিষ্ণুমন্ত্রে শিবমন্ত্রে চরং শুভং । দ্বিস্বভাবগতং লগ্নং শক্তিমন্ত্রে  
প্রশস্যতে ॥ অগস্ত্যসংহিতায়াং—ত্রিষড়ায়গতাঃ পাপাঃ শুভাঃ  
কেন্দ্রত্রিকোণগাঃ । দীক্ষায়াস্তু শুভাঃ সর্বৈ বক্রস্থাঃ সর্ব-  
নাশকাঃ ॥

অথ পক্ষনির্ণয়ঃ । শুরুপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণে২প্যা-  
পক্ষমাদিনাৎ । অগস্ত্যসংহিতায়াং—শুরুপক্ষে তু কৃষ্ণে বা  
দীক্ষা সর্বত্র শোভনা । কালোত্তরে তু—ভূতিকায়েঃ সিতে

তৈত্তিল, ও বণিজ, এই সকল করণ সর্ববিধ তাত্ত্বিক কার্য্যে প্রশস্ত । ইহা  
সর্বতন্ত্রেই উক্ত আছে ।

এইক্ষণ দীক্ষা কার্য্যে বিহিতাবিহিত লগ্ন কথিত হইতেছে । বৃষ, সিংহ,  
কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্নে, চন্দ্র ও তারানুক্রি সত্ত্বে দীক্ষা  
গ্রহণ করিবে । তন্ত্রে আর লিখিত আছে যে, বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষাতে  
স্থিরলগ্ন, অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই চারিলগ্ন, শিবমন্ত্র  
দীক্ষায় চর অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা, ও মকর এই চারি লগ্ন এবং শক্তিমন্ত্র  
দীক্ষাতে দ্বায়ক অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই চারি লগ্ন প্রশস্ত ।  
অগস্ত্যসংহিতার লিখিত আছে যে, মঙ্গলগ্নের তৃতীয় বর্ষ ও একাদশ স্থানে  
পাপগ্রহ এবং কেন্দ্র অর্থাৎ লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এবং ত্রিকোণ অর্থাৎ  
নবম ও পঞ্চম এইসকল স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্র গ্রহণে শুভ হইবে ।  
আর দীক্ষাকার্য্যে বক্রীগ্রহ অনিষ্ট কারী, অতএব তাহা বর্জন করিবে ।

অনন্তর দীক্ষার বিহিতাবিহিত পক্ষ কথিত হইতেছে । শুরুপক্ষে  
দীক্ষা হইলেই সেই দীক্ষা শুভপ্রদান করে এবং কৃষ্ণপক্ষেও পঞ্চমী পর্য্যন্ত  
দীক্ষা গ্রহণের বিধি আছে । অগস্ত্যসংহিতার লিখিত আছে যে,  
কৃষ্ণপক্ষ ও শুরুপক্ষ উভয়ই সর্ব মন্ত্র দীক্ষাতে শুভ প্রদান করে, সুতরাং দীক্ষাতে

সদা মুক্তিকামৈঃ কৃষ্ণপক্ষে ইতি শেষঃ । নিষিদ্ধেষুপি মাসেষু বিশেষো মুনিভেদিতঃ । রত্নাবল্যাং —ষষ্ঠী ভাদ্রপদে ঈষে তথা কৃষ্ণা চতুর্দশী । কার্তিকে নবমী শুক্লা তথা মার্গে তৃতীয়া । পৌষে তু নবমী শুক্লা মাঘে শুক্লা চতুর্থিকা । ফাল্গুনে নবমী শুক্লা চৈত্রে কামচতুর্দশী । ত্রয়োদশীতি কেচিৎ । বৈশাখে চাক্ষয়া চৈব জ্যৈষ্ঠে দশহারা তিথিঃ । আষাঢ়ে পঞ্চমী শুক্লা শ্রাবণে কৃষ্ণপঞ্চমী । এতানি দেবপর্বানি তীর্থকোটিকলং লভেৎ । অত্র দীক্ষা প্রকর্তব্যান মাসঞ্চ পরীক্ষয়েৎ । ন বারং নচ নক্ষত্রং ন তিথ্যাদিকদূষণম্ । ন যোগকরণকৈব শঙ্করেণ চ ভাষিতম্ । অন্ত্যচ্চ মতম্ । চৈত্রে ত্রয়োদশী শুক্লা বৈশাখেকাদশী সিতা । জ্যৈষ্ঠে চতুর্দশী কৃষ্ণা আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী । শ্রাবণেকাদশী ভাদ্রে রোহিণী সহিতাষ্টমী । আশ্বিনে

পক্ষরিচার নাই । কালোত্তরে লিখিত আছে যে, সম্প্রস্কামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মুক্তিকামীরা কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষিত হইবে । আর নিষিদ্ধ মাসেও তিথি বিশেষে দীক্ষা হইতে পারে । রত্নাবলীতে লিখিত আছে যে, ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী, কার্তিক মাসে শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাতৃতীয়া, পৌষ মাসে শুক্লানবমী, মাঘ মাসে শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুন মাসে শুক্লানবমী, চৈত্র মাসে কামচতুর্দশী, অথবা শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহারা, আষাঢ় মাসে শুক্লাপঞ্চমী, ও শ্রাবণ মাসে, কৃষ্ণপঞ্চমী, এই সকল তিথি দেবপর্ব, অতএব উক্ত তিথিতে দীক্ষাগ্রহণ করিলে কোটি তিথির ফল হইয়া থাকে । এই সকল তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে, ইহাতে মাসবিবেচনার আবশ্যকতা নাই । এবং বার, নক্ষত্র, ও তিথ্যান্নিদোষ, যোগ ও করণ বিচার করিবেনা । মতান্তরে চৈত্র মাসের শুক্লাত্রয়োদশী, বৈশাখ মাসের শুক্লাএকাদশী, জ্যৈষ্ঠ-মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী আষাঢ় মাসের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের

চ মহাপুণ্য। মহাস্ক্রম্যপ্যভীষদা। কার্তিকে নবমী শুক্লা  
 মার্গশীর্ষে তথা সিতা। ষষ্ঠী চতুর্দশী পৌষে মাঘেহপ্যেকাদশী  
 সিতা। ফাল্গুনে চ সিতা ষষ্ঠী চেতি কালবিনির্গয়ঃ। যোগিনী-  
 তন্ত্রে। অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ রবিসংক্রান্তি-  
 দিবসে যুগাদ্যায়াং সুরেশ্বরী। মন্বন্তরাস্ত্ৰ সর্ব্বাস্ত্ৰ মহাপূজা-  
 দিনেষু চ। চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দশ্যষ্টমী তথা। তিথয়ঃ  
 শুভদাঃ প্রোক্তা দীক্ষাগ্রহণকর্ম্মণি। ইত্যাদি বচনাস্ত্ৰচতুর্দশ-  
 ষ্টমীতি শক্তিবিষয়ঃ। চতুর্থীতি গণেশবিষয়ঃ। তত্তৎকল্পো-  
 ক্তত্বাৎ। নিন্দিতেষপি মাসেষু দীক্ষোক্তা গ্রহণে শুভা।  
 সূর্য্যগ্রহণকালস্ত্ৰ সমানো নাস্তি ভূতলে। বিশেষতো মহাদেবি  
 দীক্ষাগ্রহণকর্ম্মণি। তত্র যদ্যৎ কৃতং সর্ব্বমনস্তফলদং ভবেৎ।  
 ন বারতিথিমাসাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি। এবং চন্দ্রগ্রহণেপি  
 তথাচ রুদ্রজামলে—। ন কুর্য্যাৎ শাক্তিকীং দীক্ষামুপরাগে

রোহিণীযুক্তা অষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্তিকের শুক্লানবমী, অগ্রহায়ণ  
 মাসের শুক্লানবমী, পৌষের ষষ্ঠী ও চতুর্দশী, মাঘের শুক্লাএকাদশী, ফাল্গুনের  
 শুক্লাষষ্ঠী এই সকল তিথি দীক্ষার প্রশস্ত কাল। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে  
 যে, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে, রবিসংক্রান্তি  
 দিবসে, যুগাদ্যাতে, মন্বন্তরাতে, মহাপূজাদিনে, দীক্ষা গ্রহণ করিলে শুভ  
 ফল হয়, আর চতুর্থী, পঞ্চমী ও অষ্টমী এই সকল তিথি দীক্ষাকার্য্যে শুভপ্রদ,  
 ইত্যাদি বচনেবলে চতুর্দশী ও অষ্টমী শক্তিমন্ত্রদীক্ষাবিষয়ে এবং চতুর্থী  
 গণেশমন্ত্রদীক্ষাতে প্রশস্ত। নিম্নিত মাসে ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে দীক্ষা শুভপ্রদ হয়।  
 সূর্য্যগ্রহণকালের ঋতু অত্র প্রশস্ত কাল নাই, বিশেষত দীক্ষাকার্য্যে গ্রহণ  
 অতি প্রশস্ত জানিবে। আর গ্রহণকালে যে যে কার্য্য করায়, তাহাতে  
 অনন্তফল হইয়া থাকে। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহণকালে দীক্ষাগ্রহণে বার, তিথি ও  
 মাসাদিদোষ বিচার করিবে না। রুদ্রজামলে লিখিত আছে যে, সূর্য্যগ্রহণ



বিভাবসৌ । ন কুর্য্যাদৈক্ষণীং তাস্তু যদি চন্দ্রমসৌ গ্রহঃ ।  
 ।তচ্চ গোপালশ্রীবিদ্যোতরবিষয়ং । অন্তেষু পৰ্ব্বযোগেষু  
 গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ । ইতি গৌতমীয়াং । প্রশস্তা সকলা  
 দীক্ষা স্বস্ববারে তদা ভবেৎ । সূর্য্যগ্রহণকালে তু নান্যদশ্বে-  
 ষিতং ভবেৎ । ইতি যোগিনীহৃদয়াচ্চ । তারাদৌ তু বিশেষো  
 যথা । দীক্ষাকালং প্রবক্ষ্যামি নীলতন্ত্রানুসারতঃ । কৃষ্ণপক্ষস্য  
 চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভে ক্ষণে । পূৰ্ব্বভাদ্রপদায়ুক্তে  
 মিত্রতারাদিসংযুতে । অথবা প্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা  
 প্রশস্যতে । জানীয়াচ্ছোভনং কালং মন্ত্রস্য গ্রহণং প্রতি ।  
 ঈষে চৈব বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ । সূর্য্যগ্রহণে  
 বিশেষমাহ রত্নাবলীধৃতযামলে । শ্রীপরাযানি বীজানি  
 লোপা দৌর্গশ্চ যোমনুঃ । সূর্য্যস্য গ্রহণে লঙ্কা নগাং মুক্তি-

কালে শক্তিমন্ত্রদীক্ষা এবং চন্দ্রগ্রহণকালে বিষ্ণুমন্ত্র দীক্ষা করিবে না, ইহা  
 শ্রীবিদ্যা মন্ত্র ও গোপালমন্ত্র ভিন্ন দীক্ষাতে জানিবে । যেহেতু অন্য  
 পৰ্ব্বযোগে ও চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণে দীক্ষাগ্রহণ করিবে, এইরূপ গৌতমীরত্নে উক্ত  
 আছে । যোগিনী হৃদয় প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, যথোক্ত বারে দীক্ষা  
 গ্রহণ করিবে, কিন্তু সূর্য্য গ্রহণকালে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে অন্য কিছুই  
 বিবেচনা করিবে না । তারাদি বিদ্যার মন্ত্রদীক্ষাতে বিশেষ আছে  
 যে, কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমীতে শুভলগ্নে, শুভক্ষণে, পূৰ্ব্বভাদ্র পদনক্ষত্রে, মিত্র  
 তারাতে, অথবা অনুরাধা কিংবা রেবতী নক্ষত্রে দীক্ষা প্রশস্ত এবং উক্ত  
 কালই মন্ত্র গ্রহণে শুভপ্রদ । আর আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাস মন্ত্র  
 গ্রহণের বিহিত কাল । সূর্য্য গ্রহণ কালে দীক্ষার প্রশস্ততা রত্নাবলীতে  
 উক্ত আছে । শ্রীবিদ্যার লোপামুদ্রা মন্ত্র ও দুর্গামন্ত্র দীক্ষাতে সূর্য্য  
 গ্রহণ মুক্তিকল প্রদান করে । আর মঙ্গলবারে অমাবস্তা, সোমবারে  
 চতুর্দশী, ও রবিবারে মণ্ডমী হইলে শতসূর্য্যগ্রহণকালের তুল্য জানিবে ।

ফলপ্রদঃ । অমাবস্যা সোমবারে ভোমবারে চতুর্দশী । সপ্তমী  
 রবিবারে চ সূর্য্যপর্ব্বশতৈঃ সমাঃ । কুলার্ণবে—সপ্তমী  
 রবিবারে চ সোমে দর্শস্তুথৈব চ । চতুর্থী কুজবারে চ অষ্টমী  
 চ বৃহস্পতি । দেবপর্ব্বসমা জ্ঞেয়া তাস্থ দীক্ষাং সমাচরেৎ ।  
 যামলে—পুণ্যতীর্থে কুরুক্ষেত্রে দেবীপীঠচর্চয়ে । প্রয়াগে  
 ত্রীগিরৌ কাশ্যাং কালাকালং ন শোধয়েৎ । বিষ্ণুয়ামলে—  
 দেবীবোধঃ সমারভ্য যাবৎ শ্রাবণমী তিথিঃ । কৃত্য তাস্থ  
 বুধেদীক্ষা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা । গুরুপক্ষে বিশেষেণ  
 তত্রাপি তিথিরষ্টমী । তত্রাপি শারদী দুর্গা যত্র  
 দেবী গৃহে গৃহে । তত্র দীক্ষা প্রকর্তব্য্য মাসর্ক্ষাদীন্  
 ন শোধয়েৎ । তথা—বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং  
 ন শোধয়েৎ । অশোকাখ্যাষ্টমী যত্র রামাখ্যা নবমী তথা ।  
 লগ্নে বাপ্যথ লগ্নে যত্র তত্র তিথাবপি । গুরোরাজ্ঞানু

কুলার্ণবে লিখিত আছে যে, রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা,  
 বুধবারে চতুর্থী, ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, হইলে দেবপর্ব্ব হয়, এই দেবপর্ব্ব  
 দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারে । যামলে লিখিত আছে যে, পুণ্যতীর্থে, কুরুক্ষেত্রে,  
 দেবীর চারি পীঠ স্থানে, প্রয়াগে, ত্রীপর্ব্বতে, ও কাশীতে মন্ত্রগ্রহণ করিতে  
 হইলে কালাকাল বিবেচনা করিবে না । বিষ্ণু যামলে লিখিত আছে যে,  
 দেবীর বোধন ও মহানবমী ইহাদিগের মধ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার  
 অভীষ্ট ফললাভ হয়, আর এই সকল তিথির মধ্যে গুরুপক্ষে বিশেষত  
 অষ্টমীতে দীক্ষিত হইলে সমধিক ফল হইয়া থাকে । বাস্তবিক যে সময়ে  
 গৃহে গৃহে শারদীর পূজা হয়, সেই সময়ে মন্ত্র গ্রহণ করিলে মাসশোধনাদি  
 বিবেচনা করিবে না । আর দুর্গার বোধন হইলে দীক্ষাতে কাল কাল  
 বিবেচনা নাই, এবং অশোকাষ্টমী ও রামনবমীতে দীক্ষা গ্রহণেও কোন  
 দোষবিচার করিবে না, পরন্তু যখন গুরুর আদেশানুসারে মন্ত্রগ্রহণ করিবে,

রূপেণ দীক্ষা কার্য্য বিশেষতঃ । চতুর্থ্যঙ্গারবারে চ  
দিবসে ত্রিদিনস্পৃশি । তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং  
কথঞ্চন । সময়াতন্ত্রে—যুগাদ্যায়াং জন্মদিনে বিবাহদিবসে  
তথা । বিষুবায়নয়োর্ব'ন্দ্রে নৈব কিঞ্চিদ্বিচারয়েৎ । তথা—  
শিষ্যানাহুয় গুরুণা রূপয়া যদি দীয়তে । তদা লগ্নাদিকং  
কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কদাচন । সর্ব্বে বারা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি  
চ রাশয়ঃ । যস্মিন্নহনি মন্ত্রজ্ঞো গুরুঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ ।  
যোগিনীতন্ত্রে—গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্তা নির্ণয়ঃ ॥

তত্ত্বসারে । যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুসারতঃ ।  
ন তিথির্ন ত্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া । দীক্ষায়াং  
কারণং কিন্তু স্বেচ্ছা বাপিচ সদ্গুরোঃ । শিষ্যত্রিভুজন্মদিবসে  
সংপ্রাপ্তে বিষুবায়নে । স্বতীর্থেইকবিধুগ্রাসে তন্তুদামন-  
পর্ব্বণোঃ । মন্ত্রদীক্ষাং প্রকুর্বাণো মাসঙ্ক'দীক্ষা শোধয়েৎ ।

তখন, শুভলগ্নই হউক বা অনুরু লগ্নই হউক এবং যে কোন তিথিই হউক, মন্ত্র  
দীক্ষা হইতে পারে । মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে ও ত্রাহস্পর্শদিনে দীক্ষিত  
হইতে লগ্নাদি কিছুই বিবেচনা করিবে না । সময়াতন্ত্রে লিখিত আছে যে,  
যুগাদ্যাতে, জন্মদিনে, বিবাহদিবসে, বিষুব ও অয়ন সংক্রান্তিতে দীক্ষাতে  
বারাদি কোন দোষ বিচার করিবে না । আর যদি গুরু শিষ্যকে  
আহ্বান করিয়া মন্ত্রদিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে লগ্নাদি কিছুই বিচার  
করিবে না, সকল বার, সকল গ্রহ, সকল নক্ষত্র, সকল রাশিই গুরু স্বয়ং  
প্রবৃত্ত হইয়া দীক্ষা প্রদান করিলে প্রশস্ত বলিয়া জানিবে । যোগিনীতন্ত্রে  
গ্রহণ কালে ও মহাতীর্থে কালবিচার নাই, ইহা উক্ত আছে ।

তত্ত্বসারে লিখিত আছে যে, গুরুর আজ্ঞানুসারে যখন ইচ্ছা তখনই মন্ত্র  
গ্রহণ করিতে পারে । যখন স্গুরু স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া মন্ত্র প্রদান করেন,  
তখন তিথিনক্ষত্রাদি বিবেচনা করিবে না এবং পূজা, হোম, স্নান, ও জপ



তত্ত্বপৰ্ব পরমেশ্বরোপবীততিথিঃ শ্রাবণী দ্বাদশী দামনপৰ্ব  
মদনভঞ্জনতিথিঃ চৈত্র শুক্লা চতুর্দশী ।

অথ বক্ষ্যামি দীক্ষায়াঃ স্থানং তজ্জানুসারতঃ । গোশালায়াং  
গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কাননে । পুণ্যক্ষেত্রে তথোদ্যানেন  
নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ । ধাত্রীবিম্বসমীপে চ পৰ্বতাগ্রে গুহাস্থ  
চ । গঙ্গায়ান্তু তটে বাপি কোটিকোটীগুণং ভবেৎ ॥ নিষিদ্ধ-  
স্থানমাহ—গয়ায়াং ভাস্করক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপৰ্বতে । চট্টলে  
চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ । ন গৃহীয়াত্ততোদীক্ষাং  
তীর্থেষ্বেতেষু পার্শ্বতি । বারাহীতন্ত্রে—শুক্লোহস্তো যদি  
বা বৃদ্ধো গুৰ্বাদিত্যো ভবেদ্যদি । মেঘবৃশ্চিকসিংহেযু তদা  
দোষো ন বিদ্যতে । মহাবিদ্যাস্থ সৰ্ব্বাস্থ কালাদিবিচারো

না করিলেও দীক্ষা হইতে পাবে । শিষ্যজন্মদিবসে অন্নসংক্রান্তিতে  
সতীর্থে, চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে, তত্ত্ব পৰ্ব ও দাম পৰ্বের দীক্ষা গ্রহণ করিলে  
মাংস, তিথি, নক্ষত্র ইহাদিগের দোষগুণ বিবেচনা করিবে না । তত্ত্ব  
পৰ্ব শব্দে শ্রাবণমাসের শুক্লাদ্বাদশী এবং দামনপৰ্ব শব্দে চৈত্রমাসের  
শুক্লাচতুর্দশী ।

এইক্ষণ তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত দীক্ষাস্থান কথিত হইতেছে । গোশালা, গুরুগৃহ,  
দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, বিম্ব ও আমলকীবৃক্ষেরমূল,  
পৰ্বতাগ্র, পৰ্ব্বতগুহা, ও গঙ্গাতীর এই সকল স্থানে দীক্ষিত হইলে কোটিগুণ  
ফল হইয়া থাকে । মন্ত্রগ্রহণের নিষিদ্ধ স্থান যথা । গয়াতে, ভাস্করক্ষেত্রে,  
বিরজা তীর্থে, চন্দ্রপৰ্বতে, চট্টগ্রামে, মাতঙ্গদেশে, ও কন্যা গৃহে দীক্ষা গ্রহণ  
করিবে না । বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি শুক্র অন্তগত কিম্বা  
বৃদ্ধাবস্থায় থাকেন, শুক্র ও রবি এক গৃহে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে  
মন্ত্র গ্রহণকরিবে না, কিন্তু উক্ত অবস্থাতেও মেঘ, সিংহ ও বৃশ্চিক রাশিতে  
মন্ত্র গ্রহণে দোষ হয় না । কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে  
কালকালাদি বিচার নাই । এই বিষয়ে সুওমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে,

নাস্তি । তদুক্তং মুণ্ডমালাতন্ত্রে—কালাদিশোধনং নাস্তি নারি-  
মিত্রাদিদূষণম্ ॥

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে । তত্র ভূমিং পরীক্ষ্যেত বাস্তব-  
ত্ববিশারদঃ । ক্ষুটিতা চ শল্যা চ বল্লীকারোহিণী তথা ।  
দূরতঃ পরিবৰ্জ্য ভূঃ কর্তুরায়ুর্ধনাপহা । ক্ষুটিতাচেতি চকারে  
ণোষরেতি লভ্যতে । ক্ষুটিতা মরণং কুর্যাদূষরা ধননাশিনী ।  
শল্যা ক্লেশদা নিতং বিষমা শত্রুতো ভয়ং । ইতি বৰ্জ্যনীয়-  
ভূমিকথনং ॥ তত্রৈব । ঈশকোণপ্লবা সা চ কর্তুঃ শ্রীদা স্থনি-  
শ্চিতং । পূর্বপ্লবা বুদ্ধিকরী ধনদা তুত্তরপ্লবা । বিদেষঃ মরণং  
ব্যাধিঃ কুর্যাদগ্নিপ্লবা মহী । ধর্মরাজপ্লবা ভূমিনিত্যং মৃত্যু-  
ভয়প্রদা । গৃহক্ষয়করী সাচ ভূমির্ষা নৈঋতপ্লবা । ধনহানিকরী  
পৃথ্বী \*কীর্তিতা বরুণপ্লবা । বাতপ্লবা তথা ভূমিনিত্যমুদ্বৈগ-  
কারিণী । ইতি দিক্‌প্লবভূমিশুভাশুভে । তত্রৈব । শ্বেতা ভূ

মহাবিদ্যার মন্ত্রদীক্ষাতে কালাদি বিচার ও অরিমিত্রাদি দোষবিচার অবশ্য  
কর্তব্য নহে ।

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, বাস্তবজ্ঞানসূত্রে ভূমি পরীক্ষা  
করিয়া শুভভূমি নির্ণয় পূর্বক দীক্ষাদি কার্য্য করিবে । যে ভূমি ক্ষুটিত, শল্য-  
যুক্ত, বল্লীকবিশিষ্ট, সেই ভূমি অবশ্য পরিত্যাগ করিবে, যে হেতু উহা কর্তার  
আয়ু ও ধন বিনাশ করে । ক্ষুটিত ভূমিতে কার্য্য করিলে কর্তার মৃত্যু হয়,  
উষরভূমি ধননাশ করে, শল্যযুক্তভূমি ক্লেশদায়িনী এবং বিষমভূমি শত্রু  
ভয়প্রদা । ঈশানকোণনিম্নাভূমি কর্তার শ্রীপ্রদান করে, পূর্বনিম্না ভূমি  
বুদ্ধিদায়িনী, উত্তরনিম্না ভূমি ধনদায়িনী, আর যে ভূমি অগ্নিকোণনিম্না  
তাহা বিদেষ, মারণ ও ব্যাধি প্রদান করে । দক্ষিণনিম্না ভূমি মৃত্যুদায়িনী,  
নৈঋতনিম্না ভূমি গৃহক্ষয়কারিণী, পশ্চিমনিম্নাভূমি ধনহানি এবং বায়ুকোণ  
নিম্না ভূমি সতত উদ্বৈগ প্রদানকরিয়া থাকে । শ্বেতা ভূমিকে ব্রাহ্মণী

ব্রাহ্মণী ভূমী রক্তা বৈ ক্ষত্রিয়া স্মৃতা । বৈশ্যা পীতা তু বিজ্ঞেয়া  
শূদ্রা কৃষ্ণা প্রকীৰ্তিতা । ব্রাহ্মণী ঘৃতগন্ধা স্যাৎ ক্ষত্রিয়া রক্ত-  
গন্ধিকা । ক্ষারগন্ধা ভবেবৈশ্যা শূদ্রা বিড়্গন্ধিনী ক্ষিতিঃ ।  
মধুরা ব্রাহ্মণী ভূমিঃ কষায়া ক্ষত্রিয়া স্মৃতা । বৈশ্যা তিক্তা চ  
বিজ্ঞেয়া শূদ্রা স্যাৎ কটুকা মহী । ব্রাহ্মণী ভূঃ কুশোপেতা  
ক্ষত্রিয়া স্যাচ্ছবাকুলা । কুশকাশাকুলা বৈশ্যা শূদ্রা সৰ্ব-  
ভৃণাকুলা ॥ শ্বেতারুণা পীতকৃষ্ণা বিপ্রাদীনাং প্রশস্তা ।  
তাজ্যা ভূমিঃ ক্ষারগন্ধা পুতিগন্ধাচ যা ভবেৎ ।

জ্যোতিষে । ধ্রুব-মৃদু-নক্ষত্রগণে রবিশুভবারে সন্নিহিতো  
দীক্ষা । স্থিরলগ্নে শুভে চন্দ্রে কেন্দ্রে কোণে শুভে গুরৌ ধর্ম্মে ।

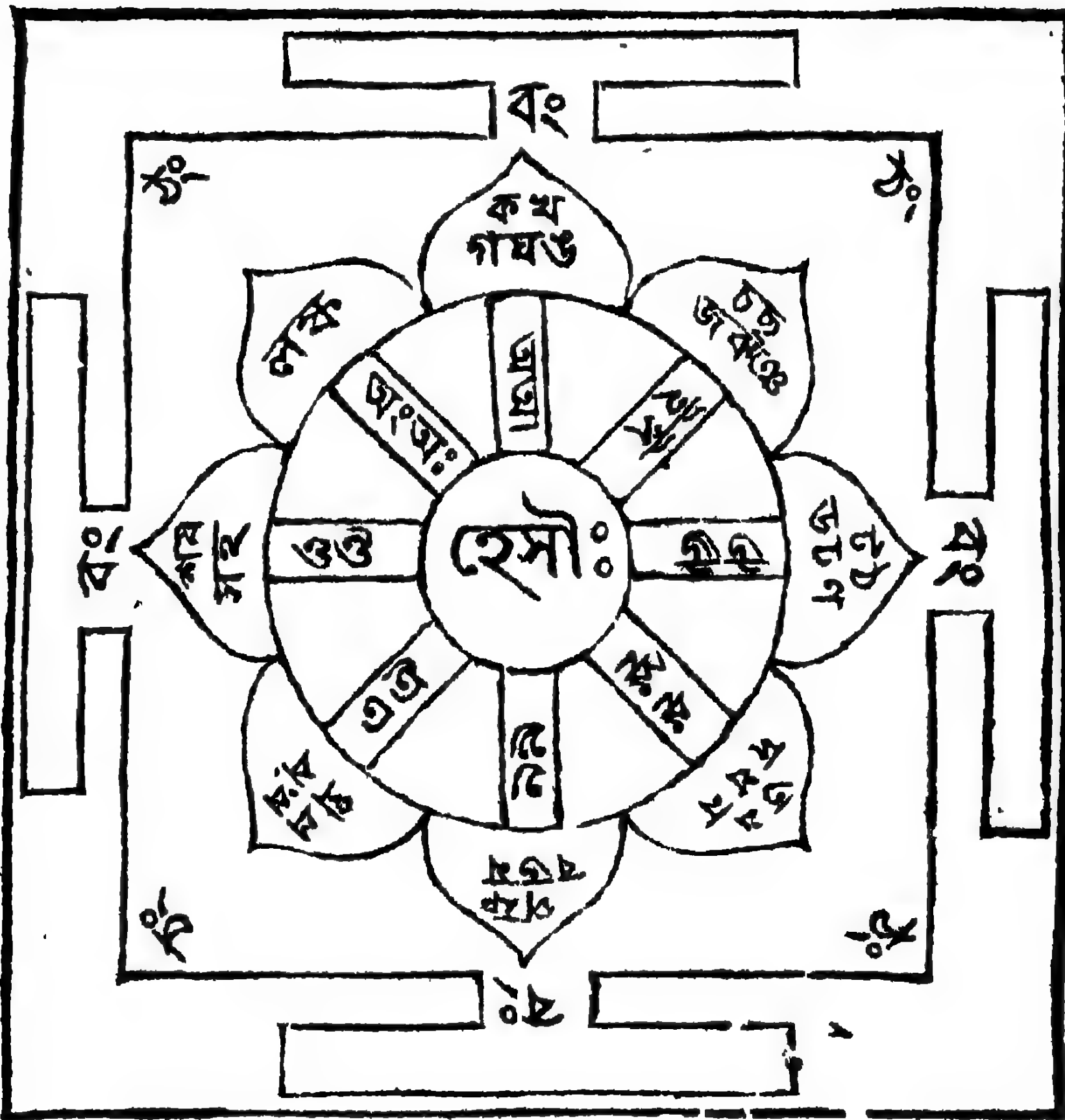
রক্তাভূমিকে ক্ষত্রিয়া, পীতবর্ণা ভূমিকে বৈশ্যা, এবং কৃষ্ণবর্ণা ভূমিকে শূদ্রা  
ভূমি বলিয়া জানিবে । ব্রাহ্মণী ভূমিতে ঘৃত গন্ধ, ক্ষত্রিয়া ভূমিতে রক্ত  
গন্ধ, বৈশ্যা ভূমিতে ক্ষারগন্ধ, এবং শূদ্রা ভূমিতে বিষ্ঠাগন্ধ অনুভূত হয় ।  
ব্রাহ্মণী ভূমির মধুর রস, ক্ষত্রিয়া ভূমির কষায় রস, বৈশ্যা ভূমিতে তিক্ত রস  
এবং শূদ্রা ভূমিতে কটু রসের আশ্বাদ হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণী ভূমি কুশো-  
পেতা, ক্ষত্রিয়া ভূমি শবাকুলা, বৈশ্যা ভূমি কুশকাশাকুলা এবং শূদ্রা ভূমি  
ভৃণাকুলা হয় । ব্রাহ্মণের শ্বেতভূমি, ক্ষত্রিয়ের রক্তভূমি, বৈশ্যের পীতভূমি  
এবং শূদ্রের পক্ষ কৃষ্ণাভূমি প্রশস্ত । আর যে ভূমিতে ক্ষারগন্ধ অথবা  
দুর্গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা পরিত্যাগ করিবে ।

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, ধ্রুবগণ অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া  
উত্তরভাদ্র ও রোহিণী ; মৃদুগণ অর্থাৎ চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও  
রেবতী এই সকল নক্ষত্রে ; রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে ; শুভ-  
তিথিতে, স্থিরলগ্নে অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুন্ত লগ্নে, চন্দ্রশুদ্ধি সন্ধ্যা  
কেন্দ্রে অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে এবং ত্রিকোণ অর্থাৎ  
নবম ও পঞ্চমে শুভগ্রহ সন্ধ্যা দীক্ষা কার্য্য শুভফল প্রদান করে ।



অথ মন্ত্রাণাং দশসংস্কারাঃ । গৌতমীয়ে—জননং জীবনং  
পশ্চাত্তাড়নং বোধনস্তথা । অথাভিষেকো বিমলীকরণা-  
প্যায়নে পুনঃ । তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতৎ । মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ।  
স্বর্ণাদিপাত্রে সংলিখ্য মাতৃকাযন্ত্রমুত্তমম্ । কাশ্মীরচন্দ্রেনাপি  
ভস্মনাবাধ সূত্রেতে । কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দ্রনং বৈষ্ণবে  
মণৌ । শৈবে ভস্ম সমাখ্যাতং মাতৃকাযন্ত্রলেখনে ॥

অথ মাতৃকা যন্ত্রং । ব্যোমেন্দোরসনার্গকর্ণিকমচাং দ্বৈন্দ্বঃ



অনন্তর মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার কথিত হইতেছে । গৌতমীয়ে তন্ত্রে লিখিত  
আছে যে, জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন,  
তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি, ইহারাই মন্ত্রের দশসংস্কার । প্রথমত স্বর্ণাদিপাত্রে  
মাতৃকা যন্ত্র লিখিবে । কুঙ্কম, চন্দ্রন বা ভস্ম দ্বারা যন্ত্র অঙ্কিত করিবে, শক্তি  
বিষয়ে কুঙ্কম, বিষ্ণুবিষয়ে চন্দ্রন এবং শিবমন্ত্রে ভস্মদ্বারা যন্ত্র লিখিবে ।

মাতৃকাযন্ত্রাঙ্কণের ক্রম এই—হেঁসীঃ এই মন্ত্র কণিকায় মধ্য এবং কেশরে

ক্ষুরংকেশরং বর্গোল্লাসি বসুচ্ছদং বসুমতীগৌহেন  
সংবেষ্টিতং । আসাম্বশ্রিষু লাস্তলাঙ্গলিযুজা কৌণিপুৰেণারতং  
যজ্ঞং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্যসম্পৎকরং । যজ্ঞস্ত  
দিক্ষু বং বিদিক্ষু ঠং লিখেৎ । তথাচ গৌতমীয়ে—কাদিমাস্তাঃ  
পঞ্চবর্গা দিক্ষু পূর্বাদিতো ন্যসেৎ । যাদিবাস্তাঃ শাদিহাস্তা  
লক্ষ মীশে প্রবিণ্যসেৎ । চতুরশ্রং চতুর্দ্বারং দিক্ষু বং ঠং  
বিদিক্ষু চ । ইতি মাতৃকা যজ্ঞঃ ॥

যজ্ঞণাং মাতৃকাযজ্ঞাদুদ্বারো জননং স্মৃতং । পঙক্তিক্রমেণ  
বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতং । প্রণবান্তুরিতান্ কৃত্বা যজ্ঞবর্ণান্  
জপেৎ সূধীঃ । প্রত্যেকং শতবারন্তু জীবনং তদুদাহৃতং ।  
দশসংখ্যো বা জপঃ । বিশ্বসারে—পৃথক্ শতং বা দশধা  
যজ্ঞবর্ণান্ জপেৎ সূধী রিতি । যজ্ঞবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চ-  
ন্দনাস্তমা । প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ববতাড়নং মতং । তাড়নং

ছই ছইটি করিয়া স্তরবর্ণ লিখিবে । তৎপরে অষ্টপদ্রে অষ্টবর্ণ লিখিবে, অর্থাৎ  
পূর্বদলে কবর্ণ, আগ্নেয়দলে চবর্ণ, দক্ষিণদলে টবর্ণ, নৈঋতদলে তবর্ণ,  
পশ্চিমদলে পবর্ণ, বায়ুদলে যবর্ণ, উত্তরদলে শবর্ণ এবং ঈশানদলে ল ও ক্ষ  
এই ছইবর্ণ লিখিবে এবং ভূপূর ও চতুর্দ্বার লিখিয়া দিকচতুষ্ঠয়ে বং ও  
চতুর্কোণে ঠং এই বীজ লিখিতে হইবে । এইযজ্ঞ সাধকের সৌভাগ্য ও  
সম্পদ প্রদান করে । এই যজ্ঞবিষয়ে গৌতমীর তন্ত্রের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত  
আছে ।

মাতৃকা যজ্ঞ হইতে অক্ষরগ্রহণ করিয়া যে, যজ্ঞোদ্বার করিতে হয়, তাহাই  
জমন, প্রত্যেক যজ্ঞ বর্ণের পূর্বে ও পরে ও এইবীজ যোগ করিয়া পৃথক পৃথক  
শতবার বা দশবার জপ করিবে, ইহার নাম জীবন । যজ্ঞবর্ণ সকল লিখিয়া  
চন্দনোদকদ্বারা প্রত্যেকে বায়ু বীজে তাড়ন করিতে হয়, ইহাকে তাড়ন বলে ।  
যন্ত্রের বর্ণসকল পৃথক রূপে লিখিয়া যজ্ঞ বর্ণ সংখ্যার রক্তকরবীর পুষ্পদ্বারা রং

শতধা দশধা বা । তথাচ তন্ত্রাস্তরে—তাড়নং তাড়য়েদ্বর্ণান-  
খিলাংশচন্দনান্তসা । শতং বা দশধা বাপি বোধয়েতু মনুং ততঃ ।  
বিশ্বসারে—দশধা শৃণু দেবেশি তাড়নং পরিকীর্তিতং । বিলিখ্য  
মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ । তন্মন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈর্হৃদ্রাঙ্গৈর্দ্রোণ  
বোধনং । তন্ত্রাস্তরে—বিলিখ্যাক্ষরসংখ্যাতৈঃ পুষ্পৈ রক্ত-  
হয়ারিভিঃ । মন্ত্রবর্ণান্ বহ্নিনৈকমভিমন্ত্র্য স্কৃৎ স্কৃৎ । তত্ত-  
ন্যস্তোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্তিতঃ । অশ্বখপত্রবৈঃ সিক্কে-  
ন্যস্ত্রী মন্ত্রাণসংখ্যয়া । সঙ্কিস্ত্য মনসা মন্ত্রং হৃদ্বুদ্ভায়ুল  
মধ্যতঃ । জ্যোতির্মন্ত্রেণ বিধিবদহেন্মলত্রয়ং যতী । তারং  
ব্যোমায়িমনুষ্যুগ্ দণ্ডী জ্যোতির্মনুষ্যতঃ । তারং প্রণবঃ ।  
ব্যোমো হকারঃ অগ্নীরেকঃ মনুরৌকারঃ দণ্ডী অনুস্বারঃ । তেন  
ওঁ হ্রৌঁ । স্বর্গেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা । তেন  
মন্ত্রেণ বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ । মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে  
তর্পণং তর্পণং মতং । মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষণ্বে চেন্দু-  
মজ্জলৈঃ । শৈবে হুতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগারিতং ।  
অভিষেকেপি তথা । তারমায়ারমাযোগো মনোদীপনমুচ্যতে ।

এই বীজে হন করিবে, ইহার নাম বোধন । মন্ত্রবর্ণসকল পৃথকভাবে লিখিয়া  
মন্ত্রাক্ষর সংখ্যাক রক্তকরবীরপুষ্প দ্বারা রং এইমন্ত্রে এক একবার অভিমন্ত্রিত  
করিয়া অশ্বখপত্র দ্বারা মন্ত্রবর্ণসংখ্যার অভিষেক করিবে, ইহাই অভিষেক  
সংস্কার । হৃদ্বার মূল ও মধ্যভাগে দেয় মন্ত্র চিত্তাকরিয়া ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে  
মলত্রয় দগ্ধ করিবে, ইহার নাম বিমলীকরণ । মন্ত্রবর্ণসকলকে স্বর্ণদ্বারা কুশ  
জল অথবা পুষ্পাদকে ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে আপ্যায়ন করিবে, ইহাই আপ্যায়ন  
সংস্কার । দেয় মন্ত্রের বর্ণ সংখ্যায় ওঁ হ্রৌঁ এই মন্ত্রে জলদ্বারা তর্পণ করিবে,  
ইহাকে তর্পণ বলে । শক্তিমন্ত্রে মধু, বিষ্ণুমন্ত্রে কপূর মিশ্রিত জল এবং শিব  
মন্ত্রে দুগ্ধদ্বারা উক্ত তর্পণ ও অভিষেক করিবে । ওঁ হ্রৌঁ শ্রী এই মন্ত্র দেয়  
মন্ত্রের উপরি জপ করিয়া মন্ত্রের দীপ্তিবৃদ্ধি করিতে হয়, ইহাই দীপন । উপাশ্র



জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বেপ্রকাশনং । সংস্কারা দশ  
 সংপ্রোক্তাঃ সর্বভক্তেষু গোপিতাঃ । যান্ কৃত্বা সম্প্রদায়েন  
 মন্ত্রী বাঞ্ছিতমাশুয়াৎ । মলত্রয়মিতি আনব্যং মায়িকং  
 কার্মণ্যক্কেতি । প্রপঞ্চসারে—মায়িকং নাম যৌষোথং  
 পৌরুষং কার্মণ্যং মলং । আনব্যং তদ্বয়ং প্রোক্তং নিষিদ্ধং  
 তন্মলত্রয়ং । তারমায়ারমাযোগ ইতি । তারমায়ারমাবীজ-  
 পুটিতং মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেদিত্যর্থঃ । তথাচ বিশ্বসারে—  
 তারমায়ারমাবীজপুটিতেন জপেদম্নুং । শতমষ্টোত্তরৈকেব  
 দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ । ইতি ।

অথ কলাবতীদীক্ষাপ্রয়োগঃ । শিষ্যঃ পূর্বমুপোষিতঃ  
 কৃতনিত্যক্রিয়ঃ স্বস্তিবাচনপূর্বকং সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ । তদ্যথা  
 ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা ধর্মার্থকামমোক্ষ  
 প্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়ৈ অমুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্য ইতি  
 সঙ্কল্য গুরুং ব্রুয়াৎ । শিষ্যঃ ওঁ সাধুভবানাস্তাং গুরুঃ ওঁ  
 সাধবহমাসে ইতি । শিষ্যঃ ওঁ আর্চয়িষ্যামো ভবন্তং গুরুঃ

মন্ত্র প্রকাশ না করিয়া গোপনে রাখিবে, ইহাকেই গুপ্তি বলে । এই দশ  
 সংস্কার সর্ব ভক্তেই গুপ্ত আছে । এইরূপ সংস্কার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে অতীষ্ট-  
 সিদ্ধি হয় । আনব্য, মায়িক ও কার্মণ্য, এই ত্রিবিধ মলই বিমলীকরণে দূরী-  
 কৃত হয় । জ্ঞী হইতে যে মল উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মায়িক মল, পুরুষ হইতে  
 যে মল জন্মে, তাহার নাম কার্মণ্য এবং উক্ত উভয় বিধ মলই আনব্য মল  
 নামে বিখ্যাত ।

অনন্তর দীক্ষাবিধি কথিত হইতেছে, দীক্ষাপূর্বদিবসে শিষ্য উপবাসী  
 থাকিয়া দীক্ষাদিনে প্রাতঃস্নানাদি নিত্য কৃত্য সমাপন পূর্বক স্বস্তিবাচনান্তে  
 সংকল্প করিয়া গুরুকে বরণ করিবে । শিষ্য করষোড়ে, “ওঁ সাধু ভবানাস্তা”  
 এই বাক্য বলিলে গুরু “ওঁ সাধবহমাসে” ইহাই বলিবেন । অনন্তর শিষ্য “ওঁ  
 আর্চয়িষ্যামো ভবন্তং” বলিবে এবং গুরু “ওঁ অর্চয়” বলিবেন । অনন্তর শিষ্য

ওঁ অর্চয় ইতি । ততঃ গন্ধপুষ্পবজ্রালঙ্কারাদিভি গুরুমভ্যর্চ্য  
তন্ত্ৰ দক্ষিণং জাম্বু ধ্বজা ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক-  
দেবশর্মা অমুকদেবতায়। মৎকর্তব্যামুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মনি  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাগমেভিঃ পাদ্যাদিভি রভ্যর্চ্য  
গুরুহেন ভবন্তুমহং বৃণে ওঁ বৃতোহস্মীতি গুরুঃ । শিষ্যঃ ওঁ  
যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু । গুরুঃ ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণীতি  
ততোগুরুরাচম্য দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্যং কুর্যাৎ ।

অথ সামান্যার্ঘ্যং । ত্রিকোণবৃত্তভূবিশ্বং বিলিখ্য ওঁ আধার-  
শক্তয়ে নমঃ ইতি সম্পূজ্য ফড়িতি মন্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য  
সাধারণ শঙ্খং তত্র নিধায় নমঃ ইতি মন্ত্রেণ জলেনাপূর্য্য অক্ষুশ-  
মুদ্রয়া ওঁ গঙ্গে চেত্যাदिना सूर्यमण्डलातीर्थमावाह्य प्रणवेन गङ्गा-  
दीमिक्षिप्य धेनुमुद्रां प्रदर्शय ओमित्युक्त्वा जप्त्वा दशधाভिम-  
ন্ত্রयेৎ । तथाच—त्रिकोणवृत्तभूविश्वमण्डलं रचयेत्ततः । অধার

গুরুকে বজ্রালঙ্কারাদি প্রদানকরিয়া গুরুর দক্ষিণ জাম্বু ধারণপূর্ব্বক যথোক্ত  
বাক্যে বরণ করিবে । পরে গুরু ‘ওঁ বৃতোহস্মি’ বলিবেন এবং শিষ্য “যথা,  
বিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু” বলিবে । তৎপরে গুরু যথাজ্ঞানতঃ করবাণি এই  
বাক্য বলিবেন । তৎপরে গুরু দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্য স্থাপনক রিবে ।

অনন্তর সামান্যার্ঘ্যস্থাপনপ্রণালী কথিত হইতেছে । সাধক স্বীয় বামভাগে  
ভূমিতে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে বৃত্ত এবং তদ্বাহে  
চতুরস্র মণ্ডল অঙ্কিত করিবে, পরে এই মণ্ডলের উপরি ওঁ আধার শক্তয়ে  
নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক  
মণ্ডলোপরি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিয়া তদুপরি শঙ্খাদি যথোক্ত অর্ঘ্যপাত্র  
স্থাপন করিবে । অনন্তর নমঃ এই মন্ত্রে জলদ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূরণ করিয়া  
“ওঁ গঙ্গে চ বসুনে চৈব” ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থা-  
বাহন করিবে এবং অর্ঘ্যপাত্রে ওঁ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি নিক্ষেপ পূর্ব্বক  
ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে । অনন্তর অর্ঘ্যপাত্রোপরি ওঁ এই মন্ত্র অষ্টবার

শক্তিং সম্পূজ্য তত্রাধারং বিনিষ্কিপেৎ । অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য  
 হৃদয়স্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ । নিঃক্ষিপেত্তীর্থ মা বাহু গঙ্গাদীন্ প্রণ-  
 বেন তু । দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতং । ইতি  
 গোতমীয়বচনাৎ । অষ্টধাপ্রণবজ্রপঃ বিশেষার্ঘ্যে তথা দর্শনাৎ ।  
 শক্ত্যাদৌ তু দশধা তদর্ঘ্যে তথা দর্শনাৎ । পাত্রং তোয়ৈঃ  
 প্রপূর্য্যথ প্রণবং দশধা জপেৎ । ইতি তৈরবীয়াৎ । ফড়িতি  
 তজ্জলেন দ্বারমভ্যক্ষ্য দ্বারপূজাং কুর্যাৎ । তদ্যথা—উর্দ্ধো-  
 ডুম্বরে ওঁ বিদ্যায় নমঃ ওঁ মহালক্ষ্ম্য নমঃ । ওঁ সরস্বতৈ  
 নমঃ দক্ষিণশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ । তয়োঃ পার্শ্বে  
 ওঁ গঙ্গারৈ নমঃ ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ দেহল্যাং ওঁ অস্ত্রায় নমঃ  
 ইতি ক্রমেণ চতুর্দ্বারিং পূজয়েৎ । নিবন্ধে—দ্বারং মন্ত্রান্বুভিঃ  
 প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ । উর্দ্ধোডুম্বরকে বিদ্যং মহা-  
 লক্ষ্মীং সরস্বতীং । ততো দক্ষিণশাখায়াং বিদ্যং ক্ষেত্রেশমন্যতঃ ।  
 পার্শ্বদ্বয়ে তথা গঙ্গায়মুনে পুষ্পবারিভিঃ । দেহল্যামর্চয়েদস্ত্রং  
 প্রতিদ্বারমিতিক্রমাৎ । অশক্তশ্চেদদ্বারদেবতাভ্যোনমঃ ইত্যে-  
 তাবস্মাত্রং । ত্রিপুরাদিপূজাদিষু স্বতন্ত্রতন্ত্রে—গনেশং ক্ষেত্র-  
 পালঞ্চ যোগিনীং বটুকন্তথা । গঙ্গাঞ্চ যমুনাকৈব লক্ষ্মীং বাণীং  
 কিম্বা দশবার জপ করিবে । গোতমীতেত্রে অর্ঘ্যস্থাপনের প্রমাণ লিখিত  
 আছে । তৈরবীয় তন্ত্রের বচনে জানা যায় যে, শক্তি দেবতার অর্ঘ্যস্থাপনে  
 জলদ্বারা পাত্রপূরণকালে অর্ঘ্যপাত্রোপরি ওঁ এই মন্ত্র দশবার জপ করাই  
 ব্যবস্থা । তৎপরে সাধক ফট্ এই মন্ত্রে দ্বার অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতার  
 পূজা করিবে । নিবন্ধ তন্ত্রের লিখিত বচনে জানা যায় যে, উর্দ্ধোডুম্বরে ওঁ  
 বিদ্যায় নমঃ, ওঁ মহালক্ষ্ম্য নমঃ, প্রি়ৈ নমঃ, সরস্বতৈ নমঃ, দক্ষিণ শাখাতে  
 ওঁ, বিদ্যায় নমঃ, বামশাখাতে ওঁ ক্ষেত্রপালার নমঃ, উত্তরপার্শ্বে ওঁ গঙ্গারৈ  
 নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ দেহলীতে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ এইরূপে  
 পূজাও জলদ্বারা দ্বারদেশে দ্বারদেবতার পূজা করিবে । প্রত্যেক পূজাতে



ভূতোজপেৎ । ইতি বিশেষঃ । বৈকবেচ—নন্দঃ সুনন্দশ্চৈব  
প্রচণ্ডো বলএবচ । এবলো ভদ্রনামা চ স্তভদ্রো বিম্ববৈষ্ণবঃ ।  
প্রণবাদিনমোহন্তেন নামমন্ত্ৰেণ পূজয়েৎ । ততো দক্ষিণপাদ-  
পূরঃসরং বামশাখাং স্পৃশন্ দক্ষিণাঙ্গং সঙ্কোচয়ন্ বগুপান্তঃ  
প্রবিষ্ট্য নৈঋত্যাং বাস্তুপুরুষায় নমঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ইতি  
পূজয়েৎ । ততো দেয়মন্ত্ৰেণ দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাং দিব্যান্বিঘ্না-  
নুৎসার্য্য অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্ৰেণ জলেনাস্তুরীক্ষগান্ বিঘ্না-  
নুৎসার্য্য বামপার্শ্বিঘাতদ্বয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসার্য্য ফড়িতি  
সপ্তজপ্তান্ বিকিরানাদায় ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা  
ভুবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা বিম্বকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজয়া ।  
ইতি বিকিরেৎ । লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাকুশাক্রতাঃ ।  
বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ববিঘ্নোঘনাশকাঃ । অনন্তরং  
দেশিকেন্দ্রে দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনৈঃ । দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নান্ ।  
অস্ত্রাভিশ্চাস্তুরীক্ষগান্ । পার্শ্বিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমান্ ইতি  
বিঘ্নান্ বিহারয়েৎ । ততোহক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচমুদ্রয়া  
প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্ৰেণ গৃহান্তুর্বিঘ্নশাস্তয়ে ॥ অপসর্পন্তু তে

অশক্ত ব্যক্তি কেবল ওঁ স্বারদেবতাত্তো নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিলেই স্বার  
পূজা সিদ্ধ হইবে । ত্রিপুরাদেবীর পূজাতে গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী,  
বটুক, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও স্বরস্বতী, এবং বিষ্ণুপূজাতে নন্দ, সুনন্দ  
ইত্যাদি, স্বারদেশে এই সকল দেবতার পূজা কবিত্তে হইবে । অনন্তর  
শুষ্ক দক্ষিণপাদপূরঃসর দক্ষিণ শাখা স্পর্শ করত দক্ষিণাঙ্গ সঙ্কোচ করিয়া  
বাগমণ্ডপে প্রবেশ করিবে । অনন্তর নৈঋতকোণে বাস্তুপুরুষ ও ব্রহ্মার  
পূজা করিয়া মূলমন্ত্রে দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন পূর্ব্বক অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে  
জলধারা বেটনধারা গগনমণ্ডলস্থিত, ভূমিতে বামপার্শ্বিঘাতদ্বয় দ্বারা ভূমি-  
গত বিঘ্নসকল নিবারিত করিয়া ফট্ এই মন্ত্র সপ্তবার জপ করত বিকির

ইতি সারদীয়াং ॥ সম্মোহনতন্ত্রে—বিকিরান্ বিকিরেত্তত্র  
 সপ্তজপ্তান্ শবানুনা ইতি । ততো হ্রীং আধারশক্তি  
 কমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনং সম্পূজ্য ধ্বজা পঠেৎ ॥ আসন-  
 মন্ত্রস্তা মেরুপৃষ্ঠপ্লবিশিঃ স্তুতলং ছন্দঃ কুম্ভো দেবতা আসন-  
 পরিগ্রহণে বিনিয়োগঃ । ওঁ পৃথি ত্বরা ধ্বতা লোকা দেবি ত্বং  
 বিষ্ণুনা ধ্বতা । ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং ।  
 ইতি পঠিত্বা স্বস্তিকাদিক্রমেণোপবিশেৎ উপবিশ্য বিদ্বানুৎ-  
 সারয়েৎ/। তস্তান্তরে—আদৌ বিদ্বান্ সমুৎসার্য পশ্চাদাস-  
 নকল্পনং । অথবা চাসনে স্থিত্বা বিদ্বানুৎসারয়েৎ সূধীঃ ।  
 ততঃ পঞ্চগব্যেন মূলেন মণ্ডপং শোধয়েৎ । তৎপ্রমাণ-  
 গোতমীয়ে—পঞ্চগব্যেন তদেগং মণ্ডপঞ্চ বিশোধয়েৎ ।  
 পঞ্চগব্যপ্রমাণস্ত তত্রৈব—পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং ত-  
 দিষ্যতে । স্নাতঞ্চ পলমাত্রং স্নাদ্ গোময়ং তোলকদ্বয়-  
 দধি প্রসূতিমাত্রং স্নাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্নাতং । অথবা পঞ্চ-  
 গব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে । মূলমন্ত্রেণ সংমন্ত্র্য তেনৈব  
 পরিশোধয়েৎ । তেন সৰ্ববিষুদ্ধিঃ স্নাৎ সৰ্বপাপনিকৃন্তনং ।

গ্রহণ পূর্বক ওঁ অগসপদ্ব তে ত্বতা ইত্যাদিমন্ত্রে সৰ্বভূত নিবারণার্থ গৃহীত  
 বিকির নিক্ষেপ করিবে । লাজ ( ৬ ) চন্দন, শ্বেত সৰ্পপ, তাম্র, দুর্কা, কুশ,  
 আতপতগুল, এই সকল জবাই বিকির বলিয়া প্রসিদ্ধ । অনন্তর নারায়ণ-  
 যুক্তার ততুল গ্রহণ করিয়া ওঁ অস্ত্রার কট্ এই মন্ত্রে গৃহমধ্যে নিক্ষেপ  
 করত সৰ্ববিষয়ের শাস্তি করিবে । পরে হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ  
 এই মন্ত্রে আসনের পূজা করিয়া আসনধারণ করত আসনমন্ত্র ইত্যাদি  
 ঋষিচ্ছন্দ এবং পৃথি ত্বরা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্বক আসনতত্ত্ব করিয়া  
 স্বস্তিকাদিক্রমে সেই আসনে উপবেশন করিবে । গোতমীর তন্ত্রোক্ত বচনে  
 জানা যায় যে, পঞ্চগব্যাদি পূজা হানিশোধন করিবে । পঞ্চগব্য ও তৎ

ততঃ স্বদক্ষিণে পূজ্যদ্রব্যানি বামভাগে স্থবাসিতানুপূর্ণং কুণ্ডং  
হস্তকালনার্থং পাত্ৰান্তরং পৃষ্ঠদেশে স্থাপয়েৎ । সৰ্ব্বদিক্ সুত-  
প্রদীপাংশ্চ স্থাপয়িত্বা পুটাজ্জলিভূত্বা বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ  
ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্টি  
গুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ । মধ্যে ও  
অমুকদেবতায়ৈ নমঃ । অথাচ—কৃতাজ্জলিপুটো ভূত্বা বামে  
গুরুত্রয়ং যজেৎ । গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুং তথা  
পরমেষ্টিগুরুম্ভেব প্রণমেষ্বামভাগতঃ । দক্ষিণে চ গণেশানং  
মূৰ্দ্ধি দেবং বিভাবয়েৎ । ততঃ ফড়িতি মন্ত্ৰেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং  
করৌ সংশোধ্য উর্দ্ধোৰ্দ্ধিতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকয়া দশদিগ্ধক্ষনং  
কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ ।

অথ ভূতশুদ্ধিঃ । তদ্যথা রমিতি জলধারয়া বহিপ্রাকারং  
বিচিস্তয়েৎ । ততঃ স্বাক্ষে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোহহমিতি  
জীবাঙ্গানং হৃদয়স্থং প্রদীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিতকুল-

পরিমাণ যথা—হুগ্ধ, গোমূত্র ও ঘৃত এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা,  
গোময় ২ তোলা এবং দধি এক গণ্ডুয, এইরূপ পরিমাণে উক্ত দ্রব্য সকল  
লইয়া কার্য্য করা বিধেয় । অথবা সমপরিমাণ পঞ্চগব্য মূলমন্ত্রে অতিমন্ত্রিত  
করিয়া কার্য্য করিবে । তৎপরে সাধক স্বীয় দক্ষিণভাগে পূজ্যদ্রব্য এবং  
বামভাগে জগদ্ধি জলপূর্ণ কুণ্ড এবং পৃষ্ঠদেশে হস্তপ্রকালানার্থ প্রাত্ৰান্তর  
রাখিবে, তৎপরে সুতপ্রদীপ জালিয়া করবোড়ে বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, এই-  
রূপে পরমগুরু, পরাপর গুরু, পরমেষ্টি গুরু, দক্ষিণে গণেশ ও মধ্যে মূলদেবতার  
নমস্কার করিবে । পরে ফট্ এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা করশোধন এবং ক্রমশঃ  
উপরূপস্থি তিনটি করতালধ্বনি করিয়া ছোটিকামূত্রের দশদিগ্ধক্ষন করিবে ।

অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবে । রং এই মন্ত্রে জলধারায় শরীর বেটন  
করিয়া বহি প্রাকার চিত্তা করিবে এবং স্বীয় অঙ্গে উত্তান করণের স্থাপন



কুণ্ডলিনী সহ সুষুম্নাবজ্রনা মূলাধারস্থাবিষ্ঠানমণিপূরানাহত-  
 বিশুদ্ধাক্ষাষট্চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোবহ্নিতাধোমুখসহস্রদল-  
 কমলকর্ণিকাস্তূর্গতপরমাত্মনি সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যপ্-  
 তেজোবায়ুকাশগন্ধরসরূপস্পর্শশব্দনাসিকাজিহ্বাচক্ষুঃশ্রবণশ্রব-  
 বাক্পানিপাদপায়ুপন্থপ্রকৃতিমনোবুদ্ধ্যাহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতি -  
 তত্ত্বানি বিলীনানি বিভাব্য যমিতি বায়ুবীজং ধূত্রবর্ণং বাম  
 নাসাপুটে বিচিস্ত্য তস্মৈ ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমা-  
 পূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্মৈ চতুঃষষ্টিবারজপেন কুন্তকং কৃত্বা  
 বামকুক্ষিস্থকৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য তস্মৈ-  
 দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ । দক্ষিণ-  
 নাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্মৈ ষোড়শবার-  
 জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্মৈ চতুঃষষ্টিবার-  
 জপেন কুন্তকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলাধারস্থিত-  
 বহ্নিনা দধ্বা তস্মৈ দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ

করিয়া সোহং এই মন্ত্রে প্রদীপকলিকাকার হৃদয়স্থিত জীবাগ্নিকে মূলাধার-  
 স্থিত কুলকুণ্ডলিনীর সহিত যুক্ত করিয়া সুষুম্নাবজ্রে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান,  
 মণিপূর, অনাহত' বিশুদ্ধ ও আক্ষাধ্য, এই ষট্চক্র ভেদ করিয়া শিরঃস্থিত  
 অধোমুখ সহস্রদল কমলের কর্নিকাস্তূর্গত পরম শিবে সংযোজিত করিবে  
 এবং তাহাতে পৃথিব্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন করতঃ ঐ বায়ুবীজ  
 বামনাসাপুটে চিস্তা এবং ঐ বীজের ষোড়শবার জপদ্বারা দেহ পূর্ণ করিয়া  
 উত্তর নাসাপুট ধারণ করতঃ ঐ বীজের চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুন্তক করিয়া  
 বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহ শোষণ করতঃ ঐ বীজের  
 দ্বাত্রিংশৎবার জপ দ্বারা বায়ু পরিভাগ করিবে । অনন্তর দক্ষিণ নাসাতে  
 রক্তবর্ণ রং এই বহ্নিবীজ ধ্যান করিয়া ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করতঃ  
 বায়ুদ্বারা দেহ পূরণ করিয়া নাসিকাধর ধারণ পূর্ব্বক ঐ বীজের চতুঃষষ্টিবার

বায়ুং রেচয়েৎ । ইমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বামনাসিকারায়  
 ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটে  
 ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষ্টিবারজপেন তস্যাললাটচন্দ্রা-  
 দগলিতসুধয়া মাতৃকবর্ণাজ্জিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি  
 পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিহ্ন্য দক্ষিণেন  
 বায়ুং রেচয়েৎ । মাত্রাসংখ্যায়া বা । তদুক্তং গোতমীয়ে-সুযুমা-  
 বত্সনা সোহমিতিমন্ত্রেণ যোজয়েৎ । সহস্রারে শিবস্থানে পর-  
 মাত্মনি দেশিকঃ । ধূত্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্‌বিন্দুলাঙ্ঘিতং ।  
 পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া । মাত্রয়া তু চতুঃ-  
 ষষ্ঠ্যা কুন্তয়েচ্চ সুযুন্নয়া । দ্বাত্রিংশমাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ  
 পিঙ্গলাখ্যায়া । পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিহ্ন্য নীলমারুতং ।  
 রক্তবর্ণং বহুবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকাস্থিতং । তেন পূরক-  
 যোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যায়া । চতুঃষষ্ঠ্যা মাত্রয়া চ নির্দেহেৎ  
 কুন্তুকেন তু । বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং ।  
 ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ং । সুরাপানহৃদা যুক্তং

জপ দ্বারা কুন্তক করিয়া কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহকে মূলাধারস্থিত  
 অগ্নিদ্বারা দাহ করত ঐ বীজের দ্বাত্রিংশবার জপ দ্বারা বামনাসিকার বায়ু  
 রেচন করিবে । তৎপরে বামনাসিকাতে শুক্লবর্ণ ঠং এই চন্দ্র বীজ ধ্যান  
 করত ঐ বীজের ষোড়শবার জপ দ্বারা ললাটদেশে চন্দ্রকে আনারন পূর্বক  
 উভয় নাসিকা ধারণ করত বং এই বরুণবীজের চতুঃষ্টিবার জপদ্বারা  
 ললাটস্থ চন্দ্রহইতে গলিত অমৃত দ্বারা মাতৃকাবর্ণময় সমস্তদেহ রচনা করত  
 লং এই পৃথ্বী বীজের দ্বাত্রিংশবার জপ দ্বারা দেহকে সুদৃঢ়চিহ্ন্য করিতে  
 করিতে দক্ষিণ নাসিকার বায়ু রেচন করিবে । এই বিষয়ের গোতমীর  
 তন্ত্রের বচন মূলে উদ্ধৃত আছে । তৎপরে হংস এই বীজে কুণ্ডলিনী ও  
 পৃথিব্যাদি চতুর্কিংশতি তত্ত্ব বদ্যাহানে স্থাপন করিবে । শক্তিবিষয়ে হংস-  
 রূপী জীবাগ্নাকে মোহঃ এই মন্ত্রে পরমশিবে যোজিত করিয়া পৃথিব্যাদি



গুরুতরকটিং যং । তৎসংসর্গিপদবন্দনপ্রত্যঙ্গপাতকং । উপ-  
পাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিমোচনং । খড়গচর্চয়ং ক্রুদ্ধমেবং  
কুক্ষৌ বিচিস্তয়েৎ । মূলাধারোপধিতে চৈব বহিনা নির্দোহেচ্চ  
তৎ । এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশমাত্রয়া ততঃ । তন্মূলা-  
সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ । বামনাড্যাং চন্দ্রবীজং  
কুন্দেন্দ্রযুতসপ্রভং ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শ-  
মাত্রয়া । সূর্যমুগয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া তোয়বীজকং । ধ্যান-  
যুতময়ীং সৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীং । তয়া দেহং বিচিস্ত্যেবং  
মনসা পিঙ্গলাধনা । দ্বাত্রিংশমাত্রয়া মন্ত্রী লংবীজেন দৃঢ়ং  
নয়েৎ । স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বহ্নানা । জীবং তদ্বানি-  
চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ । ইতি কৃৎবা ভূতশুদ্ধিং মাতৃকা-  
ন্যাসমাচরেৎ । ততঃ হংস ইতি জীবং হৃদয়মানীয় কুল-  
কুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাঙ্গীনি যথাস্থানে স্থাপয়েৎ । বিশেষস্তু  
শক্তিবিষয়ে । হংস ইতি জীবাদিকং পরমশিবে সংযোজ্য  
সৌহমিত্যমন্ত্রেণ স্বস্থানে নয়েৎ । তথাচ তদ্বাস্তুরে—সৌহ-  
মেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানয়েৎ । শূদ্রে তু বিশেষো  
বরাহীতস্ত্রে—হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কদাচন ।  
স্মরণামরকং যাতি দীক্ষা চ বিকলা ভবেৎ । সারদায়াং—

---

চতুর্বিংশতি ভদ্র যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। এই বিষয়ের প্রমাণ  
ভদ্রাস্তুরে লিখিত আছে। শূদ্রের পক্ষে বরাহীতস্ত্রে লিখিত আছে যে,  
ভূতশুদ্ধিকার্যে শূদ্র হংসঃ এই মন্ত্র স্মরণ করিবে না, যদি শূদ্র হংসঃ মন্ত্র  
স্মরণ করে, তবে সেই শূদ্র নরকে গমন করে ও তাহার দীক্ষা বিকল হয়।  
সারদাতিলকে লিখিত আছে যে, শূদ্র হংসমন্ত্রহলে নমঃ এইমন্ত্র বোপ  
করিয়া কার্য্য করিবে। বিত্তদ্বৈধরত্নে ভূতশুদ্ধিশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থে



জীবং তেজোময়ং ধাত্বা নমোমাজ্জেন যোজয়েৎ ॥ তুতশ্চি  
পদব্যুৎপত্তিমাং বিত্ত্বেনৈব—শরীরাকারত্বতানাং তুতানাং  
যদিশোধনং । অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাত্তুতশ্চিবিষয়ং মতেতি ।  
বারাহীয়ে—মূলধারাত্ততোজীবং ব্রহ্মমার্গেণ দেশিকঃ । হংসেন  
পুষ্করস্থানে পরমাশ্রমি যোজয়েৎ । ব্রহ্মমার্গঃ স্মৃষ্ণা । ত্রিপুরা-  
সারসমুচ্চয়ে—সংযোজ্য জীবমথ দুর্গমমধ্যনাড়ীমার্গেণ পুষ্কর-  
নিবিষ্টশিবে স্মৃষ্ণি । তত আং সোহং ইতি পঠিত্বা হৃদি হস্তং  
দষ্ট্বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ । জ্ঞানার্ণবে—প্রাণপ্রতিষ্ঠয়া পশ্চা-  
জ্জীবং দেহে নিয়োজয়েৎ । মুখরত্নং সমুচ্চাৰ্য্য হংসস্ত বিপ-  
রীতকং । উদ্ধরেৎ পরমেশানি বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা । প্রাণ-  
প্রতিষ্ঠামন্তোহয়ং সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ । তেনৈব বিধিনা  
দেবি স্থিরীকুর্য্যামিজং তনুং । পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং—অথ-  
বান্ধবপ্রকারেণ তুতশ্চিবিধীয়তে । ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞান-  
নালং হৃশোভনং । ঐশ্বর্য্যাক্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্নিকং ।  
স্বীয়হৃৎকমলে ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতং । কৃতা তৎকর্নিকা  
সংস্থং প্রদীপকলিকানিভং । জীবাশ্রানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে

জানা যায়, যে, যে কার্য্য দ্বারা শরীর, আকার ও পৃথিব্যাদি তুত সকল তুত  
হইয়া অব্যয় ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই কার্য্যকে তুতশ্চি বলে ।  
বারাহীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধক মূলধার হইতে স্মৃষ্ণা বস্তু হংস-  
সরস্বতী জীবাশ্রাকে পরমাশ্রমের সহিত যোগ করিবে । ত্রিপুরাসারমুচ্চয়ে  
লিখিত আছে যে, জীবাশ্রাকে পরমাশ্রমের সহিত সংযুক্ত করিয়া তুত শ্চি  
করিবে হইবে । তৎপরে বীর হৃদয়ে হস্ত দিয়া আং সোহং এই মন্ত্রে প্রাণ  
প্রতিষ্ঠা করিবে । জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে যে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া  
দেহকে জীবমুক্ত করিবে পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় যে সংক্ষেপ তুতশ্চি লিখিত  
আছে, তাহা বলিতেছেন । বীর হৃদয়পথে প্রদীপ কলিকার জীবাশ্রাকে

সকিন্দ্র্য কুণ্ডলীং । সমুদ্রাবক্ষ্য নাস্তানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ ॥

ততো মাতৃকাক্ষাসঃ । তত্র মাতৃকায়াম্বাধিক্ষাসঃ ।

অস্ত্র মাতৃকামন্ত্রস্ত্র ত্রক্ষণবিগ্নায়ত্রীচ্ছন্দে । মাতৃকাস্বরস্বতী

দেবতা । হলৌবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকাক্ষাসে বিনিয়োগঃ ।

শিরসি ওঁ ত্রক্ষণে ঋষয়ে নমঃ মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দে নমঃ

হৃদি ওঁ মাতৃকাস্বরস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ শুভ্রে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো-

বীজেভ্যো নমঃ পাদয়োঃ ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিতে নমঃ । তথাচ

জ্ঞানার্ণবে—মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ত্র্যম্বেৎ পাপনিকৃন্তনীং । ঋষি

ত্রক্ষাশ্চ মন্ত্রস্ত্র গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে । দেবতা মাতৃকা দেবী

বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে । শক্তয়স্ত্র স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ ।

ততঃ করাক্ষন্যাসৌ । অং কং খং গং ঘং ঙং আং অক্ষুষ্ঠাভ্যাং

নমঃ । ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । উং টং ঠং

ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । এং তং থং দং ধং নং ঐ

অনামিকাভ্যাং ছ্ । ওঁ পং ফং বং ভং মং ওঁ কনিষ্ঠাভ্যাং

বৌষট্ । অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং অঃ কব-

তলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু অং কং খং গং ঘং ঙং

আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যদি । তথাচ জ্ঞানার্ণবে—অং আং মধে

কবর্গস্ত ইং ঈং মধ্যে চবর্গকঃ উং উং মধ্যে টবর্গস্ত এং ঐং

এবং মূলধাত্রে কুলকুণ্ডলিনীপঞ্জিক্তে চিত্তা করিবা সমুদ্রা বক্ষ্য পরমাত্মা ব  
সহিত যোগ করিলেই ভূতভুবি হইয়া থাকে ।

মাতৃকাক্ষাসের প্রধান প্রণালি জ্ঞান, অঙ্গজ্ঞান ও করজ্ঞানাদি করিবে,  
যেখানে উক্ত জ্ঞানাদি করিতে হইবে, তাহা মূল পটভূমি নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

এবং এই বিষয়ের প্রধান জ্ঞানার্ণবাদি করে স্বাহা নির্দিষ্ট আছে, অং সমুদ্রাবক্ষ্য  
মূলে উক্ত হইয়াছে । মূলে বৃত্তি করিলেই প্রণালি জ্ঞান অনায়াসে বুঝিতে

পারিবেক । মূলের নির্দিষ্ট প্রণালীকমে মাতৃকার প্রণালি ঋষি ও মন্ত্রত্রয়



যে তদ্বর্ণকঃ । তৎ তদ্বর্ণ্যে পদ্যম্ বিপুলম্ অসেৎ শিরো ।  
 পুংসামবিসমীকৃত্য মলমগৌ মলককৌ । হৃদয়ক শিরো পেরি  
 নোখা কবচকঃ তথা । সেক্ষমত্রঃ অসেৎ ডেস্তমমঃ বাহা-  
 ক্রমেন তু । বহুত্বং যৌবতন্তক কড়ন্তঃ যৌবয়েৎ শিরে ।  
 ডিসেহিরঃ মাতৃকায়াঃ সর্বপাপহরঃ স্মৃতঃ ।

অখাঙ্গপীতিকা । অগস্ত্যসংহিতায়াঃ—একৈকবর্ণানৈকৈক-  
 পত্রাভে বিস্তসেৎ শিরে । অকারাদি ষোড়শবর্ণান্  
 সবিন্দু ন ষোড়শদলকমলে কণ্ঠমূলে অসেৎ । ককারাদি  
 দ্বাদশবর্ণান্ সবিন্দু ন দ্বাদশদলকমলে হৃদয়ে অসেৎ ।  
 ডকারাদি দশবর্ণান্ সবিন্দু ন দশদলকমলে নাভৌ অসেৎ ।  
 বকারাদি ষড়্ বর্ণান্ সবিন্দু ন ষড়্ দলকমলে লিঙ্গমূলে  
 অসেৎ । বকারাদি চতুরোবর্ণান্ সবিন্দু ন চতুর্দলকমলে  
 মূলাধারে অসেৎ । হ্রস্ববর্ণচয়ং বিদলকমলে প্রমথেষ্ট  
 অসেৎ । তথাচ জ্ঞানার্ণবে—ব্যক্তিপত্রাঙ্গুজে কণ্ঠে স্বরান্  
 ষোড়শ বিস্তসেৎ । দ্বাদশচ্ছদস্থৎপদ্যে কাবীন দ্বাদশ বিস্তসেৎ ।

করিয়া মাতৃকাক্তান করিতে হইবে । মাতৃকাক্তানের বড়মস্তাস সর্ব পাপ  
 বিনাশ করে ।

অবস্তর অঙ্গপীতাক্তান করিবে । মহাব্যাসদ্বারা আখ্যায়িক প্রবন্ধ পদ্য  
 দে, ছয়টি পদ্য আছে, এই সকল পদ্যে অঙ্গপীতাক্তান করিতে হয় । এই সকল  
 পদ্যের বিবরণ বসুজ্ঞানসামক গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে । কণ্ঠমূলে যে  
 ষোড়শবর্ণের পদ্য আছে, তাহার ষোড়শপদ্যে অকারাদি ষোড়শ বর্ণ বিপুলম্  
 করিয়া “অং নমঃ স্যং নমঃ” ইত্যাদিসূত্র ক্রমে করিবে । যদ্ব্যবহিত  
 দ্বাদশদলপদ্যে কহাইতে চাহিলে দ্বাদশবর্ণ “কং নমঃ খং নমঃ” এইরূপে ক্রমে  
 করিবে । নাভিচতুর্দলকমলে কহাইতে ক পদ্যের দশবর্ণ, লিঙ্গমূলে  
 ষড়্ বর্ণপদ্যে কহাইতে ষ পদ্যের ছয়বর্ণ, মূলাধারে চতুর্দলপদ্যে ক হইতে



দশপদাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ অসেদশ ষট্পত্রমধ্যে  
 লিঙ্গস্থে বকারাদীন্ অসেচ্চ ষট্ । আধারে চতুরো বর্ণান্  
 অসেদ্বাদীন্ চতুর্দলে । হকৌ ক্রমধ্যগে পদ্যে দ্বিদলে বিন্যাসেৎ  
 প্রিয়ে । এবমন্তঃ প্রবিন্যস্ত মনসাতো বহির্ন্যাসেৎ ॥ বৈষ্ণবে  
 তু—একৈকবর্ণমুচ্চার্য মূলধারাচ্ছিরোস্তুকং । মনোহন্ত ইতি  
 বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । অথাস্তম্মাতৃকান্যাসো মূল-  
 ধারে চতুর্দলে । স্তবর্ণাভে বশষসচতুর্বর্ণবিভূষিতে । ষড়্দলে  
 বৈদ্যুতনিভে স্বাধিষ্ঠানেহনলত্বিষি । বভমৈষরলৈষুত্কে ব্বনৈঃ  
 ষড়্ভিশ্চ স্তব্রতে । মণিপূরে দশদলে নীলজীমূতসন্নিভে ।  
 ডাদিফাস্তদলৈষুত্কে বিদ্যুদ্ভাষিতমস্তকে । অনাহতে দ্বাদশারে  
 প্রবালরুচিসন্নিভে । কাদিঠাস্তদলৈষুত্কে যোগিনাং হৃদয়-  
 স্রমে । বিশুদ্ধে ষোড়শদলে ধূত্ৰাভে স্বরভূষিতে । আজ্ঞাচক্রে  
 তু চন্দ্রাভে দ্বিদলে হকলাঙ্ঘিতে । সহস্রারে হিমনিভে সর্ব-  
 বর্ণবিভূষিতে । অকথাদিত্রিরেখাত্মহলক্ষত্রয়ভূষিতে । তন্মধ্যে  
 পরবিন্দুশ্চ স্ফটীস্থিতিলয়াত্মকং । এবং সমাহিতমনা ধ্যায়েন্ম্যা-  
 সোহয়মাস্তরঃ ।

সপৰ্য্যস্ত চারিবর্ণ এবং ক্রমধ্যস্থিত দ্বিদলপদ্যে “হক” এই দুইবর্ণ বিন্দুযুক্ত  
 করিয়া জ্ঞাস করিবে । এই বিষয়ে জ্ঞানার্ণবের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত আছে ।  
 এইরূপে আন্তরিক জ্ঞাস করিয়া বাহ্যজ্ঞাস করিবে । অস্তম্মাতৃকা জ্ঞাস মনে  
 মনে করিতে হইবে । বিষ্ণুবিষয়ে আধারাদি শিরোহস্ত ষট্পদ্যে  
 জ্ঞাস করিবে । মূলধারস্থিত স্তবর্ণাভ চতুর্দলপদ্যে ব শ ষ স এই চারি বর্ণ,  
 লিঙ্গমূলস্থিত বিদ্যুতাত ষড়্দলপদ্যে ব হইতে ল পর্য্যন্ত ছয় বর্ণ, নাভিমূল-  
 স্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদলপদ্যে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশবর্ণ, প্রবালরুচিসন্নিভ  
 হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহতপদ্যে ককারাদি ঠকারান্ত দ্বাদশ বর্ণ, কণ্ঠস্থিত  
 ধূম্রবর্ণ ষোড়শদলপদ্যে অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ এবং ক্রমধ্যস্থিত চন্দ্রবর্ণ

ততো বাহ্যমাতৃকাধ্যানং । পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখ-  
দোঃপদ্মধ্যবক্ষঃস্থলাং । ভাস্বমৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীন-  
তুঙ্গস্তনীং । মুদ্রামক্ষণং সুধাত্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তান্বজৈ  
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে । এবং  
ধ্যাত্বা ন্যসেৎ । তত্রাস্থলিনিয়মস্তত্ত্বৈ—ললাটেহনামিকামধ্যে  
বিন্যসেন্মুখপঙ্কজে । তর্জ্জনীমধ্যামানামা বুদ্ধানামা চ  
নেত্রয়োঃ । অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্ত কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ ।  
মধ্যাস্তিস্রোগণ্ডয়োস্ত মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ । অনামাং দন্ত-  
য়োর্ন্যস্ত মধ্যমামুত্তমাস্তকে । মুখেহনামাং মধ্যমাঞ্চ হস্তে পাদে  
চ পার্শ্বয়োঃ । কনিষ্ঠানামিকামধ্যাস্তাস্ত পৃষ্ঠে চ বিন্যসেৎ ।  
তাঃ সাস্তুষ্ঠা নাভিদেশে সর্বাঃ কুক্ষৌ চ বিন্যসেৎ । হৃদয়ে  
চ তলং সর্বমংশয়োশ্চ ককুৎস্থলে । হৃৎপূর্বং হস্তপংকুক্ষি-

দ্বিপদপদে হক্ষ এই দুই বর্ণ শ্রাস করিবে । তৎপরে হিমবর্ণ সহস্রারপদে  
উক্ত সর্ববর্ণ ভাবনা করিবে । এইরূপে নিবিষ্টচিত্তে শ্রাস করিয়া বাহ্য  
শ্রাস করিবে ।

৬ বাহ্য মাতৃকাশ্রাসের প্রথমে মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া শ্রাস করিতে  
হইবে । মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি পঞ্চাশবর্ণময়, ইহার ললাটে উজ্জল  
চন্দ্র নিবদ্ধ আছে, স্তনদ্বয় অতি স্থূল এবং চারিহস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ  
কলস ও বিদ্যা ধারণ করিয়াছেন, এবং তুতা বিশদপ্রভা, ত্রিনয়না, বাগ্‌দে-  
বতাকে আশ্রয় করি, এইরূপ ধ্যান করিয়া শ্রাস করিতে হইবে । শ্রাসবিধিতে  
অঙ্গুলি নিয়ম কথিত হইতেছে । ললাটদেশে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা  
শ্রাস করিবে, এইরূপে মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, নেত্রদ্বয়ে বুদ্ধা ও  
অনামিকা, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ, নাসিকাদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ, গণ্ডদ্বয়ে তর্জ্জনী,  
মধ্যমা ও অনামিকা, ওষ্ঠদ্বয়ে মধ্যমা, দন্তপঙ্ক্তিদ্বয়ে অনামিকা, মস্তকে  
মধ্যমা, মুখে অনামিকা, ও মধ্যমা, হস্তে, পদে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনা-

মুখেষু তলমেব চ । এতাশ্চ মাতৃকামুদ্রাঃ ক্রমেণ পরি-  
 কীৰ্ত্তিতাঃ । অজ্ঞাত্বা বিন্যাসেদ্যন্তু শ্বাসঃ শ্বাত্তন্তু নিষ্ফলঃ ।  
 ইতি । গৌতমীয়ে—ললাটমুখব্রহ্মাক্ষি-শ্রুতিহ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ ।  
 ওষ্ঠদন্তোত্তমাস্রাদোঃপৎসক্যগ্রেকেষু চ । পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো  
 নাভৌ জঠরে হৃদয়েহংশকে । ককুদ্যাংশে চ হৃৎপূৰ্বপাণি-  
 পাদযুগে তথা । জঠরাননয়োরন্যস্ত মাতৃকাণান্ যথাক্রমং ।  
 তদ্যথা—অং নমো ললাটে আং নমো মুখব্রহ্মে ইং ঙ্গং  
 চক্ষুষোঃ উং উং কর্ণয়োঃ ঋং ঋং নাসোঃ ৯ং ৯ং গণ্ডয়োঃ এং  
 ওষ্ঠে ঐ অধরে । ওং উৰ্দ্ধদন্তে ঔং অধোদন্তে অং ব্রহ্মরন্ধ্রে  
 অং মুখে । কং দক্ষবাহুযুগে খং কূর্ণরে গং মণিবন্ধে ঘং  
 অঙ্গুলিযুগে ঙং অঙ্গুল্যগ্রে । এবং চং ছং জং ঝং ঞং বাম-  
 বাহুযুগলসক্যগ্রেকেষু । এবং টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদযুগলসক্য-  
 গ্রেকেষু । পং দক্ষপার্শ্বে ফং বামপার্শ্বে বং পৃষ্ঠে ভং নাভৌ  
 মং উদরে যং হৃদি রং দক্ষিণবাহুযুগে লং ককুদি বং বাম-  
 বাহুযুগে শং হৃদাদিদক্ষকরে ষং হৃদাদিবামকরে সং হৃদাদি

মিকা ও মধ্যমা, নাভিদেহে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ, উদরে সর্বা  
 ঙ্গুলি, বক্ষঃস্থলে, অংশধরে, ককুদস্থলে, হৃদাদি হস্তে, জদাদি পাদে, হৃদয়াদি  
 উদরে ও হৃদাদি মুখে হস্ততলদ্বারা শ্বাস করিবে, এইরূপে বাহু মাতৃকাস্থান  
 করিবে । এইসকল মাতৃকা মুদ্রা কথিত হইল । এই মুদ্রা না জানিয়া যে ব্যক্তি  
 এই স্থান করে, তাহার শ্বাস বিফল হইবে । গৌতমীযভঙ্গে মাতৃকাস্থানের  
 স্থাননিয়ম লিখিত আছে, যথা—ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ড, ওষ্ঠ,  
 দন্ত, মুখ, হস্তপদসন্ধি ও হস্তপাদাগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, ব্রহ্মরন্ধ্র,  
 ককুদ, হৃদাদি হস্ত, হৃদাদি পাদ, হৃদাদি উদর ও হৃদাদি মুখ এইসকল স্থানে  
 শ্বাস করিবে । সকল স্থানেই প্রণবাদি নমোস্তু মন্ত্রে শ্বাস করিবে, অর্থাৎ



দক্ষপাদে হং হ্রদাদি বামপাদে লং হ্রদাছ্যদরে ঋং হ্রদাদি  
মুখে । সৰ্বত্র নমোহস্তেন শ্রমেৎ । অথাচ—ওমাদ্যন্তো-  
মোন্তো বা সবিন্দুর্বিবিন্দুবর্জিতঃ । পঞ্চাশদ্বর্ণবিন্যাসঃ ক্রমা-  
ছুক্তো মনীষিভিঃ । ইতি রাঘবভট্টঃ ।

অথ সংহারমাতৃকান্যাসঃ । অস্তা ধ্যানং যথা—অক্ষস্রজং  
হরিণপোতমৃদগ্রটঙ্কং বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং ।  
অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভার-  
নত্রাং । ন্যাসস্তু ঋকারাদি অকারান্তঃ যথা—ঋং মনো  
হ্রদাদি মুখে ইত্যাদি । অপরঞ্চ চতুর্কা মাতৃকা প্রোক্তা  
কেবলাবিন্দুসংযুতা । সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু  
কথ্যতে । বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভক্তিদায়িনী ।  
পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্বিভুদায়িনী । বিশুদ্ধেশ্বরে—  
বাগ্ভবাদ্যা চ বাক্‌সিদ্ধ্যৈ রমাদ্যা শ্রীপ্রবুদ্ধয়ে । হ্রলৈখাদ্যা  
সর্বসিদ্ধ্যৈ কামাদ্যা লোকবশ্যদা । শ্রীকণ্ঠাদ্যানিমায়্যশ্র

ওঁ অং নমঃ, ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি রূপে পঞ্চাশদ্বর্ণদ্বারা তত্তৎস্থানে শ্রাস  
করিতে হইবে ।

সংহারমাতৃকার শ্রাস এই—“অক্ষস্রজং” ইত্যাদি মূলের লিখিত ধ্যান  
পাঠ করিয়া হ্রদাদি মুখে ঋং নমঃ হ্রদাদি উদরে হং নমঃ, ইত্যাদিরূপে  
শ্রাস করিবে । মাতৃকান্যাস চারিপ্রকার—কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গ-  
যুক্ত এবং বিন্দু ও বিসর্গ উভয় যুক্ত । কেবল শ্রাসে বিদ্যা, বিন্দু ও  
বিসর্গযুক্ত শ্রাসে পুত্র এবং বিন্দুযুক্ত শ্রাসে বিত্তলাভ হয় । বিশুদ্ধেশ্বর  
তন্ত্রে লিখিত আছে যে, বাক্‌সিদ্ধিকামনার কাথীজ (ঐ) আদি,  
শ্রীবুদ্ধিকামনার শ্রীবীজ (শ্রী) আদি, সর্বসিদ্ধিতে যার বীজ (হ্রী) আদি,  
লোক বশীকরণে কামবীজ (ক্লী) আদি, শ্রাস করিলে কার্য সিদ্ধি

সর্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি । শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে—বাগ্-  
ভবাদ্যা নমোস্তাশ্চ ন্যস্তব্যা মাতৃকাকরাঃ । শ্রীবিদ্যাবিষয়ে  
মন্ত্রী বাগ্ভবাদ্যষ্টসিদ্ধয়ে । জামলে—ভূতশুদ্ধিলিপিন্যাসো  
বিনা যন্তু প্রপূজয়েৎ । বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং  
যথা । সামান্যন্যাসে অঙ্গুলিনিয়মন্তু গোতমীয়ে—মনসা  
বিন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈর্নৈবাথ বা যুনে । অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং  
বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ । বিশেষন্যাসে তু নায়ং নিয়মঃ ।  
শ্রামাদিবিদ্যায়াং বিশেষমাতৃকন্যাসো হস্তি ॥

অথ প্রাণায়ামঃ । প্রাণায়ামে অঙ্গুলিনিয়মন্তু জ্ঞানার্গবে ।  
কনিষ্ঠানামিকাসুষ্ঠৈর্যনাসাপুটধারণাং । প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়-  
স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা । প্রাণায়ামো দ্বিবিধঃ সগর্ভো নিগর্ভশ্চ  
তথাচ—সগর্ভোমন্ত্রজাপেন নিগর্ভোমাত্রয়া ভবেৎ । মাত্রাচ—

হয় । শ্রীবিদ্যাবিষয়ে নবরত্নেশ্বরে লিখিত আছে যে, বায়ীজাদি নমোস্ত  
অর্থাৎ “ঐ” অং নমঃ” ইত্যাদি রূপে পঞ্চাশদ্বর্ণদ্বারা জ্ঞাস করিবে । জামলে  
লিখিত আছে যে, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকাজ্ঞাস-ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি পূজাদি  
কার্য্য করে, তাহার সেই পূজাদি কার্য্য তত্ত্বহীন পূজার ন্যায় বিফল হইয়া  
যায় । গোতমীরত্নোক্ত সামান্যন্যাসের অঙ্গুলিনিয়ম নাই, মনে মনে,  
পুষ্পদ্বারা অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা জ্ঞাস করিবে, অন্যথা সকল জ্ঞাসাদি  
বিফল হয় । সাধারণ জ্ঞাসে এই নিয়ম জানিবে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞাসে এই  
নিয়ম আশ্রয় করিবে না, শ্রামাদি বিদ্যাবিষয়ে মাতৃকাজ্ঞাসের বিশেষ আছে ।

অনন্তর প্রাণায়াম কথিত হইতেছে । কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ  
দ্বারা নাসাপুট ধারণ করিয়া প্রাণায়াম করিবে । প্রাণায়ামে তর্জনী ও  
মধ্যমদ্বারা নাসিকা ধারণ করিবে না, দেবতার মূলমন্ত্র অথবা প্রণবের  
( ও ) ষোড়শবার জপদ্বারা বামনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবে,  
কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, মূলমন্ত্র অথবা প্রণবদ্বারা তিনবার

বামজামুনি তদ্বস্ত্রভ্রামণং যাবতা ভবেৎ । কালেন মাত্রা  
সা জ্ঞেয়া মুনিভির্বেদপারগৈঃ । মূলমন্ত্রস্য বীজস্য প্রণবস্য  
বা ষোড়শবারজপেন বামনাসাপুটেন বায়ুং পূরয়েৎ । তথাচ  
কালিকাহৃদয়ে—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাম্মূলেণ প্রণবেন বা ।  
অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সূধীঃ । তস্য চতুঃষষ্টিবার-  
জপেন বায়ুং কুস্তয়েৎ । তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণ  
নাসিকয়া বায়ুং রেচয়েৎ । পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং  
কুস্তয়িত্বা বামেণ রেচয়েৎ । পুনর্ব্বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং  
কুস্তয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ । সারসমুচ্চয়ে—বিপরীতমতো  
বিদধীত বুধঃ পুনরের তু তদ্বিপরীতমিতি । যৌগিকে পুনর্ম্মাত্রা-  
নিয়মঃ । তথাচ গৌতমীয়ে—মন্ত্রপ্রাণায়ামঃ প্রোক্তো যৌগিকং  
কথয়ামি তে । পূরয়েদ্বাময়া বিদ্বান্ মাত্রাষোড়শসংখ্যয়া ।  
ইতি । যদ্বা চতুঃষোড়শাষ্টবারজপেন পূরকাদিকং কুর্য্যাৎ ।  
অথবা একচতুর্দ্বিবারেণ । তথাচ তন্ত্রান্তরে—পূরয়েৎ ষোড়শ-  
ভির্ব্বায়ুং ধারয়েচ্চ চতুঃগুণৈঃ । রেচয়েৎ কুস্তকার্কেণ অশক্ত্যা  
তদুরীয়কৈঃ । তদশক্তৌ তচ্চতুর্থঃ স্তাদেবং প্রাণস্য সংযমঃ ।  
অস্য নিত্যত্বমাহ সএব—প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে ন হি

---

প্রাণায়াম করিবে । তৎপরে চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করিয়া দ্বাত্রিংশ-  
বার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন করিবে । পুনর্ব্বার ষোড়শবার  
জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ ও চতুঃষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করিয়া  
দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ু রেচন করিবে । সারসমুচ্চয়ে  
ও গৌতমীরতন্ত্রে এই বিশেষের প্রমাণ আছে । অথবা চারিবার জপদ্বারা  
পূরণ, ষোড়শবার জপদ্বারা কুস্তক ও অষ্টবার জপদ্বারা রেচন করিবে । কিম্বা  
এক বার জপদ্বারা পূরণ, চারিবার জপ করিয়া কুস্তক ও দুই বার জপদ্বারা



যোগ্যতা । নিবন্ধে—আদাবন্তে চ যত্নেন প্রণায়ামং সমা-  
চরেৎ । কৰ্ম্মস্বপি সমস্তেষু শুভেষুপ্যশুভেষু চ । গোপালে  
তু বিশেষো বক্তব্যঃ ॥

ততঃ পীঠস্থাসঃ । ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ এবং প্রকৃত্যৈ  
কুর্মায অনন্তায় পৃথিব্যৈ ক্ষীরসমুদ্রায় শ্বেতদ্বীপায় মণিমণ্ড-  
পায় কল্পরক্ষায় মণিবেদিকায়ৈ রত্নসিংহাসনায় । এতৎ সৰ্ব্বং  
হৃদি । ততো দক্ষিণক্কে ধৰ্ম্মায় বামক্কে জ্ঞানায় বামোরৌ  
বৈরাগ্যায় দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্য্যায় মুখে অধৰ্ম্মায় বামপার্শ্বে  
অজ্ঞানায় নাভৌ অবৈরাগ্যায় বামপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যায় সৰ্ব্বত্র  
প্রণবাদিনমোন্তেন নৃসেৎ । তথাচ সারদায়াং—অংশোরু-  
মুখরো বিবদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সাধকঃ । ধৰ্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্য-  
মৈশ্বর্য্যং ক্রমশঃ সূধীঃ । মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বেষধৰ্ম্মাদীন  
প্রকল্পয়েদিতি । পুনশ্চ হৃদি । ওঁ অনন্তায় নমঃ এবং পদ্মায়  
অংসূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ উৎসোমমণ্ডলায় ষোড়শ-  
কলাত্মনে নমঃ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ সংসত্ৰায়  
রং রজসে তং তমসে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে হ্রীঁ জ্ঞানা-

রেচন করিবে । তদ্বাস্তরে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে । পূজাদি কার্য্যে  
প্রণায়াম অবশ্য কর্তব্য, প্রণায়াম ব্যতিরেকে মন্ত্রজপ ও পূজাদিতে অধিকার  
হয় না । নিবন্ধে লিখিত আছে যে, শুভাশুভ সমস্ত কার্য্যের আদিতে ও  
অন্তে প্রণায়াম করিতে হইবে । প্রণায়ামে গোপালবিষয়ে বাহা বিশেষ  
আছে, তাহা পরে কথিত হইবে ।

এইরূপ পীঠস্থাসপ্রণালী বিবৃত হইতেছে । এই স্থানের মন্ত্র ও স্থান  
মূলে স্পষ্ট লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই এই স্থানের বিষয় সকল বুঝিতে  
পারিবে । এই স্থানে যে যে স্থান উক্ত আছে, সেই সেই স্থানে হস্ত প্রদান-  
পূর্ব্বক ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে স্থান করিবে ।

অনে নমঃ ইত্যন্তং বিন্যস্ত হৃৎপদ্যস্ত পূৰ্ব্বাদিকেশরেষু পীঠ-  
শক্তির্ন্যাস্যে পীঠমনুষ্ঠা ন্যসেৎ । যথা সারদায়াং—অনন্তং  
হৃদয়ে পদ্যং তস্মিন্ সূর্যোন্দুপাবকান্ । এষু স্বস্বকলাং ন্যস্ত  
নামাদ্যক্ষরপূৰ্ব্বতঃ । সত্বাদীন্ ত্রিগুণান্ ন্যস্ত তত্রৈবাত্র  
গুরুভূমং । আত্মানমন্তুরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ । জ্ঞানাত্মানং  
প্রবিন্যস্ত ন্যসেৎ পীঠমনুঃ ততঃ ॥

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ । ঋষিস্ত—মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ  
সাক্ষাত্তপসা মনুঃ । সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষি-  
রীরিতঃ । গুরুত্বান্মন্তকে চাস্ত ন্যাসস্ত পরিকীর্তিতঃ । সৰ্ব্বেষাং  
মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছদ উচ্যতে । অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে  
ছন্দঃ সমীরিতঃ । সৰ্ব্বেষামেব জন্তুনাং ভাষণাৎ প্রেরণাত্বা ।  
হৃদয়াস্তোত্রমধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ । ঋষিচ্ছন্দোহ-  
পরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রফলভাগ্ভবেৎ । দৌৰ্ব্বল্যাং যাতি মন্ত্রাণাং

এই পীঠন্যাসের প্রমাণস্বরূপ যে সকল বচন সারদাতিলকে লিখিত আছে,  
ঐ সকল বচন মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

অনন্তর যেরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিতে হইবে, তাহার প্রণালী কথিত  
হইতেছে । যে শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি প্রথমে মহেশ্বরের বদন হইতে যে মন্ত্র শ্রবণ  
করিয়া তপস্তাদ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি, এই  
ঋষিই আদি গুরু, এই নিমিত্ত মন্তকে ঋষিন্যাস করিয়া থাকে । ছন্দ সকল  
সৰ্ব্বপ্রকার মন্ত্রতত্ত্বাদিকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে, এইহেতু ছন্দ এই নাম  
হইয়াছে । ছন্দসকল অক্ষর ও পদযুক্ত, সেই অক্ষর ও পদ মুখ হইতে  
প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই নিমিত্ত মুখে ছন্দন্যাস করা কর্তব্য । যিনি সকল  
প্রাণিদিগকে সৰ্ব্বপ্রকার কার্যে প্রেরণ করেন, তিনিই দেবতা, অতএব হৃৎ-  
পদ্যে দেবতার ন্যাস করিবে । ঋষি ও ছন্দ পরিজ্ঞাত না হইয়া পূজাদি করিলে  
মন্ত্রের ফল লাভ করিতে পারে না, আর বিনিয়োগের অজ্ঞানে মন্ত্র দুৰ্ব্বল হয় ।

বিনিয়োগমজানতাং । তন্ত্ৰান্তরে—ঋষিং ন্যসেন্নুর্দ্ধি দেশে ছন্দস্ত  
মুখপঙ্কজে । দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্ত গুহ্যদেশকে । শক্তিক  
পাদয়োঃ চৈব সর্বাস্তে কীলকং ন্যসেৎ । ততস্ত তত্তন্মন্ত্রোক্ত-  
ন্যাসান্ কুর্যাৎ । তদুক্তং জ্ঞানার্গবে । আগমোক্তেন বিধিনা  
নিত্যং ন্যাসং কৰোতি যঃ । দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্ৰসিদ্ধিঃ  
প্রজায়তে । যো ন্যাসকবচচ্ছন্দো মন্ত্ৰং জপতি তং প্রিয়ে ।  
দৃষ্ট্বা বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে সিংহঃ দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ । অকৃত্বা  
ন্যাসজালং যো মূঢ়ত্বাৎ প্রজপেন্নুঃ । সর্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ  
শ্রাদ্ধ্যাশ্চৈশ্মৃগশিশুর্যথা ॥

অথান্যাসঃ । তত্র অঙ্গুলিনিয়মঃ—ত্রিচ্যেকদশকত্রি-  
সংখ্যয়া শৈলসম্ভবে । অঙ্গুলীনামিতি বচনাদিতি সর্বত্র  
সাধারণং । যামলে—হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জনীভিঃ স্মৃতং

অন্য তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যে বীজ,  
পাদদ্বয়ে শক্তি এবং সর্বাস্তে কীলক ন্যাস করিবে । আর প্রথমে ঋষ্যাঙ্গন্যাস  
করিয়া তত্তন্মন্ত্রোক্ত বিশেষ বিশেষ ন্যাস করিবে । জ্ঞানার্গবে লিখিত আছে  
যে, যে ব্যক্তি আগমোক্তবিধানে নিত্যন্যাস কবে, সেই ব্যক্তি দেবত্ব পাইয়া  
থাকে এবং তাহার মন্ত্ৰ সিদ্ধি হয়, যে ব্যক্তি ন্যাসাদি করিয়া দেবতার মন্ত্ৰ  
জপ করে, তাহাকে দর্শন মাত্র হস্তী যেমন সিংহ দেখিয়া পলায়ন করে,  
সেইরূপে পাপসকল পলায়ন করিয়া যায় । আর যদি অজ্ঞান বশতঃ ন্যাসাদি  
না করিয়া মন্ত্ৰ জপ করে, তাহাহইলে ব্যাঘ্র যেমন মৃগশাবককে আক্রমণ করে,  
বিঘ্নসকল সেইরূপ সাধককে আক্রমণ করিয়া থাকে ।

অনন্তর অন্যান্যাসের অঙ্গুলিনিয়ম কথিত হইতেছে । ক্রমত তিন, দুই, দশ,  
তিন ও দুই অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়াদিতে বড়ন্যাস করিতে হইবে । যামলে  
লিখিত আছে যে, মধ্যমা, তর্জনী ও অনামিকা, এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা  
হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জনী দ্বারা শিরে, অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা শিখা স্থানে, সর্কীঙ্গুলি



শিরঃ । মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং শ্রাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা তথা । দশতিঃ  
কবচং প্রোক্তং তিস্তিভির্নেত্রমীরিতং । প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যা-  
মস্ত্রং শ্রাদঙ্গকুণ্ডিরিয়ং মতা ইতি । তিস্তিস্তর্জ্জনীমধ্যমা-  
নামাভিঃ । তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ ।  
যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে । ইতি রাঘবভট্ট-  
ধৃতবচনাৎ । হৃদয়াদিষু বিষ্ণুশ্রোদঙ্গমস্ত্রাংস্ততঃ সূধীঃ । হৃদয়ায়  
নমঃ পূর্বং শিরসে বহুবল্লভা । শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং  
কবচায় হুমীরিতং । নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ শ্রাদঙ্গায় ফড়িতি  
ক্রমাৎ । ষড়ঙ্গমস্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ । পঞ্চাঙ্গানি  
মনোর্যত্র তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ । ইতি সারদাবচনং ।  
বৈষ্ণবে তু অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্দ্রো হৃদয়ে শীর্ষ-  
কেহপি চ । অধোহঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো  
বর্ষগ্নি স্যঃ । নারাচমুষ্ঠ্যুদ্ব্যুতবাহুযুগ্মকাস্তুষ্ঠতর্জ্জন্যাদিতো  
ধ্বনি স্তু । বিশ্বশিশক্তা কথিতাস্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনীমধ্যমে  
চ । অঙ্গহীনস্ত্র মস্ত্রস্ত্র স্বেনৈবাস্ত্রানি কল্পয়েৎ । তথাচ

দ্বারা কবচে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রদ্বয়ে  
এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই অঙ্গুলিদ্বয়দ্বারা করতলে গ্রাস করিবে । যদি  
উপাশ্র দেবতার দুই নেত্র হয়, তাহা হইলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে  
গ্রাস করিবে । রাঘবভট্টধৃত বচনে উক্ত আছে যে, হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা,  
শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হু, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এবং অস্ত্রায় ফট্, এইরূপ  
ক্রমে হৃদয়াদি স্থানে ষড়ঙ্গগ্রাস করিবে । সারদাতিলকে উক্ত আছে যে,  
যে স্থানে পঞ্চাঙ্গগ্রাস উক্ত আছে, সেই স্থলে নেত্র পরিত্যাগ করিয়া অত্র  
হৃদয়াদি পঞ্চাঙ্গে গ্রাস করিবে, বিষ্ণু পূজাদির গ্রাসকালে অঙ্গুষ্ঠহীন করশাখা  
দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে গ্রাস করিতে হইবে, এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যগত মুষ্টিদ্বারা  
শিখাতে, উভয় হস্তের সর্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচে, তর্জ্জনী ও মধ্যমাদ্বারা নেত্রে গ্রাস

ব্রহ্মবামনে—স্বনামাদ্যক্ষরঃ বীজং সর্বেষামভিধীয়তে । ততস্তু  
মন্ত্রন্যাসং কৃৎ৷ তত্তৎকল্লোক্তমুদ্রাং প্রদর্শ্য যথোক্তধ্যানং  
কৃৎ৷ মানসৈঃ সম্পূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ । তথাচ সনৎ-  
কুমারতন্ত্রে—অকৃৎ৷ মানসং যাগং ন কুর্য্যাদ্বহিরর্চনং ।

ততোহর্ঘ্যস্থাপনং । তদযথা—অর্ঘ্যস্ত্রীণি পাত্রাণি  
পাদ্যস্ত্রীণি ত্রয়ং ভবেৎ । তথৈবাচমনীয়ানি পাত্রাণি চ  
বিভাগশঃ । তথা করণদৌর্বল্যাদেক এব প্রশস্ততে ।  
ষড়াচমনপাত্রাণি ইতি আগমস্তারে পাঠঃ । তথাচ পুরশ্চরণ-  
চন্দ্রিকায়াং—একস্মিন্নথবা পাত্রে পাদ্যাদীনি প্রকল্পয়েৎ ।  
ইত্যত্যন্তাশক্তবিষয়ং । কিন্তু সামান্যার্ঘ্যবিশেষার্ঘ্যদ্বয়স্তাবশ্য-  
কত্বং । তথাচ নবরত্নেশ্বরে—একপাত্রং ন কর্তব্যং যদি

করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা করতলে ধরনি করিবে । যে স্থলে অঙ্গ মন্ত্র  
নির্দিষ্ট নাই, সেই স্থলে দেবতার নামের আদিবর্ণ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে  
হইবে । এইরূপে ন্যাসাদি করিয়া তত্তদেবতার মুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক ধ্যান  
ও তদন্তে মানস পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে । সনৎকুমার তন্ত্রে লিখিত  
আছে যে, মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে না ।

অর্ঘ্যস্থাপনের প্রণালী কথিত হইতেছে । অর্ঘ্য এবং পাদ্য এই উভয়েরই  
প্রত্যেকে তিন তিনটি পাত্র এবং আচমনীয়েরও তিন পাত্র স্থাপিত  
করিবে । অশক্তিতে এক পাত্রে সমস্ত কার্য্য করিবে । আগমাস্তরে  
আচমনীয় পাত্র ছয়টি করিবে, এইরূপ লিখিত আছে । পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়  
লিখিত আছে যে, একপাত্র হইতে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় ইত্যাদি  
প্রদান করিবে । কিন্তু সামান্য অর্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্যের দুই পাত্র স্থাপন করিতে  
হইবে, কদাচ এক পাত্রে উভয় অর্ঘ্য করিবে না । নব রত্নেশ্বরে লিখিত  
আছে যে, যদি শিবও পূজক হন, তথাপি একপাত্রে অর্ঘ্যদ্বয় করিবেন না ।

• যদি প্রমাদ বশতঃ কেহ এক পাত্রে অর্ঘ্যদ্বয় স্থাপন করে, তাহা হইলে মন্ত্র

সাক্ষান্মহেশ্বরঃ । মন্ত্ৰাঃ পরাঙ্ঘুখা যান্তি আপদশ্চ পদে পদে ।  
ইহ লোকে দরিদ্রঃ শ্রামুতে চ পশুতাং ব্রজেৎ । তথা  
রাঘবভট্টধৃত-বচনং । সৰ্ব্বত্রৈব প্রশস্তোহঙ্কঃ শিবসূর্য্যার্চনং  
বিনা । অঙ্কঃ শঙ্কঃ । অর্ঘ্যপাত্রস্য মানমাহ লৈঙ্গে—  
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্তিতং । মধ্যমস্তু ত্রিভা-  
গোনং কনীয়ো দ্বাদশাঙ্গুলং । স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডলং কৃত্বা  
তদুপরি ত্রিপদিকামারোপ্য ফড়িতি শঙ্কং প্রক্ষাল্য তদুপরি  
সংস্থাপ্য নম ইতি মন্ত্ৰেণ গন্ধপুষ্পাকৃতদূর্ব্বাদি তত্র নিক্ষিপ্য  
বিমলজলেন বিলোমমাতৃকয়া মূলেণ চ পূরয়েৎ । যথা—ক্ষং  
লং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং  
ধং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং থং  
কং অং ঐং ঔং ঙং ঞং ঝং ঞং ঙং ঞং ঞং ঞং ঞং ঞং ঞং  
ইত্যনেন । ততো মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ ইতি  
ত্রিপদিকায়াং অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ ইতি

পরাঙ্ঘুখ হইয়া যায়, পদেপদে তাহার আপদ ঘটে এবং ইহকালে দরিদ্র  
হইয়া পরলোকে পশুত্ব প্রাপ্ত হয় । রাঘবভট্টধৃত বচনের মর্ম্ম এই যে, সকল  
পূজার অর্ঘ্য স্থাপন কার্য্যেই শঙ্কপাত্র প্রশস্ত, কিন্তু শিব ও সূর্য্যপূজাতে  
শঙ্কপাত্র ব্যবহার করিবে না । লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে যে, ষট্‌ত্রিংশৎ  
অঙ্গুল পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র উত্তম, চতুর্বিংশতি অঙ্গুল পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র মধ্যম  
এবং দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র অধম । বামভাগে ত্রিকোণমণ্ডলকরিয়া  
তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন করিবে, এবং ফট্‌ এই মন্ত্ৰে শঙ্কপ্রক্ষালনপূর্ব্বক  
ত্রিপদিকোপরি স্থাপন করিবে । তৎপরে নমঃ এই মন্ত্ৰে গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা ও  
তণ্ডুল অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্ৰে ও বিলোম মাতৃকমন্ত্ৰে অর্ঘ্যপাত্র  
জলদ্বারা পূরণ করিবে । বিলোম মাতৃকা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ।  
তৎপরে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ এই বলিয়া ত্রিপদিকাতে অং  
সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই বলিয়া শঙ্ক এবং ঐং সৌম্যমণ্ডলায়



শাশ্বে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ ইতি জলে  
সংপূজ্য ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্মদে সিন্ধু  
কাবেরি জলেহস্মিন্ সমিধিং কুরু । ইত্যনেনাক্ষুশমুদ্রয়া সূর্য্য-  
মণ্ডলান্তীর্থমাবাহ অমুকি দেবি ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইতি স্বহৃদয়ে  
দেবতাং তত্রাবাহ হুঁ ইতি তর্জনীভ্যামবণ্ড্য বষড়্টি গালিনী-  
মুদ্রাং প্রদর্শ্য বৌষড়্টি তজ্জলং বীক্ষ্য পুনরঙ্গমন্ত্রেঃ সকলী-  
কৃত্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং তত্র দেবতাং সংপূজ্য তদুপরি মংস্ত্রমুদ্রয়া  
আচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রঅষ্টধা জপেৎ । তথাচ গোতমীয়ে—গন্ধপুষ্পৈঃ  
সমভ্যর্চ্য কৃষ্ণাখ্যং ধাম যোজয়েৎ । অষ্টকৃত্তো জপেন্মন্ত্রং  
শিখয়া গালিনীং নৃসেৎ । অত্র কৃষ্ণপদং তত্বেদেবতাপরং ।  
ততো রমিতি মন্ত্রেণ ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শ্যামন্ত্রেণ সংরক্ষ্য তস্মাৎ  
কিঞ্চিজ্জলং প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষিপ্য তেনোদকেনাত্মানং পূজো-  
পকরণঞ্চ মূলেন ত্রিরভ্যক্ষ্য পাঠশ্রাসক্রমেণ শরীরে ধর্ম্মাদীন  
পূজয়েৎ । তদ্যথা দক্ষিণক্ষক্ষে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ বামে ওঁ জ্ঞানায়

ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, এই বলিয়া জলে পূজা করিয়া ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব  
ইত্যাদি মন্ত্রে অক্ষুশমুদ্রায় সূর্য্যমণ্ডলহইতে তীর্থ আবাহন করিয়া ওঁ অমুকি  
দেবি ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ এই বাক্যে স্বহৃদয়ে দেবতার আবাহন করিবে ।  
তৎপরে হুঁ এই মন্ত্রে তর্জনীদ্বয় দ্বারা অবণ্ডন. বষট্, এই মন্ত্রে গালিনী  
মুদ্রা প্রদর্শন ও বৌষট্, এই মন্ত্রে তজ্জল দর্শন করিয়া অঙ্গমন্ত্রদ্বারা সকলী-  
করণ করিবে । তৎপরে গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চাপাত্রে দেবতার পূজা ও মংস্ত্র-  
মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিবে । গোতমীরতন্ত্রে লিখিত  
আছে যে, গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিয়া উপাশ্র দেবতার আবাহন এবং  
স্বীয় হৃদয়ে স্থানপূর্ব্বক চিন্তা করিবে । তদনন্তর রং এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা  
প্রদর্শন ও ফট্, এই মন্ত্রে সংরক্ষণ করিয়া, অর্ঘ্যজলহইতে কিঞ্চিৎ জল  
প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই জলদ্বারা মূলমন্ত্রে শরীর  
ও পূজার উপকরণদ্বারা সকল তিন বার অভ্যর্ষণ করিয়া, পাঠ-

নমঃ বামোরৌ বৈরাগ্যায় নমঃ দক্ষিণোরৌ ঐশ্বর্যায় নমঃ  
মুখে অধর্মায় বামপার্শ্বে অজ্ঞানায় নাভৌ অবৈরাগ্যায় দক্ষিণ-  
পার্শ্বে অনৈশ্বর্যায় সর্বত্র প্রণবাদিনমোহন্তেন পূজয়েৎ । তথাচ  
সারদায়াং অংশোরুযুগ্ময়োর্বিদুান্ প্রাদক্ষিণ্যেন দেশিকঃ ।  
ধর্ম্যং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্যঞ্চাপ্যনুক্রমাৎ । মুখপার্শ্বে নাভি-  
পার্শ্বেষধর্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ । হৃদয়ে ওঁ অনন্তায় ওঁ পদ্মায়  
অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ  
কলাত্মনে মং বহুমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ সং সন্তায়  
রং রজসে তং তমসে আং আত্মনে অং অন্তরাত্মনে  
পং পরমাত্মনে হ্রীং জ্ঞানাত্মনে প্রণবাদিনমোহন্তেন  
পূজয়েৎ । সারদায়াং—শ্রাসক্রমেণ দেহেষু ধর্মাদীন্ পূজয়ে-  
দথ । পুষ্পাদৈঃ পীঠমম্বন্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাং । ততো  
হুংপদ্মস্ত পূর্বাদিকেশরেষু পীঠশক্তিং সংপূজ্য মধ্যো পীঠমনুং  
যজেৎ । তত্র হৃদয়ে মূলদেবতাং নৈবেদ্যং বিনা গন্ধাদৈঃ  
পূজয়েৎ । তথাচ নিবন্ধে—বিনা নৈবেদ্যগন্ধাদৈরুপচারৈঃ  
সমর্চয়েৎ । তত উত্তমাস্ত-হৃদয়-মূলাধার-পাদ-সর্বাস্থেষু

শ্রাসের ক্রমানুসারে ধর্মাদির পূজা করিবে । সারদাতন্ত্রে লিখিত  
আছে যে, স্বরূপ ও উরূপে ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য এবং মুখ,  
বামপার্শ্ব, নাভি ও দক্ষিণপার্শ্বে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য  
ক্রমতঃ ইহাদিগের পূর্বে ওঁ এবং পরে নমঃশব্দ যুক্ত করিয়া পূজা করিবে ।  
এইরূপে পীঠশ্রাসের ক্রমানুসারে গন্ধপুষ্পদ্বারা সমস্ত পীঠদেবতার পূজা  
করিয়া হুংপদ্মমধ্যে পূর্বাদিকেশরে পীঠশক্তির পূজা করিবে । তৎপরে  
নৈবেদ্যস্তির কেবল গন্ধাদি দ্বারা হৃদয়ে মূলদেবতার পূজা করিবে । এই  
বিষয়ে নিবন্ধে লিখিত আছে যে, বিনা নৈবেদ্যে গন্ধাদি উপচারে অর্চনা  
করিবে । তদনন্তর দেবতার মস্তক, হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্বাস্থ, এই পঞ্চ

মূলেন পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা যথাশক্তি মন্ত্রং জপ্ত্বা ওঁ ওহাতি-  
ওহগোপ্ত্রী ত্রিমিত্যাदिना जपः समर्पयेत् । तथाच निबन्धे—  
पञ्चकृतस्ततः कुर्यात् पुष्पाञ्जलिमनन्यधीः । उक्तमाङ्गहदाधार-  
पादसर्वङ्गकं नृसेत् । सर्वमेतत् प्रोक्षणीपात्रसुधारिणा  
विदध्यात् । ततः प्रोक्षण्यास्तोरं विमृज्य पूर्ववदापूर्य्य बहिः  
पूजामारभेत् तत्र वक्ष्यमाणसारदोक्तसर्वतोभद्रमण्डलादन्य-  
तमं विधाय तत्र पूजयेत् ।

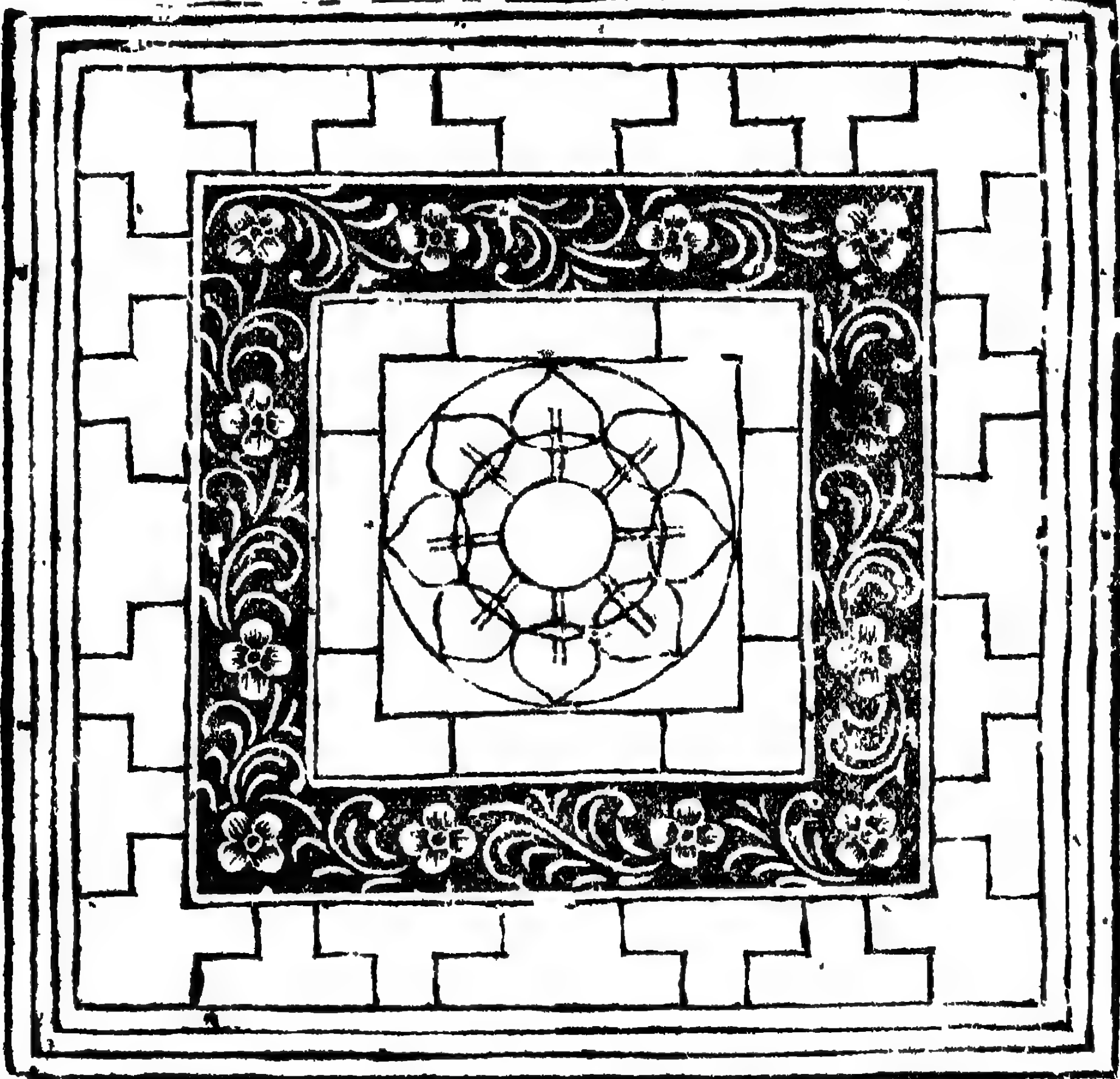
अथ सर्वतोभद्रमण्डलं । सारदायां—चतुरस्रे चतुःकोष्ठे  
कर्णसूत्रसमन्विते । चतुर्ष्वपि च कोष्ठेषु कोणसूत्रचतुष्टयं ।  
मध्ये मध्ये यथा मंश्रा भवेयुः पातयेत्तथा । पूर्वापरायते  
द्वे द्वे मन्त्री याम्योत्रायते । पातयेद्ভেষু মংশ্রেষু সমং  
সূত্রচতুষ্টয়ং । পূর্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রানি পাতিয়েৎ ।  
তত্তদন্তেষু মংশ্রেষু দদ্যাৎ সূত্রচতুষ্টয়ং । ততঃ কোষ্ঠেষু  
মংশ্রাঃ স্যান্তেষু সূত্রানি পাতিয়েৎ । যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী

স্থানে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ এবং ওঁ ওহাত-  
ওহগোপ্ত্রী ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে । এই সমস্ত কার্য্য প্রোক্ষণী  
পাত্রস্থ জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সাধন করিবে । তৎপরে প্রোক্ষণীপাত্রস্থ  
জল পরিত্যাগ করিয়া বাহুপূজা আরম্ভ করিবে । প্রথমতঃ সারদাতিমকোক্ত  
সর্বতোভদ্রাদিমণ্ডলের কোন একটি মণ্ডল নির্মাণ করিবে ।

সর্বতোভদ্রমণ্ডল—একটি চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া কর্ণসূত্র পাতিয়া  
তাহাকে চারিকোষ্ঠায় বিভক্ত করিবে । পুনর্বার ঐ চতুঃকোষ্ঠমধ্যে  
কর্ণসূত্র পাতি করিয়া বাহাতে ঐ সকল কোষ্ঠমধ্যে সকল কর্ণরেখা  
সকল অঙ্কিত হইতে পারে এইরূপ করিবে । পরে পূর্বপশ্চিমে ও  
উত্তরদক্ষিণে দুই দুইটি করিয়া রেখাপাত করিতে হইবে ।  
এইরূপ পুনঃ পুনঃ কোষ্ঠগত কোষ্ঠাতে কর্ণরেখা ও মধ্যরেখা  
পাত করিবে । যাবৎ ২১৬ কোষ্ঠা হয়, তাবৎকাল পূর্ববৎ কোণসূত্র



ষট্‌পঞ্চাশৎ পদান্যপি । তাবদ্রেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রানি  
পাতয়েৎ । ষট্‌ত্রিংশতা পদৈশ্বধ্যে লিখেৎ পদ্যং স্তূলক্ষণং ।



বহিঃ পঙ্ক্ত্যা ভবেৎ পীঠং পঙ্ক্তিক্ষুগ্মেন বীথিকা । দ্বার-  
শোভোপশোভাভ্যাং শিক্তাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ । শাস্ত্রোক্ত-  
বিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্যং সমালিখেৎ । পদ্যক্ষেত্রস্ত সংত্যজ্য  
দ্বাদশাংশং বহিঃ স্তূধীঃ । তন্মধ্যে বিভজেদ্বৈভিত্তিভিঃ

ও মধ্যস্থত্র পাতকরিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে । তৎপরে ষট্‌ত্রিংশৎ  
কোষ্ঠাতে স্তূলক্ষণ পদ্য অঙ্কিতকরিবে । তদ্বাহে এক পঙ্ক্তিতে পীঠ  
ও পঙ্ক্তিবয়ে বীথি, তদ্বাহে পঙ্ক্তিবয়ে দ্বার, শোভা, উপশোভা ও কোণ  
হইবে । পরে পদ্য অঙ্কিতকরিতে হইবে । পদ্যক্ষেত্রের দ্বাদশাংশ  
পরিভাগ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষেত্রকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিবে ।  
ইহার আদ্যভাগ কনিকাস্থান, দ্বিতীয় ভাগ কেশরস্থান ও তৃতীয় ভাগ

সমবিভাগতঃ । আদ্যঃ শ্রাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং  
 দ্বিতীয়কং । তৃতীয়ং পদ্মপত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকং ।  
 বাহ্যবৃত্তান্তরালশ্চ মানেন বিধিনা সূধীঃ । আলিখেদ্বাহুহস্তেন  
 দলাগ্রাণি সমন্ততঃ । দলমূলেষু যুগলঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ ।  
 এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঞ্চজং তন্ত্রবেদিভিঃ । পদানি ত্রীণি  
 পাদার্থং পীঠকোণেষু মার্জয়েৎ । অবশিষ্টৈঃ পদৈর্বিদ্বান্  
 পীঠগাত্রাণি কল্পয়েৎ । পদানি বীথিসংস্থানি মার্জয়েৎ-  
 পঙ্ক্ত্যভেদতঃ । দিম্বু দ্বারাণি রচয়েদ্দ্বিচতুঃকোষ্ঠকৈস্ততঃ ।  
 পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ মূর্ধারপার্শ্বয়োঃ । উপশোভাঃ ।  
 স্যুরেকেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরং । অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্ভিঃ  
 কোণানাং শ্রাচ্চতুষ্টয়ং । রঞ্জয়েৎ পঞ্চভির্বর্ণৈর্মণ্ডলং তন্মনো-  
 হরং । পীতং হরিদ্রাচূর্ণং শ্রাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবং । কুশ-

পত্রস্থান নির্দেশ করিবে । বাহ্যবৃত্তের অন্তরাল পরিমাণে চতুর্দিকে  
 দল সকল অঙ্কিত করিবে । প্রত্যেক পত্রের মূলে দুই দুইটা করিয়া কেশর  
 অঙ্কিত করিবে । পরে পীঠক্ষেত্রের চারি কোণে তিন তিন কোষ্ঠার চারি  
 পীঠকোণ মার্জনা করিবে, পীঠক্ষেত্রের অবশিষ্ট কোষ্ঠাতে পীঠগাত্র মার্জনা  
 করিয়া তদ্বাছে পঙ্ক্তিদ্বয়ে বীথিস্থান মার্জনা করিবে । তৎপরে চতুর্দিকে  
 সর্ববাহু পঙ্ক্তিদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাহু পঙ্ক্তির চারি কোষ্ঠা এবং তদুপরি  
 পঙ্ক্তির দুই কোষ্ঠা এই ছয় কোষ্ঠাতে দ্বার, ঐরূপে এক কোষ্ঠা ও তিন  
 কোষ্ঠা এই চারি কোষ্ঠাতে শোভা, ঐরূপ তিন কোষ্ঠা ও এক কোষ্ঠা  
 এই চারি কোষ্ঠাতে উপশোভা অঙ্কিত করিয়া অবশিষ্ট ছয় ছয় কোষ্ঠাতে  
 চারি কোণ মার্জনা করিবে । এইরূপে চারিদিকে চারি দ্বার, শোভা এবং  
 উপশোভা মার্জনা করিবে, ইহাতে চারিটি দ্বার, আটটি শোভা ও আটটি  
 উপশোভা হইবে । পরে এই মণ্ডল পঞ্চবর্ণ শুভিকাদ্বারা চিত্রিত করিবে ।  
 পঞ্চবর্ণ যথা ;—হরিদ্রাচূর্ণ—পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ—শুভবর্ণ, কুশ-

ভূচূর্ণময়ুগং কৃষ্ণং দধ্মপুলাকলজং । বিজ্ঞাদিপত্রজং শ্যাম-  
মিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকং । অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ  
সিতাঃ শুভাঃ । কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ ।  
শুভ্রবর্ণানি পত্রানি তৎসন্ধীন শ্যামলেন চ । রজসা রঞ্জয়েন্মঞ্জী  
যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা । কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি  
দলানি চ । সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাপ্যসিতেন বা ।  
রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভানি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ । গাত্রানি তন্ত  
শুক্লানি বীথিষু চ চতুষ্টয় । আলিখেৎ কল্পলতিকা দল  
পুষ্পসমস্থিতাঃ । বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিহ্নৈঃ সর্বদৃষ্টৈমনোহরাঃ ।  
দ্বারানি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমীরিতাঃ । উপশোভাঃ  
পীতবর্ণাঃ কোণান্তসিতভানি চ । তিস্রো রেখা বহিঃ কার্য্যাঃ  
সিতারক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ । মণ্ডলং সর্বতোভদ্রমেতৎ সাধা-  
রণং মতং ॥

চূর্ণ—রক্তবর্ণ, শস্ত্রহীন ধাতুদগ্ধ চূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, বিলুপজচূর্ণ—শ্যামবর্ণ । এক অঙ্গু-  
লির উৎসেধ ও বিস্তার পরিমাণে শুক্লবর্ণ সীমারেখা করিবে । তৎপরে কর্ণিকা  
পীতবর্ণ কেশর রক্তবর্ণ ও পদ্মপত্র সকল শুক্লবর্ণ রঞ্জিত করিবে । শ্যামলবর্ণে  
সন্ধিস্থান চিত্রিত করিবে । প্রকারান্তরে কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর সকল পীত  
বর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ, পদ্মপত্র সকল রক্তবর্ণ, সন্ধি সকল কৃষ্ণবর্ণ, পীঠগর্ভ শুক্লবর্ণ  
কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ, পীঠপাদ রক্তবর্ণ ও পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া বীথিচতুষ্টয়ে  
সর্ববর্ণে পত্র ও পুষ্পসহিত মনোহর কল্পলতা চিত্র করিবে । পরে দ্বার সকল  
শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ ও কোণচতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত  
করিয়া । মণ্ডলের বহির্দেশে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটী রেখা চিত্রিত  
করিবে । এইরূপে সাধারণ সর্বতোভদ্রমণ্ডল নির্মাণ করিতে হইবে । ইহার  
একটি প্রতিকল্প অঙ্কিত করা গেল, দৃষ্টিপাত করিয়া বচনের সহিত ঐক্য  
করিলেই অনায়াসে বোধ-গম্য হইবে ।



ততঃ ওঁ মণ্ডলায় নমঃ ইতি মণ্ডলং সম্পূজ্য শালিভিঃ কাৰ্ণকা-  
মাপূর্য্য তদুপরি তণ্ডুলান্ বিস্তীৰ্য্য তেযু দৰ্ভানাস্তীৰ্য্য বিষ্ণুরং  
চাক্রতসংযুক্তং তদুপরি ন্যসেৎ ততো মণ্ডলে এতাঃ পূজয়েৎ ।  
তদ্যথা ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ কুম্ভায় নমঃ ইত্যাদিপীঠ-  
মন্ত্ৰস্তং তত্তৎপটলোক্তপীঠপূজাং কুর্য্যাৎ । ততো মণ্ডলে  
প্রাদক্ষিণ্যেন এতাঃ পূজয়েৎ । ওঁ ধূম্রার্চিষে নমঃ ইত্যাদিবক্ষ্য-  
মাণবহেদশকলা বিদ্যম্ভ পূজয়েৎ । ততো হেমাদিরচিতং  
কুন্তং কড়িতিপ্রক্ষাল্য চন্দনাগুরুকপূরৈর্ধূপয়িত্বা ত্রিগুণতন্তুনা  
সংবেষ্ট্য ওঁ কুন্তায় নমঃ ইতি গন্ধপুষ্পাত্যাং সম্পূজ্য বিষ্ণুরা-  
ক্ষতনবরত্নানি চ প্রক্ষিপ্য প্রণবমুচ্চরন্ কুন্তপীঠয়োৰৈক্যং  
বিভাব্য পীঠে স্থাপয়েৎ । গৌতমীয়ে কুন্তবিধানস্ত—হৈমং  
রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকম্ স্বশক্তিতঃ । বিস্তৃশাঠ্যং ন

অনন্তর ওঁ মণ্ডলায় নমঃ এইবলিয়া পূজাকরিবে, তৎপরে ধাত্ত্বদ্বারা  
মণ্ডলকর্ণিকা পূরণ করিয়া আতপতণ্ডুল বিক্ষেপ করিবে । তদুপরি দৰ্ভাস্তরণ  
করিয়া, তদুপরি তণ্ডুলযুক্ত বিষ্ণুর স্থাপন করিবে । তৎপরে মণ্ডলোপরি নিম্ন-  
লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে । প্রথমতঃ ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ ওঁ  
কুম্ভায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে তত্তৎপটলোক্ত প্রণালীক্রমে পীঠদেবতার পূজা  
করিবে, তৎপর মণ্ডলে প্রাদক্ষিণক্রমে ওঁ ধূম্রার্চিষে নমঃ ইত্যাদি বহির  
দশকলার বিস্তার করিয়া পূজা করিবে । তৎপরে স্তব্ধাদি নির্মিত কুন্ত কট্  
এই মন্ত্রে প্রক্ষালন করিয়া চন্দন, অগুরু ও কপূরদ্বারা ধূপিত করিয়া  
ত্রিগুণ দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক গন্ধপুষ্পদ্বারা ওঁ কুন্তায় নমঃ এই  
মন্ত্রে পূজা করিবে এবং বিষ্ণুর, আতপতণ্ডুল ও নবরত্ন কুন্তমধ্যে প্রক্ষেপ  
করিয়া ওঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কুন্ত ও পীঠের ঐক্যভাবনা করিয়া  
পীঠোপরি স্থাপন করিবে । গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, স্তব্ধ, রৌপ্য,  
তাম্র অথবা মৃত্তিকা দ্বারা স্বীয়শক্তি অনুসারে কুন্ত নির্মাণ করিবে, ইহাতে

কুর্বাতি কতে নিষ্ফলমাশ্রয়াৎ । ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং কুন্তং বিস্তা-  
রোমতিশালিনং । বোড়শং দ্বাদশম্বাপি ততো ন্যূনং ন  
কারয়েৎ । ততঃ কুন্তে প্রাদক্ষিণ্যেন সূর্য্যস্ত ওঁ কং জং  
তপিত্তৈ নমঃ ইতি দ্বাদশকলা বিন্যস্ত পূজয়েৎ । ততঃ ক্ষীর-  
দ্রব্যকষায়েণ পলাশত্বগুদ্রবেন বা তীর্থোদকৈর্বা গন্ধপুষ্প-  
সুवासিতজলৈর্বা আত্মাভেদেন মাতৃকাং মন্ত্রক প্রতিলোমতো  
জপন্ কুন্তং দেবতাধিয়া পূজয়েৎ । উত্তম্‌চন্দ্রশ্যামুতাदि-  
बोड़शकला जले प्रাদक्षिण्येन विन्यस्त ओँ अमृतारै नमः ।  
इत्यादिना संपूज्य शश्वान्तरं क्षीरद्रव्यकषायादिद्रव्यैरापुर्या  
गङ्गाशुक्लं विलोढ्य तस्मिन् जले सकलाः आवाह्य पूजयेत् ।  
शारदायां—गङ्गाशुक्लं त्रिविधं शक्तिविष्णुशिवात्मकं । चन्दना-

বিস্তার ষষ্ঠতা করিবে না । যাহার যেমন শক্তি তত্পর্যন্ত দ্রব্যাদ্বারা  
কুন্ত নির্মাণ করিবে । কপটতা করিলে কার্য বিফল হইবে । ঐ কুন্ত  
ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুল পরিমিত উন্নতি ও যথোচিত বিস্তৃতি বিশিষ্ট  
করিবে । অথবা বোড়শাঙ্গুল কিবা দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ কুন্ত করিবে, ইহার  
ন্যূন করিবে না । তৎপরে কুন্তোপরি প্রাদক্ষিণক্রমে ওঁ তপিত্তৈ নমঃ  
ইত্যাদি রূপে সূর্য্যের দ্বাদশ কলা বিস্তার করিয়া পূজা করিবে । তৎপরে  
ক্ষীরবৃক্ষ অথবা পলাশবৃক্ষের বহুলের কষায় কিবা তীর্থজল বা সুগন্ধি  
জলদ্বারা কুন্ত পূর্ণ করিবে । পরে আত্মা ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিয়া দেয়  
মন্ত্র ও মাতৃকামন্ত্র প্রতিলোমে জপ করিয়া দেবতা জানে কুন্তের অর্চনা  
করিবে । তৎপরে চন্দ্রের অমৃতাদি বোড়শ কলা প্রাদক্ষিণ ক্রমে জলে  
বিস্তার করিয়া ওঁ অমৃতারৈ নমঃ ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে । ক্ষীরবৃক্ষে  
কষায়াদিদ্বারা শশ্বদম্বা পূর্ণ করিয়া গঙ্গাটক আলোড়নপূর্ব্বক সেই জলে  
সকল কলার আবাহনান্তর পূজা করিবে । শারদাতম্বে লিখিত আছে যে  
শক্তি, বিষ্ণু ও শিব তেদে গঙ্গাটক তিন প্রকার । শক্তি গঙ্গাটক যথা—

গুরুকপূরচোরকুঙ্কমরোচনাঃ । জটামাংসী কপিসুতা শক্তে  
 গন্ধাকটকং বিছঃ । চন্দনাগুরুকুঙ্কমসেব্যকাঃ ।  
 জটামাংসী সুরমিতি বিকোঃ গন্ধাকটকং স্মৃতং । চন্দনাগুরুকপূর  
 তমালজলকুঙ্কমং । কুশীতং কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাকটকং  
 স্মৃতং । অশ্বাৰ্ঘ্যঃ । চন্দনাগুরু কপূর কুঙ্কমশী কুঙ্কম রোচনা  
 জটামাংসী গাঠিরানা শক্তে গন্ধাকটকং । চন্দনাগুরু বালা কুড়  
 কুঙ্কম খেতবীরণমূলী জটামাংসী দেবদারু ইতি বিকোঃ । চন্দ-  
 নাগুরু কপূর তমাল বালা কুঙ্কম রক্তচন্দনকুড়মিতি শিবস্ত ।  
 তত্রাদৌ বহুর্দশকলাঃ পূজয়েৎ । বহুর্ধুমার্চিরাদিদশ  
 কলা ইহাগচ্ছত গচ্ছত ইহ তিষ্ঠত তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা  
 ভবত ইত্যাবাহয়েৎ । ততো মূলমন্ত্রং প্রতিলোমেন জপন্  
 মন্ত্রস্ত দেবতাং মনসা ধ্যাযন্ আসাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যৎ ।  
 তদ্যথা অঁ ঙ্গী ক্রোঁ হং সঃ ধুমার্চিরাদিবহির্দশকলানাং  
 প্রাণাঃ ইহপ্রাণাঃ এবং আমিত্যাদি ধুমার্চিরাদিবহির্দশ-  
 কলানাং জীব ইহ স্থিতঃ । এবং আমিত্যাদি ধুমার্চিরাদিবহি-

চন্দন, অগুরু, কপূর, কুঙ্কম, গোরোচনা, জটামাংসী, ও গাঠিরানা ।  
 বিকুগন্ধাকটক বধা । চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কম, খেত বেণারমূল,  
 জটামাংসী, ও দেবদারু । শিবকুগন্ধাকটক বধা । চন্দন, অগুরু, কপূর,  
 তমাল, বালা, কুঙ্কম, রক্তচন্দন, ও কুড় । প্রথমত বহির্দশকলা পূজা  
 করিতে হইবে, তাহার ক্রম এই—বহুর্ধুমার্চিরাদি দশকলা ইহাগচ্ছত  
 ইত্যাদি রূপে আবাহন করিবে । তৎপরে প্রতিলোমে মূলমন্ত্র জপ  
 করিয়া মন্ত্রের দেবতাচিন্তা করতঃ ইহাঙ্কির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে ।  
 যেরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, তাহার ক্রম ও মন্ত্রাদি মূলে বিশদরূপে লিখিত  
 আছে, এইরূপে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া গন্ধাধিয়ারা পূজা করিতে হইবে ।  
 ও ধুমার্চিরাদি দেবতাত্ম্য এবং হোম মনঃ এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজ্যক



ধূমার্চনামাঃ সৰ্ব্বজিৱানি এবং জামিত্যাদি ধূমার্চনানি-  
 বক্ষিগণকলানাং বাহনশ্চক্ৰসংহাত-প্রাণ-প্রাণ ইহাগতা ইত্য-  
 দিয়ঃ তিষ্ঠন্ত বাহা । ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য বহাদিতি  
 পূজয়েৎ । ধূমার্চিৱাদিত্য এষগক্ষো নমঃ । ইত্যাদিনা  
 পক্ষোপচারৈঃ পূজয়েৎ । ততঃ প্রত্যেকেন পূজয়েৎ  
 তদ্ব্যথা—যং ধূমার্চিষে নমঃ । ঝং উদ্ধায়ে নমঃ । লং  
 কলিষ্টে নমঃ । বং জালিষ্টে নমঃ । শং বিশ্বলিষ্টে  
 নমঃ ঙং স্থলিষ্টে নমঃ । সং সুরূপায়ে নমঃ হং কপিলায়ে  
 নমঃ লং হব্যবাহনায় নমঃ ঋং কব্যবাহনায় নমঃ শতশ্চেৎ  
 প্রত্যেকমাবাহ পূজয়েৎ । ততঃ সূর্য্যস্ত তপিত্যাদি দ্বাদশ-  
 কলাঃ পূৰ্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাবাহনাদিকং কৃত্বা পূজয়িত্বা চ  
 প্রত্যেকস্ত পূজয়েৎ । দ্বাদশকলা যথা—তপিনী তাপিনী  
 ধূত্রা মরীচী জলিনী রুচিঃ । স্থূম্মা ভোগদা বিশ্বা বোধিনী  
 ধারিণী ক্ষমা । এতাঃ কলাস্তু সূর্য্যস্ত সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাঃ ।  
 তদ্ব্যথা কং ভং তপিষ্টে নমঃ খং বং তাপিষ্টে নমঃ গং কং  
 ধূত্রায়ে নমঃ ঘং পং মরীচ্যে নমঃ ঙং নং জালিষ্টে নমঃ চং  
 ধং রুচ্যে নমঃ ছং দং স্থূম্মায়ে নমঃ জং থং ভোগদায়ে নমঃ

দেৱতার পূজা করিবে । দেৱতাদিগের নাম ও মন্ত্র মূলে দেৱিতে পাইবে ।  
 শত হইলে প্রত্যেক আৱাহন করিয়া পূজা করিবে । তৎপরে তপিত্যাদি  
 দ্বাদশকলা পূৰ্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আৱাহনাদি করিয়া প্রত্যেক পূজা  
 করিবে । দ্বাদশকলা যথা—তপিনী, তাপিনী, ধূত্রা, মরীচী, জালিনী, রুচি,  
 স্থূম্মা, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী, ও ক্ষমা এই দ্বাদশ কলা পূৰ্ব্ব-  
 বৎপে সংস্থিত আছে । শত হইলে প্রত্যেক আৱাহন করিয়া গচ্ছাদিগের  
 পূজা করিবে । নিম্নে লিখিত আছে যে, কং ও ভং এই দুই বীজদ্বারা  
 তপিত্যা পূজা করিলে, এইমতে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত এবং প্রতিগোত্রে ত

ঋং তং বিশ্বায়ে নমঃ ঞং ণং বোধিন্যে নমঃ টং চং ধারিন্যে  
 নমঃ ঠং ডং ক্ষমায়ে নমঃ । ইতি পূজয়েৎ শক্তশ্চেৎ প্রত্যেক  
 আবাহ্য প্রত্যেক গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ । তথাচ নিবন্ধে—  
 কভাদ্যা বসুদাঃ সৌরাঃ ঠডান্তা দ্বাদশেরিতাঃ । তত  
 শ্চন্দ্রস্মারতাদিশোড়শকলাঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকঃ কৃত্বা পূর্বনং  
 পূজয়েৎ । তদন্থা—অ অমৃতায়ৈ নমঃ আং মদনায়ৈ  
 নমঃ ইং পূমায়ৈ নমঃ ঈং তুট্টে নমঃ উং পুট্টে  
 নমঃ ঊং রুট্টে নমঃ ঋং ঋট্টে নমঃ ঋ শশিন্যে নমঃ  
 ঞং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ ণং কাট্টে নমঃ ঞং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ  
 ঐং শ্রীয়ে নমঃ ওং শ্রীয়ে নমঃ ওং অঙ্গদায়ৈ নমঃ অং  
 পূর্ণায়ৈ নমঃ । অং পূর্ণায়ৈ নমঃ । শক্তশ্চেৎ প্রত্যেক  
 আবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ । তত স্কটাদি পঞ্চাশৎকলাঃ  
 পূজয়েৎ । যথা—স্কটাদি কবর্গচবর্গদশকলাঃ পূর্বনং প্রাণ-  
 প্রতিষ্ঠাদিকঃ কৃত্বা প্রত্যেকং পূজয়েৎ । প্রত্যেকপূজনস্তু—  
 কং স্কট্টে নমঃ খং স্কট্টে নমঃ গং স্কট্টে নমঃ ঘং মেধায়ৈ  
 নমঃ ঙং কাট্টে নমঃ চং লট্টে নমঃ ছং পুট্টে নমঃ জং  
 স্থিরায়ে নমঃ ঝং স্থিট্টে নমঃ ঞং সিন্ধ্যৈ নমঃ শক্তশ্চেৎ

এইতে ৬ পর্য্যন্ত কনকঃ ছুট্টে ছুট্টে বন এক এক দেবতার নামেব সঙ্কিত যোগ  
 করিয়া পূজা করিবে । ইহার বিশেষ মূলে দৃষ্টি করিলেই জানিতে  
 পারিবেন । অংপরে অমৃতাদি চন্দ্রের ষোড়শ কলাব প্রাণপ্ৰতিষ্ঠাদি  
 করিয়া পূর্বনং পূজা করিবে । অমৃতাদি ষোড়শকলাব নাম ও বীজ  
 মাল দেখিও আছে । শক্ত হইলে প্রত্যেক আবাহন করিয়া পাদ্যাদি  
 দ্বারা পূজা করা কর্তব্য । তদন্থর স্কটাদি পঞ্চাশৎ কলাব পূজা  
 করিয়া । পূর্বনং প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি পূর্বক কং স্কট্টে নমঃ

প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ । তত্র ওঁ হং সঃ সৃচি  
 দ্বিস্রবন্তরীক্ষং সঙ্কোতা বেদিসদতিথিচুঁরোনসমৃষদর সদৃত-  
 নদ্যোম সদজা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহদিতি জপ্ত্বা  
 আবাহ্য শঙ্খে পূজয়েৎ । ততো জয়াদি টতবর্গৈর্দশকলাঃ  
 পূর্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ । টং জয়ায়ে নমঃ  
 ঠং পালিন্যে নমঃ ডং শান্ত্যে নমঃ ঢং ঐশ্বর্যে নমঃ ণংরতৈ  
 নমঃ তং কালিকায়ৈ নমঃ দং হলাদিভ্যে নমঃ ধং প্রীতৈ নমঃ  
 নং দীর্ঘায়ৈ নমঃ সর্বত্র শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পূজয়েৎ ।  
 ততঃ ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তপতে বীর্যেণ যুগোন ভীমঃ কুচরো গরিষ্ঠে।  
 যশোরুধু ত্রিষু বিক্রমণেসধিক্ষয়ন্তী ভুবনানি বিশ্বা ইতি জপ্ত্বা  
 আবাহ্য পূজয়েৎ । ততস্তীক্ষাদিপদবর্গদশকলাঃ পূর্ববৎ-  
 প্রাণপ্রতিষ্ঠাদিকং কৃত্বা পূজয়েৎ । পং তীক্ষায়ৈ নমঃ ফং  
 রৌদ্রায়ৈ নমঃ বং ভয়ায়ে ভং নিদ্রায়ৈ মং তন্ত্র্যে যং ক্ষুধায়ৈ  
 রং ক্রোধিন্যে লং ক্রিয়ায়ৈ বং উৎকারিন্যে শং মৃত্যবে নমঃ ।  
 সর্বত্র শক্তশ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ ।  
 ততঃ ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সৃগক্ষিঃ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ উর্বারুক-  
 মিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মায়তাং ইতি জপ্ত্বাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ

খং ঋতৈ নম ইত্যাদি ঐঃ সিংহা নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিয়া ওঁ হংস  
 ইত্যাদি মন্ত্র জপ পূর্বক টং জয়ায়ে নমঃ ইত্যাদি সমস্ত দেবতার পূজা  
 করিবে । পরে নং দীর্ঘায়ৈ নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিয়া ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু  
 ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে । তদনন্তর তীক্ষায়ৈ নমঃ ইত্যাদি শংমৃত্যবে  
 নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিবে । শক্ত হইলে প্রত্যেকে আবাহন করিয়া  
 পাদ্যাদি দ্বারা অর্চনা করিবে । তৎপরে ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ইত্যাদি  
 মন্ত্র জপ করিয়া আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্বক পীতাদি দেবতার পূজা



পূজয়েৎ । ততঃ পীতাদি ষবর্গপঞ্চকলাঃ পূর্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-  
 দিকং কৃত্বা বাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ । ষং পীতায়ৈ সংশ্বে-  
 তায়ৈ হং অরুণায়ৈ লং অসিতায়ৈ ক্ষং অনন্তায়ৈ নমঃ শক্ত-  
 শ্চেৎ প্রত্যেকমাবাহ্য পূজয়েৎ । ততঃ ওঁ তদ্বিক্ষোঃ পরমং  
 পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ । দিবীষ চক্ষুরাততম্ । ইতি বিষ্ণুং  
 স্মরেৎ । ততো নিরুত্তাদি ষোড়শকলাঃ পূর্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা-  
 দিকং কৃত্বা আবাহ্য পূজয়েৎ । তদ্যথা—অং নিরুত্তায়ৈ নমঃ  
 আং প্রতিষ্ঠায়ৈ ইং বিদ্যায়ৈ ঙং শান্ত্যৈ উং গন্ধিকায়ৈ ঊং  
 দীপিকায়ৈ ঋং রেচিকায়ৈ ৠং মোচিকায়ৈ ৡং পরায়ৈ ৢং  
 সূক্ষ্মায়ৈ এং সূক্ষ্মায়তায়ৈ ঐং জ্ঞানায়তায়ৈ ওং আপ্যায়িন্যৈ  
 ঔঁ ব্যাপিন্যৈ অং বোমরূপায়ৈ অঃ অনন্তায়ৈ নমঃ শক্তশ্চেৎ  
 প্রত্যেকমাবাহ্য পাদ্যাদিভিঃ পূজয়েৎ । ওঁ তদ্বিপ্রাসো  
 বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিক্ষতে বিষ্ণোর্বৎপরমং পদং  
 বিষ্ণোর্যোনিং প্রকল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু । আষিঞ্চতু  
 প্রজাপতি ধাতা গর্ভং দধাতু তে । গর্ভং ধেহি শিনীবানি  
 গর্ভং ধেহি সরস্বতি গর্ভন্তে অশ্বিনো দেবা বাধতাং  
 পুঙ্করপ্রজাবিতি জগ্দ্ভাবাহ্য পূজয়েৎ । ততঃ কলাত্মকং

---

করিবে এবং ষং পীতায়ৈ নমঃ ইত্যাদি ক্ষং অনন্তায়ৈ নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা  
 করিবে । শক্ত হইলে প্রত্যেক দেবতার পৃথক পৃথক আবাহনাদি করিয়া  
 পাদ্যাদি উপচারে পূজাস্তে ওঁ তদ্বিক্ষো ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে ।  
 তৎপরে নিরুত্তাদি ষোড়শ কলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন করিয়া অং  
 নিরুত্তায়ৈ নমঃ ইত্যাদি অঃ অনন্তায়ৈ নমঃ এই পর্য্যন্ত পূজা করিবে । শক্ত  
 হইলে প্রত্যেকে আবাহন করিয়া পাদ্যাদি উপচারে অর্চনা করিবে । পরে  
 ওঁ তদ্বিপ্রাসো ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া আবাহন করিয়া পূজা করিবে ।

তৎশঙ্খঃ কাথং কুন্তে নিষ্কিপেৎ । ততোহশ্বখ  
পনসচূতপল্লবৈরিন্দ্রবল্লীবেষ্টিতৈঃ কল্পবৃক্ষবৃক্ষ্য। কুন্তবক্ত্রং  
পিধায় তস্মিন্ কুন্তবক্ত্রে সফলাক্ষতং চষকং কল্পবৃক্ষফলবৃক্ষ্য।  
স্থাপয়েৎ । ততঃ কুন্তং নিশ্বলেণ ক্ষৌমযুগ্মেন সংবেষ্ট্য  
মূলেণ কুন্তে মূর্তিং নিরূপ্য যথোক্তরূপেণ দেবতাং ধ্যান্ধা  
তজ্রাবাহনং কৃৎস্না পূজয়েৎ । মূলমন্ত্র মুচ্চরন্ অমুক ইহাবহ  
ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধ্যাম্ ইত্যাবাহনাদিকং  
কৃৎস্না হুঁ ইত্যবগুণ্ঠ্য দেবতাস্তে ষড়ঙ্গশাসং কৃৎস্না রমিতি  
ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া পরমীকুর্য্যৎ । ততঃ  
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কৃৎস্না ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ । যথা—মূল-  
মুচ্চার্য্য ইদমাসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ অমুকদেব স্বাগতস্তে  
ইতি স্বাগতং । ততো মূলমুচ্চার্য্য এতৎ পাদ্যং অমুকদেব-  
তায়ৈ নমঃ ইতি পাদান্বজে । এতৎ শ্যামকদূর্ব্বাজক্রাশ্চা-

তৎপরে কলাস্বরূপ শঙ্খঃ কাথং কুন্তে নিষ্কিপ করিবে । এবং অশ্বখ, পনস  
ও আশ্রপল্লব ইন্দ্রবল্লীলতাদ্বারা বেষ্টন করিয়া কল্পবৃক্ষজ্ঞানে কুন্তের মুখ  
আচ্ছাদন করিয়া সেই কুন্তের মুখ ফল ও তণ্ডুলযুক্ত শঙ্খাব কল্পবৃক্ষের ফল  
জ্ঞানে কুন্তোপরি স্থাপন করিবে । তৎপরে নিশ্বল ক্ষৌমবস্ত্রদ্বারা মূলমন্ত্রে  
কুন্ত বেষ্টন করিয়া কুন্তে দেয়মন্ত্রের মূর্ত্তি কল্পনাপূৰ্ণক যথোক্তরূপে দেবতার  
ধ্যান করিয়া আবাহনান্তর পূজা করিবে । মূলমন্ত্র উচ্চারণপূৰ্ণক অমুক দেব  
ইহাগচ্ছ ইত্যাদি রূপে আবাহন ও হুঁ এই মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রায় অবগুণ্ঠন  
করিয়া দেবতার শরীরে ষড়ঙ্গশাস করিবে । তৎপরে রং এই মন্ত্রে ধেনু-  
মুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিবে । তৎপরে  
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে । প্রথমতঃ রজতাদি-  
নির্ম্মিত আসন লইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূৰ্ণক ইদমাসনং অমুকদেবতায়ৈ  
নমঃ এই বলিয়া নিবেদন করিবে । তৎপরে অমুক দেব স্বাগতস্তে, এই

ভিরীতম্ । অর্ঘ্যং স্বাহা ইতি গন্ধপুষ্পাক্তযবকুশাগ্রতিল-  
 সর্ষপদূর্ব্বাত্মকমর্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ । বৈষ্ণবে তু অর্ঘ্যাদি-  
 ক্রমেণৈব দেয়মিতি বদন্তি । জাতীলবঙ্গককৌলাত্মকমাচ-  
 মনীয়ং বদনে দদ্যাৎ । স্বধামস্ত্রেণ বদনে দদ্যাদাচমনীয়কং  
 ইত্যত্র সুধাপাঠং কুর্ব্বন্তঃ সুধাশব্দস্ত্যামৃতবাচকত্বাদমৃতশব্দস্ত  
 জলবাচকত্বাদিদমাচমনীয়ং বমিতি বদন্তি । তথাচ—মধুপর্কং  
 ততো দদ্যাৎজলমস্ত্রেণ দেশিকঃ ইতি বচনাৎ । ন চ মধুপর্ক-  
 মাত্রবিষয়মিদং সুধাত্মনা ততঃ কুর্য্যান্মধুপর্কং মুখান্মুজে ।  
 তেনৈব মনুনা কুর্যাদদ্বিরাচমনীয়কম্ ইতি বচনাৎ । তথা—  
 বাকুণেন চ মস্ত্রেণ দদ্যাদাচমনীয়কং । এতদ্বচনং শূদ্রবিষয়-  
 কমিতি কেচিৎ । বস্তুতস্তু ইচ্ছাবিকল্পঃ । মৈথিলাস্তু স্বধা-  
 পাঠং কুর্ব্বন্তি ন সুধেতি বকারস্ত্য ত্যাগাবোধকত্বাৎ । কিঞ্চ  
 ত্যাগার্থকস্বাহাশব্দেনাৰ্ঘ্যদানবিধানাৎ । তৎসমভিব্যাহতা-  
 চমনীয়দানে ত্যাগার্থবোধকত্বেন স্বধামস্ত্রো যুজ্যতে নতু  
 বমিতি । তথাচ—নমঃ স্বাহাস্বধাবষট্ বৌষড়িতি যথাক্রমাভি-

বলিয়া স্বাগত প্রশ্নানস্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এতৎ পাদ্যং অমুকদেবতারৈ  
 নমঃ এই মন্ত্রে দেবতার পাদপদ্মে পাদ্য প্রদান করিবে । 'পরে গন্ধ, পুষ্প,  
 তণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ ও দূর্ব্বাত্মক অর্ঘ্য মূলমন্ত্র উচ্চারণকরিয়া  
 অমুক দেবতারৈ স্বাহা, এই মন্ত্রে নিবেদনকরিয়া দেবতার মস্তকে দিবে ।  
 কেহ কেহ বলেন, বিষ্ণু পূজাতে অর্ঘ্যাদি ক্রমে অর্চনা করিবে । তৎপরে  
 জাতীফল, লবঙ্গ ও ককৌল মিশ্রিত জলদ্বারা স্বধামস্ত্রে দেবতার বদনে  
 আচমনীয় দিবে । স্বধামস্ত্রে দেবতার আচমনীয় দিবে, এই বচনে স্বধা  
 শব্দ স্থানে কোন কোন গ্রন্থকার সুধা পাঠ করেন । তাঁহারা এই রূপ  
 আখ্যা করিয়া থাকেন, সুধা শব্দে জল সূতরাং জল মন্ত্র অর্থাৎ বৎ এই  
 মন্ত্রে আচমনীয় দিবে । অতএব তাহাদের মতে আচমনীয় প্রদানে মূলমন্ত্র



ধানাং জলমন্ত্রে দেশিক ইতি বচনং প্রমাণশূন্যমিতি তাত্ত্বিক-  
কাঃ । তেনাচমনীয়ং স্বধেতি । তথা—স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ  
ত্রিবারং মুখপঙ্কজে । স্বধেতি মধুপর্কঞ্চ পুনরাচমনীয়কমিতি  
সোমশস্তুধৃতবচনাং । একে পুনর্জলমন্ত্রেণ দেশিকঃ বারুণেন  
চ বীজেন ইত্যত্র সহার্থে তৃতীয়াং বদন্তঃ ইদমাচনীয়ং বং  
অমুকদেবতায়ৈ স্বধেতি মন্ত্ৰান্তে । - ততো মধুপর্কঃ স্বধা ইতি  
মধুপর্কং দদ্যাৎ । আজ্যং দধিমধুমিশ্রং মধুপর্কং বিতুর্কবুধাঃ ।  
এবং পুনরাচমনীয়ং স্বধেতি । ততঃ স্নানীয়ং নিবেদয়ামি ততো

উচ্চারণ করিয়া ইদমাচনীয়ং অমুকদেবতায়ৈ বং এইরূপ বাক্য প্রয়োগ  
করিতে হইবে । জল মন্ত্রে মধুপর্ক প্রদান করিবে, এই বচনট উক্ত মন্ত্রের  
সাধক । জলমন্ত্রে মধুপর্ক প্রদান করিবে, এই বচনট কেবল মধুপর্ক স্থলে  
গ্রাহ্য, এই রূপ বলা যাইতে পাবে না, কারণ সুধা মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া  
দেবতার মুখে মধুপর্ক দিবে এবং এই মন্ত্রেই জলদ্বারা আচমনীয় প্রদান  
করিবে এই রূপ বচন অন্তান্ত ভক্তে লিখিত আছে । কেহ কেহ বলেন,  
সুধামন্ত্রে আচমনীয় দিবে, এই বচন শূদ্রের পক্ষে সাধারণের পক্ষে নহে ।  
বাস্তবিক ইচ্ছাবিকল্প অর্থাৎ আচমনীয়ে স্বধা ও বং এই উভয়ের মধ্যে  
যাহার যেকোন অধিকৃতি তিনি সেইরূপ বলিবেন । মৈথিলীয়েরা আচম-  
নীয়ে স্বধা পাঠ করেন, সুধা পাঠ করেন না । কারণ সুধাশব্দপ্রতি-  
পাদ্য বকারের ত্যাগবোধক নাই । ত্যাগার্থবোধক স্বাহা শব্দপ্রয়োগ  
বিধানহেতু তৎসহকৃত আচমনীয় দানেও ত্যাগার্থবোধক স্বাহা শব্দপ্রয়োগ  
করা যুক্তিসিদ্ধ । অতএব বং এই মন্ত্রে আচমনীয় প্রদান করা উচিত নহে ।  
তাত্ত্বিকেরা বলিয়া থাকেন যে, নমঃ স্বাহা, স্বধা, ববট্ ও বোবট্ এই সকল  
মন্ত্রের ক্রমত কখন হেতু জলমন্ত্রে আচমনীয় দিবে, এই বচন প্রমাণশূন্য ।  
অতএব আচমনীয়স্থলে স্বধা পাঠ করা কর্তব্য । স্বধা মন্ত্রে দেবীর মুখ-  
পঙ্কজে তিনবার আচমনীয় দিবে এবং স্বধা মন্ত্রে মধুপর্ক ও পুনরাচমনীয়  
প্রদান করিবে । এই সোমশস্তুধৃতবচনানুসারে স্বমামন্ত্রে আচমনীয় প্রদান

বস্ত্রযজ্ঞোপবীতানি দদ্যাৎ । ততঃ আভরণং নমঃ ঐষগন্ধো  
নমঃ স চ গন্ধশ্চ দনকপূরকালাগুরুভিরীরিতঃ । ততো মস্ত্র-  
পুটিতমাতৃকাবর্ণেন তত্তম্যাসস্থানানি পূজয়িত্বা এতানি পুষ্পাণি  
বৌষট্ । ততঃ আবরণপূজা সৰ্ব্বত্র দানে মূলমস্ত্রোচ্চারণং ।  
ততো গুগ্গুন্মগুরুশীরশর্করামধুচন্দনরত্নাকং ধূপং দদ্যাৎ ।  
তথাচ সারদায়াং—গুগ্গুন্মগুরুশীরশর্করামধুচন্দনৈঃ । ধূপ-  
য়েদাজ্যসংমিশ্রনৌটৈর্দেবম্বেদৈশিকঃ । বিশেষস্তু তত্রৈব—  
সিতাজ্যমধুসংমিশ্রং গুগ্গুন্মগুরুচন্দনং ষড়ঙ্গধূপমেতত্ত্ব সৰ্ব-  
দেবপ্রিয়ং সদা । রোগরগহররোগদকেশাঃ সুরগুরু-

সৰ্ব্ববাদিসম্মত । কোম কোম গ্রহকার বলেন, জলমস্ত্রে আচমনীয় প্রদান  
করিবে, ইত্যাদি বচনের জলমস্ত্রের সহিত এইরূপ অর্থ । তাঁহাদের মতে  
ইদমাচমনীয়ং বং অমুক দেবতায়ৈ স্বাহা, এইরূপে বং ও স্বাহা এই উভয়  
মস্ত্রে আচমনীয় প্রদান করা কর্তব্য । আচমনীয়ের পর স্বধা এই মস্ত্রে  
মধুপর্ক প্রদান করিবে । ঘৃত, দধি ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত  
করিলে তাহাকে পণ্ডিতগণ মধুপর্ক বলিয়া থাকেন । তৎপরে স্বধা এই মস্ত্রে  
পুনরাচমনীয় ও নিবেদয়ামি এই মস্ত্রে স্নানীয় প্রদান করিয়া বস্ত্রযজ্ঞোপ-  
বীতাদি নিবেদন করিবে । তদনন্তর নমঃ এই মস্ত্রে আভরণ ও গন্ধ দিবে ।  
গন্ধদ্রব্য স্বধা—চন্দন, কপূর ও কালাগুরু এই সকল গন্ধদ্রব্য কথিত আছে ।  
তৎপরে মূলমন্ত্রদ্বারা পুটিত মাতৃকামস্ত্রে মাতৃকাক্রান্তের তত্ত্বস্থানে পূজা  
করিয়া এতানি পুষ্পাণি অমুকদেবতায়ৈ বৌষট্, এই বলিয়া পুষ্প প্রদান  
করিবে । তদনন্তর আবরণপূজা করিবে । সৰ্ব্বদ্রব্যদানে মূলমন্ত্র উচ্চারণ  
করা কর্তব্য । তৎপরে গুগ্গুন্ম, অগুরু, বেণার মূল, শর্করা, মধু, চন্দন  
ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপপ্রদান করিবে । সারদাতন্ত্রে  
লিখিত আছে যে, উক্ত সকল দ্রব্যদ্বারা দেবতার নিম্নপ্রদেশে ধূপ দিতে  
হইবে । শর্করা, ঘৃত, মধু, গুগ্গুন্ম অগুরু ও চন্দন এই সকল দ্রব্যকে

জতুলধূপত্রবিশেষাঃ । বক্রবিবর্জিতবারিজমুদ্রা ধূপবর্তিরিহ  
 স্থা-রি ভদ্রা । অম্বার্থঃ কুড়-হরীতকী-গুড়-জটামাংসী-দেবদারু-  
 জতু-অগুরু-তেজপত্র-সরল-নখী-মুখাঃ । তথা—গুগ্গুলুং সরলং  
 দারু পত্রং মলয়সম্ভবং । হ্রীবেরমগুরুং কুষ্ঠং গুড়ং সর্জ্জরসং  
 ঘনং । হরীতকীং নখীং লাক্ষাং জটামাংসীঞ্চ শৈলজং ।  
 ষোড়শাঙ্গং বিদুধূপং দৈবে পৈত্রৈচ কৰ্ম্মণি । মধু মুস্তং  
 ঘৃতং গন্ধো গুগ্গুগুলুগুরু শৈলজং । সরলং শিহ্ল  
 সিক্কার্থং দশাঙ্গো ধূপ উচ্যতে । ততঃ কপূরগভিগ্যা  
 বর্তিকয়া দীপং দদ্যাৎ । তথাচ—বভ্র্যা কপূরগভিগ্যা  
 সর্পিষা তিলজেন বা । আরোপ্য দর্শয়েদীপানুচ্চৈঃ সৌরভ-  
 শালিনঃ । ইতি শারদাস্থতং । বিশেষস্তু—তত্র তত্র জলং  
 দদ্যাদুপচারান্তরান্তরে । মধুপর্কে চ বস্ত্রে চ দদ্যাদাচমনীয়কং ।  
 ততো নৈবেদ্যানি দদ্যাৎ । গন্ধাদিদানে বিশেষস্তু তত্ত্রান্তরে—

বড়ধূপ বলে, এই ধূপ সর্বদেবপ্রিয় । কুড়, হরীতকী, গুড়, জটামাংসী,  
 দেবদারু, লাক্ষা, অগুরু, তেজপত্র, সরলকাষ্ঠ, নখী ও মুখা এই সকল দ্রব্য  
 দ্বারা বর্তি প্রস্তুত করিয়া ধূপ প্রদান করিবে । গুগ্গুলু, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু,  
 তেজপত্র, চন্দন, বালা, অগুরু, কুড়, গুড়, ধূনা, মুখা, হরীতকী, নখী, লাক্ষা,  
 জটামাংসী ও শৈলজ, এই ষোড়শাঙ্গ ধূপ দৈব ও পৈত্রিকর্মে প্রশস্ত । মধু,  
 মুখা, ঘৃত, চন্দন, গুগ্গুলু, অগুরু, শৈলজ, সরলকাষ্ঠ, শিলারস ও শ্বেতসর্ষপ,  
 এই সকল দ্রব্যকে দশাঙ্গ ধূপ বলে । তৎপরে কপূরমিশ্রিত বর্তিকা দ্বারা  
 দীপপ্রদান করিবে । শারদাস্থতধ্বংসবচনে জানা যায় যে, কপূরমিশ্রিত বর্তিকে  
 ঘৃত কিংবা তিলতৈলের সহিত প্রজলিতকরিয়া উচ্চপদে দীপ দিবে ।  
 ইহাতে বিশেষ এই—উপচাবের মধ্যে মধ্যে জল প্রদান করিবে । মধুপর্ক  
 ও বস্ত্র প্রদানের পর আচমনীয় দিতে হইবে । তৎপরে নৈবেদ্য নিবেদন  
 করিবে । গন্ধাদি দানের বিশেষ নিয়ম যাহা তত্ত্রান্তরে লিখিত আছে, তাহা



মধ্যমানামিকাস্থৈ রঙ্গুল্যাগ্রেণ পার্শ্বতি । দদ্যাচ্চ বিমলং  
 গন্ধং মূলমস্ত্রেণ সাধকঃ । অঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাস্তু চক্রে পুষ্পং  
 নিবেদয়েৎ । যথা গন্ধং তথা দেবি ধূপং দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ । মধ্য-  
 মানামিকাভ্যাস্তু মধ্যপর্শ্বনি দেশিকঃ । অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি  
 ধূপং ধূপং নিবেদয়েৎ । উত্তোলনং ত্রিধা কৃৎবা গায়ত্র্যা মূল-  
 যোগতঃ । তত্কাথ্যমুদ্রয়া দেবি নৈবেদ্যস্তু নিবেদয়েৎ ।  
 মূলেনাচমনং দদ্যাৎ তাম্বূলং তত্শমুদ্রয়া । ধূপভাজনমস্ত্রেণ  
 প্রোক্ষ্যাভ্যর্চ্য হৃদানুনা । অস্ত্রেণ পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্  
 গুগ্গুলুং দহেৎ । ততঃ সমর্পয়েদ্ধূপং ঘণ্টাবাদ্যজয়স্বনৈঃ ।  
 তথা—জয়ধ্বনি তথা মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীৰ্য্যতে । অভর্চ্য  
 বাদয়েদঘণ্টাং সুধূপৈ ধূপয়েত্ততঃ । তস্ত্রে—ন ভূমৌ বিত-  
 রেদ্ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা । তথাচ গৌতমীয়ে—উভার্য্য

কথিত হইতেছে । সাধক মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলিত্রয়ের  
 অগ্রভাগ দ্বারা মূলমস্ত্রে বিমলগন্ধ প্রদান করিবে । এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী  
 অঙ্গুলিদ্বারা পুষ্প দিবে । যেকণ মুদ্রাতে ধূপ দিতে হইবে, তাহা এই—মধ্যমা  
 ও অনামিকাস্থির মধ্যপর্শ্ব ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা ধূপ ধারণ করিয়া  
 তিনবার উত্তোলন করত গায়ত্রী ও মূলমস্ত্রে ধূপ নিবেদন করিবে । তত্শমুদ্রা-  
 দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয় । মূলমস্ত্রে আচমনীয় প্রদান করিয়া  
 তত্শমুদ্রাদ্বারা তাম্বূল নিবেদন করিবে । ধূপ প্রদানের বিশেষ নিয়ম এই—  
 ফট্ এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে । তৎপরে ফট্ এই মন্ত্রে ঘণ্টার পূজা করিয়া  
 ঘণ্টাবাদন করতঃ গুগ্গুলু দহ করিবে । তৎপরে ঘণ্টাবাদ্য ও জয়শব্দ-  
 পূর্বক ধূপ সমর্পণ করিবে । অথবা ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা, এই  
 মন্ত্রদ্বারা ঘণ্টার পূজাকরিয়া ঘণ্টাবাদ্যকরতঃ উক্তম ধূপদ্বারা দেবতাকে ধূপিত  
 করিবে । তস্ত্রে লিখিত আছে যে, মৃত্তিকাতে কি আসনে বা ঘটে রাখিয়া  
 ধূপ প্রদান করিবে না । গৌতমীরতস্ত্রে লিখিত আছে যে, দেবতার দৃষ্টি-

দৃষ্টিপর্যন্তং ঘণ্টাং বামদিশি স্থিতাং । বাদয়ন্ বামহস্তেন দক্ষ-  
হস্তেন চার্পয়েৎ । এবং দীপদানেপি ঘণ্টাবাদনং । জামলে—  
নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণং । দীপং  
দক্ষিণতো দদ্যাৎ পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ । বামতন্তু তথা  
ধূপমগ্রে বা নতু দক্ষিণে । নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা  
ন পৃষ্ঠতঃ । বামদক্ষিণভাগস্তু দেবতায়। এব ন তু সাধকস্ত ।  
ধূপদীপৌ স্তোভোজ্যঞ্চ দেবতাগ্রে নিবেদয়েৎ ইতি দর্শনাৎ ।  
স্বতযুক্তং দক্ষিণে তৈলযুক্তং বামে । এবং সিতাবর্তিশ্চে-  
দক্ষিণে রক্তা চেষ্টামে । সম্মুখে তু ন নিয়মঃ । পক্ষঞ্চ  
দেবতাবামে আমান্নকৈব দক্ষিণে । তথাচ—পুরশ্চরণ-  
চন্দ্রিকায়াং দক্ষিণন্তু পরিত্যজ্য বামে চৈব নিধাপয়েৎ ।  
অভোজ্যং তদ্রুবেদনং পানীয়ঞ্চ সুরোপমং । ইতি সাম্প্র-  
দায়িকাঃ । তথাচ জামলে—দীপং স্বতযুক্তং দক্ষে তৈলযুক্তঞ্চ  
বামতঃ । দক্ষিণে চ সিতাবর্তিং বামতো রক্তবর্তিকং । পক্ষা-

পর্যন্ত ধূপ উত্তোলনকরিয়া বামভাগস্থিত ঘণ্টা বামহস্তে বাদ্য করতঃ দক্ষিণ  
হস্তে ধূপ সমর্পণ করিবে । দীপদানেও এইরূপে ঘণ্টাবাদন করিতে হইবে ।  
জামলে লিখিত আছে যে, গন্ধ, পুষ্প ধূপ ও ভূষণ এই সকল দ্রব্য অগ্রভাগে  
রাখিয়া নিবেদন করিবে । দীপ দক্ষিণভাগে বা অগ্রভাগে রাখিয়া নিবেদন  
করিবে, পৃষ্ঠদেশে রাখিবে না । ধূপ বামভাগে বা অগ্রভাগে রাখিয়া নিবেদন  
করিবে, দক্ষিণভাগে রাখিবে না । নৈবেদ্য দক্ষিণে কি বামে অথবা সম্মুখে  
স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে, কদাচ পৃষ্ঠদেশে রাখিয়া নিবেদন করিবে না ।  
এইস্থলে দেবতার বাম, দক্ষিণ ও পৃষ্ঠভাগ জানিবে । সাধকের বাম ও দক্ষিণ  
নহে । দীপদানের বিশেষ নিয়ম এই—স্বতপ্রদীপ দক্ষিণভাগে, তৈলপ্রদীপ  
বামভাগে এবং প্রদীপের শুক্লবর্ণ বর্তি হইলে দক্ষিণভাগে ও রক্তবর্ণ বর্তি হইলে

পদ্ধতিধানেন নৈবেদ্যোপস্থিতি তৎ স্থিতিঃ । পুরতো নিয়মো  
 নাস্তি দীপনৈবেদ্যয়োঃ কচিৎ । ততো বন্দনং ততোহষ্টোত্তর-  
 সহস্রং শতং বা সংজপ্য গুহ্যতীত্যাदिना जपं समर्पयेत् ।  
 ততো মন্ত্রস্ত দশসংস্কারান্ কৃত্বা পূর্বোক্তেন প্রকারেণ গুরুঃ  
 শিষ্যমানীয় বৌমডিতিমন্ত্রেণ শিষ্যনেত্রং বস্ত্রেনাচ্ছাদ্য শিষ্যা-  
 ঙ্গলিঃ পুষ্পৈঃ পূরয়িত্বা গুরুঃ স্বয়মেব মন্ত্রমুচ্চরন্ কলসে  
 দেবতাপ্রীত্যে ক্ষেপয়েৎ । ততো নেত্রবন্ধনং দূরীকৃত্য দৰ্ভা-  
 স্তরে আসীনং স্বকৃতপূজাক্রমাদৃতশুদ্ধাদিকং বিধায় তত-  
 শ্চান্নোক্তাশান্ শিষ্যদেহে কুর্যাৎ । কুন্তস্থঃ দেবতাং পুনঃ  
 পক্ষোপচারৈঃ সম্পূজ্য অলঙ্কৃতং শিষ্যমগ্নিস্মিন্নুপবেশয়েৎ ।

বামভাগে রাখিয়া নিবেদন করিবে, সম্মুখে কোন নিয়ম নাই, অর্থাৎ সর্ব-  
 প্রকার প্রদীপই সম্মুখে নিবেদন করিতে পারে । পক্ষার দেবতার বামে এবং  
 আশ্রয় দেবতার দক্ষিণে স্থাপন করিয়া নিবেদন করিবে । পুরাচরণচন্দ্রিকার  
 লিখিত আছে যে, দক্ষিণভাগ পরিত্যাগ করিয়া যদি বামভাগে অগ্নাদি  
 সংস্থাপন করে, তাহা হইলে অন্ন অভোজ্য ও পানীয় মদিরা তুল্য হয় ।  
 তৎপরে জুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া মূলমন্ত্র অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তর  
 শতবার জপ করিবে এবং গুহ্যতি ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে ।  
 তৎপরে দেয়মন্ত্রের দশসংস্কার করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে গুরু শিষ্যকে  
 সম্মুখে আনিবে । বৌমট্ট এই মন্ত্রে শিষ্যের নেত্রবন্ধ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন  
 করিয়া পুষ্পদ্বারা শিষ্যের অঙ্গলি পূরণ করিবে । তৎপরে গুরু মন্ত্র  
 উচ্চারণ করিবে এবং শিষ্য সেই পুষ্পাঙ্গলি দেবতার প্রীতি হেতু কলস  
 মধ্যে ক্ষেপণ করিবে । তৎপরে শিষ্যের নেত্রবন্ধন দূর করিয়া ও দৰ্ভা-  
 সনে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া ভূতত্বকি পূর্বক শিষ্যদেহে তত্ত্বান্নোক্ত  
 জ্ঞান করিবে । তদনন্তর কুন্তস্থ দেবতাকে পক্ষোপচারে পূজা করিয়া  
 অলঙ্কৃত শিষ্যকে অস্ত্রস্থানে উপবেশন করাইয়া রাখিবে । তৎপরে



ততো মঙ্গলাচারপূর্বকং কুন্তং সমুজ্জ্বল্য তন্মুখস্থান্ সুরঙ্গম-  
রূপান পল্লবান্ শিষ্যস্ত শিরসি নিধায় মাতৃকাং মনসা জপন্  
মূলেন সাধিতৈস্তোত্রৈর্বশিষ্ঠসংহিতোক্তাভিষেকমন্ত্রে স্তমভি-  
ষিক্তেৎ । শিষ্যঃ অবশিষ্টজলেনাচম্য বাসসী পরিধায় গুরোঃ  
সন্নিধাবুপবেশেৎ । ততস্তামেব দেবতাং শিষ্যসংক্রান্তাং  
তয়োরৈক্যং সম্ভাবয়ন্ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ তত ওঁ সহস্রার  
ছঁ ফড়িতি শিষ্যশিখাং বদ্ধা সংরক্ষ্য শিষ্যশরীরে কলান্ধ্যাসং  
কুর্যাৎ । তদ্যথা—কুশপত্রয়েণ পাদতলাজ্জানুপর্য্যন্তং ওঁ  
নিবৃত্ত্য নমঃ জানুনোনাভিপৰ্য্যন্তং ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।  
নাভেরাকণ্ঠং ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ । কণ্ঠাদাললাটং ওঁ শান্ত্যৈ  
নমঃ । ললাটাদ্রুম্ভরক্ষ্যন্তং ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ । পুন-  
র্ব্রুম্ভরক্ষ্যাদাললাটং ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈঃ নমঃ । ললাটাদাকণ্ঠং  
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ । কণ্ঠান্নাভিপৰ্য্যন্তং ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ।

মঙ্গলাচরণ পূর্বক কলস উজ্জ্বল করিয়া তন্মুখস্থ কল্পবৃক্ষরূপ পল্লবসকল  
শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া মাতৃকাযন্ত্র মনে মনে স্মরণ করত মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত  
কলদ্বারা বশিষ্ঠসংহিতোক্ত অভিষেকমন্ত্রে শিষ্যকে অভিষেচন করিবে । শিষ্য  
অবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিয়া বস্ত্রযুগল পরিধান পূর্বক গুরুর সন্নিধানে  
উপবেশন করিবে । তৎপরে সেই দেবতাকে শিষ্যসংক্রামিত করিয়া তাহা-  
দের ঐক্যজ্ঞানে গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিবে । এবং “ওঁ সহস্রার ছঁ ফট্”  
এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন ও শিষ্যশরীরে কলান্ধ্যাস করিবে । তিনটি  
কুশপত্রদ্বারা এই জ্ঞাস করিতে হইবে । পাদতল হইতে জানুপর্য্যন্ত  
ওঁ নিবৃত্ত্য নমঃ জানু হইতে নাভিপৰ্য্যন্ত ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ,  
নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত  
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ললাট হইতে ব্রুম্ভরক্ষ্য পর্য্যন্ত ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ  
নমঃ, এইরূপ জ্ঞাস করিয়া পুনর্বার ব্রুম্ভরক্ষ্য হইতে ললাট পর্য্যন্ত ওঁ

নাভেজানুপৰ্য্যন্তং ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ । জানুনোঃ পাদপৰ্য্যন্তং  
 ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ । ততঃ শিষ্যস্ত শিরসি হস্তং দত্ত্বা দেয়-  
 মন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা । অমুকমন্ত্রং তেহং দদামীতি শিষ্য-  
 হস্তে জলং দদ্যাৎ । ততো দদস্বেতি শিষ্যো ক্রয়াৎ । তথাচ  
 বাশিষ্টে—ততস্তংশিরসি স্বহস্তং দত্ত্বা শতং জপেৎ । অষ্টো-  
 ত্তরং ততো মন্ত্রং দদ্যাদমুকপূৰ্ব্বকং । আবয়োস্থল্যফলদো  
 ভবদ্বৈবগুদীরযেৎ । ততঃ ঋষ্যাদিসংযুক্তং মন্ত্রং গুরুদক্ষিণ-  
 কর্ণে ত্রিঃ শ্রাবয়িত্বা বামকর্ণে সৰুৎ শ্রাবয়েৎ । তথাচ গোত-  
 রীযে—ন্যাসজালং তস্য দেহে গুরুঃ সংন্যস্ত যত্নতঃ । দক্ষকর্ণে  
 বদেন্মন্ত্রং ত্রিবারং পূৰ্ণমানসঃ । দক্ষে ইতি দ্বিজাতিবিষয়ং ।  
 তথাচ তন্ম্বে—দক্ষকর্ণে ত্রিশোবিদ্যাং একোচ্চায়েণ চোচ্চ-  
 রেৎ । এবং বিধির্বিজাতীনাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ । রুদ্র-  
 জামলে—গুরুস্ত প্রাঙ্গুখোভূত্বা শিষ্যঃ প্রাচীমুখস্থিতঃ ।  
 ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামে চৈব তথা সৰুৎ । বিপরীতং

শাস্ত্রাতীক্তায়ৈ নমঃ, ললাট হইতে কণ্ঠপৰ্য্যন্ত ওঁ শাস্ত্রায়ৈ নমঃ, কণ্ঠ হইতে  
 নাভি পৰ্য্যন্ত ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ, নাভি হইতে জানুপৰ্য্যন্ত ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ  
 নমঃ, জানু হইতে পাদতলপৰ্য্যন্ত ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, তৎপরে শিষ্যের মস্তকে  
 হস্ত দিয়া দেয়মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া অমুকমন্ত্রং তেহং দদামি  
 এই বলিয়া শিষ্যহস্তে জল দিবে, শিষ্য দদস্ব এই বাক্য বলিবে । তৎপরে  
 গুরু ঋষ্যাদিসংযুক্তমন্ত্র দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবার শ্রবণ  
 কবাইবেন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের দক্ষিণকর্ণে তিনবার ও  
 বামকর্ণে একবার, স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বামকর্ণে তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে এক-  
 বার মন্ত্র বলিবে । রুদ্রজামলে লিখিত আছে যে, গুরু পূৰ্ব্বমুখ হইয়া  
 পশ্চিমাভিমুখ শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবার মন্ত্র  
 বলিবেন । স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে ইহাব বিপরীত অর্থাৎ বামকর্ণে তিনবার

ততো জ্যেয়ং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ । ততো গুরুচরণে পতিত  
 এব তিষ্ঠেৎ । ত্বংপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোহস্মি সর্বতঃ ।  
 মায়াযত্নমহাপাশাদ্বিমুক্তোহস্মি শিবোহস্মি চ । ইতি বদেৎ ।  
 ততো গুরুঃ । উত্তিষ্ঠ বৎস যুক্তোহসি সম্যগাচারবান্ ভব ।  
 কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তু তে । ইতি উথা-  
 পয়েৎ । \* বিশ্বসাবে—দক্ষকর্ণে বদেন্মন্ত্রং ঋষ্যাদিকসমম্বিতং ।  
 তথা তস্মিন্ ক্ষণে দেবি জপেন্মন্ত্রং শতাক্ষকং । সারদায়াং—  
 গুরোল্লেকাং পরাং বিদ্যামষ্টকৃত্ত্বো জপেৎ সুধীঃ । গুরুমন্ত্র-  
 দেবতানামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া । এতদ্বচনং তত্তদ্বাবনাপর-  
 জপবিষয়ং । গুরুঃ স্বশক্তিরক্ষার্থং সহস্রং শতং বা জপেৎ ।  
 তদ্রাত্তরে—শতং জপেত্তদগ্রে তু নিকটে ত্রিদিনং বসেৎ ।  
 নোচেৎ সঞ্চারিণীশক্তিগুরুমেতি ন সংশয়ঃ । বিশ্বসারে—  
 অষ্টাধিকসহস্রং বা শতং বাপি বিধানতঃ । স্বশক্তিরক্ষণার্থায়  
 গুরুমন্ত্রং শতং জপেৎ । জামলে—দত্বা মন্ত্রং জপেদ্দেবি  
 শতমষ্টোত্তরং ততঃ । ততঃ শিষ্যঃ কুশতিলজলান্যাদায়  
 ও মদ্য কৃতৈতদ্যুকদেবতায়। অমুকমন্ত্রগ্রহণপ্রতিষ্ঠার্থং  
 দক্ষিণামিদং সুবর্ণং কাঞ্চনং বা বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায়া-  
 দক্ষিণকর্ণে একবার । তৎপরে শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া ওঁ ত্বংপ্রসা-  
 দাদহং দেব ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে । গুরু ওঁ উত্তিষ্ঠ বৎস যুক্তোহসি এক  
 মন্ত্র পাঠ করিয়া শিষ্যকে উত্থাপিত করিবেন । এই বিষয়ে বিশ্বসারতন্ত্রের  
 লিখিত বচন মূলে উদ্ধৃত আছে সারদাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, গুরু  
 হইতে পবন বিদ্যা লাভ করিয়া গুরু, মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য জানে  
 অষ্টবার জপ করিতে হইবে । গুরু স্বীয়শক্তি রক্ষার্থ ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপ  
 করিবেন, তদ্রাত্তরে লিখিত আছে যে, শিষ্য গুরুব সম্মুখে একশত বার,  
 মন্ত্র জপ করিয়া তিনদিবস গুরুর নিকট বাস করিবে । তৎপরে শিষ্য কুশ,



মুকদেবশৰ্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সংপ্রদদে । শরীরমর্থং প্রাণাং  
 স্চ সৰ্ব্বং তস্মৈ নিবেদয়েৎ । ততঃ প্রভৃতি কুব্বীত গুরোঃ  
 প্রিয়মনস্বীঃ । যদ্যদিচ্ছতমং লোকে গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ।  
 স্বতন্ত্রতন্ত্ৰে—দক্ষিণানিয়মো যথা—গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ  
 প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে । সৰ্ব্বস্বম্ভা তদৰ্দ্ধং বা তদৰ্দ্ধং বা  
 তদাঙ্কয়া । নোচেৎ সঞ্চারিণী শক্তিঃ কথমস্মা ভবিষ্যতি ।  
 কুলামৃতে—বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ।  
 বিত্তশাঠ্যং নিহন্ত্যাশু পুত্রানায়ুৰ্যশোধনং । গুরুদেবং  
 বঞ্চয়িত্বা যঃ কুর্য্যাক্ষনসঞ্চয়ং । তেন তদুজ্যতে নৈব  
 হ্রীয়তে রাজতকরৈঃ । আসনং গুরবে দদ্যাদ্রক্তকম্বলমেব  
 চ । হারাদ্যাভরণংদদ্যাদ্গাশ্চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীঃ । ভূমিঃ  
 \* রত্নিকরীং দদ্যাৎ পুত্রপৌত্রানুগামিনীং । তথা—গুরবে  
 দক্ষিণান্দদ্যাৎ স্বর্ণং বস্ত্রসমম্বিতং । গুরুসন্তোষমাত্রেণ দুষ্ক-

তিল ও জল গ্রহণ করিয়া শুবর্ণ কিম্বা কাঞ্চন বিধিবোধিত বাক্যে উৎসর্গ  
 করিয়া গুরুকে দান করিবে । এবং শরীর, অর্থ ও প্রাণ গুরুকে নিবেদন  
 করিতে হইবে । সেই দিন হইতে অনন্তমনে গুরুর প্রিয়কার্য্য করিবে ।  
 সংসারে যে যে বস্তু প্রিয়তম, তৎসমুদায় দ্রব্য গুরুকে প্রদান করা কর্তব্য ।  
 স্বতন্ত্রতন্ত্ৰে লিখিত আছে যে, গুরুর আজ্ঞাক্রমে সৰ্ব্বস্ব কিম্বা তদৰ্দ্ধ গুরুকে  
 দক্ষিণা দিবে । কুলামৃতে লিখিত আছে যে, স্বীয়বিত্তের শঠতা পরিত্যাগকরিয়া  
 গুরুর সৰ্ব্বকার্য্য সাধন করিবে । বিত্তের শঠতা করিয়া কার্য্য করিলে পুত্র,  
 আয়ু, যশ ও ধন এই সমুদায় নষ্ট হয় । যে ব্যক্তি গুরুদেবকে বঞ্চনা করিয়া  
 যে কিছু ধনসঞ্চয় করে, সেই ধন তাহার ভোগ হয় না, রাজা ও তদ্বরগণ  
 তাহা হরণ করিয়া লয় । গুরুকে আসনार्থ রক্তকম্বল, আহারসামগ্রী, আভরণ,  
 হৃদযতীগাঠী ও পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পারে, এইরূপ ভূমি  
 প্রদান করিবে । স্বর্ণ ও বস্ত্রযুক্ত দক্ষিণা গুরুকে দিবে । গুরুর সন্তোষ

মন্ত্রোহপি সিদ্ধ্যতি । অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধভিচারায়  
কল্পতে । দীক্ষাগ্রহণসামগ্রীং গুরুবেহেথ নিবেদয়েৎ । অন্যান্শ্চ  
ব্রাহ্মণাংস্তত্র যত্নতঃ পরিতোষয়েৎ । ততো মিষ্টান্নপানাদিনা  
ব্রাহ্মণান্ পরিতোষ্য স্বয়ং ভুঞ্জীত । তথাচ নিবন্ধে—ব্রাহ্মণান্  
ভোজয়েৎ পশ্চাবিধিবদীক্ষিতো নরঃ । বিপ্রৈভ্যো দক্ষিণাং  
দদ্যাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ । দীক্ষাদিবসে গুরুশিষ্যয়োৰু-  
পবাসনিষেধমাহ যোগিনীতন্ত্রে—মন্ত্রং দত্ত্বা গুরুশৈচবমুপবাসং  
যদাচরেৎ । মহাক্ষকারে নরকে ক্রিমিৰ্ভবতি নান্যথা । দীক্ষাং  
কৃত্বা যদা মন্ত্রী উপবাসং সমাচরেৎ । তস্মৈ দেবঃ সদা রুষ্টঃ  
শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরং । যদ্যত্র হোমঃ ক্রিয়তে তদা তদ্বি-  
ধানং বক্ষ্যামঃ । ইতি কলাবতীদীক্ষাপ্রয়োগঃ ॥

অথ পঞ্চায়তনী দীক্ষা । জামলে—ভবানীন্তু যদা মধ্য  
ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ । আগ্নেয়াং পার্বতীনাথং নৈঋত্যাং

হইলে ছষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হয় । গুরুর সন্তোষপ্রতিবেকে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না ।  
দীক্ষাগ্রহণের উপকরণসামগ্রী সকল গুরুদেবকে নিবেদন করিবে । তৎপরে  
যত্নপূর্বক মিষ্টান্নপানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া  
স্বয়ং ভোজন করিবে । দীক্ষাদিবসে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উপবাস  
নিষিদ্ধ, এই বিষয়ে যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যদি গুরু মন্ত্রপ্রদান  
করিয়া সেই দিবসে উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে মহাক্ষকারনরকে  
ক্রিমি হইয়া বাস করিবেন । এবং শিষ্য দীক্ষিত হইয়া উপবাস করিলে  
তাহার প্রতি দেবতা রুষ্ট হইয়া শাপ দিয়া গমন করেন । হোমনিধান পরে  
কথিত হইবে, হোমের অস্তিত্রায় হইলে সেই বিধি দৃষ্টে হোম করিবে ।

জামলে লিখিত আছে যে, পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে মধ্যস্থলে শক্তিদেবতার  
যন্ত্র নির্মাণ করিয়া তাহাতে ভবানীর পূজা করিবে, ঐ যন্ত্রের চতুর্পাশ্বে  
মহাদেব, গণেশ, বিষ্ণু ও সূর্য্য এই সকল দেবতার যন্ত্র নির্মাণ করিয়া তাহাতে

গণনায়কং । বায়ব্যাং তপনকৈব পূজাক্রম উদাহৃতঃ । যদা  
তু মধ্যে গোবিন্দমৈশান্য্যং শঙ্করং যজেৎ । আগ্নেয়াং গণনাথক  
নৈঋত্যাং তপনস্তথা । বায়ব্যামশ্বিকাকৈব ভোগমোকৈক-  
ভূমিকাং । শঙ্করক যদা মধ্যে ঐশান্য্যমচ্যুতং যজেৎ । আগ্নেয়াং  
তপনকৈব নৈঋত্যাং গণনায়কং । বায়ব্যাং পার্শ্বতীকৈব  
স্বর্গমোকপ্রদায়িনীং । আদিত্যক যদা মধ্যে ঐশান্য্যং শঙ্করং  
যজেৎ । আগ্নেয়াং গণনাথক নৈঋত্যাং কেশবং যজেৎ ।  
আগ্নেয়ামীশ্বরকৈব নৈঋত্যাং তপনস্তথা । বায়ব্যাং পার্শ্বতী-  
কৈব পূজয়েমোকসাধনীং । স্বস্থানবর্জিতা দেবা দুঃখশোক-  
ভয়প্রদাঃ । তথাচ—গণেশবিমর্ষিণ্যাং—শস্ত্রো মধ্যগতে হরীন-  
হরভূদেব্যো হরৌ শঙ্করেভাশ্চেনাগস্ততা রবৌ হরগণেশা-  
জাম্বিকাঃ স্থাপিতাঃ । দেব্যাং বিষ্ণুহরৈকদন্তুরবয়ো লম্বোদরে-

ঐ চারি দেবতার পূজা করিবে । ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে মহাদেব,  
নৈঋতকোণে গণেশ ও বায়ুকোণে সূর্য্য, এই সকল দেবতার ক্রমে পূজা  
করিতে হইবে । অপর মধ্যস্থলে বিষ্ণু, ঈশানকোণে মহাদেব, অগ্নিকোণে  
গণেশ, নৈঋতকোণে সূর্য্য ও বায়ুকোণে পার্শ্বতী । অপর মধ্যস্থলে মহাদেব,  
ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋতকোণে গণেশ, বায়ুকোণে  
পার্শ্বতী এবং মধ্যে সূর্য্য, ঈশানকোণে মহাদেব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋত-  
কোণে বিষ্ণু, বায়ুকোণে পার্শ্বতী । অপর মধ্যে গণেশ, ঈশানকোণে বিষ্ণু,  
অগ্নিকোণে মহাদেব, নৈঋতকোণে সূর্য্য, বায়ুকোণে পার্শ্বতী, এইরূপে পূজা  
করিলে মোক্ষ সাধন হয় । ইহার ব্যতিক্রমে পূজা করিলে দেবতাগণ  
দুঃখ, শোক ও ভয় প্রদান করেন । গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রে লিখিত আছে যে,  
মধ্যস্থলে মহাদেব এবং ঈশানাদি চতুষ্কোণে বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, ও পার্শ্বতীর  
পূজা করিবে । অপর মধ্যস্থলে বিষ্ণু এবং ঈশানাদি চতুষ্কোণে মহাদেব  
গণেশ, সূর্য্য ও পার্শ্বতীর পূজা করিবে । অপর মধ্যস্থলে সূর্য্য এবং ঈশানাদি



ইজেশ্বরে নারীয়াঃ শঙ্করভাগতোহতিসুখদা ব্যস্তান্ত তে হানিদাঃ ।  
 রামার্চনচন্দ্রিকায়াং গোতমীয়ে চ—যদা তু মধ্য গোবিন্দ-  
 আয়েয্যাং গণনায়কং । নৈঋত্যাং হংসমভ্যর্চ্য বায়ব্যামার্চয়ে-  
 চ্ছিবাং । ঐশাখ্যাং শঙ্করকৈব ভোগমোক্ষকলাপ্তয়ে । ইতি  
 যদঙ্গে দেবতায়াঃ পূজনে আয়েয্যাদৌ গণেশাদিপূজনমুক্তং  
 তদ্রামগোপালবিষয়মিতি কেচিৎ । বস্তুতো বৈকল্পিকমিতি  
 সাম্প্রদায়িকাঃ । এতেষাং পূজনস্ত গোতমীয়ে—গন্ধাদিভি-  
 র্যথাভ্যর্চ্য ষড়ঙ্গার্চনমাচরেৎ । বিংশকৃত্বো জপেমন্ত্রং নমস্কৃত্য  
 সমাপয়েৎ । অঙ্গদেবতাপূজাকালস্ত পীঠদেবতাপূজানন্তরং ।  
 তথা চ সনৎকুমারতন্ত্রে—পীঠস্থার্চনমঙ্গদেবযজনং প্রাণ-  
 প্রতিষ্ঠা ততঃ । আহ্বানং নিজমুদ্রিকাবিরচনং ধ্যানং প্রভোঃ  
 পূজনং । যত্নু—দেবে পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা অঙ্গদেবান্ সমর্চয়েৎ ।

চতুর্কোণে মহাদেব, গণেশ, বিষ্ণু ও পার্শ্বতী । অপর মধ্যস্থলে পার্শ্বতী ও  
 ঐশানাди চতুর্কোণে বিষ্ণু, মহাদেব, সূর্য্য ও পার্শ্বতী এইরূপে পূজা করিবে ।  
 এইরূপে যথাস্থানে পূজা করিলে সুখ, স্থানব্যতিক্রমে পূজা করিলে হানি ও  
 দুঃখ হয় । রামার্চনচন্দ্রিকাধৃত গোতমীরবচনে লিখিত আছে যে, মধ্যস্থলে  
 বিষ্ণু, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋতকোণে সূর্য্য, বায়ুকোণে পার্শ্বতী ও ঐশান-  
 কোণে মহাদেবের পূজা করিবে । ইহা রাম ও গোপালবিষয়ে জানিবে ।  
 বাস্তবিক বিকল্প, ইহাই মীমাংসকের মত । ইহাদিগের পূজাক্রম যাহা  
 গোতমীরতন্ত্রে লিখিত আছে তাহা কথিত হইতেছে—গন্ধাদি দ্বারা অর্চনা  
 করিয়া ষড়ঙ্গ পূজা করিবে । তৎপরে বিংশতিনার জপ করিয়া নমস্কার-  
 পূর্ব্বক সমর্পণ করিবে । পীঠদেবতাপূজার পব এই অঙ্গদেবতা সকলের পূজা  
 করিতে হইবে । সনৎকুমারতন্ত্রে লিখিত আছে যে, পীঠস্থানের পর অঙ্গ-  
 দেবতার পূজা করিয়া তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন মুদ্রাদর্শন, ধ্যান ও  
 দেবতার পূজা করিবে । প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রাদিহলে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিতযজ্ঞাদিবিষয়ং । যজ্ঞাতিরিক্তাধারে পূজনে তু  
কুলাবল্যাং—একপীঠে পৃথক পূজাং বিনা যজ্ঞং করোতি যঃ ।  
অঙ্গাদিত্বং পরিত্যজ্য দেবতাশাপমাশ্রুয়াৎ । সর্বেষামঙ্গ-  
মজ্ঞাণাং সিদ্ধাদিবিচারো নাস্তি । অথাচ—সিদ্ধাদিশোধনং  
নৈষামঙ্গহে সতি রাজবৎ । শ্রামাদৌ তু পঞ্চায়তনীভাবঃ ।  
তথাচ রুদ্রজামলে—শ্রামায়াং ভৈরবীতারাছিন্নমস্তাসু ভৈরবি ।  
মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ । উপবিদ্যাসু  
সর্বাসু যট্কর্মাণ্যাদিষু সাধনে । নাত্র দীক্ষাদ্যপেক্ষাস্তি  
নাত্রোঙ্গাদিপ্রপূজনং । তদ্বসারে—উপবিদ্যাসু সর্বাসু তথা  
প্রয়োগসাধনে । দীক্ষাং বিনৈব কর্তব্য উপদেশঃ সদৈব হি ।

অথ সংক্ষেপদীক্ষা । মুহূর্তে সর্বতোভদ্রে নবং কুণ্ডং  
নিধায় চ । সোদকং গন্ধপুষ্পাত্যামর্চিতং বস্ত্রসংযুতং ।

করিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিবে । যজ্ঞাতিরিক্ত অত্র আধারে পূজাতে  
কুলাবলীগ্রহে যাহা লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে. এক পীঠে অঙ্গ-  
দেবতা ভিন্ন পৃথক দেবতার পূজা করিলে দেবতার শাপ প্রাপ্ত হয় ।  
অঙ্গদেবতাবিশয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই । শ্রামাদিদেবতার মত দীক্ষার  
পঞ্চায়তনী দীক্ষা কবিত্তে হয় না । রুদ্রজামলে লিখিত আছে যে শ্রামা,  
ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, মঞ্জুঘোষা ও রুদ্রমন্ত্র এই সকল মন্ত্রদীক্ষার পণ্ডিতগণ  
পঞ্চাঙ্গদীক্ষা ইচ্ছা করেন না । সর্বপ্রকার উপবিদ্যা ও যট্কর্ম ইহাতে  
দীক্ষাদি অঙ্গ পূজার আবশ্যকতা নাই । তদ্বসারে লিখিত আছে যে,  
উপবিদ্যা সিদ্ধি ও কোন প্রকার প্রয়োগসাধনে দীক্ষা উপদেশ গ্রহণ  
করিয়া কার্য্য করিবে ।

সর্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি নূতন কুণ্ড বধোক্ত মন্ত্রে স্থাপন করিয়া  
জলদ্বারা পূর্ণ করিবে, তৎপরে গন্ধপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিয়া বস্ত্র-  
সংযুক্ত কুণ্ডমধ্যে সর্বোন্মুখি ও নবরত্ন কেপণ করিবে । তদনন্তর

সর্বৌষধিনবরত্নপঞ্চপল্লবসংযুতং । ততো দেবার্চনং কৃৎস্না  
 ছনেদ্যৌত্তরং শতং । পঞ্চপল্লবমিতি পনসাত্রাশ্বখবটব-  
 কুলানি । তথাচ বাশিষ্ঠে—পনসাত্রং তথাশ্বখং বটং বকুলমেব  
 চ । পঞ্চপল্লবমিত্যুক্তং মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ । নবরত্নানি—  
 যুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যগোমেদো বজ্রবিদ্রুমো । পদ্মরাগং মরকতং  
 নীলকণ্ঠেতি যথাক্রমাৎ । নিবন্ধে—শিষ্যং স্থলকৃতং বেদ্যামু-  
 পাগ্নিমুপবেশয়েৎ । মন্ত্রিতৈঃ প্রোক্ষণীতৌরৈঃ শান্তিকুন্তজলৈ-  
 স্তথা । মূলমন্ত্ৰেণাক্ষৈশ্চৈতন্মন্ত্রিতৈরতিবেচয়েৎ । অক্ষৈশ্চৈতৈঃ  
 অ্যৌত্তরশতৈঃ । অথ সংপাদয়েন্মন্ত্রং হস্তং শিরসি ধারয়ন্ ।  
 নমোস্ত্রিত্যকৃতান্ দদ্যাত্ততঃ শিষ্যোহর্চয়েদৃগুরুং । যদ্বা দীক্ষা-  
 স্তরং । শঙ্খমভ্যর্চ্য সাক্ষতং তদম্মুনাভিষিচ্যাক্ষবারং মূলে  
 শিরসি করং নিধায়াক্ষৌ বারান্ কর্ণে জপেৎ । তথাচ—  
 তত্রাপ্যশক্তঃ কশ্চিচ্ছেদজমভ্যর্চ্য সাক্ষতং । তদম্মুনাভিষি-

কুন্তমুখে পঞ্চপল্লব দিয়া যথাক্রমে দেবতার পূজা করিয়া হোমবিধি  
 অনুসারে অ্যৌত্তরশত হোম করিবে । পঞ্চপল্লব যথা—কাঁঠাল, আশ্বখ,  
 বট ও বকুল এই সকল বৃক্ষের পল্লবকে পঞ্চপল্লব বলে । নবরত্ন  
 যথা—যুক্তা, মাণিক্য, নীলকান্ত, গোমেদ, হীরক প্রবাল, পদ্মরাগ,  
 মরকত, ও ইন্দ্রনীলমণি । নিবন্ধে লিখিত আছে যে, অলঙ্কৃত শিষ্যকে  
 বেদির উপরে অগ্নির সমীপে উপবেশন করাইয়া প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল ও  
 শান্তিকুন্তজলে অ্যৌত্তরশত মূলমন্ত্র জপ করিয়া সেই জলদ্বারা অতিবেক  
 করিবে, শিষ্যকে মস্তকে ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র প্রদান করিবে । তদনন্তর  
 নমোহস্ত এই মন্ত্রে আতপ তত্ত্বদ্বারা শিষ্য শরীরকে অর্চনা করিবে ।  
 প্রকারান্তরে—অক্ষতযুক্তশঙ্খ জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে দেবতার অর্চনা  
 করিবে, পরে শঙ্খস্থ জলদ্বারা শিষ্যকে অতিষিক্ত করিয়া শিষ্যের মস্তকে  
 হস্তার্পণ করতঃ গুরু শিষ্যকর্মে অষ্টবার মন্ত্র জপ করিবেন উক্ত প্রকার দীক্ষাতে



চ্যাব্তিবারং মূলেন কেবলং । নিধার্য্যচৌ জপে কৰ্ণে উপ-  
দেশে ত্বয়ং বিধিঃ । ইতি সংক্ষেপদীক্ষা ।

উপদেশান্তরমাহ বিশ্বাসারে—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধ-  
ক্ষেত্রে শিবালয়ে । মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ।  
বিশ্বসারে—মহাদীক্ষা তথা দীক্ষা উপদেশস্ততঃ পরং । যুগে  
যুগে চ কর্তব্য উপদেশঃ কলৌ যুগে ।

বশিষ্ঠসংহিতোক্তাভিমেক মন্ত্রঃ । ওঁ স্বরাস্ত্রা মভিষিক্তস্তু  
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ । বাহুদেবো জগন্নাথ স্তুথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ ।  
প্রহুয়ন্ন শ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায়তে । আখণ্ডনোহগ্নি-  
র্ভগবান্ যমো বৈ নিধাতিস্তুথা । বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষ-  
স্তুথা শিবঃ । ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকৃপালাঃ পাস্তু তে  
সদা । কীর্তির্লক্ষ্মী ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃশ্রদ্ধা ক্রমা মতিঃ । বুদ্ধি-  
র্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চ মাতরঃ । এতাস্ত্রা মভি-  
ষিক্তস্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ । আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীব  
সিতার্কজাঃ । গ্রহাস্ত্রা মভিষিক্তস্তু বাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ ।  
দেবদানব গন্ধর্ব্বযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ । ঋষয়ো মুনয়োগাবো দেব  
মাতর এবচ । দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাম্বরসাং

---

অশক্ত হইলে অক্ষতযুক্ত শাখে অর্চনা করিবে । গুরু শিষ্যকে মূলমন্ত্রে  
অভিষিক্ত করিয়া অষ্টবার শিষ্যকর্ণে উপদেশ করিবেন ।

বিশ্বসারতন্ত্রে অন্তঃপ্রকার বাহা লিখিত আছে, তাহা কথিত হইতেছে,  
চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য গ্রহণ কালে তির্থস্থানে কাষ্ঠাদি সিদ্ধক্ষেত্রে, কিম্বা শিবালয়ে  
গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিবেন, এই উপদেশে পূজাদির অবশ্যকতা নাই,  
ইহাকেই উপদেশ বলা যায় । বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত আছে যে অন্তঃপ্রযুগে  
মহাদীক্ষা, দীক্ষা ও উপদেশ করিবে । কলিযুগে কেবল উপদেশ করিলেই  
ক্ৰাণ্য হইয়া থাকে ।

গণাঃ । অস্ত্রাণি সৰ্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ । ঔষ-  
ধানি চ রত্নানি কালশ্রাবয়বাশ্চ যে । সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা-  
স্তীর্থানি জলদা নদাঃ । এতে হ্য মতিষিঞ্চন্তু ধর্ম কামার্থ-  
সিদ্ধয়ে । ইতি ।

অথ সামান্তপূজাপদ্ধতিঃ । তত্র ব্রাহ্ম্যে মুহূর্তে উখায়  
মুক্তশ্বাপঃ রাত্রিবাসস্ত্যক্তা শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং  
শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেতমালামুলেপনং স্বপ্রকাশ-  
রূপং স্ববাসস্থিতম্বরকুশকৃত্য স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং গুরুং  
বিভাব্য মানসোপচারৈরারাদ্য নমস্কর্য্যৎ । যথা অথগু-  
মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং । তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ  
শ্রীগুরবে নমঃ ॥ অজ্ঞানতিমিরাক্ষম্ জ্ঞানাজ্ঞনশলাকয়া ।  
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ততো মূলাদি-  
ব্রহ্মরক্ষাশ্চ মূলবিদ্যাং বিভাবয়েৎ । মূলবিদ্যাং কুণ্ডলিনীং ।

সামান্ত পূজার প্রণালী কথিত হইতেছে—ব্রাহ্ম্য মুহূর্তে পাঁচোখানপূর্বক  
নিজা পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবে । তৎপরে শিরোদেশে  
সহস্র দল কমলস্থিত শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয় প্রদ শ্বেত মালা ও শ্বেত চন্দন  
ধারী, স্বীয় প্রভায় দীপ্তিমান, স্ববাসভাগস্থিত রক্তবর্ণ শক্তির সহিত বিদ্যমান  
গুরুদেবকে চিত্তা করিয়া মানসোপচারে গুরুর অর্চনাস্তে নমস্কার করিবে ।  
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বাহ্য স্বরূপ যিনি চরাচর জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি  
ব্রহ্মপদ প্রদর্শন করেন, সেই গুরুদেবকে নমস্কার করি । যিনি জ্ঞানরূপ  
অজ্ঞান শলাকা দ্বারা অজ্ঞান তিমিরে অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলিত করেন, সেই  
শ্রী গুরুকে নমস্কার করি । এইরূপ মনে মনে চিত্তা করিয়া অথগুমণ্ডলাকার  
ইত্যাদি মন্ত্রময় পাঠপূর্বক গুরুকে নমস্কার করিতে হইবে । তৎপরে মূলাধার  
হইতে ব্রহ্মরক্ষ পর্য্যন্ত মূলবিদ্যা কুলকুণ্ডলিনীকে ভাবনা করিবে । যিনি

তথাচ যোগিনীহৃদয়ে—বিদ্যা। কুণ্ডলিনীরূপা। মণ্ডলত্রয়-  
ভেদিনী । অন্ত্রোপা—ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলধার-  
নিবাসিনীং । তামিষ্টদেবতারূপাং সার্কজিবলয়াস্থিতাং ।  
কোটীসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাং । তামুখায়  
মহাদেবীং প্রাণমন্ত্ৰেণ সাধকঃ । উদ্যাদিনকরদ্যোতাং যাব-  
চ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ । অশেষাশুভশান্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ শিবং ।  
তৎপ্রভাপটলং ব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ । তস্মৈ নিত্যত্ৰমাহ  
গৌতমীয়ে—ইদানীং পূর্বকৃত্যঞ্চ প্রসঙ্গাৎ কথয়ামি তে । যৎ  
কৃত্বাধিকারিতাং যাতি মন্ত্ৰযন্ত্রার্চনাদিষু । যেন বিনা ন সিদ্ধিঃ  
শ্রামরকঞ্চ প্রপদ্যতে । জামলেতু—প্রাতঃ কৃত্যমকৃত্বা তু  
যোদেবীং ভক্তিতোহর্চয়েৎ । নিষ্ফলা তস্মৈ পূজা শ্চাচ্ছৌচ-  
হীনা যথা ক্রিয়া । লক্ষ্মীকুলার্গবেপি—সন্ধ্যাতু বিহীনো যো  
ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ । ইতিবচনান্তশ্রাবশ্যকত্বং বৈদিকসন্ধ্যা-

অতি সূক্ষ্ম, মূলধার-নিবাসিনী স্বীয় ইষ্টদেবতা রূপে সার্কজিতর বেষ্টনে  
স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, কোটি বিছাতের জায় বাহার দেহ-  
কাঙ্ক্ষি ; সাধক এবজ্জতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে হংসঃ এই মন্ত্ৰে প্রবোধিত  
শ্বাসসংযমনপূর্বক একাগ্রমনে ধ্যান করিবে এবং উদয় কালীন দিনকরের  
জায় দীপ্তিমতী কুলকুণ্ডলিনীর দেহপ্রভার পরিব্যাপ্ত এই শরীর চিন্তা করিবে ।  
প্রতিদিন এইরূপ প্রাতঃকৃত্য করিতে হইবে । গৌতমীয়তন্ত্রে মহাদেব  
পার্কতীর নিকট বলিয়াছেন যে, এইরূপ প্রসঙ্গক্রমে তোমার নিকট পূর্বকৃত  
বলিতেছি । যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য করিয়া সাধন করে, সেই ব্যক্তি তন্ত্র  
যন্ত্রাদি অর্চনার অধিকারিতা লাভ করে । প্রাতঃকৃত্য না করিয়া দেবা-  
র্চনাদি কার্য্য করিলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, প্রভাত নরক ভোগ  
হইয়া থাকে । জামলে লিখিত আছে যে, প্রাতঃকৃত্য না করিয়া ভক্তি-  
পূর্বক দেবীর অর্চনা করিলেও, অণুটি ব্যক্তির ক্রিয়ার জায় তাহার—সেই  
অর্চনা বিফল হয় । লক্ষ্মীকুলার্গবে লিখিত আছে যে, সন্ধ্যাহীন দীক্ষা



অনন্তরং তান্ত্রিকসম্ভা কৰ্ত্তব্য। তদন্তঃ বৈদিকী তান্ত্রিকীনস্ভা  
যথানুক্রমযোগতঃ ।

অথ সম্ভাযোগঃ । তত্র শক্তিবিশয়ে—ওঁ আত্মতত্ত্বায়  
স্বাহা ওঁ বিদ্যাভ্যায় স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইত্যাদ্যে  
অন্যত্রাচমনমাত্রং । তথাচ স্বতন্ত্রতন্ত্রে—আত্মবিদ্যাশিবৈ-  
স্তত্বে রচয়ৈৎ সাধকাগ্রণীঃ । বহিজায়াং ততোদত্তা শুদ্ধেন  
পাথমা প্রিয়ে । মালিনীতন্ত্রে—আচামেদাত্মতত্ত্বাদৈঃ প্রণ-  
বাদৈঃ দ্বি ঠান্তকৈরিতি । ততো জলে গঙ্গেচেত্যাদিনা  
তীর্থমাবাহ মূলে কুশেন ত্রিবারং ভূমৌ জলং ক্ষিপেৎ ।  
তজ্জলে সপ্তধা মূৰ্দ্ধানমভিষিক্তেৎ । ততঃ বড়ঙ্গল্যাসং কৃত্বা  
বামহস্ততলে জলং নিধায় দক্ষিণহস্তেন জল মাচ্ছাদ্য হং যং  
বং লং রং ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য মূলমুচ্চরন্ গলিতোদক-  
বিন্দুভি স্তব্ধমুদ্রয়া মূৰ্দ্ধানি সপ্তধাভ্যক্ষণং কৃত্বা শেষজলং দক্ষিণ-

কোন ফল প্রদান করিতে পারে না, অতএব অবশ্য সম্ভা করিতে হইবে।  
বৈদিক সম্ভার পর তান্ত্রিক সম্ভা করা কৰ্ত্তব্য ।

অনন্তর সম্ভাবিধান কথিত হইতেছে, শক্তিবিশয়ে “ ওঁ আত্মতত্ত্বায়  
স্বাহা ওঁ বিদ্যাভ্যায় স্বাহা ” ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এইমন্ত্রে আচমন করিবে ।  
অত্র দেবতা বিষয়ে মন্তব্যতিরেকে কেবল আচমনমাত্র করিলেই হইবে ।  
স্বতন্ত্রতন্ত্রে ও মালিনীতন্ত্রে ইহার যে প্রমাণ আছে, তাহা মূলে দৃষ্টি করিলেই  
দেখিতে পাইবেন । তৎপরে গঙ্গে চ যমুনেটৈব ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন  
করিয়া মূলমন্ত্রে কুশপত্রদ্বারা জল তিন বার ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া  
সপ্তবার মন্তকে দিবে । তৎপরে বড়ঙ্গল্যাস করিয়া বামহস্ততলে কিঞ্চিৎ  
জল লইয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আচ্ছাদন করত হং যং বং লং রং এই মন্ত্র তিন  
বার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ কবত তত্ত্বমুদ্রায় গলিত জলবিন্দুদ্বারা  
সপ্তবার মন্তকে অভ্যক্ষণ করিয়া শেষ জল দক্ষিণ হস্তে আনিয়া তেজোরাগ

হস্তে সমাদায় তেজোরূপং ধ্যায়া ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপাপং  
 প্রক্ষাল্য কৃষ্ণবর্ণং তজ্জলং পাপরূপং ধ্যায়া পিঙ্গলয়া বিরেচ্য  
 পুরঃকল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি মন্ত্রেণ পাপপুরুষরূপং  
 তজ্জলং ক্ষিপেদিত্যঘমর্ষণং । তথাচ গোতমীয়ে—অচম্য  
 বিধিবম্মত্নী শুচৌ দেশে চ সংবিশেৎ । জলে সংযোজ্য  
 তীর্থানি ত্রিবারং মূলমন্ত্রতঃ । ক্ষিপেদুর্মৌ কুশাগ্রেণ সপ্তধা  
 মূর্দ্ধি সেচয়েৎ । তত্ৰাস্তরে—পুনরাচম্য বিন্যস্ত্য বড়ঙ্গমপি  
 ধর্মবিৎ । বামহস্তে জলং গৃহ্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ । সপ্তধা  
 প্রোক্ষণং কৃৎবা মূর্দ্ধি মন্ত্রং সমুচ্চরন্ । অবশিষ্টোদকং দক্ষ-  
 হস্তে সংগৃহ্য বুদ্ধিমান্ । ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ কালিতং পাপ-  
 সঞ্চয়ং । কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরেচিতম্ । দক্ষহস্তে  
 তু তম্মত্নী পাপরূপং বিচিত্ত্য চ । পুরতো বজ্রপাষাণে নিক্ষি-  
 পেদস্ত-মুচ্চরন্ । অন্যত্রাপি—বড়ঙ্গন্ত্যাসমাচর্য্য বামহস্তে  
 জলং ততঃ । গৃহীত্বা দক্ষিণেনৈব সংপুটং কারয়েত্ততঃ ।  
 শিববায়ুজলংপৃথ্বীবহ্নিবীজৈস্ত্রিধা পুনঃ । অভিমন্ত্যচ মূলেন  
 সপ্তধা তদ্বমুদ্রয়া । নিক্ষিপ্য তজ্জলং মূর্দ্ধি শেষং দক্ষে  
 নিধায় চ । শরীরান্তঃ স্থিতং পাপং ক্ষালয়েৎ সাধকাগ্রীঃ ।  
 ততো হস্তং প্রক্ষাল্যাচম্য হ্রীং হং সঃ ওঁ যুগি সূর্য্য আদিত্য

ধ্যান করতঃ ঐ জল বামনাসাধারা আকর্ষণ করিয়া দেহমধ্যগত পাপ  
 প্রক্ষালনপূর্ব্বক সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষরূপ ধ্যান করিয়া দক্ষিণনাসা-  
 ধারা বিরেচন করতঃ কল্পিত বজ্রশিলাতে কট্ এই মন্ত্রে পাপপুরুষরূপ সেই  
 জল ক্ষেপণ করিবে । ইহাকে অঘমর্ষণ বলে । গোতমীয়তন্ত্রে ও অষ্টাঙ্গ-  
 তন্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে, ঐ সকল প্রমাণ মূলে লিখিত হইয়াছে ।  
 তৎপরে হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া হ্রীং হং সঃ অথবা ওঁ যুগি

ইতি মন্ত্রেণ বা সূর্য্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ । তথা সংমোহনতন্ত্রে—  
শিববীজং বহ্নিসংস্থং বামনেত্রবিভূষিতং । বিন্দুনাদাত্মকং  
দেবি হংসঃ পদমথো লিখেৎ । অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্করশ্চ  
প্রিয়েণ তু । অর্ঘ্যং দদ্যাদিতি শেষঃ । বিশেষস্তু স্নানপ্রকরণে  
বক্তব্যঃ । ততঃ ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ  
ইত্যনেন তদ্গায়ত্র্যা ত্রিবারং জলং নিক্ষিপ্য তত্তদ্গায়ত্রীং  
জপেৎ । তথাচার্ঘ্যানস্তরং জ্ঞানার্গবে—ততশ্চ প্রজপেদ্বীমান্  
গায়ত্রীং পরমাস্করীং । গায়ত্রী তু স্নানপ্রকরণে বক্তব্য ।  
নন্দিকেশ্বরসংহিতায়াং—যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহা-  
ত্ননে । তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীং । গোত-  
রীয়ে—এবং তে কথিতা মন্ত্রা সন্ধ্যামন্ত্রফলাপ্তয়ে । ন কুর্যাদ্  
যদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ । সন্ধ্যাত্রয়ং যথা কুর্য্যা-

সূর্য্য আদিত্য উত্যাदि मन्त्रे सूर्यादेवके जलद्वारा अर्घ्यप्रदान करिबे ।  
संमोहनतन्त्रे ईहाव प्रमाण আছে । ईहार विशेष विवरण स্নानप्रकरणे  
कथित हईबे । तत्पवे ओँ सूर्यामण्डलस्थायै अमुकदेवतायै नमः এই  
मन्त्रपाठ पूर्वक तत्तदेवताव गायत्री द्वारा तिनबार जल दिये तत्तदेवतार  
गायत्री जप करिबे । ज्ञानार्गवे ईहार प्रमाण আছে । स্নानप्रकरणे  
गायत्री कथित हईबे । नन्दिकेश्वरतन्त्रे लिखित আছে যে, যাবৎকাল  
মহাত্মা ভাস্করদেবকে অর্ঘ্যপ্রদান না করিবে, তাবৎকাল বিষ্ণু, মহাদেব,  
কিবা শক্তিদেবতার পূজাতে অধিকার হয় না । গোতরীয়তন্ত্রে লিখিত  
আছে যে, এইরূপে মন্ত্র সকল কথিত হইল, সন্ধ্যাকলপ্রাপ্তির নিমিত্ত উক্ত  
মন্ত্র সকল পাঠ করিতে হইবে । যদি মোহবশতঃ সন্ধ্যা না করে, তাহা হইলে  
সেই ব্যক্তি দীক্ষাফল লাভ করিতে পাবে না । ত্রাঙ্কণ বিধিপূর্বক প্রাতঃ-  
কালে, মধ্যাহ্নে ও সারাহ্নে তিন বার সন্ধ্যা করিবে । ত্রাঙ্কণাদি বর্ণত্রয়ে



দ্ব্যাক্ষণো বিধিপূর্বকং । তন্ত্রোক্তবিধিপূর্বকু শূদ্রঃ সঙ্ক্যাং  
সমাচরেৎ । সংক্ষেপসঙ্ক্যামথবা কুর্য্যামন্ত্রী হশক্তিতঃ । সায়াং  
প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যানাং মনুং জপেৎ । সঙ্ক্যায়াং পতি-  
তায়াক্ত গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ।

অথস্নানবিধিঃ ॥ নদ্যাদৌ বৈদিকস্নানং কৃৎবা তান্ত্রিক-  
স্নানমাচরেৎ । তথাচ গোতমীয়তন্ত্রে—অথ স্নানং তথা-  
কুর্য্যাদ্যথাশাস্ত্রবিধানতঃ । মলপ্রক্ষালনং স্নানং স্বশাখোক্তং  
সমাচরেৎ । মন্ত্রস্নানং ততঃ কুর্য্যাৎ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিহেতবে ।  
তদ্যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং  
করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ । তথাচ কুলচূড়ামণৌ । তাত্র-  
পাত্রং সদূর্ব্বকং সতিলং সজলং তথা । গৃহীত্বামুকদেবস্ত প্রীতয়ে  
স্নানমাচরেৎ । ততঃ ষড়ঙ্গস্তাসপ্রাণায়ামৌ কৃৎবা ওঁ গঙ্গে চ

বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়প্রকার সঙ্ক্যা করিবে, শূদ্র কেবল তান্ত্রিক সঙ্ক্যা  
করিবে । উক্ত সঙ্ক্যায় অশক্ত হইলে সংক্ষেপ সঙ্ক্যা করিবে, সংক্ষেপ সঙ্ক্যা  
যথ — প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন সময়ে ও সায়াংকালে দেবতাকে ধ্যান করিয়া  
মূলমন্ত্র জপ করিবে । যথা সময়ে সঙ্ক্যা না করিলেই সঙ্ক্যা পতিত হয়,  
সঙ্ক্যা পতিত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া পুনর্বার সঙ্ক্যা করিবে ।

অনন্তর স্নানবিধি কথিত হইতেছে । নদ্যাাদিতে বৈদিকস্নান করিয়া  
তান্ত্রিকস্নান করিবে । গোতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শাস্ত্রোক্তবিধানে  
স্নান করা কর্তব্য । অগ্রে গাত্রে মলপ্রক্ষালনার্থ স্নান করিয়া স্বশাখানুসারে  
মন্ত্রস্নান করিবে । মন্ত্রস্নানে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয় । মন্ত্রস্নানে যে রূপ  
সঙ্কল্প করিতে হইবে, তাহা মূল লিখিত আছে । কুলচূড়ামণিতে লিখিত  
আছে যে, জল, তিল ও দুর্লবাক্ত তাত্রপাত্র গ্রহণ করিয়া দেবতার প্রীতি  
কামনায় স্নান করিবে । তৎপরে ষড়ঙ্গস্তাস ও প্রাণায়াম করিয়া গঙ্গে চ  
দধুনেচৈব ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন

যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি । নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে  
 হস্মিন্ সমিধিং কুরু । ইত্যেনোক্ষমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাস্তীর্থ-  
 মা বাহু বমিতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতী কৃত্য কবচেনাবগুষ্ঠ্য অস্ত্রেণ  
 সংরক্ষ্য মূলেনৈকাদশধাভিমন্ত্য সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশ বারি-  
 ধারাং নিক্ষিপ্য তস্মিন্মিষ্টদেবতাচরণারবিন্দনিঃসৃত্য জলে  
 ত্রির্নিমজ্য দেবতাং ধ্যায়ন্ মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপন্ উন্নজ্য  
 উদকেন ত্রিবারজপ্তেন কলসমুদ্রয়া ত্রিবারমণ্ডল মতিষিচ্য  
 বৈদিকসঙ্খ্যাাদিকং কৃত্বা সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা তান্ত্রিকায়মর্ষণাদি  
 বারিধারান্তং কৰ্ম্ম কুর্য্যাৎ । যথা জামলে—ধ্যাত্বা জলা-  
 ঙ্গলীন্ ক্ষিপ্ত্বা তর্পয়েদিষ্টদেবতাং । তত্র ক্রমমাহ ওঁ  
 দেবাংস্তর্পয়ামি ঋষীংস্তর্পয়ামি পিতৃংস্তর্পয়ামি ইতি সস্তর্প্য  
 গুরুং পরমগুরুং পরমেষ্টিগুরুঞ্চ তর্পয়েৎ । তথাচ—দেবান্  
 ঋষীন্ পিতৃংশ্চৈব তৎকল্লোক্তবিধানতঃ । গুরুপঙক্তিং  
 পুরাতর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাং । বৈষ্ণবে তু বিশেষঃ । নারদং  
 পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশাঠোদ্ধবদারকং । বিশ্বকসেনঞ্চ শৈনেয়ং  
 করিষ্য বং এই মন্ত্রে ধেনু মুদ্রায় অমৃতীকরণ, কবচ মুদ্রায় অবগুষ্ঠন এবং  
 ফট্ এই মন্ত্রে সংরক্ষণ পূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া অভিমন্ত্রিত করিবে  
 এবং সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশ জলধারা নিক্ষেপ করিয়া ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দ  
 নিঃসৃত জলে তিনবার নিমগ্ন হইয়া দেবতার ধ্যান করত যথাশক্তি মূল মন্ত্র  
 জপ করিবে । তৎপরে কলস মুদ্রাধারা তিনবার স্বীয়মস্তকে অভিষেক  
 করিয়া বৈদিক সঙ্খ্যানস্তর সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক তান্ত্রিক অঘমর্ষণাদি জল-  
 ধারা দানান্ত সমস্ত কৰ্ম্ম করিবে । তৎপরে দেব, ঋষি, পিতৃ, গুরু, পরমগুরু,  
 ও পরমেষ্টিগুরুর তর্পণ করিবে । বিষ্ণু বিষয়ে নারদ, পর্ব্বত, জিষ্ণু, নিশাঠ,  
 উদ্ধব, দারক, বিশ্বকসেন, শৈনেয়, ও গুরু এই সকলের প্রত্যেকে তিনবার  
 করিয়া তর্পণ করিবে । তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অমুক দেবতাং

গুরুঞ্চ তর্পয়েত্রিশঃ । বাক্যস্তু ওঁ নারদং তর্পয়ামি ইত্যাদি-  
ক্রমেণ প্রয়োগঃ । ততো মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি  
নমঃ ইতি বিষ্ণুবিয়ং । তথাচ গোতমীয়ে—আদৌ মন্ত্রং  
সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্বং কৃষ্ণমিত্যপি । তর্পয়ামি পদঞ্চোক্তং নমো-  
হস্তং তর্পয়েত্ততঃ । অন্যত্র মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি ।  
তথাচ—তর্পয়ামিপদং যোজ্যং মন্ত্রান্তেষু নামস্তু । দ্বিতীয়া-  
ন্তেষু চেত্যেবং তর্পণস্য মনুস্মৃতং । শক্তিবিষয়ে পুনঃ ।  
মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা । হোমতর্পণয়োঃ  
স্বাহেতি তত্তন্মন্ত্রবচনাৎ । তথাচ নীলতন্ত্রে—মন্ত্রান্তে নমঃ  
উচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃপরং । স্বাহাস্তং তর্পণস্তেবং পঞ্চবিংশতি-  
সংখ্যয়া । বিষ্ণুক্ষেত্রে—বিদ্যাং পূর্বং সমুচ্চার্য্য তদন্তে  
দেবতাভিধাং । তর্পয়ামীতিসংপ্রোক্ত্বা স্বাহাস্তস্তর্পণো মতঃ ।  
পঞ্চবিংশতিসংখ্যা বা দশধা বা ত্রিধাপি বা । মূলমন্ত্রং সমু-  
চ্চার্য্য শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়েৎ স্বধীঃ । ইতি গোতমীয়াং পঞ্চবিংশতি-  
বারং দশধা ত্রিধা বা সন্তর্পয়েৎ । অত্র শ্রীকৃষ্ণমিত্যুপলক্ষণং ।  
শক্তিবিষয়ে ত্রিধা তর্পণং । স্নানকর্মণি সংপ্রাপ্তে মূর্দ্ধি মন্ত্রী

তর্পয়ামি নমঃ এই বলিয়া তর্পণ করিবে । অত্র দেবতা বিষয়ে মূলমন্ত্র  
উচ্চারণ করিয়া অমুক দেবতাং তর্পয়ামি এই বলিয়া তর্পণ করিবে । এই  
সকল কার্য্যের প্রমাণ গোতমীয়তন্ত্র ও জামলাদিতে লিখিত আছে ।  
নীলতন্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ মূলমন্ত্র তৎপরে দেবতার নাম ও  
তৎপরে তর্পয়ামি স্বাহা এইরূপে পঞ্চবিংশতিবার তর্পণ করিতে হইবে ।  
বিষ্ণুক্ষেত্রের তন্ত্রে লিখিত আছে যে, উক্তরূপে পঞ্চবিংশতি অথবা দশবার  
তর্পণ করিবে । শ্রীকৃষ্ণ ও শক্তি বিষয়ে তিনবার তর্পণ করা বিধেয় ।  
কুলামুতে লিখিত আছে যে, স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া মস্তকে জলাঞ্জলি



দিয়া। তিনবার জলপান করিয়া তিনবার তর্পণ করিবে এবং তিনবার জল-  
দ্বারা শরীর প্রোক্ষণ করিবে। তৎপরে আবরণ দেবতার প্রত্যেকে এক এক  
বার তর্পণ করিবে। অনন্তর জল হইতে টুখি হইয়া ধৌত বস্ত্রদ্বয় পবিধান  
পূর্বক হ্রীং হং সঃ ইদমর্ঘাঃ শ্রীসূর্যায় স্বাহা এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।  
তারাদি দেবতা পক্ষে হ্রীং হং সঃ মার্ত্তণ্ডৈত্তরবায় পকাশশক্তিসহিতায়  
ইদমর্ঘাঃ স্বাহা, এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। শ্রীবিদ্যাবিশয়ে  
ওঁ হ্রীং শ্রীং হ্রাং হ্রৌং হং সঃ মার্ত্তণ্ডৈত্তরবায় পকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশি  
নক্ষত্র যোগ করণ পরিবার সহিতায় ইদমর্ঘাঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে অর্ঘ্য প্রদান  
করিয়া শতবার গায়ত্রী জপ করিবে। তদ্বাস্তরে লিখিত আছে যে, দশধা

পেৎ স্ত্রীঃ । মহাপাতকযুক্তোপি প্রজপেদশধা যদি । সত্যং  
 সত্যং মহাদেবি যুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ । ইতি শক্তাশক্ত-  
 ভেদেন গায়ত্রীজপানন্তরং তর্পণং বা । তথাচ সূর্য্যমণ্ডল-  
 বাসিন্যৈ দেবতায়ৈ ততঃ পরং । অর্য্যমঞ্জলিমাদায় গায়ত্র্যা  
 বা ত্রিষ্কংক্ষিপেৎ । যথাশক্তি জপেদেবীং গায়ত্রীং পরমা-  
 ক্ষরীং তর্পণার্থং সমাচম্য প্রাণানায়ম্য সাধকঃ । ধাত্বা  
 জলাঞ্জলিং ক্ষিপ্ত্বা তর্পয়েদিচ্ছদেবতাং । ইতি জামলবচনাৎ ।  
 অথ গায়ত্রীপ্রকরণং । ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কাম-  
 দেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি বিষ্ণুগায়ত্রী ।  
 নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ।  
 ইতি নারায়ণগায়ত্রী । বজ্রনথায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি  
 তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ ইতি নৃসিংহগায়ত্রী । বাগীশ্বরায়  
 বিদ্মহে হয়গ্রীবায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি  
 হয়গ্রীবগায়ত্রী । গোপালগায়ত্রী তু—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদ-  
 রায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াদিতি । দশরথায় বিদ্মহে  
 সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নোরামঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি রাম-  
 গায়ত্রী । তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ  
 প্রচোদয়াৎ । ইতি শিবগায়ত্রী । তৎপুরুষায় বিদ্মহে বজ্র-  
 তুণ্ডায় ধীমহি তন্নোদন্তী প্রচোদয়াৎ । ইতি গণেশগায়ত্রী ।  
 দক্ষিণামূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নোধীশঃ প্রচোদয়াৎ  
 ইতি দক্ষিণামূর্ত্তিগায়ত্রী । আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায়  
 ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি সূর্য্যগায়ত্রী । কাম-

\* গায়ত্রী জপ করিলে মহাপাতকযুক্ত ব্যক্তিও মোক্ষ পদ লাভ করিতে পারে,  
 ইতঃপর নানা দেবতার গায়ত্রী বলিতেছেন ।

দেবায় বিদ্যাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ।  
 ইতি কামদেবগায়ত্রী । সৰ্বসংমোহিনৌ বিদ্যাহে বিশ্বজননৌ  
 ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি শক্তিগায়ত্রী । ত্বরি-  
 তায়ৈ বিদ্যাহে মহানিত্যায়ৈ ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ ।  
 ইতি ত্বরিতাগায়ত্রী । ঐ বাগীশ্বর্যৈ বিদ্যাহে ক্লী কামেশ্বর্যৈ  
 ধীমহি সৌস্তনশক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ইতি বালান্ভৈরবীগায়ত্রী ।  
 ঐ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্যাহে ক্লী কামেশ্বর্যৈ ধীমহি সৌস্তনঃ  
 ক্রিমে প্রচোদয়াৎদিতি ত্রিপুরাসুদরীগায়ত্রী । ত্রিপুরায়ৈ  
 বিদ্যাহে ভৈরব্যে ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎদিতি  
 ভৈরবীগায়ত্রী । মহাদেব্যে বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি  
 তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ । ইতি দুর্গাগায়ত্রী । নারায়ণ্যে  
 বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ । ইতি  
 জয়দুর্গাগায়ত্রী । মহালক্ষ্ম্যে বিদ্যাহে মহাশ্রীয়ে ধীমহি  
 তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি লক্ষ্মীগায়ত্রী । বাগ্দেব্যে  
 বিদ্যাহে কামরাজায় ধীমহি তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎ । ইতি  
 সরস্বতীগায়ত্রী । নারায়ণ্যে বিদ্যাহে ভুবনেশ্বর্যৈ ধীমহি  
 তন্নোদেবী প্রচোদয়াৎদিতি ভুবনেশ্বরীগায়ত্রী । ভগবত্যে  
 বিদ্যাহে মাহেশ্বর্যৈ ধীমহি তন্নোহন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ । ইতি  
 অন্নপূর্ণাগায়ত্রী । মহিষমর্দিন্যে বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো-  
 দেবী প্রচোদয়াৎ ইতি মহিষমর্দিনী গায়ত্রী । বৈরোচিনৌ  
 বিদ্যাহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎদিতি ছিন্ন-  
 মস্তাগায়ত্রী । কালিকায়ৈ বিদ্যাহে শ্মশানবাসিনৌ ধীমহি  
 তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ । ইতি কালিকাগায়ত্রী । তারায়ৈ  
 বিদ্যাহে মহোত্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ । ইতি



তারাগায়ত্রী । গরুড়ায় বিদ্যাহে স্পর্শায় ধীমহি ত্রিমো গরুড়ঃ  
প্রচোদয়াৎ । ইতি গরুড়গায়ত্রী ।

ধ্যানান্তে প্রাতঃ উদ্যাদিত্যসঙ্কশাং পুষ্টকাক্ষকরাং  
স্মরেৎ । কুম্বাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেহম্বরে ।  
মধ্যাহ্নে শ্যামবর্ণাং চতুর্ভাং শঙ্খচক্রলসংকরাং । গদা-  
পদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতশ্রয়াং । সায়াহ্নে বরদাং  
দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ । গুরুং গুরুম্বরধরাং বৃষাসন-  
কৃতশ্রয়াং । ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাং ।  
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যাহ্নাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ । ত্রিপুরাদৌ  
ধ্যানবিশেষো যথা—প্রাতরাধারকমলে হৃতভুগ্নলোপরি ।  
বাগ্বাজরূপাং বিদ্যায়াবিদ্যুৎপলভাস্বরাং । পুষ্পবাণেশু-  
কোদণ্ডপাশাকুশলসংকরাং । স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যা-  
ক্ষরান্বিকাং । মধ্যাহ্নে হৃদয়াভ্যাজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে ।  
কামবীজাত্মিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাং । প্রসূনবাণপুণ্ড্রশু-  
চাপপাশাকুশান্বিতাং পরিতঃ স্বাত্মমুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্ত্ব-  
শক্তিভিঃ । সায়াহ্নে সারোজস্বে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিং ।

সাধক স্বীয় দেবতার গায়ত্রী জপ কবিত্বা দেবতার ধ্যান করিবে ।  
প্রাতঃসন্ধ্যাতে উদয়কালীন সূর্য্যের স্তায় বর্ণবিশিষ্টা পুষ্টক ও জপমালা-  
ধারিণী কুম্ববর্ণ চর্ম্ম পরিধানা ব্রাহ্মী শক্তিকে চিত্তা করিবে । অতি প্রত্যুষে  
অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্রসঙ্কে প্রাতঃসন্ধ্যা করা কর্তব্য । মধ্যাহ্নকালে শ্যাম-  
বর্ণা চতুর্ভাং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মহস্তা দেবীর ধ্যান করিবে । সায়াহ্ন-  
কালে বরদা, গায়ত্রীরূপা, গুরুবর্ণা, গুরুবস্ত্রপরিধানা, বৃষাকৃতা, ত্রিনয়না,  
বর, পাশ, শূল ও নরকপালধারিণী সূর্য্যমণ্ডলমধ্যাহ্না দেবীর ধ্যান  
করিবে । এইরূপ ত্রিসন্ধ্যা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দেবতার ধ্যান করিতে হইবে ।  
কালী তারাদি সকল দেবতার পক্ষেই এইরূপ ধ্যান করিবে, ত্রিপুরা-

শক্তিবীজাঙ্ঘ্রিকাং চাপবাণপাশাকুশাঙ্ঘ্রিতাং । যুগমিত্যা-  
 ক্ষরাকারাং ঋটিকাবরণাঙ্ঘ্রিতাং । চিন্তয়িত্বা ভগবতীং  
 নিত্যাভিঃ পরিবারিতাং । তারাদৌ তু । হ্রীং হংসঃ ইতি  
 সূর্য্যার্ঘ্যং দত্ত্বা তাম্রাদিপাত্রে চন্দনাকুন্ডমাপরাজিতাপুষ্পাণি  
 নিঃক্ষিপ্য উদ্যাদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যে নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ  
 শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা । ইত্যর্ঘ্যং দত্ত্বা গায়ত্রীং জপেদिति  
 বিশেষঃ । তদুক্তং নীলতন্ত্রে । উদ্যাদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যে  
 চ সমুদ্বরেৎ । নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ স্বাহেতি চ মনুঃ স্মৃতঃ  
 অন্ত্রে কালিকামন্ত্রে একজটাপদস্থানে কালিকাপদপ্রয়োগঃ ।  
 ততঃ সূর্য্যমণ্ডলে দেবতাং বিভাব্য মূলমন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা  
 সংহারমুদ্রয়া দেবতাং স্বহৃদয়মানীয় তীর্থং নমস্কৃত্য বাসস্থান-  
 মাविशेदिति স্নানবিধিঃ ।

ততঃ সামান্যার্ঘ্যস্থাপনাদি আসনোপবেশান্তঃ দীক্ষাপদ্ধ-

সুন্দরীদেবীর সন্ধ্যাতে ধ্যানের যেক্রপ পার্থক্য আছে, তাহা মূলে দৃষ্টি  
 করিলেই জানিতে পারিবেন । তারাদি দেবতার সন্ধ্যাতে হ্রীং হংসঃ  
 এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া তাম্রাদি পাত্রে রক্তচন্দন, লাক্ষপুষ্প ও  
 অপরাজিতা পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া উদ্যাদাদিত্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যে নিত্যচৈত-  
 ন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ স্বাহা, এই বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিয়া গায়ত্রী  
 জপ করিবে । এই বিষয়ের প্রমাণ স্বাহা নীলতন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা এই  
 স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । কালিকামন্ত্রে একজটাপদস্থানে কালিকা-  
 পদ প্রয়োগ করিবে । তৎপরে সূর্য্যমণ্ডলে দেবতারূপ চিত্রা করত যথা-  
 শক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে, অনন্তর সংহার মুদ্রা দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে দেবতা  
 স্থাপন পূর্ব্বক তীর্থ নমস্কার করিয়া স্বগৃহে গমন করিবে ।

তৎপরে দীক্ষাপদ্ধতির প্রণালীক্রমে সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি আসনোপ-  
 বেশান্ত কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া বামভাগে ওঁ শুক্লভ্যো নমঃ, পরমশুক্লভ্যো

ভূক্তং (৭৯পৃষ্ঠা) কৰ্ম সমাপ্য বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরম-  
 গুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে ওঁ গণেশায়  
 নমঃ মুৰ্দ্ধি মূলমুচ্চার্য্য অমুকদেবতায়ৈ নমঃ । তথাচ  
 গৌতমীয়ে—কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং যজেৎ ।  
 গুরুঞ্চ পরমাদিঞ্চ পরাপরগুরুস্তথা । দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মুৰ্দ্ধি  
 দেবং বিভাবয়েৎ । ততঃ কড়িতিমস্ত্রেণ গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ  
 সংশোধ্য উর্দ্ধোৰ্দ্ধিতালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনং কৃৎস্না  
 রমিতি জলধারয়া বহিপ্রাকারং বিচিত্র্য ভূতশুদ্ধিং  
 কুর্য্যাৎ । ( ৮৩ পৃষ্ঠা ) ততো মাতৃকাস্ত্যাসং ( ৮৮ পৃষ্ঠা )  
 প্রাণায়ামং ( ৯৪ পৃষ্ঠা ) পীঠস্ত্যাসং ( ৯৬ পৃষ্ঠা ) ঋষ্যাদিস্ত্যাসং  
 ( ৯৭ পৃষ্ঠা ) ( অঙ্গস্ত্যাসঞ্চ ( ৯৮ পৃষ্ঠা ) কুর্য্যাৎ ।

ততস্তত্তৎকল্লোক্তমুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যানং কৃৎস্না মানসৈঃ  
 সম্পূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ । ( ১০০পৃষ্ঠা ) তথাচ সনৎকুমার  
 তন্ত্রে—অকৃৎস্না মানসং যাগং নকুর্য্যাদ্বহিরর্চনং ।

নমঃ, পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে মূলমন্ত্র উচ্চা-  
 রণ করিয়া অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, এইরূপে নমস্কার করিবে, এই বিষয়ের  
 প্রমাণ গৌতমীয়তন্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত  
 আছে । তৎপরে ফটু এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা করশোধন, ক্রমত উর্দ্ধে  
 তালত্রয়ধ্বনি করিয়া ছোটিকামুদ্রায় দশদিগ্বন্ধন পূর্বক রং এই মন্ত্রে জলধারা  
 দ্বারা বেষ্টন করত চতুর্দিকে বহিময় প্রাকার চিত্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি  
 করিবে । তৎপরে মাতৃকাস্ত্যাস, প্রাণায়াম, পীঠস্ত্যাস, ঋষ্যাদিস্ত্যাস ও অঙ্গ-  
 স্ত্যাস করিবে । এই সকল স্ত্যাস দীক্ষা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে ।

এইরূপে স্ত্যাসাদি করিয়া তত্তদেবতার মূদ্রা প্রদর্শন পূর্বক ধ্যান ও  
 তদন্তে মানস পূজা করিয়া শঙ্খস্থাপন করিবে । সনৎকুমার তন্ত্রে লিখিত  
 আছে যে, মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে না ।



অথ মানসপূজা । অন্নদাক্ষে—হংপদ্মমাসনং দদ্যাৎ  
সহস্রারচ্যতামৃতং । পাদ্যং চরণয়ো র্দদ্যাৎ মনশ্চার্য্যং  
নিবেদয়েৎ । তেনামৃতেনাচমনং স্নানীয়ন্তেন চ স্মৃতং ।  
আকাশতত্ত্বং বজ্রং স্মাৎ গন্ধং স্মাদ্ গন্ধতত্ত্বকং । চিত্তং  
প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ । তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং  
নৈবেদ্যং স্মাৎ সুধাস্বুধিঃ । অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং শব্দতত্ত্বঞ্চ  
গীতকং । নৃত্যমিন্দ্রিয়চাক্ষল্যং বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং । সহস্রারং  
ভবেৎ ছত্রং হংসঃ স্মাৎ পাদুকাদ্বয়ং । স্ত্রমেথলাং পদ্মমালাং  
পুষ্পাং নানাবিধং তথা । অমায়াদৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চয়েদ্ভাব  
গোচরাং অমায়্যা-মনহঙ্কার-মরাগমদমস্তুতঃ । অমোহক  
মদস্তুঞ্চ অদ্বৈষাক্ষোভকৌ ততঃ । অমাংসর্য্যমলোভঞ্চ  
দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ । অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়

অনন্তর মানসপূজা বিবৃত হইতেছে । অন্নদাক্ষে লিখিত আছে যে, সাধক আপন হৃদয়পদ্মকে আসন রূপে করুনা করিয়া তাহাতে অতীষ্ট দেবতাকে উপবেশন করাইবে এবং সহস্রার বিগলিত অমৃত পাদ্যরূপে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ সহস্রারবিগলিতামৃতদ্বারা দেবতার চরণ দ্বয় প্রক্ষালন করিতে হইবে । তৎপরে আপন মনকে অর্ধ্যরূপে প্রদান করিয়া পূর্কোক্ত সহস্রারামৃত আচমনীয় ও স্নানীয় রূপে প্রদান করিবে । অনন্তর আপন শরীরস্থ আকাশ তত্ত্বকে বজ্র, গন্ধতত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প এবং প্রাণকে ধূপরূপে করুনা করিয়া দীপার্থ তেজস্তত্ত্ব অর্থাৎ আপন শরীরের তেজ এবং নৈবেদ্যরূপে সুধাসাগর নিবেদন করিবে । তৎপরে ঘণ্টা বাদ্য রূপে অনাহতচক্র অর্থাৎ হৃদয়স্থ দ্বাদশদলপদ্মে ধ্বনি করিবে । অনন্তর গীত রূপে শব্দতত্ত্ব, নৃত্যরূপে ইন্দ্রিয়চাক্ষল্য নিবেদন করিয়া বায়ুতত্ত্বকে চামর, সহস্রারকে ছত্র, হংসঃ অর্থাৎ খাসপ্রখাসকে পাদুকা এবং বিচিত্র পদ্মমালা ও দশবিধ পুষ্প নিবেদন করিবে । অর্থাৎ অমায়্যা, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদস্ত, অদ্বৈষ, অক্ষোভ, অমাংসর্য্য ও অলোভ ইহারাই দশবিধ

নিগ্রহং । জ্ঞানপুষ্পং দয়াপুষ্পং ক্রম্যাপুষ্পং তথৈব চ ।  
 ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুষ্পৈঃ সম্পূজয়েচ্ছিগাং । সুধাসুধিঃ  
 মাংসশৈলং মৎস্যশৈলং তথৈব চ । মুদ্রাশিঃ স্তম্ভকৃষ্ণ  
 স্তম্ভকৃষ্ণং পরমাম্বকং । কুলাম্বতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চতৎকাল-  
 নোদকং । ভূমৌ স্বর্গে চ পাতালে গগনে চ জলাস্তরে । যদ্-  
 যৎ প্রমেয়ং তৎসর্বং নৈবেদ্যার্থং প্রকল্পয়েৎ । কামক্রোধৌ  
 ছাগবাহৌ বলিং দত্ত্বা জপেত্ততঃ । পাতল-ভূতল-ব্যোমচারিণৌ  
 বিঘ্নকারিণঃ । তাংস্তানপি বলি - দ্বা নির্বন্ধে জপমারভেৎ ।  
 মালা বর্ণময়ী জ্ঞেয়া সূত্রং শক্তিশিবাত্মকং । গ্রহিঃসা কুণ্ডলী  
 শক্তি নাদাস্তে মেরুসংস্থিতঃ । সবিন্দুং বর্ণ মুচ্চার্য মূলমন্ত্রং  
 সমুচ্চরেৎ । অথবা চিত্রিণাসূত্রং জ্ঞানরূপং পরাৎপরং । অকা-  
 রাদিলকারাস্তামনুলোমবিলোমিকাং । মালা শতময়ী প্রোক্তা  
 বিন্দুযুক্তাক্ষমালিকা । অকারাদিলকারাস্তামনুলোম ইতি

পুষ্প । আর অহিঃসা ও ইঞ্জিয়নিগ্রহকর পরম পুষ্প এবং জ্ঞান, দয়া ও ক্রমা  
 এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিতে হইবে । এই প্রকার পঞ্চদশ ভাবপুষ্প-  
 দ্বারা অশীষ্টদেবকে পূজা করিবে । অনন্তর সুধাসাগরকে মাংস ও মৎস্য-  
 পর্কত রূপে নিবেদন করিয়া মুদ্রাসকলকে সুপক্ক অন্ন ও স্তম্ভকৃষ্ণ পরমাম্ব-  
 রূপে নিবেদন করিবে এবং পৃথিবীতে, স্বর্গে, পাতালে, আকাশে ও জলমধ্যে  
 যে যে বস্তু আছে সেই সমুদায় নৈবেদ্য রূপে নিবেদন করিবে । তৎপরে  
 কামকে ছাগ ও ক্রোধকে মহিষ রূপে বলিপ্রদান করিয়া জপ করিবে ।  
 আর পাতালে, ভূতলে ও আকাশে যে সকল হিংস্র জন্তু বিচরণ করে  
 তাহাদিগকেও বলিপ্রদান করিয়া নির্বন্ধ হইয়া জপ আবস্ত করিবে ।  
 এই রূপে অকারাদি বর্ণসকলকে শিবশক্তিরূপ সূত্রে গ্রহণ করিয়া জপমালা  
 করিবে, অথবা চিত্রিণী নাড়ীকে সূত্র এবং অকারাদি ক্ষকারাস্ত বর্ণ সকলকে  
 'অনুলোম ও বিলোমে মালা রূপে কল্পনা করিয়া এই শতমালা যুক্ত অক্ষ-  
 মালায় জপ করিবে । অকারাদিবর্ণে বিন্দুযুক্ত করিয়া লইবে । অকারাদি

স্মৃতঃ । পুনর্লকার মারভ্য ত্রীকষ্ঠান্তং মনুং জপেৎ । বিলোম  
ইতি বিখ্যাতঃ ককারং কেবলং জপেৎ । অষ্টবর্গাদ্যষ্টবর্গৈঃ  
সহ মূলমথাক্ষকং । অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমাপ্য প্রণমে-  
দ্ধিয়া । সর্বাস্তুরানিলয়ে স্বাস্ত্যুজ্যোতিঃ স্বরূপিণি । গৃহাণাস্ত-  
র্জপঃ মাতরমপূর্ণে নমোহস্তুতে । সমপ্য জপমেতেন পঞ্চাঙ্গং  
প্রণমেদ্ধিয়া । অন্তর্যোগঃ সমাপ্যৈবং বহির্য়জনমাচরেৎ ।

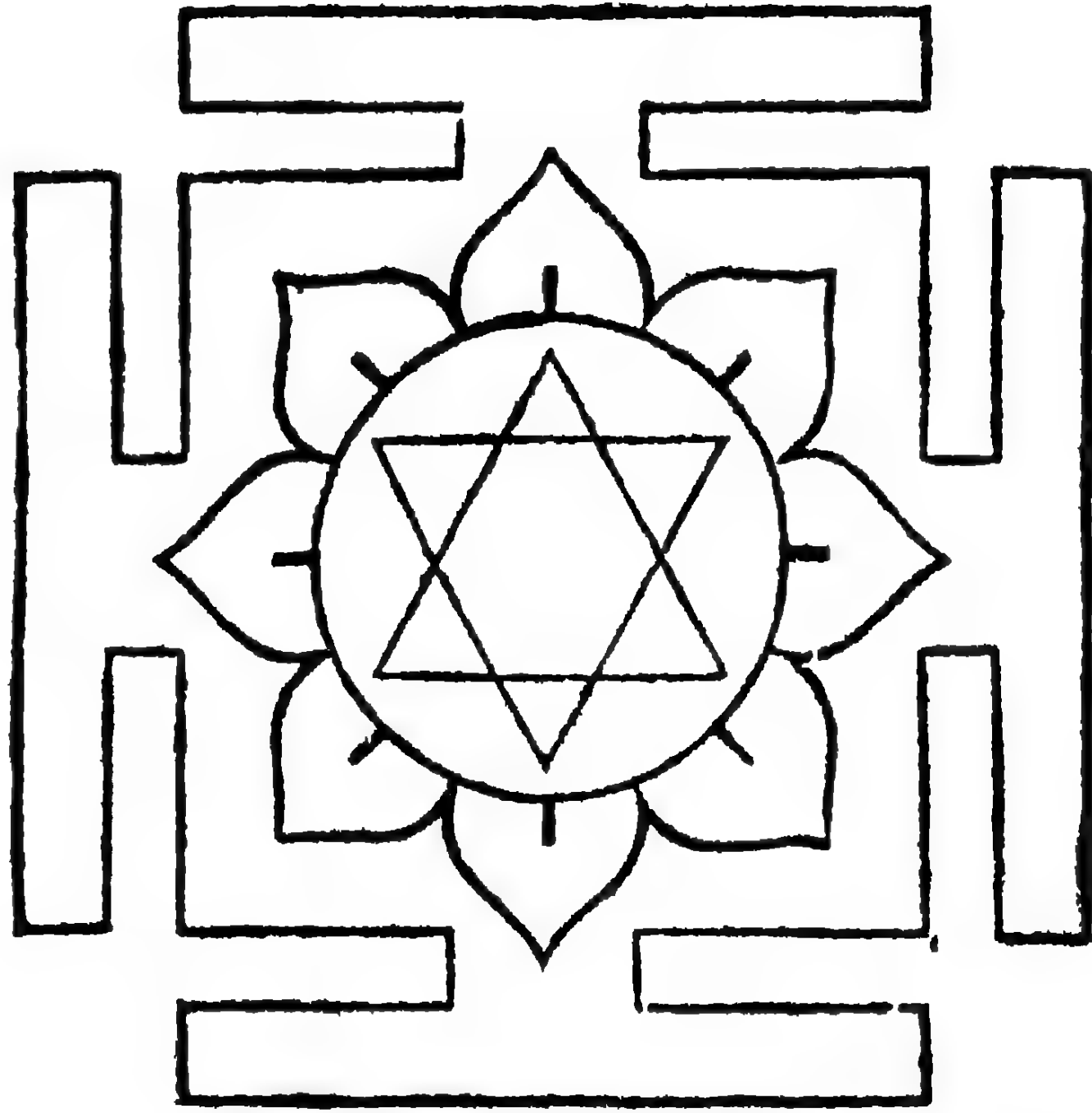
ততঃ পীঠস্থাসক্রমেণ শরীরে ধর্মাদিপূজা । তথাচ সার-  
দায়াং—স্থাসক্রমেণ দেহেষু ধর্মাদীন্ পূজয়েত্ততঃ । পুষ্পাদৈঃ  
পীঠমম্বন্তং তস্মিংশ্চ পরদেবতাং । ইতি দর্শনাং শরীরে পীঠপূজাং  
কুর্যাৎ পীঠশ্রোতরে গুরুপঙ্তীঃ পূজয়েৎ । যথা বায়ব্য-  
দীশপর্য্যন্তং ওঁ গুরুভ্যোনমঃ ওঁ পরমগুরুভ্যোনমঃ ওঁ পরা-  
পরগুরুভ্যোনমঃ ওঁ পরমেষ্টিগুরুভ্যোনমঃ । ত্রিপুরাদৌতু  
বিশেষগুরুপূজা তত্রানুসন্ধেয়া । পীঠমধ্যে ওঁ আধারশক্তয়ে  
নমঃ এবং প্রকৃতয়ে কুর্মায় শেষায় পৃথিব্যে ক্ষীরসমুদ্রায়  
শ্বেতদ্বীপায় মণিমণ্ডপায় কল্পরক্ষায় মণিবেদিকায়ৈ রত্নসিংহা-

লকারান্ত বর্ণে অনুলোম এবং লকারাদি অকারান্ত বর্ণে বিলোম,  
এইরূপে শত মালা হয় । ককারকে পৃথক মেক্ষরূপে জ্ঞান করিয়া শতবার  
জপ করিবে এবং অষ্টবর্গের আদি অষ্ট বর্ণে অষ্টবার জপ করিলেই এক  
শত আটবার জপ হয় । এইরূপে জপ করিয়া জপ সমাপন পূর্বক নম-  
স্কার করিবে । মাতঃ ! তুমি সকলের অন্তরাত্মার আশ্রয় ও জ্যোতিঃস্বরূপ,  
তোমাকে নমস্কার করি । এই মন্ত্রে পঞ্চাঙ্গ নমস্কার করিবে । এই প্রকারে  
অন্তর্যোগ করিয়া বাহ্য পূজা করিবে ।

তৎপরে পীঠস্থাসক্রমে দেবশরীরে ধর্মাদির পূজা করিবে । সারদাতিলকে  
লিখিত আছে যে, পীঠস্থাসক্রমে পুষ্পাদি দ্বারা দেবশরীরে পীঠদেবতার পূজা  
করিবে । তৎপরে পীঠপূজা করিতে হইবে । পীঠপূজার পূর্বে গুরুপঙ্তি-  
পূজা কর্তব্য । ত্রিপুরাস্থশরীর পূজাতে গুরুপূজার বাহ্য বিশেষ আছে, তাহা



সনায় অধিকোণে ধর্মায় নিখতিবাধীশানেষু জ্ঞানং বৈরাগ্যং  
 ঐশ্বর্যঞ্চ পূজয়েৎ । ততঃ পূর্বাদিদিগু অধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যা-  
 নৈশ্বর্য্যান্ পূজয়েৎ । মধ্যে অনন্তাদি ত্রী জ্ঞানাত্মনে নমঃ  
 ইত্যন্তঃসংপূজ্য(১০২)পূর্বাদিকেশরেষু তত্তৎকল্লোক্তপীঠশক্তিঃ  
 সংপূজ্য মধ্যে পীঠমনুং প্রপূজয়েৎ । তারাদিবিদ্যাদৌ তু বিশেষ  
 উক্তঃ । পূর্বাদিদিগুনিয়মস্ত জামলে—পূজ্যপূজকয়োর্মধ্যঃ  
 প্রাচীতি কথ্যতে বুধৈঃ । তদক্ষিণং দক্ষিণং স্মাত্তদ্বামং চোত্তরং  
 স্মৃতং । পৃষ্ঠস্ত পশ্চিমং জ্যেয়ং সর্বত্রৈবং প্রযোজয়েৎ । অনেক  
 বিধিনা মন্ত্রী পূর্বাদৌ পূজনং চরেৎ । অবিশেষে যন্ত্রনিয়মস্ত  
 মৎসদৃক্তে—অনুক্রমকল্পে যন্ত্রস্ত লিখেৎ পদ্মং দলার্ককং ।



ত্রিপুরাদেবীর পূজা প্রকরণে দ্রষ্টব্য । পীঠপূজার পদ্ধতি মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত  
 আছে । তারাদি দেবতার পূজাতে বাহা বিশেষ আছে, তাহা সেই সেই  
 পূজাপদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিবে । যামলে যে রূপ পূর্বাদি দিগুনিয়ম  
 লিখিত আছে, তাহা এই ;—তত্ত্বশাস্ত্রমতে পূজ্য ও পূজকের মধ্যস্থলে পূর্ব,  
 তাহার দক্ষিণে দক্ষিণ, তদ্বামে উত্তর এবং তৎপৃষ্ঠে পশ্চিম জ্ঞান করিয়া

ষট্‌কোণকর্ণিকং তত্র বেদধারোপশোভিতং । ততঃ পুন-  
র্ধায়া আবাহনাদিপ্রাণপ্রতিষ্ঠাস্তং কৰ্ম কুর্য্যাৎ । আবাহনে  
তু বিশেষোযথা—আগমকল্পক্ৰমে—মূলমন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য  
স্বমুদ্রাবর্তনানা স্তম্বীঃ । আনীয় তেজঃ স্বস্থানান্নাসিকারক্কে  
নির্গতং । করস্থে মাতৃকাস্তোজে চৈতন্যং পুষ্পসঞ্চয়ে ।  
সংযোজ্য পুষ্পমধ্যে তৎ সংস্থাপ্যাবাহয়েত্ততঃ । ততঃ ষোড়-  
শোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্কবা পূজয়েৎ । ষোড়শোপচার-  
নিয়মস্ত—আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং । মধুপর্কচ-  
মনস্নানং বসনাভরণানি চ । স্তগন্ধিস্তমনোধূপদীপনৈবেদ্য-  
বন্দনং । প্রয়োজয়েদর্চনায়ামুপচারাংস্ত যোড়শঃ । অথবা  
এষামভাবে পঞ্চোপচারান্ কল্পয়েৎ । গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যাস্তা

পূজা করিবে । সকল পূজাতেই এইরূপ নিয়ম জানিবে । উক্ত নিয়মে  
শিঙ্‌নির্গম করিয়া পূজাদি করিবে । সামান্ত পূজাতে যেরূপ যন্ত্র করিয়া  
পূজা করিতে হয়, ঐ যন্ত্র নির্মাণের প্রমাণ নাই । মন্ত্রস্থলে উক্ত আছে  
তাহাতে জানা যায় যে, যে স্থানে যন্ত্রের বিশেষ উক্ত নাই, সেই স্থলে  
ষট্‌কোণ বিশিষ্ট কর্ণিকা অঙ্কিত করিয়া তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম,  
তদ্বাছে চতুর্দার অঙ্কিত করিয়া শুলোতন বস্ত্র অঙ্কিত করিতে হইবে । অনন্তর  
পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি কার্যসকল করিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠাপর্যন্ত কৰ্ম  
করিবে । আগমকল্পক্ৰমে আবাহনের বাহা বিশেষ আছে, তাহা বলিতেছেন,  
মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্বমুদ্রাবর্তন স্বস্থান হইতে তেজ আনয়ন করিয়া  
নাসিকারক্কে নির্গত করত করস্থিত পুষ্পসঞ্চয়ে সংস্থাপন পূর্বক আবাহন  
করিবে । অনন্তর ষোড়শোপচার কিম্বা পঞ্চোপচারদ্বারা পূজা করিবে ।  
ষোড়শোপচার যথা—আসন, স্বাগতগ্রন্থ, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক,  
স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও নমস্কার এই  
সকল উপচারের অভাবে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে । গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,

পূজা পঞ্চোপচারিকা ইতি । বিষ্ণুবিষয়ে তু অর্ঘাদ্যাঃ পঞ্চ  
পঞ্চৈব গন্ধাদ্যা ইতি ভেদতঃ । প্রয়োজয়েদর্চনায়ামুপচারান্  
দশ ক্রমাৎ । ততঃ পুষ্পপর্য্যন্তমুপচারং তত্তন্মন্ত্ৰেণ দত্ত্বা ষড়ঙ্গেন  
পূজয়েৎ । পুষ্পদানে তু বিশেষঃ । পুষ্পং বা যদি বাপত্রং  
সর্বং নেক্ষেমধোমুখং । দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং  
তথার্পণং । অধোমুখং ফলং নেক্ষং পুষ্পাঞ্জলিবিধৌ ন চ ।  
ততোমূর্দ্ধহৃদগুহপাদসর্বান্গকেষু মূলেন পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা  
তত্তৎকল্লোক্তাবরণপূজাং কুর্যাৎ । তথাচ—পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীন্  
দত্ত্বা পরিবার্চনং চবেদিতি ভট্টঃ । ততো ধূপদীপৌ দদ্যাৎ ।  
তদ্যথা—জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহেতি পুষ্পাক্ষতৈর্ঘণ্টাং সংপূজ্য  
বামহস্তেন তাং বাদয়ন্ তত্তন্মন্ত্ৰেণ নীচৈ ধূপং দদ্যাৎ । দৃষ্টি-  
পর্য্যন্তং দীপঞ্চ দদ্যাৎ । ততোমূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা

দীপ, ও নৈবেদ্য এই পঞ্চবিধ দ্রব্যকে পঞ্চোপচার বলা যায় । বিষ্ণুবিষয়ে  
অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপক, আচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও  
নৈবেদ্য এই দশোপচার প্রশস্ত । দেবতার মূলমন্ত্রে পুষ্পপর্য্যন্ত উপচার  
প্রদান করিয়া ষড়ঙ্গমন্ত্রে পূজা করিবে । পুষ্পপ্রদানের বিশেষ নিয়ম  
এই—পুষ্প ও পত্র অধোমুখ করিয়া দিবে না, তাহাহইলে সাধক দুঃখভাগী  
হয় । পুষ্প, ফল, ও পত্রাদি যে ভাবে উৎপন্ন হয়, সেই ভাবে প্রদান  
করিতে হইবে । পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে এই নিয়ম আদরণীয় নহে । তৎপরে  
দেবতার মস্তক, হৃদয়, গুহ, পাদ এবং সর্বান্গে মূলমন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি  
প্রদান করিয়া তত্তদেবতার পঞ্চভ্যক্ত আবরণদেবতার পূজা করিবে । ইহার  
অর্থান রাঘবতট্টধৃত বচনে বিশেষ বিবৃত আছে । অনন্তর ধূপদীপ নিবে-  
দন করিবে, যথা—ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা, এই মন্ত্রে পুষ্পাক্ষত দ্বারা  
ঘণ্টার পূজা করিয়া বামহস্তে ঘণ্টাবাদন করিতে করিতে স্বয়ং মন্ত্রে নীচ-  
ভাগে ধূপ প্রদান করিয়া দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপ নিবেদন করিতে হইবে । তৎ-



নৈবেদ্যমানীয় ফড়িতি সংপ্রোক্ষ্য চক্রমুদ্রয়া অভিরক্ষ্য তদুপরি  
মূলমর্ষণা জপ্তা ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য মূলমুচ্চার্য্য নৈবেদ্যং  
দদ্যাৎ । যন্তোষমর্ষণপাত্রস্ত তন্নিধায় নিবেদয়েৎ । অন্যতোঁযৈ-  
র্ষদুৎসৃষ্টমর্ষণপাত্রস্থিতেতরৈঃ । ন গৃহ্ণাতি মহাদেবী দত্তং  
বিধিশতৈরপি । ইতি বচনাদ্যাবতুপচারমর্ষণপাত্রস্থজলে-  
নোৎসৃজ্য দদ্যাৎ । ততঃ পুনরাচমনীয়ং দত্ত্বা তাম্বূলং দদ্যাৎ ।  
বৈষ্ণবে তু নৈবেদ্যে বিশোধোব্যক্তব্যঃ । ততঃ সপরিবারদেবতাং  
গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য নৃত্যগীতৈর্দেবীং সন্তোষ্য জয জয়েতু্যক্তা  
বিশেষার্ঘ্যং দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাৎ । দানে তু—আদৌ  
মূলং ততোদ্রব্যোল্লেখঃ ততঃ সংপ্রদানং ততস্ত্যাগার্থকপদমিতি  
সর্বত্র । তথাচ কুলানবে—আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্বেদ-  
মুদীরয়েৎ । সংপ্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থকপদন্ততঃ । এবং  
ক্রমেণ দেবেশি উপচারান্ প্রকল্প্যেৎ । যত্রান্তে কৰ্ম্মসম্মি-

পরে পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান কবিয়া নৈবেদ্যানয়ন পূর্বক ফট্ এই মন্ত্রে  
জলাভ্যক্ষণ করিয়া চক্রমুদ্রা প্রদর্শনদ্বারা সংরক্ষণ করিবে ৮ ধং নৈবেদ্যের  
উপরি অষ্টবাব মূলমন্ত্র জপকরিয়া ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ পূর্বক মূলমন্ত্রে  
নৈবেদ্য নিবেদন করিবে । এইরূপ যত দ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে,  
সকল দ্রব্যেই অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলদ্বারা প্রোক্ষণ কবিয়া নিবেদন করা বিধিয় ।  
অথ জলদ্বারা শতবাব প্রোক্ষণ করিলেও তাহা দেবতার গ্রহণ হয় না ।  
তৎপরে পুনরাচমনীয় প্রদান পূর্বক তাম্বূল নিবেদন করিবে । বিষ্ণুবিষয়ে  
নৈবেদ্য নিবেদনের যাহা বিশেষ নিয়ম আছে, তাহা বিষ্ণুপূজা বিধিতে  
কথিত হইবে । অনন্তর গন্ধাদি উপচারে পরিবার সন্তিত দেবতার পূজা  
করিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতাব সন্তোষ সাধন পূর্বক জয় ধ্বনি করিবে  
এবং বিশেষার্ঘ্য প্রদান পূর্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে । দেব-  
তাব উপচার প্রদানের নিয়ম এই যে, প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক

পাতইতি ন্যায়াক্ষ । ততশ্চুল্লুকোদকমাদায় ইতঃ পূর্বং  
 প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাদিকারতোজ্ঞাৎস্বপ্নমুপ্ত্যবস্থাস্থ কস্মিণা  
 মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ম্যামুদরেণ শিখ্যা যৎ স্মৃতং যদুক্তং  
 যৎকৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা মাং মনীয়ং সকলং  
 সম্যগমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ । নমস্কারানন্তরং  
 বা । ততোহষ্টৌত্তরসহস্রং শতং বা জপ্তা ওঁ গৃহাতিগৃহ-  
 গোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎ-  
 প্রসাদাৎ ত্বয়ি স্থিতে । অন্যত্র গোপ্ত্রী দেবীতি বিশেষঃ ।  
 ইতি জপং সমর্প্য স্তূত্বাষ্টাঙ্গপ্রণামং কুর্যাৎ । অষ্টাঙ্গপ্রণামো-  
 যথা—পদ্ম্যাং করাভ্যাং জানুভ্যাং মুরসা শিরসা দৃশা । বচসা  
 মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ-ঐরিতঃ । বাহুভ্যাংৈব জানুভ্যাং  
 শিরসা বচসা দৃশা । পঞ্চাঙ্গোহয়ং প্রণামঃ স্মাৎ পূজাস্থ প্রবরা-  
 বিমৌ । ভূমৌ নিপত্য যঃ কুর্যাৎ কৃষ্ণেহষ্টাঙ্গাং নতিং

দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিবে, অনন্তর যে দেবতাকে নিবেদন করিবে, সেই  
 দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া নমঃশব্দপ্রভৃতি ত্যাগার্থক শব্দ দ্বারা নিবেদন  
 করিবে । এইরূপ দ্রব্য নিবেদনের নিয়ম কুলার্ণবে লিখিত আছে ।  
 অনন্তর গণ্ডুষ পরিমিত জলগ্রহণ করিয়া ইতঃ পূর্বং ইত্যাदि মূলের লিখিত  
 মন্ত্রে দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে । তৎপর সাধক অষ্টাঙ্গ প্রণাম  
 করিবে । পাদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষু, বাক্য ও মন এই  
 অষ্টাঙ্গদ্বারা যে নমস্কার করা যায়, তাহাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার কহে । বাহু  
 দ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু, এই পঞ্চাঙ্গদ্বারা যে নমস্কার করে,  
 তাহাই পঞ্চাঙ্গ নমস্কার, পূজার অস্ত্রে এই উত্তরলিখিত নমস্কারই প্রশস্ত ।  
 যে ব্যক্তি ভূমিতে নিপতিত হইয়া দেবতাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করে, সেই  
 ব্যক্তি পূর্বতন সহস্র জন্মার্জিত পাপ হইতে পরিজ্ঞান পাইয়া বৈকুণ্ঠধামে  
 গমন করিয়া থাকে, আর বেদবিদ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ভূমিদান করিলে

সূরীঃ । সহস্রজম্বজং পাপং ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠমাশ্রুয়াৎ । তথাচ বেদ-  
 বিদ্যো ধরাং দত্ত্বা যৎ কলং লভতে নরঃ । তৎ কলং লভতে  
 ভক্ত্যা কৃষ্ণে কৃত্বা প্রদক্ষিণং । কৃষ্ণ-ইত্যুপলক্ষণং । বিশ্বসারে—  
 শঙ্খহস্তেন সর্বত্র দক্ষিণং পরিকীর্তিতং । নতিবিশেষস্ত  
 জামলে—ত্রিকোণাকার। সর্বত্র নতিঃ শাক্তেঃ সমীৰিতা ।  
 দক্ষিণাভায়বীং গত্বা দিশস্তম্বাচ্চ শান্তবীং । ততশ্চ দক্ষিণং  
 গত্বা নমস্কারত্রিকোণবৎ । অর্দ্ধচন্দ্রং মহেশস্য পৃষ্ঠতশ্চ  
 সমীৰিতা । শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু ।  
 সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লক্ষ্যয়েৎ সোমসূত্রং  
 জলনিঃসরণস্থানং । প্রসার্য দক্ষিণং হস্তং স্বয়ং নম্রশিরাঃ-  
 পুনঃ । দর্শয়েদক্ষিণং পার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণং । ত্রিধা  
 চ বেষ্ঠয়েৎ সম্যগ্ দেবতাসাং প্রদক্ষিণং । একহস্তপ্রণামশ্চ  
 একং বাপি প্রদক্ষিণং । অকালে দর্শনং বিঘোহীন্তি পুণ্যং  
 যেকপ পুণ্যসঞ্চয় হয়, প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তিপূর্বক দেবতার প্রণাম  
 করিলেও সেই রূপ স্মৃতি জন্মিতে পারে । বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত আছে যে,  
 হস্তে শঙ্খ গ্রহণ করিয়া দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবে । যাহলে যেকপ নম-  
 স্কারের নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে নমস্কার করিলে বিশেষ ফল  
 হইয়া থাকে । শক্তি দেবতার নমস্কারকালে ত্রিকোণাকারে প্রদক্ষিণ  
 করিয়া নমস্কার করিতে হইবে । অর্থাৎ দেবতার দক্ষিণদিক হইতে বায়ু  
 কোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া জ্ঞানকোণে গমন করিবে, অনন্তর বায়ুকোণ  
 দিয়া দক্ষিণদিকে আসিবে, এইরূপ করিলেই ত্রিকোণাকারে প্রদক্ষিণ হয় ।  
 শিবপ্রণামকালে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিবে, কিন্তু  
 জল নির্গমন স্থান লক্ষ্যন করিবে না । অন্যান্য দেবতার নমস্কার কালে ।  
 দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিয়া নম্রশিরে দক্ষিণপার্শ্ব স্পর্শ করত তিনবার  
 দেবতাকে বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হইবে । যে ব্যক্তি দেবতাকে  
 একহস্তে নমস্কার, অথবা একবার প্রদক্ষিণ করে, অথবা যে ব্যক্তি অকালে



পুরা কৃতং । দেবতাস্থে আবরণদেবতা বিলাপ্য ক্ষমস্বেতি  
 বিসর্জনং কৃৎসংহারমুদ্রা তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্কিঃ স্বহৃদয়  
 মানয়েৎ । তথাচ—নিধায় দেবতাং পশ্চাৎ স্বীয়হৃৎসর-  
 সীকুহে স্ময়ুগ্মাবগ্ন না পুষ্পমাস্রায়োদ্বাসযেত্ততঃ । ততঃ  
 ঐশান্যত্র ত্রিকোণমণ্ডলং কৃৎসং নির্মাল্যশেষং দদ্যাৎ । বৈষ্ণবে  
 তু ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ শক্তো ওঁ শেবিকারৈ নমঃ শৈবে ওঁ  
 চণ্ডেশ্বরায় নমঃ সূর্য্যে ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ গণেশে ওঁ উচ্ছিষ্ট-  
 গণেশায় নমঃ । কালিকাদৌ ওঁ উচ্ছিষ্টচণ্ডালিন্যৈ নমঃ ।  
 তথাচ—বিশ্বক্সেনঃ স্মৃতো বিষ্ণো স্তেজশ্চণ্ডো বিবস্বত  
 ইত্যাদি । তথাচ নিবন্ধে—সূর্য্যে গগপতাবুগ্রে শাক্তে শৈবে-  
 হথ নৈমগ্বে । তেজশ্চণ্ড মথোচ্ছিষ্টে সোজ মুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকারঃ ।  
 চাণ্ডালিনীঃ শেবিকাঞ্চ বিশ্বক্সেনং ক্রমাদ্যজেৎ । সোজ  
 ইতি উনা শব্দুনা সহ বর্ততে ইতি সো দুর্গা তজ্জা  
 গণেশঃ । ততঃ পাদোদকং পীত্বা নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্য

বিষ্ণু দর্শন কার্য, তাহার পূর্ন পূর্ন জন্মার্জিত সমস্ত পুণ্য বিনাশ পায় ।  
 এইরূপে নমস্কাবাদ কবিয়া দেবতাব শবীরে আবরণ দেবতা বিলীন করিবে  
 এবং “ক্ষমস্ব” এই বাক্যে দেবতাকে বিসর্জন করিতে হইবে । অনন্তর  
 সংহার মুদ্রাদ্বারা পুষ্প সন্নিহিত দেবতাব তেজ স্বীয় হৃদয়ে আনয়ন করিয়া  
 ঐশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডলোপরি নির্মাল্য শেষ স্থাপন করিবে । পরে  
 বিষ্ণু পূজনে ওঁ বিশ্বক্সেনায় নমঃ শক্তিপূজাতে ওঁ শেবিকারৈ নমঃ শিব  
 পূজাতে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ, সূর্য্য পূজাতে ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ, গণেশ  
 পূজাতে ওঁ উচ্ছিষ্টগণেশায় নমঃ, কালিকাদি শক্তিপূজাতে ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডা-  
 লিন্যৈ নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে । নিবন্ধাদি গ্রন্থে বৈহাব যে সকল প্রমাণ  
 লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে । তৎপরে দেব-  
 তাদি পাদোদক গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্তূপে বিহার

অবশিষ্টং যোগ্যায় দত্ত্বা যথাস্থখং বিহরেদिति । মৎস্যসূক্তে—  
অনিবেদ্যং ন ভুঞ্জীত মৎস্যমাংসাদিকঞ্চ যৎ । অন্নং বিষ্ঠা পয়ো  
মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং । বিষ্ণোরিতি দেবতাপরং । তথাচ  
ভৈরবতন্ত্রে—হৃদয়ে চ বহির্দেবীং সমপ্য বিধিবত্ততঃ ।  
নির্মাল্যঞ্চ শুচৌ দেশে নৈবেদ্যং ভক্ষয়েৎ সুধীঃ । তদ্রাস্তুরে—  
নির্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্বাস্থে চানুলেপনং । নৈবেদ্যং  
চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্বক্তিশালিনে । দেবতার্চ্যাবশিষ্টং যৎ  
সলিলং শঙ্কামধ্যগং । অঙ্গলগ্নং মনুষ্যাণাং ব্রহ্মহত্যাং ব্যপো-  
হতি । ইতি সামান্যপূজাপদ্ধতিঃ ॥

করিবে । মৎস্যসূক্তে লিখিত আছে যে, মৎস্যমাংসাদি যে কোন বস্তু  
ভোজন করিবে, তাহার কোন জন্যই দেবতাকে নিবেদন না করিয়া  
ভোজন করিবে না, দেবতার অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠা এবং পানীয় জলাদি  
মূত্রতুলা জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ অনিবেদিত অন্ন ভোজন, অথবা জলপান  
করিলে বিষ্ঠা মূত্রভোনের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় । ভৈরবতন্ত্রে লিখিত আছে  
যে, পবিত্র স্থানে দেবতাকে বিধিপূৰ্ণক নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া প্রসাদী-  
কৃত নৈবেদ্য ভোজন করিবে । অত্র তন্ত্র প্রমাণে জানা যায় যে, নির্মাল্য  
পুষ্পাদি মস্তকে ধারণ করিয়া সর্বাস্থে নিবেদিত লেপন করিবে । অনন্তর  
দেবভক্ত ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে ।  
দেবতার পূজাবশিষ্ট শঙ্কামধ্যস্থিত জল অঙ্গে সংলগ্ন হইলে ব্রহ্মহত্যা  
জনিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনাশ পাইয়া যায় । এইরূপে সামান্য পূজা  
প্রণালী কথিত হইল । এই প্রণালীতেই সকল দেবতার পূজা করিতে  
হইবে, যে দেবতার পূজাতে বাহা বিশেষ আছে, তাহা সেই সেই দেবতার  
পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করিবে ।

## অথ বিষ্ণুপূজা যন্ত্রাংশচ ।

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রান্ বিষ্ণোঃ সৰ্বসমৃদ্ধিদান্ ।  
যন্তু মংস্মরণাং সন্তো ভবাক্কেঃ পারমাত্মিতাঃ ॥

অথ বৈষ্ণবাচমনং গোতমীয়ে—কেশবাদৈত্যত্ৰিভিঃ শীঘ্রা  
দ্বাভ্যাং প্রক্ষালয়েৎ করৌ । দ্বাভ্যামোষ্ঠৌ চ সংযুজ্য দ্বাভ্যাং  
যুজ্যামুখং ততঃ । একেন হস্তং প্রক্ষাল্য পাদাবপি তথৈ-  
কতঃ । সংপ্রোক্ষ্যেকেন মূৰ্দ্ধানং ততঃ সঙ্কর্ষণাদিভিঃ । আশ্র-  
নাসাক্ষিকর্ণাংশ্চ নাভ্যরক্ষং ভুজৌ ক্রমাৎ । স্পৃশোদেবং  
ভবেদাচমনস্তু বৈষ্ণবান্নয়ে । এবমাচমনং কৃৎস্না সাক্ষান্নারায়-  
ণোভবেৎ । কেশবাদয়স্তু—কেশব-নারায়ণ-মাধব-গোবিন্দ  
বিষ্ণু-মধুসূদন-ত্রিবিক্রম-বামন-শ্রীধর-হৃষীকেশ-পদ্মনাভ-দামো-  
দর-সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব-প্রহুন্নানিরুদ্ধ-পুরুষোত্তমাধোক্ষজ-নৃসিংহা

এইকালে সৰ্বসমৃদ্ধিপ্রদ বিষ্ণুমন্ত্র কথিত হইতেছে, এই মন্ত্র স্মরণমাত্র  
সাধুগণ সংসারসাগরের পার হইতে পারে ।

বিষ্ণুর পূজাতে বৈষ্ণবাচমন করিতে হয়, তাহা এই—  
কেশবার নমঃ, নারায়ণার নমঃ, মাধবার নমঃ, এই তিন  
মন্ত্রে তিনবার জলপান করিবে । গোবিন্দার নমঃ, বিষ্ণবে  
নমঃ, এই মন্ত্রে হস্তপ্রক্ষালন, মধুসূদনার নমঃ, ত্রিবিক্রমার  
নমঃ, এই মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জন এবং বামনার নমঃ, শ্রীধার  
নমঃ, এই মন্ত্রে মুখমার্জন করিয়া হৃষীকেশার নমঃ এই মন্ত্রে হস্ত  
ও পদ্মনাভার নমঃ এই মন্ত্রে পাদ প্রক্ষালন করিবে । তৎপরে  
দামোদরার নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিবে ।  
অনন্তর সঙ্কর্ষণার নমঃ এই মন্ত্রে মুখস্পর্শ করিয়া বাসুদেবার নমঃ  
প্রত্যঙ্গার নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুইনাসিকা অনিরুদ্ধার নমঃ পুরুষো-  
ত্তমার নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুই চক্ষুঃ অধোক্ষজার নমঃ নৃসিংহার নমঃ



চ্যুত-জনার্দন-উপেন্দ্র-হরি-বিষ্ণুঃ । বাক্যস্তু ওঁ কেশবায় নমঃ  
ইত্যাদি । তথাচ—সচতুর্থীনমোহৈষ্ট্যেচ নামভির্বিদ্যাসেৎ  
স্বধীঃ । মন্ত্রাস্ত—তারং নমঃ পদং ক্রয়ামরৌ দীর্ঘনমস্বিতৌ ।  
পবনোনাযমস্ত্রায়ং প্রোক্তো বস্বকরঃ পরঃ ।

অন্য পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি স্নানান্তঃ কৰ্ম কৃত্ব  
পূজামণ্ডপমাগত্য বৈষ্ণবাচমনং কুৰ্য্যাৎ । ততঃ সামান্যার্ঘ্যাদি  
মাতৃকান্যাসান্তঃ কৰ্ম বিধায় (৭৯পৃষ্ঠা) কেশবকীর্ত্যাদিন্যাসং  
কুৰ্য্যাৎ ।

অথ কেশবকীর্ত্যাদি ন্যাসঃ তত্র প্রথমং ঋষ্যাদিন্যাসঃ ।  
শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ । মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে  
নমঃ । হৃদি অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ করাজ-

এই দুই মন্ত্রে দুই কর্ণ, অচ্যুতায় নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, জনার্দনায়  
নমঃ এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, উপেন্দ্রায় নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক এবং হরয়ে  
নমঃ বিষ্ণবে নমঃ এই দুই মন্ত্রে ভূজবয়স্পর্শ করিবে । বিষ্ণুপূজাদিতে  
এইরূপ আচমন করিবে । এইরূপ আচমন করিলে সেই বা ক্র সাঙ্গাৎ  
নারায়ণতুল্য হয় । এই আচমনবিধয়ে যে সকল প্রমাণ অত্রোক্ত তন্ম  
লিখিত আছে, সেই সকল বচন এইস্থলে উদ্ধৃত আছে । নারা-  
য়ণের মন্ত্র কথিত হইতেছে—নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে  
নারায়ণের পূজাদি করিবে ॥

উক্ত মন্ত্রের পূজাক্রম এই—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদিস্নানান্ত কৰ্ম করিয়া  
পূজামণ্ডপে গমন পূর্বক পূর্বোক্ত বৈষ্ণবাচমন করিবে । তৎপরে সামা-  
ন্যার্ঘ্য সংস্থাপন পূর্বক মাতৃকান্যাসান্ত কৰ্ম করিবে ।

এইরূপ কেশবকীর্ত্যাদি ন্যাস কথিত হইতেছে । এই ন্যাসের ঋষ্যাদি  
এই—শিরসি প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ,  
—হৃদি অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ । এইরূপে ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া

শ্রীসৌ—শ্রী অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হৃদয়াদিষু । তথা চ  
 গৌতমীয়ে—ঋষিঃ প্রজাপতিশ্চন্দো গায়ত্রী দেবতা পুনঃ ।  
 অর্দ্ধলক্ষ্মীহরিঃ প্রোক্তঃ শ্রীবীজেন ষড়ঙ্গকং । ততো ধ্যানং—  
 উদ্যৎপ্রদ্যোতনতরুচিৎ তপ্তহেমাবদাতং পার্শ্বদ্বন্দ্ব জলধি-  
 স্ততয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টিং । নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্প-  
 মাপীতবস্ত্রং বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিৎ ॥  
 এবং ধ্যানং ন্যসেৎ । তথা চ ক্রমদীপিকায়াং—বর্ণানুজ্ঞা  
 সার্কচন্দ্রান্ ইত্যাদি দর্শনাং সর্বত্র সানুস্মারঃ । অং কেশবায়  
 কীর্ত্ত্য নমো ললাটে । আং নারায়ণায় কাঠৈস্ত্য নমো মুখে ।  
 ইং মাধবায় তুষ্ঠৈস্ত্য নমো দক্ষনেত্রে । ঈং গোবিন্দায় পূষ্ঠৈস্ত্য  
 নমো বামনেত্রে । সর্বত্র এবং । উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ দক্ষ-  
 কর্ণে । উং মধুসূদনায় শাঠৈস্ত্য বামকর্ণে । ঋং ত্রিবিক্রমায়  
 ক্রিয়াঠৈ দক্ষনাসাপুটে । ঋং বামনায় দয়াঠৈ বামনাসা-  
 পুটে । ৯ং শ্রীধরায় মেধাঠৈ দক্ষগণ্ডে । ৯ং হৃষীকেশায়  
 হর্ষাঠৈ বামগণ্ডে । এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধাঠৈ ওষ্ঠে । ঐং

করাগ্ৰন্থাপ করিতে হইবে । শ্রী অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । শ্রী তর্জনীভ্যাং  
 স্বাঃ । শ্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্ । শ্রী অনামিকাভ্যাং হং । শ্রী কনি-  
 ঠাভ্যাং বৌষট্ । শ্রী করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপ করাগ্ৰন্থাপ করিয়া শ্রী  
 হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে হৃদয়াদিতঃ ষড়ঙ্গগ্ৰন্থাপ করিবে । তৎপরে ধ্যান  
 করিতে হইবে । উদযশীল শত সূর্য্যাবস্তার তেজস্বী, প্রতপ্ত স্তবর্ণবৎ দেহ-  
 কান্তি, দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বসুমতী বিদ্যমান আছেন । নানাবিধ রত্নভূষণে  
 বিভূষিত এবং পীতবস্ত্রপরিধান, এইরূপ শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী বিষ্ণুকে  
 বন্দনা করি এইপ্রকারে ধ্যান করিয়া অং কেশবায় কীর্ত্ত্য নমঃ ইত্যাদি  
 রত্নে গ্ৰন্থাপ করিবে । এইরূপ অঙ্কুষ্ঠা স্থানে-স্থানে গ্ৰন্থাপ করিবে, যে যে স্থানে ও -

দাযোদরায় লজ্জায়ৈ অধরে । ওং বায়ুদেবায় নমোহ্য উ-  
দন্তপংক্তৌ ওং সঙ্করায় সরস্বতৌ অধোদন্তপংক্তৌ । অং  
প্রহ্মায় প্রীতৌ মস্তকে । অঃ অনিরুদ্ধায় রতৌ মুখে ।  
কং চক্রিণে জয়্যৈ থং গদিনে দুর্গায়ৈ গং শাস্ত্রিণে প্রভায়ৈ  
ঘং খড়্গিণে সত্যায়ৈ ঙং শঙ্খিণে চণ্ডায়ৈ দক্ষকরমূলসঙ্ক্য-  
গ্রকেষু । চং হলিনে বাণৌ ছং মুষলিনে বিলামিষ্টৌ জং  
শূলিনে বিজয়্যৈ বাং পাশিনে বিরজ্যৈ ঞং অঙ্কুশিনে  
বিশ্বায়ৈ বামকরমূলসঙ্ক্যগ্রকেষু । টং মৃকুন্দায় বিনদ্যৈ ঠং  
নন্দজায় স্নানদ্যৈ ডং নন্দিনে স্মৃতৌ ঢং নরায় ঋত্ব্যৈ ৭ং  
নরকজিতে সম্বৃত্ব্যৈ দক্ষপাদমূলসঙ্ক্যগ্রকেষু । তং হরয়ে  
শুত্ব্যৈ থং কৃষ্ণায় ভত্ব্যৈ দং সত্যায় বুত্ব্যৈ ধং সাত্বতায়  
মত্ব্যৈ নং শৌরয়ে ক্ষম্যৈ বামপাদমূলসঙ্ক্যগ্রকেষু । পং শূরায়  
রম্যৈ দক্ষপার্শ্বে । ফং জনার্দিনায় উম্যৈ বামপার্শ্বে ।  
বং ভূধরায় ক্রেদিষ্টৌ পৃষ্ঠে । ভং বিশ্বমূর্তয়ে ক্লিষ্টায়ৈ নাভৌ ।  
মং বৈকুণ্ঠায় বসুদ্যৈ উদরে । যং অগাঅনে পুরুষোত্তমায়  
বসুধ্যৈ হৃদি । রং অশ্বগাঅনে বলিনে পরাধৈ দক্ষাংশে ।  
লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণায়ৈ ককুদি । বং মেদা-  
অনে বালায় সূক্ষ্মায়ৈ বামাংশে । শং অস্থ্যাত্মনে বৃষস্বায়  
সঙ্ক্যায়ৈ হৃদাদিদক্ষকরে । ষং মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞায়ৈ  
হৃদাদি বামকরে । সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভায়ৈ হৃদাদি-  
দক্ষপাদে । হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশায়ৈ হৃদাদিবামপাদে ।

যে যে মন্ত্রে স্তান করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, স্মৃতি  
করিলেই সঙ্কে বোধগম্য হইবে । কেশবাদি এক একটি দেবতার নাম,  
এবং কীৰ্ত্তি প্রভৃতি এক একটি শক্তির নাম উল্লেখ করিয়া এই স্তান করিবে,



লং জীবাত্মনে বিমলায় অমোঘায়ৈ হৃদাদি উদরে । কং  
 ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ হৃদাদিমুখে । ইতি । কেশ-  
 বাদিমাহ সারদায়াং—কেশবনারায়ণমাধবগোবিন্দবিষ্ণবঃ ।  
 মধুসূদনসংজ্ঞোহন্যঃ স্রাজিবিক্রমবামনৌ । শ্রীধরশ্চ হৃষীকেশঃ  
 পদ্মনাভস্ততঃ পরঃ । দামোদরোবাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণ ইতীরিতঃ ।  
 প্রহ্লাদশ্চানিরুদ্ধশ্চ স্বর্ণাৰ্ণমূর্তয়ঃ স্মৃতাঃ । পশ্চাচ্চক্রী গদী  
 শার্ঙ্গী খড়্গী শঙ্খী হলী পুনঃ । মুষলী শূলিসংজ্ঞোহন্যঃ পাশী  
 স্রাদকুশী পুনঃ । মুকুন্দো নন্দজোনন্দী নরো নরকজিহ্বরীঃ ।  
 কৃষ্ণঃ সত্যঃ সাত্ত্বতঃ স্রাৎ শৌরিঃ শূরো জনার্দনঃ । ভূধরো-  
 বিশ্বমূর্তিশ্চ বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ । বলী বলানুজোবালো-  
 বৃষশ্চ বৃষঃ পুনঃ । হংসো বরাহো বিমলো নৃসিংহো মূর্তয়ো-  
 হল্যাং । কেশবাদ্যা ইমে স্রামাঃ শঙ্খচক্রলসংকরাঃ । কীর্তিঃ  
 কান্তিস্তুষ্টিপূষ্টি ধৃতিঃ শান্তিঃ ক্রিয়া দয়া । মেধা সহর্ষা শ্রদ্ধা  
 স্রালঙ্কা লক্ষ্মী সরস্বতী । প্রাণীরতিরিমাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমেণ  
 স্বরশক্তয়ঃ । জয়া দুর্গা প্রভা সত্য চণ্ডা বাণী বিলাসিনী ।

এই অষ্ট ইহার কেশবকীর্তাদি স্রাম এই নাম হইয়াছে । কেশবাদি যথা—  
 কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর,  
 হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, এই  
 ষোলটি স্বরমূর্তি এবং চক্রী, গদী, শার্ঙ্গী, খড়্গী, শঙ্খী, হলী, মুষলী, শূলী  
 পাশী, অকুশী, মুকুন্দ, নন্দজ, নন্দী, নর, নরকজিৎ, হরি, কৃষ্ণ, সত্য, সাত্ত্বত,  
 শৌরি, শূর, জনার্দন, ভূধর, বিশ্বমূর্তি, বৈকুণ্ঠ, পুরুষোত্তম, বলী, বলানুজ,  
 বাল, বৃষশ্চ, বৃষ, হংস, বরাহ, বিমল ও নৃসিংহ । এই পঞ্চত্রিংশৎ হলমূর্তি  
 সকলো একপঞ্চাশৎ । কীর্তাদি যথা—কীর্তি, কান্তি, তুষ্টি, পূষ্টি, ধৃতি,  
 শান্তি, ক্রিয়া, দয়া, মেধা, সহর্ষা, শ্রদ্ধা, লঙ্কা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, প্রীতি ও প্রতি  
 এই ষোড়শ স্বর মূর্তি এবং জয়া, দুর্গা, প্রভা, সত্য, চণ্ডা, বাণী, বিলাসিনী,

বিজয়া বিরজা বিখা বিনদা সুনদা স্মৃতিঃ । ঋদ্ধিঃ সমৃদ্ধিঃ,  
 শুদ্ধিঃ শ্রাদ্ধত্বিকবুদ্ধির্মতিঃ কমা । রমোমা রেদিনী রিন্না  
 বহুদা বহুধা পরা । তথা পরায়ণা সূক্ষ্মা সঙ্ক্যা প্রজ্ঞা প্রভা  
 নিশা । অমোঘা বিদ্যুতা চেতি কীর্ত্যাদ্যাঃ সর্বকামদাঃ ।  
 এতাঃ প্রিয়তমাঙ্গেষু নিমগ্নাঃ সম্মিতাননাঃ । বিদ্যাদামসমভাঃ  
 স্যুঃ পঞ্চজাভয়বাহবঃ । গৌতমীয়ে—কেশবাদিরয়ং শ্রাসো-  
 শ্রাসমাত্রেণ দেহিনাং । অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং  
 ন সংশয়ঃ । মাতৃকার্ণং সমুচ্চাৰ্য্য কেশবায় ইতি স্মরেৎ ।  
 কীর্ত্ত্য নমঃ সমায়ুক্তমিত্যাশ্রিত্যসমাচরেৎ । আগমকল্পক্রমে—  
 আদিশ্ৰাস্তান্ বিন্দুযুক্তান্ মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমং । ঙেস্তং দেবং  
 তথা শক্তিং পশ্চাৎ ইতি ক্রমঃ । কেশবায় ততঃ কীর্ত্ত্য  
 কাষ্ট্য নাবায়গশ্চ চ । ইত্যাদ্যগস্ত্যসংহিতাবচনাদয়ং ক্রমঃ ।  
 নতু কেশবকীর্ত্ত্যায় নমঃ ইত্যাদি । তথা ভুক্তিমুক্তিমিচ্ছতা

বিজয়া, বিরজা, বিখা, বিনদা, সুনদা, স্মৃতি, ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি, শুদ্ধি, তদ্ধি,  
 বুদ্ধি, মতি, কমা, বমা, উমা, রেদিনী, রিন্না, বহুদা, বহুধা, পরা, পরায়ণা,  
 সূক্ষ্মা, সঙ্ক্যা, প্রজ্ঞা, প্রভা, নিশা, অমোঘা, ও বিদ্যুতা এই পঞ্চত্রিংশৎ  
 হলমূর্ত্তি । সমুদায়ে একপঞ্চাশৎ । এই সকল মূর্ত্তি সর্বকামফলপ্রদ,  
 ইহার স্বীয় পতির অঙ্গে নিবিষ্টা, কান্তবদনা এবং বিদ্যাতের জায় কাঙ্ক্ষি-  
 বিশিষ্টা, ইহাদের হস্তে পদ্ম ও অভয়মুদ্রা আছে । গৌতমীরত্নে লিখিত  
 আছে যে, এই কেশবকীর্ত্ত্যাদিশ্রাস করিবা মাত্র মনুষ্যাগণ বিকুপন লাভ করে ।  
 এই শ্রাস করিতে প্রথমে অকারাদির এক একটি বর্ণ । তৎপরে কেশ-  
 বাদি এক একটি নাম ও কীর্ত্তি প্রভৃতি এক একটি নাম এবং অন্তে নমঃ শব্দ  
 উল্লেখ করিবা মত্কা দি পরীরে একপঞ্চাশৎ স্থানে শ্রাস করিতে হইবে ।  
 আগমকল্পক্রম ও অগস্ত্যসংহিতাদি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে ।  
 এই শ্রাসে অং কেশবায়কীর্ত্ত্য নমঃ, এই কপ পৃথক পৃথক বিতর্কযোগ

অয়ং শ্রাসঃ কৰ্তব্যঃ শ্রীণীজাদিকঃ । যথা—ওঁ শ্রী অং কেশ  
বায় কীর্ত্যে নমঃ ইত্যাদি । তথাচ—প্রণবং পূর্বমুচ্চাৰ্য্য  
শ্রীবীজং তদনন্তরং । মাতৃকাং ততোন্যশ্চেদ বক্ষ্যামি তৎ-  
প্রকারকং । বাগ্ভবাদ্যং শ্রুসেদ্বাথ বাগীশত্বমবাগ্নুয়াৎ । যদ-  
যদাদ্যং শ্রুসেম্যাসং তদ্বীজেনাঙ্গকল্পনেতি গোতমীয়াৎ । এবং  
প্রবিশ্রুসেম্যাসং লক্ষ্মীবীজপুরঃসরং । স্মৃতিং ধৃতিং মহালক্ষ্মীং  
প্রাপ্যান্তে হরিতাং ব্রজেৎ ॥

ততস্তত্ত্বশ্রাসঃ । মাদিকান্তানথার্গাংশ্চ বীজান্তেকৈকশো  
বদেৎ । নমঃ পরায়েত্যুচ্চাৰ্য্য ততস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ । ইতি  
গোতমীয়াৎ সৰ্বত্র তত্ত্বপদপ্রয়োগঃ । যথা মং নমঃ  
পরায জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ । ভং নমঃ পরায় প্রাণ-  
তত্ত্বাত্মনে নমঃ । এতদ্ব্যং সৰ্বগাত্রে । বং নমঃ পরায়  
মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ । ফং নমঃ পরায়াহংকারতত্ত্বাত্মনে নমঃ ।  
পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ এতন্নিয়তং হৃদি ।

কবিত্বা শ্রাস কবিরে, কিন্তু অং কেশকীর্ত্তিভ্যাং নমঃ, এইরূপ একবিভক্তি  
যোগ কবিত্বা শ্রাস কবিরে না । ভুক্তিমুক্তিকামীবা ওঁ শ্রী অং কেশবায়  
কীর্ত্ত্যে নমঃ এই কপে শ্রাস করিবে, আর ওঁ ঐ কেশবায় কীর্ত্ত্যে নমঃ  
ইত্যাদিকপে বাগীজাদিশ্রাস করিলেও বাগীশত্ব লাভ হয় । যখন যে  
বীজ আদিতে যুক্ত কবিত্বা শ্রাস কবিরে, তখন সেই বীজদ্বারা অন্তশ্রাস  
করিতে হইবে । এই শ্রাস করিলে অরণশক্তি, ধৈর্য্য, জ্ঞান ও মহালক্ষ্মী  
লাভ হয় এবং অন্তকালে বিম্বপদপ্রাপ্তি হয় ।

তৎপৰ তত্ত্বশ্রাস করিতে হইবে । এই শ্রাসের মন্ত্র ও প্রণালী মূলে স্পষ্ট-  
কপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে । এই শ্রাসের প্রমাণ  
গোতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে । মূলের লিখিত মন্ত্রে তত্ত্বশ্রাস করিয়া  
প্রাণায়াম করবে ।



নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমোমস্তকে । ধং নমঃ পরায়  
 স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমোমুখে । দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে  
 নমোহুদি । থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমোগুহে । তং  
 নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ । ণং নমঃ পরায়  
 শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ কর্ণয়োঃ । টং নমঃ পরায় ত্বক্ তত্ত্বাত্মনে  
 নমঃ হৃদি । ডং নমঃ পরায় নেত্রতত্ত্বাত্মনে নমোনেত্রয়োঃ ।  
 ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমোজিহ্বায়াং । টং নমঃ  
 পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমোঘ্রাণয়োঃ । ঞং নমঃ পরায় বাক্-  
 তত্ত্বাত্মনে নমঃ পাণ্যোঃ । জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে  
 নমোগুহে । চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমো লিঙ্গে ।  
 ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমোমূর্ধ্ণি । ঘং নমঃ  
 পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমোমুখে । গং নমস্তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমো  
 হুদি । খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমো লিঙ্গমূলে । কং  
 নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ পাদয়োঃ । তথাচ দীপি-  
 কায়াং—ইত্যচ্যতীকৃততনুর্বিদধীত তত্ত্বায়াসং মপূর্বকপবা-  
 ক্ষরনভ্যুপেতং । ভূয়ঃ পরায় চ তদাহ্বরমাঅনে চ নত্যন্ত-  
 মুদ্ধরতু তত্ত্বমমূন্ ক্রমেণ । সকলবপুষি জীবং প্রাণমায়োজ্য  
 মধ্যে ন্যাসতু মতিমহংকারং মনশ্চেতি মন্ত্রী । কমুখহৃদয়-  
 গুহেহি স্বথো শব্দপূর্বং গুণগণমথ কর্ণাদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্বং ।  
 বাগাবিস্ত্রিয়বর্গমাঅনি নয়েদাকাশপূর্বং গণং মূর্ধ্ণাশ্চে হৃদয়ে  
 শিরে চরণয়োহুৎপুণ্ডরীকং হুদি ॥ শং নমঃ পরায় হুৎপুণ্ড-  
 রীকতত্ত্বাত্মনে নমো হুদি । হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাণ্ড-  
 সূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হুদি । সং নমঃ পরায় ষোড়শকলা-  
 ব্যাণ্ডসোমমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হুদি । রং নমঃ পরায়

দশকলাব্যাপ্তবহ্নিমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমো হৃদি । ষং নমঃ পরায়  
বাসুদেবায় পরমেষ্ঠি তত্ত্বাত্মনে নমঃ শিরসি ! ষং নমঃ পরায়  
পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমো মুখে । লং নমঃ পরায়  
বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রহু্যায় নমো হৃদি । বং নমঃ পরায় নিরুত্তি-  
তত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমোলিঙ্গে । লং নমঃ পরায় সর্ব-  
তত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ পাদয়োঃ । ক্রৌং নমঃ পরায়  
কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ সর্বগাত্রে । তথাচ গোত-  
মীয়ে—শং বীজং হুংপুণ্ডরীকতত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ ।  
হং বীজং সূর্য্যমণ্ডল তত্ত্বং হৃদি প্রবিন্যসেৎ । রং বীজং  
বহ্নিমণ্ডলতত্ত্বং তত্র ন্যসেৎ । ষং বীজং পরমেষ্ঠিতত্ত্বং  
বাসুদেবঞ্চ মূৰ্দ্ধনি । ষং বীজমথ পুংস্তত্ত্বং সঙ্কর্ষণমথো মুখে ।  
লং বীজং বিশ্বতত্ত্বঞ্চ প্রহু্যয়ঞ্চ হৃদি ন্যসেৎ । বং বীজং  
নিরুত্তিতত্ত্বঞ্চ অনিরুদ্ধমুপস্থকে । লং বীজং সর্বতত্ত্বঞ্চ পাদে  
নারায়ণং ন্যসেৎ । ক্রৌং বীজং কোপতত্ত্বঞ্চ নৃসিংহঃ সর্ব-  
গাত্ৰকে । এবং তত্ত্বানি বিন্যস্ত প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ।  
ফলন্ত তত্রৈব—তত্ত্বন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সাধকঃ সিদ্ধিহে-  
তবে । কৃতেন যেন দেবস্ত রূপতামেব যাত্যসৌ । ততো  
যথাবিধি প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ ।

ততঃ পীঠন্যাসং ( ৯৬ পৃষ্ঠা ) বিধায় কেশরেষু পূর্বাদিদিগ্ধু  
প্রাদক্ষিণ্যেন মধ্যে চ ওঁ বিমলায়ৈ এবং উৎকর্ষিণ্যৈ  
জ্ঞানায়ৈ ক্রিয়ায়ৈ যোগায়ৈ প্রহ্লৈ সত্যায়ৈ ঈশানায়ৈ অনু-  
প্রহায়ৈ । তত্‌পরি ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে

\* তৎপরে পীঠন্যাস করিয়া কেশরে পূর্বাদিক হইতে প্রাদক্ষিণ  
ক্রমে এবং মধ্যে ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ ইত্যাদি মূলর লিখিত মন্ত্রে পূজা

বাহুদেবার সৰ্ব্বাত্মসংযোগযোগপদ্যপীঠাঙ্ঘনে নমঃ । তথাচ  
নিবন্ধে—বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা চ শক্তয়ঃ ।  
প্রস্বী সত্যা তথেশানানুগ্রহা নবমী স্মৃতা । নমো ভগবতে  
ক্রয়াদ্বিষ্যবেথ পদং বদেৎ । সৰ্ব্বভূতাঙ্ঘনে বাহুদেবায়ৈতি  
বদেত্ততঃ । সৰ্ব্বাত্মসংযোগপদাদযোগপদ্যপদং ততঃ । পীঠা-  
ঙ্ঘনে হৃদস্তোত্রয়ং মন্ত্রস্তারাদিকো হরেঃ । ততঃ ঋষ্যাদি-  
ন্যাসঃ । তদ্যথা—শিরসি সাধ্যনারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ ।  
মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছঃ সে নমঃ । হৃদি শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ  
নমঃ । তথাচ—সাধ্যনারায়ণঃ প্রোক্ত ঋষিচ্ছন্দ উদাহৃতং ।  
মন্ত্রস্ত দেবী গায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরব্যয়ঃ । ততঃ করাজ-  
ন্যাসো । ক্রুক্কোঙ্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । মহোঙ্কায় তর্জ-  
নীভ্যাং স্বাহা । বীরোঙ্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্ । অতু্যঙ্কায়  
অনামিকাভ্যাং হ্রঁ । সহস্রোঙ্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং  
হৃদয়াদিষু । তথাচ প্রপঞ্চসারে—ক্রুক্কোঙ্কায় হৃদাখ্যাতং  
মহোঙ্কায় শিরঃ স্মৃতং । বীরোঙ্কায় শিখা প্রোক্তাতু্যঙ্কায়  
কবচং স্মৃতং । সহস্রোঙ্কায় সংযুক্তমঙ্গকুণ্ডিরিয়ং মতা ।  
ততো মন্ত্রেণ ষড়ঙ্গন্যাসং কুর্যাৎ । ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং  
শিরসে স্বাহা মোং শিখায়ৈ বষট্ নাং কবচায় হ্রঁ রাং নেত্র-  
ত্রয়ায় বৌষট্ যং অস্ত্রায় ফট্ । গাং নমো দক্ষপার্শ্বে যং  
নমো বামপার্শ্বে । তথাচ ভূয়োবর্ণৈশ্মনোঃ ষড়্ভিঃ ষড়্জানি

করিতে হইবে । এই বিষয়ে যে সকল প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত  
আছে সেই সকল বচন এই স্থলে উদ্ধৃত আছে । তৎপরে ঋষ্যাদি-  
স্তাস করিয়া করাজস্তাস করিবে । ওঁ ক্রুক্কোঙ্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইত্যাদি-  
রূপে করাজস্তাস করিয়া পুনশ্চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে



সম্যচরেৎ । অবশিষ্টৈঃ পুনর্বর্গৈর্বিন্যাসেৎ কৃষ্ণিপার্শ্বয়োঃ ।  
 ততঃ ওঁ নমঃ স্তদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ ইতি মন্ত্রেণ দিগ্ধকনং কৃৎস্না  
 মন্ত্রন্যাসং কুর্য্যাৎ । তথাচ—মন্ত্রন্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ সর্ব-  
 কামফলপ্রদং । যৎ বিনা নৈব তৎ সম্যগাস্ত্ররং নিষ্ফলং  
 ভবেৎ । তদ্যথা আধারে ওঁ নমঃ হৃদি নং নমঃ বজ্রে মোং  
 নমঃ দোয়ুর্গলে নাংনমঃ রাং নমঃ পাদয়োঃ যং নমঃ গাং নমঃ  
 নাভৌ যং নমঃ । এবং কণ্ঠে নাভৌ হৃদি কুচয়োঃ পার্শ্বয়োঃ  
 পৃষ্ঠে চ । মূর্দ্ধি আশ্বে নেত্রয়োঃ শ্রবণয়োঃ ত্রাণয়োঃ ।  
 হস্তয়োঃ সঙ্খ্যঙ্গুলীষু । পাদয়োঃ সঙ্খ্যঙ্গুলীষু । হৃদয়ে সপ্ত-  
 ধাতুযু প্রাণেষু । ধাতবস্ত—ত্বগ্‌ম্‌মাংসমেদোহিমজ্জা-  
 শুক্রানি ধাতবঃ । মূর্দ্ধি নেত্রে আশ্বে হৃদি কুক্ষৌ উর্বেষাঃ ।  
 জজ্বাযোঃ পাদয়োর্গণ্ডয়ো রংশয়োঃ । উর্বেষাঃ পাদয়োশ্চক্রে

মন্ত্রের অক্ষরদ্বারা মড়জন্তাস করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে গাংনমঃ, বামপার্শ্বে যং নমঃ  
 এই মন্ত্রে ন্যাস করিতে হইবে । তৎপরে ওঁ স্তদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে  
 দিগ্ধকন করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে । এই মন্ত্রন্যাস সাধককে সর্বকামফল  
 প্রদ দান করে । এই ন্যাস না করিয়া বিষ্ণুপূজা করিলে সেই পূজা অস্বর-  
 ভোগ্য হইয়া নিষ্ফল হয় । ন্যাসের নিয়ম এই ওঁ নমঃ এই বলিয়া মূলা-  
 ধারে ন্যাস করিয়া নং নমঃ বলিয়া হৃদয়ে, মোং নমঃ মুখে, দক্ষিণবাহুতে  
 নাং নমঃ, বামবাহুতে রাং নমঃ, দক্ষিণপাদে যং নমঃ, বামপাদে গাং নমঃ,  
 নাভিতে যং নমঃ, এইরূপে ন্যাস করিতে হইবে । এইরূপ কণ্ঠ, নাভি, হৃদয়  
 স্তনদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ ; মস্তক, মুখ নেত্রদ্বয়, ও নাসিকাদ্বয় ; দক্ষিণহস্তের  
 সন্ধিদ্বয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; বামহস্তের সন্ধিদ্বয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; দক্ষিণপদের সন্ধি-  
 দ্বয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; বামপাদের সন্ধিদ্বয় ও পঞ্চাঙ্গুলী ; হৃদয় এবং চর্ম্ম, রক্ত  
 মাংস, মেদ, অহি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্তধাতু ; মস্তক, নেত্রদ্বয়, মুখ, হৃদয়  
 উদর, উরুদ্বয় ; জজ্বাদ্বয়, পাদদ্বয়, গণ্ডদ্বয় ও স্বকুদ্বয় : উরুদ্বয়, পাদদ্বয়,

শব্দে গদায়াং পদে চ বিন্যাসেৎ । তথাচ নিবন্ধে—বন্ধদিক্-  
চক্রমন্ত্রেণ মন্ত্রবর্ণাংস্তনৌ ন্যাসেৎ । আধারে হৃদয়ে বন্ধে  
দোঃপদ্বুলেয়ু নাভিকে । কণ্ঠে মাভৌ হৃদি কূচে পার্শ্বে  
পৃষ্ঠে চ তৎপরম্ । মূৰ্দ্ধাশ্রুনেত্রশ্রবণশ্রোত্ৰাণ্যু তদনন্তরং ।  
দোঃপাদসঙ্কাজুলীষু ধাতুপ্রাণেষু হৃৎস্থলে । মূৰ্দ্ধেক্ষণাস্ত্র-  
হৃৎকুকিসোরজজ্বাপদদ্বয়ে । একৈকশো ন্যাসেদ্বর্ণান্ গণ্ডাং-  
শৌরূপদেষু চ । শব্দচক্রগদাশ্রোত্ৰপাদেদ্ববহিতৌ ন্যাসেৎ ।  
ততো মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসঃ—ললাটে ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ  
কুক্ষৌ নং আং নারায়ণায় অর্য্যস্নে নমঃ । হৃদি মোং ইং  
মাধবায় মিত্রায় নমঃ । গলকূপে ভং ঙ্গং গোবিন্দায় বরুণায়  
নমঃ । দক্ষপার্শ্বে গং উঃ বিষণ্ণে অংশবে নমঃ । দক্ষিণাংশে  
বং ঙ্গং মধুনন্দনায় ভগায় নমঃ । গলদক্ষিণভাগে তেং  
এং ত্রিবিক্রমায় বিবস্বতে নমঃ । বামপার্শ্বে বাং ঐং  
বামনায় ইন্দ্রায় নমঃ । বামাংশে স্রং ওঁ শ্রীধরায় পুষ্পে  
নমঃ । গলবামভাগে দেং ঙ্গং হৃষীকেশায় পর্য্যণায় নমঃ ।  
পৃষ্ঠে বাং অং পদ্মনাভায় স্বষ্ট্রে নমঃ ককুদি মং অং  
দামোদরায় বিষণ্ণে নমঃ । শিরসি দ্বাদশাক্ষরমন্ত্ৰং  
ন্যাসেৎ । ততো বক্ষ্যমাণকিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকন্যাসং কুর্যাৎ ।

এই সকল স্থানে এবং চক্র, শব্দ, গদা ও পদে ওঁ, নং, মোং, নাং, রাং,  
মং, গাং ও রাং এই অষ্টাক্ষর পুনঃ পুনঃ ন্যাস করিতে হইবে । এই ন্যাস,  
বিষয়ে যে সকল প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সকল বচন  
এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত আছে । তৎপরে মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস করিবে । এই  
ন্যাস মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে দৃষ্টি করিলেই সহজে বোধগম্য হইবে ।  
তৎপরে ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র মন্তকে ন্যাস

তথাচ নিবন্ধে—ললাটে কেশবং ধাত্রা কুক্ষৌ নারায়ণং পুনঃ ।  
 অর্য্যম্মা হৃদি মিত্রেণ মাধবং কণ্ঠদেশতঃ । বক্ষুগেন চ গোবিন্দং  
 পুনর্দক্ষিণপার্শ্বকে । অংশুনা বিষ্ণুমংশে স্রোত্রে ভগেন মধু-  
 সূদনং । গলে বিবস্বতা যুক্তং ত্রিবিক্রমমনন্তরং । বাম-  
 পার্শ্বমিত্রেণ বামনাথ্যমথাংশকে । পুষ্পা শ্রীধরনামানং  
 গলে পর্য্যণ্যসংযুতং । হৃদীকেশাহ্বরং পৃষ্ঠে পদ্মনাভং ততঃ  
 পরং । হৃষ্টা দামোদরং পশ্চাদ্বিষ্ণুনা ককুদি ন্যসেৎ । দ্বাদ-  
 শার্ণং ততো মূর্দ্ধি মন্ত্রং মন্ত্রী প্রবিন্যসেৎ । ততঃ কিরীট-  
 মন্ত্রেণ ব্যাপকং বিন্যসেত্ততঃ । গোতমীয়ে—দ্বাদশাক্ষরং  
 মন্ত্রবরং বিন্যসেদ্রক্ষরক্ৰুকে । বাসুদেবো ভবেৎ সাক্ষাদ্ব্যাপি-  
 তস্তম্ভ তেজসা । ত্রিমাতৃকং সমুক্রুত্য নমো ভগবতে লিখেৎ ।  
 বাসুদেবঃ চতুর্থ্য তু মন্ত্রোহয়ং সুরপাদপঃ । অশ্রু বিজ্ঞান-  
 মাত্রেণ বাসুদেবঃ প্রজায়তে । ততোহমুং মন্ত্রং পঠেৎ ।  
 চৈতন্যামৃতবপুরককোটিতেজসা । মূর্দ্ধিস্থো বপুরখিলং স  
 বাসুদেবঃ । উধস্রং সুবিমলপাথসীব সিন্ধুং ব্যাপ্নোতি প্রক-  
 টিতমন্ত্রবর্ণসঙ্কীর্ণং । ন্যাসফলস্ত—তন্মূর্তিপঞ্জরন্যাসোভিহিতঃ ।  
 পরমেষ্ঠিনা । স কৃম্যাসাদুবেশ্মন্ত্রী বিষ্ণুমূর্তিরনুত্তমঃ । মূর্তি-

করিয়া ব্যাপকন্যাস করিবে । এই ন্যাস বিষয়ে নিবন্ধে যে সকল  
 প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল বচন এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত আছে ।  
 গোতমীরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এই দ্বাদশা-  
 ক্ষর মন্ত্র যে ব্যক্তি মন্ত্ৰকে ন্যাস করিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাসুদেবত্বলা-  
 হয় । এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র কল্পবৃক্ষরূপ, অর্থাৎ এই মন্ত্র হইতে সর্বপ্রকার  
 মনোরথ পূর্ণ হয় । অনন্তর ও চৈতন্যামৃত ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্র  
 পাঠ করিবে । মূর্তিপঞ্জরন্যাসের কল এই—উক্ত ন্যাস স্বয়ং ব্রহ্মা বলিষ্ঠা-  
 ছেন । যে ব্যক্তি খীর শরীরে একবারমাত্র এই ন্যাস করে, তাহার



পঞ্জরন্যাসস্ত বহুধা । ওঁ অং ধাতুসহিতকেশবায় নমঃ ইতি  
কেচিৎ । ওঁ অং কেশবধাতুভ্যাং নমঃ ইত্যন্যে । ওঁ অং  
কেশবসহিতধাত্রে নমঃ ইত্যপরে । তন্ন বাসুদেবমনোরেকং  
বর্ণং ক্লীববিবর্জিতং । স্বরৈকং বিন্দুসংযুক্তং চতুর্থ্য। কেশ-  
বাদিকং । তথা ধাত্বাদিকঞ্চোক্তা নমো ন্যাস উদাহৃতঃ ।  
ইতি নারদীয়বচনাৎ ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ ইতি বদন্তি ।  
ততঃ ওঁ কিরীটকেয়ুরহারমকরকুণ্ডলশঙ্খচক্রগদাশোভহস্তপীতা-  
ম্বরধর-শ্রীবৎসাক্ষিতবক্ষঃস্থল-শ্রীভূমিসহিতাভ্যাজ্যোতির্ষয়দীপ্ত-  
করায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ । ইতি মন্ত্রেণ ব্যাপকন্যাসং  
কুর্য্যাৎ । তথাচ প্রপঞ্চসারে—কিরীটকেয়ুরহারপদান্যাভাস্ত্র  
মন্ত্রবিৎ । মকরাশ্বে কুণ্ডলঞ্চ শঙ্খচক্রগদাদিকং । পদ্মহস্ত-

শরীর সাক্ষাৎ বাসুদেবমূর্তি স্বরূপ হয় । মূর্তিপঞ্জরন্যাস নানাবিধ আছে,  
কোন মতে ওঁ অং ধাতুসহিতকেশবায় নমঃ, মতান্তরে ওঁ অং কেশব-  
ধাতুভ্যাং নমঃ, অন্য মতে ওঁ অং কেশবসহিতধাত্রে নমঃ ইত্যাদি । উক্ত  
ত্রিবিধন্যাসের মধ্যে একটিও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া বোধ হয় না, নারদীয়  
বচনে জানা যায় যে, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এই ছাদশাক্ষর মন্ত্রের  
এক একটি অক্ষর এবং ঋ, ৯, ২ ভিন্ন স্ববর্ণের এক একটি বর্ণে বিন্দুযোগ  
করিয়া তৎপরে চতুর্থী বিভক্তিক্রিয়ুক্ত কেশবাদি এক একটি নাম তৎপরে  
চতুর্থীবিভক্তিক্রিয়ুক্ত ধাত্বাদি এক একটি নাম ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া  
বখাস্থানে ন্যাস করিবে । অতএব ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ এইপ্রকার  
ন্যাসই শাস্ত্রসিদ্ধ । তৎপরে কিরীট কেয়ুর ইত্যাদি মূলের লিখিত মন্ত্রে  
ব্যাপকন্যাস করিতে হইবে । এই মন্ত্রোক্তারের প্রমাণ যাহা প্রপঞ্চসারে  
লিখিত আছে, ঐ সকল বচন এইস্থলে উদ্ধৃত আছে । এই ব্যাপক  
ন্যাস পূর্বে করিয়া পরে যুজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্বক ধ্যান করিবে । দেবতার  
আকার এইরূপ—উদয়শীল কোটি দিবাকরের ন্যায় দেহকান্তি ; শঙ্খ, গদা,

পদং প্রোক্তা পীতাম্বরধবেতি চ । শ্রীবৎসাক্তিতমাতান্ত  
বক্ষঃস্থলমথো বদেৎ । শ্রীভূমিসহিতং আভ্যজ্যোতির্ধরপদং  
বদেৎ । দীপ্তমুক্তা করায়েতি সহস্রাদিত্যতেজসে । হৃদস্তং  
প্রণবাদিঃ স্ত্রাৎ কিরীটাদিমুস্তুষং । এবং ন্যাসং পুরা কৃৎস্না  
ধ্যায়েন্নারায়ণং পরং । ততো মুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ধ্যানং কুর্যাৎ ।  
ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং  
বিভ্রতমিন্দ্রিবাসুমতীসংশোভিপাশ্বদ্বয়ং । কোটিরাঙ্গদহার-  
কুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কোস্তভোদীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎ-  
শ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥ এবং ধ্যানা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭পৃষ্ঠা)  
শঙ্খস্থাপনং কুর্যাৎ (১০০পৃঃ) । তত্র বৈষ্ণবপাত্রস্তু গৌতমীয়ে—  
তাত্রপাত্রস্তু বিপ্রর্ষে বিষ্ণোবতিপ্রিয়ং মতং । তথৈব সর্বপা-  
ত্রাণাং মুখ্যং শঙ্খং প্রকীর্তিতং । যুৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং সৌবর্ণং  
রাজতন্তুখা । পঙ্কপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্যত্র নিয়োজয়েৎ ।  
নৈবেদ্যদানেতু বিশেষঃ । স্বর্ণে বা তাত্রপাত্রে বা রৌপ্যে বা  
পঙ্কজে দলে ইত্যাদি । আগমকল্পক্রমে—হৈরগ্যং রাজতং  
কাংশ্রাং তাত্রং মুণ্ডয়মেববা । পালিশং শ্রীহরেঃ পাত্রং নৈবেদ্য

পদ্ম ও চক্রধারী । লক্ষ্মী ও বসুমতী কর্তৃক পাশ্বদ্বয় শোভমান । ইন্দ্রনীল-  
মণি, অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী, পীতবস্ত্র পরিধান, কোস্তভমনিদ্বারা উদ্দীপ্ত  
এবং বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন আছে । এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে  
পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে । বিষ্ণুপূজাতে যে যে পাত্র ব্যবহার করিতে  
হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে, গৌতমীর তন্ত্রে লিখিত আছে যে, তাত্র-  
নির্মিত পাত্র বিষ্ণুর অতি প্রিয় । অন্যান্য সকলপ্রকার পাত্রমধ্যে শঙ্খপাত্র  
প্রধান । যুৎপাত্র, সৌবর্ণপাত্র ও রাজতপাত্রও বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত, পূজার  
নৈবেদ্য দানে স্বর্ণপাত্র, তাত্রপাত্র, রৌপ্যপাত্র ও পদ্মপাত্র এই সকল  
প্রশস্ত । আগমকল্পক্রমে লিখিত আছে যে, স্বর্ণপাত্র, রাজতপাত্র, কাংশ্র-

কল্পয়েদ্বুধঃ । তথাচ পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং—সৌবর্ণে রাজতে  
রৈতে ইত্যাদি । ততো বিমলাদিশক্তিসহিতগীঠপূজাং কৃৎস্না  
পূমর্ধ্যাত্মা মূলেন কল্পিতমূর্ত্তাবাবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান-  
পর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেৎ তদ্ব্যথা অগ্নিকোণে ওঁ  
ক্রুদ্ধোক্ষায় হৃদয়ায় নমঃ । নৈঋতে মহোক্ষায় শিবসে  
স্বাহা । বায়ুকোণে বীরোক্ষায় শিখায়ৈ বষট্ । ঈশানে  
অভ্যুক্ষায় কবচায় হুঁ । দিক্চু সহস্রোক্ষায় অস্ত্রায় বট্ ।  
ততঃ কেশরেষু পূর্ব্বাদি ওঁ নমঃ নং নমঃ মোং নমঃ নাং  
নমঃ রাং নমঃ যং নমঃ ণাং নমঃ ঞ্ং নমঃ ততো দলেষু  
পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ ওঁ  
প্রহু্যায় নমঃ । ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ আগ্নেয়াদিকোণদলেষু  
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ এবং শ্রীয়ে সরস্বত্যৈ রত্যৈ । ততোহষ্ট-  
দলাগ্রেষু পূর্ব্বাদিদিক্ষু ওঁ চক্রায় নমঃ এবং শঙ্খায় গদায়ৈ  
পদ্মায় কোঙ্কভায় মুষলায় খড়্গায় বনমালায়ৈ । তদ্বহিরগ্রে  
ওঁ গরুড়ায় নমঃ দক্ষিণে ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ বামে ওঁ পদ্ম-  
নিধয়ে নমঃ পশ্চিমে ওঁ ধ্বজায় নমঃ অগ্নিকোণে ওঁ বিশ্বায়  
নমঃ নৈঋতে ওঁ আর্য্যায় নমঃ বায়ুকোণে ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ  
ঈশানে ওঁ সেনান্যৈ নমঃ । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ

পাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, ও পলাশপাত্র শ্রীহরির নৈবেদ্যদানে ব্যবহার করিবে ।  
তৎপরে বিমলাদিশক্তিসহিত গীঠপূজা করিয়া পূমর্ধ্যার ধ্যান করিবে, অন-  
ন্তর মূলমস্ত্রে কল্পিতমূর্ত্তিতে আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত কৰ্ম্ম করিয়া  
আবরণপূজা আরম্ভ করিবে । অগ্ন্যাদিকোণে ও দিক্চতুর্দিকে ওঁ ক্রুদ্ধো-  
ক্ষায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত শালাদিত পূজা করিয়া কেশরে,  
পূর্ব্বাদিক্রমে ওঁ নমঃ নং নমঃ ইত্যাদি পূজা করিয়া অগ্ন্যাদিকোণদলে  
শান্ত্যৈ নমঃ ইত্যাদি পূজা করিবে । তদ্বহির্ভাগে ইন্দ্রাদিলোকপাল ও



সংপূজ্য ধূপদীপৌ দত্ত্বা নৈবেদ্যং দদ্যাৎ । তদ্যথা—নৈবেদ্য-  
মানীয় দেবায় মূলেন পাদ্যার্ঘ্যচমনীয়ং দত্ত্বা ফড়িতি মন্ত্ৰেণ  
নৈবেদ্যং সংপ্রোক্ষ্য চক্রমুদ্রয়া অভিরক্ষ্য যং ইতি মন্ত্ৰেণ  
দোষসমূহং সংশোধ্য রমিতি দোষং সন্দহ্য হিমকরসৌধ-  
ধারাভিঃ পূর্ণং রমিত্যমৃতীকৃতং বিভাব্য মূলমন্ডধা জপেৎ ।  
ততো ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য গন্ধপুষ্পাভ্যাং নৈবেদ্যং সংপূজ্য  
দেবায় মূলমন্ত্ৰেণ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা কৃতাজলিঃ সন্ হরিং  
প্রার্থয়েৎ । অশ্ব মুখতোমহঃ প্রসবেদিতি বিভাব্য স্বাহাস্তং  
মূলমুচ্চার্য্য নৈবেদ্যে জলং দদ্যাৎ । ততো মূলমুচ্চার্য্য এত-  
ন্নৈবেদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ । ততো নৈবেদ্যমুকৃত্য তুঁ  
নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে ইতি নৈবেদ্যং সমর্প্য  
অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলং অমৃতোপস্তরগমসীতি জলং দত্ত্বা

বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপদীপপ্রদানানন্তর নৈবেদ্য আনয়ন করিয়া  
দেবতাকে মূলমন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রদান করিয়া ফট্ এই মন্ত্রে  
নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিতে হইবে । তৎপরে চক্রমুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য সংরক্ষণ-  
পূর্বক যং এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের দোষ সংশোধন করিয়া রং এই মন্ত্রে দোষ  
সকল দহ্য করিবে । তৎপরে নৈবেদ্যকে রং এই মন্ত্রে চন্দ্রসুধাপূর্ণ ও  
অমৃতময় জীবনা করিয়া নৈবেদ্যের উপরি মূলমন্ত্র অষ্টবার জপ করিবে ।  
এবং ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও গন্ধপুষ্পদ্বারা নৈবেদ্যের পূজা করিয়া  
মূলমন্ত্রে দেবতাকে গন্ধ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক কৃতাজলি হইরা হরিকে  
প্রার্থনা করিবে । তৎপরে দেবতার মুখ হইতে তেজঃ প্রসৃত হইতেছে,  
এইরূপ চিন্তা করিয়া ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা, এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের উপরি  
জল দিবে । এবং মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নমো নারায়ণায়  
নমঃ এই মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন পূর্বক নৈবেদ্য উত্তোলন করতঃ ওঁ  
নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে এই বঙ্গিয়া নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে ।

বামহস্তে গ্রাসমুদ্রাং প্রদশ্য দক্ষিণহস্তে প্রাণাদিমুদ্রাঃ প্রদ-  
র্শয়েৎ । যথা ওঁ প্রাণায় স্বাহা ইতি কনিষ্ঠানামিকে অঙ্গুষ্ঠেন  
স্পৃশেৎ । ওঁ অপানায় স্বাহা ইতি তর্জনীমধ্যমে অঙ্গুষ্ঠেন  
স্পৃশেৎ । ওঁ ব্যানায় স্বাহা ইতি মধ্যমানামিকে অঙ্গুষ্ঠেন  
স্পৃশেৎ । ওঁ উদানায় স্বাহা ইতি তর্জনীমধ্যমানামা অঙ্গুষ্ঠেন  
স্পৃশেৎ । ওঁ সমানায় স্বাহা ইতি সর্বাঙ্গুলীরঙ্গুষ্ঠেন  
স্পৃশেৎ । ততোহঙ্গুষ্ঠাভ্যামনামিকাগ্রং স্পৃশন্ বোঁ নমঃ  
পরায় সর্বাঙ্গুণে অনিরুদ্ধায় নৈবেদ্যং কল্পয়ামি ইতি নৈবেদ্য  
মুদ্রাং প্রদশ্য মূলমন্ত্রমুচ্চার্য অমুকদেবং তর্পর্যামি ইতি চতুর্ভা  
সম্পূর্ণ্য অমুকদেবতায়ৈ এতজ্জলং অমৃতাপিধানমসীতি জলং  
দত্ত্বা তন্ত্বেজো দেবতামুখে স্থাপয়িত্বা আচমনীয়াদিকং দদ্যা-  
দিতি । বৈষ্ণবে তু সর্বত্র নৈবেদ্যদানে অয়ং ক্রমঃ । ততঃ  
সামান্যপদ্ধতিক্রমেণ বিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । (১৫৩পৃঃ)

তৎপরে এতজ্জলং তমৃতোপস্তরণমসি, এইমন্ত্রে জলপ্রদান পূর্বক বাম হস্তে  
গ্রাসমুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করিবে । প্রাণাদিমুদ্রা  
এই—ওঁ প্রাণায় স্বাহা এই মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকাঙ্গুলী-  
স্পর্শ করিবে । এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা ওঁ অপানায় স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্জনী ও  
মধ্যমাকৈ, ওঁ ব্যানায় স্বাহা, এই মন্ত্রে মধ্যমা ও অনামিকাকৈ, ওঁ উদানায়  
স্বাহা, এই মন্ত্রে তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাকৈ এবং ওঁ সমানায় স্বাহা,  
এই মন্ত্রে সকল অঙ্গুলীস্পর্শ করিবে । তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বারা অনামিকার  
অগ্রভাগস্পর্শ করতঃ বোঁ নমঃ, ইত্যাদি মন্ত্রে নৈবেদ্যো মুদ্রা প্রদর্শন ও ওঁ  
নমো নারায়ণঃ তর্পর্যামি এই মন্ত্রে চাবিবার তর্পণ করিয়া ওঁ নমো  
নারায়ণায় এতজ্জলং অমৃত পিধানমসি, এই মন্ত্রে জলপ্রদান পূর্বক পূর্ব-  
প্রস্থত ত্বেজঃ দেবতার মুখে স্থাপন করিবে । সর্গপ্রকাব বিষ্ণুপূজাতেই  
এককণে নৈবেদ্য নিবেদন করিতে হইবে । তৎপরে সামান্ত পূজা পদ্ধতি,  
ক্রম-ভূগাবে বিসর্জনান্ত সমস্ত কৰ্ম সমাপন করিবে । ষোড়শ লক্ষ ভগ্নে

অশ্ব পুরশ্চরণং যোড়শলক্ষজপঃ । তথাচ—বিকারলক্ষং প্রজ-  
পেশ্বমুমেদং সমাহিতঃ । তদশাংশং সরসিজৈজুর্হ্রয়ান্নু-  
রাগ্নুতৈঃ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ । গোপীজনপদশাস্ত্রে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ ।  
অয়ং দশাক্ষরো মন্ত্রো দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদঃ । অয়ং মন্ত্রঃ কাম-  
বীজাদিঃ । রাশিনক্ষত্রাদিচক্রবিচারে পুনর্বীজরহিতেন বিচারঃ ।  
বীজপূর্ব্বোজপশ্চাশ্চ রহস্যং কথিতং মুনে । লুপ্তবীজস্বভাব-  
ত্বাদশাক্ষর ইহোচ্যতে । ইতি গোতমীয়াৎ । তথাচ বৃহদ্-  
গোতমীয়ে—ভোগমোক্ষৈকনিলয়ো লুপ্তবীজো দশাক্ষরঃ ।  
উদ্ধরেতু পৃথক্বেন কামবীজং মহামুনে । তদযোগাৎ ফলদো  
মন্ত্রো নান্যথা সিদ্ধয়ে ভবেৎ ॥

অশ্ব পূজা । বিষ্ণুমন্ত্রোক্তবৈষ্ণবাচমনং কৃত্বা প্রাতঃ-  
কৃত্যাদি তত্ত্বন্যাসান্তং কৰ্ম বিধায় ( ১৫৮ পৃষ্ঠা ) প্রাণায়ামং

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয় । এই পুরশ্চরণে জপের দশাংশসংখ্যায় স্তুত, যধু  
ও শর্করাযুক্ত পদ্মপুষ্পদ্বারা হোম করবে ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র কথিত হইতেছে । গোপীজনবল্লভায় স্বাহা  
এই দশাক্ষর মন্ত্র সৰ্ব্বফলপ্রদ । এই মন্ত্রের আদিতে কামবীজ অর্থাৎ  
ক্লী এই বীজযোগ করিয়া ক্লী গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই মন্ত্রে জপপূজাদি  
করিবে । রাশিনক্ষত্রাদি চক্র বিচারকালে বীজরহিত করিয়া বিচার করিতে  
হইবে, অর্থাৎ ক্লী এই বীজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গোপীজনবল্লভায় স্বাহা,  
এই মন্ত্রের অক্ষর লইয়া বিচাব করিবে । গোতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে যে  
উক্ত দশাক্ষর মন্ত্র আদিতে বীজযোগ করিয়া জপপূজাদি করিবে । এই  
বিষয়ে বৃহদগোতমীয়তন্ত্রে যে সকল প্রমাণ আছে, তাহা মূলে দৃষ্টি করিলে  
দোষিত পাইবেন ।

উক্ত মন্ত্রের পূজাবিধিএই—শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রোক্ত বৈষ্ণবাচন ও প্রাতঃ-



কুষ্ঠাৎ । তথাচ গোতমীয়ে—এবং তদ্বানি বিন্যস্ত প্রাণায়ামঃ  
সম্যাচরেৎ । কামবীজৈশ্চকবারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং  
রেচয়েৎ । পুনঃ সপ্তবারজপেন বামনাসয়া বায়ুং পূরয়েৎ ।  
ততো নাসাপুটৌ ধৃত্বা বিংশতিবারজপেন বায়ুং কুস্তয়েৎ ।  
পুনর্ব্বামনাসয়া রেচয়েৎ দক্ষিণেন পূরয়েৎ উভাভ্যাং  
কুস্তয়েৎ । পুনর্দক্ষিণেন রেচয়েৎ বামেনাপূর্য্য উভাভ্যাং  
কুস্তয়েৎ । তথাচ—একেন রেচয়েৎ কামবীজেনৈব পৃথক্  
পৃথক্ । পূরয়েৎ সপ্তজপেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ । সর্ব্বেষু  
কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন বা জপেৎ । যদ্বা মূলেনৈব মন্ত্রেণ  
সর্ব্বত্র প্রাণায়ামঃ । তদুক্তং ক্রমদীপিকায়াং পবনসংঘমনস্ত-  
মুনা চরেৎ যমিহ জপুমসৌ মনুমিচ্ছতি । যদি দশাক্ষরং জপতি  
তদা দশাক্ষরেণ চেত্তত্র চাষ্টাবিংশতিবারং রেচয়েৎ । পূরয়ে-  
দ্বামতস্তদ্বদ্ধারয়েত্তৎপ্রমাণতঃ । প্রাণায়ামোভবেদেকো রেচ-

কৃত্যাদি তত্ত্বাসাঙ্গ কৰ্ম্ম কবিয়া প্রাণায়াম করিবে । ক্রীং এই মন্ত্র এক  
বার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ুবেচন করিবে, তৎপরে সপ্তবার জপ-  
দ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া ঐ বীজ বিংশতিবার জপ করত নাসা-  
পুটদ্বয় ধারণ করিয়া বায়ু কুস্তক করিবে । পুনশ্চ একবার জপে বাম-  
নাসায় বায়ু রেচন, সপ্তবার জপে দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ ও বিংশতিবার  
জপে উভয় নাসাধারণ করিয়া বায়ু কুস্তক করিবে । তৎপরে ঐ মন্ত্র একবার  
জপদ্বারা দক্ষিণনাসায় বায়ুবেচন, সপ্তবার জপদ্বারা বামনাসায় পূরণ এবং  
বিংশতিবার জপদ্বারা উভয় নাসাধারণ করিয়া বায়ু কুস্তক করিবে । সৰ্ব্ব-  
প্রকার কৃষ্ণমন্ত্রে ক্রীং এই বীজে প্রাণায়াম করিবে । মূলমন্ত্রেও প্রাণায়াম  
করিতে পারে । ক্রমদীপিকায় লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি যে মন্ত্র জপ  
করিবে, সেই ব্যক্তি সেই মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে । যদি দশাক্ষরমন্ত্র জপ করে,  
তবে দশাক্ষরমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে, কিন্তু অষ্টাবিংশতিবার জপে রেচন,

পূরককুস্তকৈঃ । অষ্টাদশাক্ষরেণ চেন্দ্রাদশৈবং সমাচরেৎ ।  
 অথবাণ্ডমনুভির্বর্ণানুরূপমিত্যুক্তত্বাৎ । তত্তমন্ত্রবর্ণসংখ্যাকৈ-  
 রেচকাদিত্রয়ং কুর্য্যাৎ । রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়াদক্ষিণং সাধকঃ ।  
 পূরয়েদ্ধাময়া নাড্যা পুনর্দ্বাদশৈবিত্যাदि । এতত্তু শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-  
 বিষয়ং নাচ্যত্ৰ । ততঃ পীঠস্থাসং বিধায় (৯৬ পৃঃ) কেশরেষু  
 মধ্যে চ বিমলাদিপীঠমন্ত্রস্তং বিন্যস্ত ঋষ্যানিষ্ঠাসং কুর্য্যাৎ ।  
 তদ্যথা শিরসি নারদধাময়ে নমঃ মুখে বিরাট্ছন্দসে নমঃ হৃদি  
 শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈনমঃ ওঁহে ক্লীঁ বীজায় নমঃ পাদয়োঃ স্বাহা  
 শক্তয়ে নমঃ । মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ ইতি দুর্গাং  
 নমস্কুর্য্যাৎ । ততঃ প্রণবপুটিতং মূলমন্ত্রং করয়োন্মধ্যে পৃষ্ঠে  
 পার্শ্বে চ ত্রিশো বিন্যস্ত প্রণবপুটিতান্ সবিন্দূন্ মূলবর্ণান  
 অঙ্গুলীনাং পর্বস্ব নমোহস্তান্ ন্যসেৎ । তদ্যথা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে

পূরণ ও কুস্তক করিতে হইবে এবং অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্ররূপে দ্বাদশবার জপে  
 রেচন, পূরণ ও কুস্তক করিবে । একবার রেচন, পূরণ ও কুস্তক করিলে এক  
 প্রাণায়াম হয়, এইপ্রকার তিনবার প্রাণায়াম করিবে । অগ্ন্যস্ত্র মন্ত্রে মন্ত্র-  
 বর্ণ সংখ্যায় রেচন, পূরণ ও কুস্তক করিতে হয় । প্রাণায়ামের যেরূপ নিয়ম  
 লিখিত হইল, এইক্রম কেবল শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে জানিবে । অন্য দেবতাবিষয়ে  
 এই নিয়মে প্রাণায়াম করিবে না । তৎপরে পীঠস্থাস করিয়া কোণে ও  
 মধ্যে বিমলাদি পীঠমন্ত্রস্ত স্থাসকরিয়া ঋষাদিষ্ঠাস করিবে । ঋষাদি-  
 ঞ্জাসেব মন্ত্র ও ক্রম মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই সহজে  
 বোধগম্য হইবে । তৎপরে মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ দেবতাটের দুর্গাটের নমঃ এই মন্ত্রে  
 দুর্গার নমস্কার করিবে । অনন্তর ওঁ গোপীজনবলভায় স্বাহা, ওঁ এই মন্ত্র  
 করণের মধ্যে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তিন তিন বার স্থাস করিয়া গোপীজন  
 বলভায় স্বাহা, এই মন্ত্রগত প্রত্যেক বর্ণের আদিতে ওঁ এবং অন্তে ওঁ নমঃ,  
 এই শব্দ যোগ করিয়া উত্তর হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলীব তিন তিন পর্বসন্ধিতে

ত্রিষু পৰ্বসু ওঁ গৌঁ ওঁ নমঃ । দক্ষিণতর্জ্জনাং ওঁ পীঁ ওঁ নমঃ ।  
 দক্ষিণমধ্যমায়াং ওঁ জং ওঁ নমঃ । দক্ষিণঅনামিকায়াং ওঁ  
 নং ওঁ নমঃ । দক্ষিণ কনিষ্ঠায়াং ওঁ বং ওঁ নমঃ বামকনিষ্ঠায়াং  
 ওঁ লং ওঁ নমঃ । বামঅনামিকায়াং ওঁ ভাং ওঁ নমঃ । বাম  
 মধ্যমায়াং ওঁ যং ওঁ নমঃ । বামতর্জ্জনাং ওঁ স্বাং ওঁ  
 নমঃ বামাস্থুঠে ওঁ হাং ওঁ নমঃ । অয়ং সৃষ্টিশ্রাসঃ ।  
 এবং দক্ষিণাস্থুঠপূর্বা বামকনিষ্ঠান্তা স্থিতিঃ । সংহতিশ্চ  
 বামাস্থুঠাদি-দক্ষিণাস্থুঠান্তা । পুনঃ সৃষ্টিস্থিতিতি পঞ্চধা  
 কুর্য্যাৎ । তথাচ গৌতমীয়ে—সংহতিদোষসংঘানাং হারিণী  
 পরিকীর্তিতা । বিদ্যাপ্রদশ্চ সৃষ্ট্যান্তো বর্ণিনাং শুদ্ধচেতসাং ।  
 স্থিত্যন্তঃ স্রাদ্গৃহস্থানাং ত্রয়ং কামানুরূপতঃ । সহজানৌ  
 বাণপ্রস্থে স্থিত্যন্তঃ কশ্চিদিচ্ছতি । সংহারান্তো মুনীনাঞ্চ

এক এক বর্ণ তিন তিনবার শ্রাসকরিতে হইবে । এই শ্রাস করিতে  
 দক্ষিণ হস্তেব অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং বামহস্তের  
 কনিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া অঙ্গুষ্ঠা পর্য্যন্ত শ্রাস করিবে । ইহার নাম  
 সৃষ্টিশ্রাস, এই শ্রাসে কোন্ কোন্ অঙ্গুলীতে কোন্ কোন্ বর্ণ শ্রাস করিতে  
 হইবে তাহা যেরূপে মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই তাহে বুঝিতে  
 পারিবে । উক্ত সৃষ্টিশ্রাস দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া  
 বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত শেষ করিলে স্থিতিশ্রাস হয় এবং বাম  
 হস্তে অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত শেষ  
 করিলে সংহাব শ্রাস হইয়া থাকে । এই প্রকার সৃষ্টিশ্রাস, স্থিতিশ্রাস ও  
 সংহারশ্রাস এই ত্রিবিধ শ্রাস করিয়া পুনর্বার সৃষ্টিশ্রাস ও স্থিতিশ্রাস  
 করিবে । এইরূপে পঞ্চবিধ শ্রাস করিতে হইবে । গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত  
 আছে যে, সংহারশ্রাসে সমস্ত দোষ নিবারণ করে এবং সৃষ্টি ও স্থিতি  
 শ্রাস করিলে বিদ্যা লাভ হয় । উক্ত পঞ্চবিধ শ্রাসের মধ্যে ত্র্যক্ষণগণ সৃষ্টি,  
 স্থিতি, সংহতি ও সৃষ্টি এই চতুর্বিধ শ্রাস, গ্রহস্থ ও সম্বীক বাণপ্রস্থ ব্যক্তি



বিরক্তস্ত চ সর্বাশঃ । অশক্তশ্চেদেকমাত্রং কুর্যাৎ । তথাচ—  
 শ্রাসত্রয়ং সদা কুর্যাদশক্তাবেক এবহি ইতি গোতমীয়াৎ ।  
 ততঃ স্থিতিক্রমেণাঙ্গুলীষু দশাক্ষরাণি বিন্যসেৎ । তদ্বথা—  
 প্রণবপুটিতঃ সর্বত্র । গোং নমো দক্ষাঙ্গুষ্ঠে । পীং নমস্ত-  
 র্জ্জনাং । জং নমো মধ্যমায়াং । নং নমোহনামিকায়াং ।  
 বং নমঃ কনিষ্ঠায়াং । ল্লং নমো বামাঙ্গুষ্ঠে । ভাং নমো বাম-  
 তর্জ্জনাং । যং নমো বামমধ্যমায়াং । স্বাং নমো বামানা-  
 মিকায়াং । হাং নমো বামকনিষ্ঠায়াং । ততঃ করয়োরঙ্গুলিষু  
 পঞ্চাঙ্গশ্রাসঃ । যথা আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । বিচক্রায়  
 স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা । সূচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।  
 ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হ্রীং । অস্ত্রান্তক-  
 চক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । ততো মূলমন্ত্রপুটিতান্ স-  
 বিন্দুন্ মাতৃকাবর্ণান্ মাতৃকাস্থানেষু ন্যাসেৎ । ততঃ প্রণবপুটিতং

সৃষ্টি স্থিতি, সংস্কৃতি, সৃষ্টি এবং স্থিতি এই পঞ্চবিধ শ্রাস ; মূলগণ সৃষ্টি,  
 স্থিতি ও সংস্কৃতি এই ত্রিবিধ শ্রাস এবং বিরাগী ব্যক্তি উক্ত পঞ্চবিধশ্রাস  
 করিবে । উক্ত পঞ্চবিধ শ্রাসে অশক্ত ব্যক্তি একবারমাত্র শ্রাস করিলেও  
 পূজা সিদ্ধ হইবে, এষ্ট বিষয়ের প্রমাণ যাহা গোতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে  
 সেই প্রমাণ এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত হইয়াছে । তৎপরে করদ্বয়ের  
 দশাঙ্গুলীতে স্থিতিশ্রাসক্রমে মন্ত্রের দশাক্ষরশ্রাস করিয়া করদ্বয়ের অঙ্গুলীতে  
 পঞ্চাঙ্গশ্রাস করিবে । এই উত্তর শ্রাস মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, সৃষ্টি  
 করিলেই সহজে জানিতে পারিবেন । তৎপরে বিন্দুযুক্ত অকারাদি প্রত্যেক  
 মাতৃকাবর্ণের আদিতে ও অন্তে মূলমন্ত্র যোগ করিয়া মাতৃকাস্থানোক্ত স্থানে  
 শ্রাস করিবে । অর্থাৎ উক্তরূপে গোপীজনবলভায় স্বাহা অং গোপীজনবল-  
 ভায় স্বাহা এবং মুখে গোপীজনবলভায় স্বাহা আং গোপীজনবলভায় স্বাহা,  
 ইত্যাদি প্রকারে মাতৃকাস্থানোক্ত সকল স্থানে শ্রাসকরিতে হইবে । অনন্তর

মূলমন্ত্রঃ আকেশাদাপাদং আপাদাদাকেশং ক্রমাত্রিবারং-  
 বিন্যস্ত সংহারস্থিভেদেন দশতত্ত্বানি বিন্যসেৎ । তথাচ  
 ক্রমদীপিকায়াং সংহতাবলুগতো মনুর্বর্ষ্যঃ । স্থিতিবজ্রনি  
 ভবেৎ প্রতিঘাতঃ । তদ্যথা—পাদয়োঃ গোং নমঃ পরায়  
 পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ । লিঙ্গে পীং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে  
 নমঃ । হৃদি জং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ । মুখে  
 নং নমঃ । পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ । শিরসি বং নমঃ  
 পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ । ল্লং নমঃ পরায়াহকারতত্ত্বাত্মনে  
 নমঃ ভাং নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বাত্মনে নমঃ । এতদ্বয়ং হৃদি  
 ন্যস্তমিতি । যং নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ ।  
 স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ । হাং নমঃ পরায়  
 পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ । এতচ্ছিতয়ং সর্বগাত্রে ইতি সংহার  
 শ্লাসঃ ।

কেশ হইতে পাদপর্য্যন্ত এবং পাদ হইতে কেশ পর্য্যন্ত ও গোপীজনবল্লভায়  
 শ্রীহা ও, এইমন্ত্রে তিনবার শ্লাস করিবে । তৎপরে সংহার স্থিতিভেদে দশতত্ত্ব  
 শ্লাস করিতে হইবে । এই দ্বিবিধ শ্লাসবিষয়ে ক্রমদীপিকায় যে সকল  
 প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ ও তৎপ্রমাণানুযায়ী শ্লাসপ্রণালী  
 মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে । এইক্ষণ সৃষ্টাদি শ্লাসের অঙ্গুলী নিম্নম  
 কথিত চর্চতেছে, মস্তকে মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা ন্যাস করিবে এবং চক্ষুতে মধ্যমা  
 ও তর্জনীদ্বারা ; কর্ণে তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি  
 অঙ্গুলীদ্বারা ; নাসিকাতে অঙ্গুষ্ঠা ও অনামিকাদ্বারা, মুখে সর্ভাঙ্গুলীদ্বারা  
 হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীদ্বারা, নাভিতে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাদ্বারা, লিঙ্গে ও  
 জাহুতে তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি তঙ্গুলীদ্বারা এবং  
 পাদদ্বয়ে সর্ভাঙ্গুলীদ্বারা শ্লাস করিতে হইবে । এই সকল শ্লাসের প্রণালী ও  
 কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ কোন্ অঙ্গুলীদ্বারা কোন্ কোন্ বর্ণ শ্লাস করিতে

অথ সৃষ্টিশাস্ত্রঃ । হাং নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে  
নমঃ । স্বাং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ । যং  
নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ । এতচ্ছ্রিতয়ং সৰ্বগাত্রে  
হৃদি ভাং নমঃ পরায় মহতত্ত্বাত্মনে নমঃ । ল্লং নমঃ পরায় অ-  
হঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ । শিরসি বং নমঃ পরায়াকাশতত্ত্বাত্মনে  
নমঃ । মুখে নং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ । হৃদি জং  
নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ । লিঙ্গে পীং নমঃ পায়  
জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ । পাদয়োঃ গোং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বা-  
ত্মনে নমঃ । ইতি সৃষ্টিশাস্ত্রঃ । সৃষ্ট্যাदिशাস্ত্রে अङ्गुलि  
नियमो निबद्धे—शिरसि विहिता मध्या सैवान्गि तर्जनी  
काञ्चिता । अवसि रहिताङ्गुष्ठा ज्येष्ठाश्वितोपकनिष्ठिका  
नसि । वदने सर्वाः सज्यायसी हृदि तर्जनी । प्रथमयुता  
मध्यामा नाभौ ऋतो विहिता लिङ्गे । ता एवाङ्गुलयो  
जाग्रोः माङ्गुलान्तर पदद्वये । तद्यथा शिरसि गों नमः  
मध्यामाङ्गुल्या । नेत्रयोः पीं नमस्तर्जनीमध्यामाभ्यां । कर्णयोः  
जं नमः अङ्गुष्ठरहिताभिरङ्गुलीभिः । घ्राणे नं नमोऽङ्गुष्ठाना-  
मिकाभ्यां । मुखे वं नमः सर्वाङ्गुलीभिः । हृदि ल्लं नमो-  
ऽङ्गुष्ठतर्जनीभ्यां । नाभौ भां नमः अङ्गुष्ठमध्यामाभ्यां । लिङ्गे  
यं नमोऽङ्गुष्ठरहिताभिरङ्गुलीभिः । जानूनां स्वां नमोऽङ्गुष्ठ-  
रहिताभिरङ्गुलीभिः । पादयोः हां नमः सर्वाङ्गुलीभिः इति  
सृष्टिक्रमः । अथ स्थितिक्रमः । हृदि गों नमोऽङ्गुष्ठतर्ज-

হইবে তাহা বিশদরূপে মূলে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই সহজে বোধগম্য  
হইবে । পুনর্বার মূলের লিখিত সৃষ্টি ও স্থিতি শাস্ত্র করিতে হইবে । অষ্টাঙ্গ  
তন্ত্রে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিস্থিতিশাস্ত্রাদি শাস্ত্রে, স্থান ও বর্ণের বিনিময়



নীভ্যাং । নাভৌ পীং নমোহঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাং । লিঙ্গে জং  
নমোহঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ । জানুনোঃ নং নমোহঙ্গুষ্ঠ-  
রহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ । পাদয়োঃ বং নমঃ সৰ্ব্বাঙ্গুলীভিঃ ।  
শিরসি ল্লং নমো মধ্যময়া । নেত্রয়োঃ ভাং নমো মধ্যমাতর্জ-  
নীভ্যাং । কর্ণয়োঃ যং নমোহঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ । ত্রাণে  
শ্বাং নমোহঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং । মুখে হাং নমঃ সৰ্ব্বাঙ্গুলীভিঃ ।  
অথ সংহারক্রমঃ । পাদয়োঃ গোং নমঃ সৰ্ব্বাঙ্গুলীভিঃ ।  
জানুনোঃ পীং নমঃ অঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ । লিঙ্গে জং  
নমোহঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ । নাভৌ নং নমোহঙ্গুষ্ঠতর্জ-  
নীভ্যাং । হৃদি বং নমোহঙ্গুষ্ঠতর্জনীভ্যাং । মুখে ল্লং নমঃ  
সৰ্ব্বাঙ্গুলীভিঃ । ত্রাণে ভাং নমোহঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং ।  
কর্ণয়োঃ যং নমোহঙ্গুষ্ঠরহিতাভিরঙ্গুলীভিঃ । নেত্রয়োঃ শ্বাং  
নমো মধ্যমাতর্জনীভ্যাং । মূৰ্দ্ধি হাং নমো মধ্যমাঙ্গুল্যা  
ইতি সংহারক্রমঃ । পুনঃ সৃষ্টিস্থিতি বিন্যসেৎ । তথাচ—  
স্থানার্ণয়োৰ্বিনিময়ো নাস্তুলীস্থানয়োঃ কচিৎ । বিদ্যার্থী  
ব্রহ্মচারী চ পুনঃ সৃষ্টিং সমাচরেৎ । গৃহস্থশ্চ পুনঃ সৃষ্টিং  
স্থিতিং কুর্যাদ্বিশেষতঃ । যতিবৈরাগ্যযুক্তশ্চ সংহারান্তং  
শ্রমেত্ততঃ । এতেন বিদ্যার্থীব্রহ্মচারিণাং চতুর্ক। গৃহস্থাदीनां  
पञ्चधा । यतिविरक्तादीनाञ्च त्रिधा श्वासः । तथाच निबद्धे—  
श्वासः संहारान्तामस्फुरिवैखानसेषु विहितोऽयम् । स्थित्यन्ते।

করিবে, কিন্তু অঙ্গুলী বা স্থানের বিনিময় করিবে না । বিদ্যার্থী  
ব্রহ্মচারী ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার ন্যাস করিয়া পুনর্বার সৃষ্টিন্যাস ও  
স্থিতিশ্রাস করিবে । এবং যতি ও বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি,  
ও সংহার শ্রাসের অধিকারী । সুতরাং বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী ব্যক্তি  
চতুর্কি, গৃহস্থব্যক্তি পঞ্চবিধ, যতি এবং বিরাগী ব্যক্তি ত্রিবিধ

গৃহমেধিষু সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনামিতি প্রাহঃ । বৈরাগ্যযুক্তি  
 গৃহেষু সংহারান্তঃ কেচিদাহুরাৰ্থাঃ । সহজানৌ বনবাসিনি  
 স্থিতিক বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিং । কেচিত্তু ন্যাসত্ৰয়ে বিপর্য্যাস-  
 সমামনন্তি তেন সৰ্ব্বৈরেব ত্রিধা ন্যাসঃ কৰ্ত্তব্যঃ ॥

অথ বিভূতিপঞ্জরন্যাসঃ । নিবন্ধে—বচ্যাপরং ন্যাসবরং  
 ভূত্যাভিধং ভূতিকরং । মন্ত্রদশাবৃত্তিময়ং গুপ্ততমং  
 মন্ত্রিবরৈঃ । তদ্যথা—আধারে গোং নমঃ লিঙ্গে পীং নমঃ  
 নাভৌ জং নমঃ হৃদি নং নমঃ গলে বং নমঃ মুখে  
 ল্লং নমঃ অংশয়োঃ ভাং নমঃ ষং নমঃ উৰ্ব্বোঃ স্বাং নমঃ  
 হাং নমঃ । কঙ্করাযাং গোং নমঃ নাভৌ পীং নমঃ কুক্ষৌ  
 জং নমঃ হৃদি নং নমঃ স্তনয়োঃ বং নমঃ ল্লং নমঃ পার্শ্বয়োঃ  
 ভাং নমঃ ষং নমঃ শ্রোণ্যোঃ স্বাং নমঃ হাং নমঃ ।

ন্যাস করিতে পাবে। এই সকল ন্যাসবিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থে যে সকল  
 প্রমাণস্বরূপ বচন লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত  
 হইয়াছে, দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন। কোন কোন গ্রন্থকারের  
 মতে সকলেব পক্ষেই ত্রিবিধন্যাস করা কৰ্ত্তব্য। তৎপরে বিভূতিপঞ্জরন্যাস  
 করিবে। নিবন্ধগ্রন্থে ইহার প্রমাণ লিখিত আছে। এই ন্যাস করিলে  
 সাধকের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ আধারাদিস্থানে গো, পী, জ,  
 ন, ব, ল্ল, ভা, ষ, স্বা ও হা এই দশাক্ষর পুনঃ পুনঃ ন্যাস করিবে। যে রূপে  
 আধারাদি স্থানে যে যে বর্ণন্যাস করিতে হইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে  
 লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই এই ন্যাসের বিষয় সহজে জানিতে পারিবেন।  
 তৎপরে দক্ষিণ হস্তের মূলে গোং নমঃ । মধ্য সন্ধিতে পীং নমঃ, মণিবন্ধে  
 জং নমঃ, অঙ্গুলীমূলে নং নমঃ, অঙ্গুলাগ্রে বং নমঃ, অঙ্গুষ্ঠে ল্লং নমঃ, তর্জনীতে  
 ভাং নমঃ, মধ্যমাতে ষং নমঃ, অনামিকাতে স্বাং নমঃ, কনিষ্ঠাতে হাং  
 নমঃ । এই প্রকারে বাম হস্তের মূলাদি পঞ্চস্থানে গো, পী, জ, ন, ও ব,





শিরসি পীং শিখায়াং জং সৰ্ব্বাঙ্গে নং দক্ষি বং দক্ষপার্শ্বে  
 ল্লং বামপার্শ্বে ভাং কটিদেশে যং পৃষ্ঠে স্বাং মূৰ্দ্ধি হাং  
 ততঃ পঞ্চাঙ্গন্যাসঃ । যথা আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ।  
 বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা স্রুচক্রায় স্বাহা । শিখায়ৈ  
 বযট্ । ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ । অস্ত্রা-  
 স্ত্রকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ । ততো নারায়ণমন্ত্ৰোক্ত  
 কিরীটকেয়ুরেত্যাদিমন্ত্ৰেণ ব্যাপকং বিধায় বেণুবিন্ধ্যাদি  
 মুদ্রাং প্রদর্শ্য ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি মন্ত্ৰেণ  
 দিগ্বন্ধনং কুর্যাৎ । কিরীটাদিন্যাসস্ত সৰ্ব্বত্র বিষ্ণুমন্ত্ৰে ।  
 ততোধ্যায়েৎ । অরেন্দ্রন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতং ।  
 গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ । আত্মনোবদনা-  
 স্ত্রোজে প্রেরিতাক্ষিমধুরতাঃ । পীড়িতাঃ কামবাণেন চির-  
 মাল্লেষণোৎসুকাঃ । মুক্তাহারলসৎপানভৃঙ্গস্তনভরানতাঃ ।

৩ পঞ্চাঙ্গ ন্যাস মূলে সুস্পষ্টরূপে লিপিত আছে । তৎপরে ৩ কিরীট-  
 কেয়ুবহাবমকরকুণ্ডলশঙ্খচক্রগদাশ্রোত্রচক্র শ্রীবৎসবক্ষঃস্থল শ্রীভূমিসহিতায়ুজ  
 জ্যোতিষ্মদীপ্তকরায় সহস্রাদিক্যতেজসে নমঃ । এই মন্ত্রদ্বারা ব্যাপক-  
 ন্যাস করিয়া বেণুবিন্ধ্যাদি মুদ্রাপ্রদর্শনপূজক ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায়  
 ফট্, এই মন্ত্ৰে দিগ্বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবে, সঙ্গ প্রকার বিষ্ণুমন্ত্ৰেই কিরীট-  
 কেয়ুব ইত্যাদি মন্ত্ৰে ব্যাপকন্যাস করা বিধেয় । দেৱতার আকার এইরূপ—  
 মনোহর বৃন্দাবন স্থানে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ সহস্র সহস্র গোপকন্যাকে  
 মোহিত করিতেছেন । ঐ সকল গোপবালিকারা শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলে  
 স্বীয় নয়নস্বরূপ ভ্রমরগণকে পেরণ করিতেছে এবং তাহারা কামবাণে  
 পীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সান্তিশয় সমুৎসুকা । তাহাদের স্থল  
 উচ্চতর স্তনোপরি মুক্তাহার লগ্নমান আছে এবং স্তনভারে গোপিকারা  
 কিঞ্চিৎ নম্রভাবে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে । তাহাদের পরিধেয় বসন ও

শ্রুতধাম্মিলাবসনা মদস্থালিতভাষণাঃ । দন্তপঙ্ক্তিপ্রভোক্তা-  
ষিম্পন্দমালাধরাঙ্কিতাঃ । বিলোভয়ন্তীর্ষিবধৈর্ষিব্রামৈ-  
র্ভাবগর্ষিতৈঃ । ফুল্লেন্দীবরকাস্তিমিন্দুবদনং বহাবতংস-  
প্রিয়ং । শ্রীবৎসাক্ষমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং ।  
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং গোগোপসংহারতং ।  
গোবিন্দং করবেণুদাদনপরং দিব্যাস্ত্রভূষং ভজে ॥ এবং  
ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য ( ১৪৭ পৃ ) শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ ।  
( ১০০ পৃ ) ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠম্নস্তাঃ পীঠপূজাঃ বিধায়  
পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়  
দেবশরীরে সৃষ্টিস্থিতিদশাঙ্গপঞ্চাঙ্গন্যাসক্রমেণ পূজয়েৎ ।  
ততো মুখে ওঁ বেণবে নমঃ হৃদি ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ ওঁ  
কৌস্তভায় নমঃ ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ । ততঃ অপরং পঞ্চপুষ্পা  
ঞ্জলিং দদ্যাৎ । ততঃ গুরুচন্দনপঙ্কিলাঃ শ্বেততুলসীঃ রক্ত-

কবরীবন্ধন বিগলিত হইতেছে এবং মদভরে নাকাসকল স্ফলিত প্রায় ।  
দন্তপঙ্ক্তিপ্রভা অধরে পাতিত হইয়া অধরের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে ।  
গোপীগণ বিলাসপূর্ণ বিবিধ ভাবভঙ্গীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে জাগোভন দেখাই-  
তেছেন । প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকাস্তি, চন্দ্রের ন্যায়  
শোভাপূর্ণ বদন, শিরোদেশে ময়ূরপৃষ্ঠভূষণে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস  
চিহ্ন কণ্ঠে কৌস্তভমণি, পরিধান পীতবস্ত্র । গোপীদিগের নয়নোৎপল  
দ্বারা সন্মশরীর অর্চিত এবং গো ও গোপগণে পরিবৃত্ত, করেতে বেণু এবং  
সেই বেণুদানে তৎপর, তাঁহার সন্মশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত ।  
গোবিন্দের এইকপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে ।  
তৎপরে বিষ্ণুমন্তোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ-  
পুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কন্ম করিবে । অনন্তর দেবশরীরে সৃষ্টি, স্থিতি,  
দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গন্যাসক্রমে পূজা করিয়া মুখে ওঁ বেণবে নমঃ ইত্যাদি মূলে ন

চন্দনপাক্ষিলাং রক্ততুলসীং মূলেন দক্ষিণবামপার্শ্বয়োর্দদ্যাৎ  
 এবং হৃদয়ে করবীরদ্বয়েন মুক্তি, বামদক্ষিণভেদেন পদ্মদ্বয়েন  
 তথা তুলসীদ্বয়ং করবীরদ্বয়ং পদ্মদ্বয়ঞ্চ শিরসি দদ্যাৎ। সর্বং  
 বা, শিরসি দদ্যাৎ। তথাচ গৌতমীয়ে—দক্ষিণে বাসুদেবাখ্যং  
 স্বচ্ছং চৈতন্যমব্যয়ং। বামে চ রুক্মিণী রক্তা নিত্যা রজো-  
 গুণাশ্রিতা। তুলসীযুগলং পার্শ্বদ্বয়ে গন্ধদ্বয়াশ্রিতং। হয়ারি-  
 যুগলং পার্শ্বদ্বয়ে দক্ষিণবামকে। পদ্মপুষ্পং মুক্তি, দেশে  
 মূলেন দক্ষবামকে। যড়্ভিঃ সর্বতনৌ দদ্যাৎ পুনঃ শিরসি  
 সর্বতঃ। ততঃ সর্বাণি সর্বতনৌ দদ্যাৎ। তত আবরণং  
 পূজয়েৎ। পূর্ব্বে ওঁ দামায় নমঃ দক্ষিণে ওঁ সূদামায় নমঃ  
 পশ্চিমে ওঁ বাসুদেবায় নমঃ উত্তরে ওঁ কিক্কিনৈ নমঃ কেশরেষু  
 অথ্যাদিকোণে ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ নৈখাতে ও

লিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে পুনশ্চ পদ্মপুষ্পাজলিদান করিয়া  
 দেবতার দক্ষিণপার্শ্বে খেতচন্দনযুক্ত খেততুলসী ও বামপার্শ্বে রক্তচন্দন যুক্ত  
 রক্ততুলসী মূলমস্ত্রে প্রদান করিতে হইবে। তৎপরে দেবতার হৃদয়ে  
 করবীপুষ্পদ্বয় এবং মস্তকের বাম দক্ষিণ ভাগে পদ্মপুষ্পদ্বয় অর্পণ  
 করিয়া শিরোদেশে দুইটি তুলসীপত্র, দুইটি করবীরপুষ্প দুইটি পদ্মপুষ্প  
 প্রদান করিবে, অথবা উক্তপুষ্পাদি সকল কেবল মস্তকে দিবে। এই  
 বিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্রে যে সকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ  
 এই স্থলে উদ্ধৃত আছে। তৎপরে দেবের সর্বশরীরে সর্বপ্রকার পুষ্প  
 অর্পণ করিয়া আবরণপূজা করিতে হইবে। আবরণপূজার দেবতা ও তৎক্রম  
 মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে। সমস্ত  
 আবরণপূজাতে অশক্ত হইলে অক্ষপূজা ও ইন্দ্রাদির এবং বজ্রাদির পূজা  
 করিবে, এই বিষয়ের প্রমাণ গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত আছে। ঘেরূপ পূজার  
 প্রমাণালী লিখিত হইল, এইরূপে ত্রীকৃষ্ণের অর্চনা করিলে সাধক কাম ও



বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা বায়ুকোণে ওঁ সূচক্রায়  
স্বাহা শিখায়ৈ বযট্ ঈশানে ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা  
কবচায় হুঁ চতুর্দিক্শু ওঁ অসুরাস্তকচক্রায় স্বাহা অন্ত্রায়  
ফট্ । ততঃ পত্রেষু পূর্বাদি ওঁ রুক্ষিণ্যে নমঃ এবং সত্য-  
ভামারৈ নাগজিতৈ স্নানদারৈ মিত্রবিন্দারৈ স্নানক্ষণারৈ জাম্বু-  
বর্তৈ স্নানীলারৈ পত্রাগ্রেষু পূর্বাদি ওঁ বাসুদেবায় নমঃ এবং  
দেবক্যৈ নন্দায় যশোদারৈ বলভদ্রায় স্তভদ্রারৈ গোপেভ্যঃ  
গোপীভ্যঃ । তদ্বাহে মধ্য চ পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ মন্দারায়  
নমঃ এবং সন্তানায় পারিজাতায় কল্লরক্ষায় হরিচন্দনায়  
তদ্বাহে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ । ততঃ কৃষ্ণাষ্টকান্  
পূজয়েৎ ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ এবং বাসুদেবায় দেবকীনন্দনায়-  
নারায়ণায় যদুশ্রেষ্ঠায় বাষ্কোঁয়ায় ধর্মসংস্থাপনায় অসুরাক্রান্ত-  
ভারহারিণে সর্বত্র প্রণবাদিনমোন্তেন পূজয়েৎ । অশক্তশ্চেদ  
স্কেন্দ্রবজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ । তথাচ গোঁতমীয়ে—অথবাঙ্গং  
দিক্পতিভিস্তদৈশ্বেরপি চার্চয়েৎ । এবমভ্যর্চয়ন্ কৃষ্ণং  
কামশক্ত্যোঃ স ভাজনং । এতদ্যজনাশক্তশ্চেৎ কৃষ্ণাষ্টকেন  
পূজয়েৎ । ততো ধূপাদিবিসর্জ্ঞনান্তং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । অশু  
পুরশ্চরণং দশলক্ষজপঃ । তথাচ—দশলক্ষমক্ষয়ফলপ্রদং  
যনুং প্রতিজপ্য নিশ্চলমতিদীপ্যাকরম্ । জুহুয়াৎ সিতাজ্য-  
যধুরপ্নুতৈর্নবৈরকৃণাস্থজৈহুতাশনে দশায়ুতং । অথ শুধির-  
যুগলবর্ণং চেন্মনুং পঞ্চলক্ষং প্রজপেতু জুহুয়াচ্ প্রোক্তক্

শক্তি ভাজন হয় । এইরূপ পূজাতে অশক্তব্যক্তি কেবল কৃষ্ণাষ্টকের পূজা  
করিলেও তাহার পূজাসিদ্ধি হইবে । তৎপরে ধূপাদি বিসর্জ্ঞনান্ত কৰ্ম্ম  
সমাপন করিয়া পূজাসাধু করিবে । দশলক্ষ জপ ও বৃত্ত, মধু, শর্করাযুক্ত

প্ৰাৰ্দ্ধলক্ষ্যং । অমলমতিরভাবে পায়সৈরমুজানাং সহিতযত-  
স্বসিতৈরারভেক্কামকৰ্ম্ম ॥

অথ ত্রয়োদশাক্ষরমন্ত্রঃ । দশাক্ষরাদৌ শ্রীমায়াকামঃ  
মায়াশ্রীকামঃ কামমায়াশ্রীত্ৰিবিধস্ত্রয়োদশাক্ষরো ভবতি ।  
তথাচ শ্রীশক্তিয়ারপূর্বশ্চ শক্তিশ্রীয়ারপূর্বকঃ । কামশক্তি  
রমাপূর্বো দশার্ণোমনবস্ত্রয়ঃ । ইতি সনৎকুমারকল্পে ।  
এতেষাং পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদিবৈষ্ণবোক্তপীঠ  
স্তাসান্তং কৰ্ম্ম বিধায় ( ৯৬ পৃষ্ঠা ) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্যাৎ ।  
তদ্যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ মুখে বিরাড়্‌গায়ত্রী  
চ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ  
করাস্তন্যানৌ আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এবং  
আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি দশাক্ষরবদ্বিন্যাসেৎ ।  
ততঃ ফলার্থী চৈদশতত্বমূর্ত্তিপঞ্জরৌ ন্যাসেৎ । ( ১৮১।১৬৯ পৃ )

রক্তপদ্মদ্বারা একলক্ষ হোম করিলে এই দশাক্ষর মন্ত্রের পুরস্চরণ হয় ।

অনন্তর ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদির ক্রম কথিত হইতেছে । শ্রী  
হ্রী ক্রী গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, হ্রী শ্রী ক্রী গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এবং  
ক্রী হ্রী শ্রী গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই ত্রিবিধ ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র । সনৎ-  
কুমারকল্পে ইহার প্রমাণ আছে । এইক্ষণ উক্ত তিনপ্রকার মন্ত্রের পূজাপ্রণালী  
কথিত হইতেছে । অগ্রে প্রাতঃকৃত্যাদি বিষ্ণুমন্ত্ৰোক্তপীঠস্তাসান্ত কৰ্ম্ম করিয়া  
ঋষ্যাদিন্যাস ও করাস্তস্তাস করিবে । ঋষ্যাদিন্যাস মূলে লিখিত আছে, করাস্ত-  
স্তাস এই—আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । বিচক্রায় স্বাহা তর্জনীভ্যাং  
স্বাহা, সূচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনা-  
মিকাভ্যাং হ্র, অমুরাস্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং কট্ । এবং আচক্রায় স্বাহা  
হৃদয়ায় নমঃ, বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা, সূচক্রায় স্বাহা নিখাটের বষট্ ।  
ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচার হ্র, অমুরাস্তকচক্রায় স্বাহা অঙ্গার কট্ ।  
এইপ্রকারে করাস্তস্তাস করিয়া কলকামী ব্যক্তি পূর্বোক্ত দশ তত্ত্বস্তাস ॥

ততঃ কিরীটমন্ত্ৰেণ (১৭১পৃ) ব্যাপকং বিধায় যথাশক্তি মুদ্রাং  
প্রদর্শ্য ওঁ নমঃ স্তদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি দিগ্বন্ধনং বিধায়  
ধ্যায়েৎ । আদ্যে মনো দশাক্ষরবদধ্যানং দ্বিতীয়ে রত্নাভিষেক  
বৎ । তৃতীয়ে তু ধ্যানং—শঙ্খচক্রধনুর্বাণপাশকুশধরোহরুণঃ ।  
বেণুং ধমন্ ধতোদোভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণোদিবাকরে । গোতমীয়  
মতে তু অত্রাপি দশাক্ষরবদধ্যানং । তথাচ—রমাদিকামাদি-  
মন্ত্রদ্বয়মধিকৃত্য অনয়োর্মন্ত্রয়োর্মন্ত্রী আচক্রাদৈ্যঃ ষড়ঙ্গকং ।  
কুর্যাদ্দশার্ণবং সর্বং ধ্যানপূজাদিকং সুধীঃ । এবং ধ্যান-  
মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭ পৃ) শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ । (১০০ পৃ)  
ততোবৈষ্ণবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চ-  
পুষ্পাঞ্জলিদানপর্যন্তং পূর্বোক্তবেণুাদিপূজনঞ্চ বিধায় আবরণ-  
পূজামারভেৎ । অস্ত্রাবরণানি অগ্নেন্দ্রবজ্রাদীনি । ততঃ কৃষ্ণা-  
ষ্টকান্ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জনান্তঃ কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । এতযাং

মূর্ত্তিপঞ্জরস্তাস করিবে । তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্ৰোক্ত কিরীট ইত্যাদি মন্ত্ৰে ব্যাপক-  
স্তাস করিয়া যথাশক্তি মুদ্রা প্রদর্শনপুস্তক ওঁ নমঃ স্তদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্  
এই মন্ত্ৰে দিগ্বন্ধন করিয়া ধ্যান করিবে । প্রথম মন্ত্ৰে পূজা করিতে হইলে  
পূর্বকথিত দশাক্ষরমন্ত্ৰোক্ত ধ্যান করিবে । দ্বিতীয় মন্ত্ৰে রত্নাভিষেক ধ্যানে  
পূজা করিবে । তৃতীয় মন্ত্ৰের ধ্যানে দেবতার আকার এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ,  
ধনুঃ, বাণ, পাশ ও অকুশধারী এবং অরুণবর্ণ, ইনি চুইহস্তে বেণু ধারণকরিয়া  
বাদন করিতেছেন । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে । গোতমীয়মতে এই  
মন্ত্ৰেও দশাক্ষর মন্ত্ৰোক্ত ধ্যান করিবে । এইপ্রকারে ধ্যান করিয়া মানসো-  
পচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে । তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্ৰোক্ত পীঠ পূজা  
করিয়া পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্যন্ত সমস্ত কৰ্ম্ম  
করিয়া পূর্বোক্ত বেণু প্রভৃতির পূজাপূর্বক আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে ।  
এই মন্ত্ৰের আবরণ পূজাতে কেবল অগ্নিপূজা ও ইন্দ্রাদি এবং বজ্রাদির পূজা



পুরশ্চরণং পঞ্চলক্ষজপঃ । তথাচ—পঞ্চলক্ষং জপেত্তাবদযুতং  
পায়সেন চ । জুহুয়াৎ সংস্কৃতে বহৌ মন্ত্রী সৰ্বার্থসিদ্ধয়ে ॥

মন্ত্ৰান্তরং । কৃষ্ণায়পদমাভাষ্য গোবিন্দায় ততঃপরং ।  
গোপীজনপদস্তান্ত্রে বল্লভায় দ্বিঠাবধিঃ । কামবীজাদিরাখ্যাতো  
মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ ॥ অস্ত পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণ-  
বোক্তপীঠমন্ত্রস্তং বিদ্যস্ত (৯৬পৃ) ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ ।  
যথা—শিরসি নাবদঋষয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি  
শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ গুহে ক্লীং বীজায় নমঃ পাদয়োঃ  
স্বাহা শক্তয়ে নমঃ । ততঃ প্রণবপুটিতং মন্ত্রং ত্রিশং করয়ো-  
ৰ্যাপ্য্য করান্নন্যাসৌ কুর্য্যাৎ । ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং  
নমঃ । গোবিন্দায় তর্জনীভ্যাং স্বাহা । গোপীজন মধ্যমাভ্যাং  
বষট্ । বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হ্রীং ! স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং  
ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো মূলেন মূর্দ্ধাদিপাদপর্য্যন্তং

করিতে হয় । তৎপরে পূর্বোক্ত কৃষ্ণাষ্টক পূজাকরিয়া ধূপাদিবিমর্জনাস্ত  
কর্ম সমাপন করিবে । পঞ্চলক্ষ জপ ও পায়সদ্বারা পঞ্চাশৎ সহস্র হোম  
করিলে উক্তত্রিবিধ ত্রয়োদশাক্ষরমন্ত্রের পুশ্চরণ হয় ॥

এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে ।  
ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা । এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে  
শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিবে । এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ এই—প্রথমতঃ প্রাতঃ-  
কৃত্যাদি বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস করিবে । তৎপরে ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবি-  
ন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ এই মন্ত্রে তিনবার করদ্বয়ে জ্ঞান করিয়া  
করান্নন্যাস করিতে হইবে । ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি মূলের  
লিখিত প্রণালীতে করজ্ঞাস করিয়া ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায়  
শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচার হ্রীং, স্বাহা অন্তায়  
ফট্, এইরূপে অঙ্গজ্ঞাস করিবে । অনন্তর ক্লীং কৃষ্ণায় ইত্যাদি পূর্ব-

ত্রিশোব্যাপ্য প্রণবেন সঙ্কল্প্যাপ্য মন্ত্রন্যাসং কুর্যাৎ । মূৰ্দ্ধনি  
ললাটে ক্রমধ্যে কর্ণয়োঃ চক্ষুর্বোত্রাগয়োর্বদনে গ্রীবায়াং হৃদি  
নাভৌ কট্যাং লিঙ্গে জাহ্নুনোঃ পাদয়োঃ এষু স্থানেষু প্রত্যেক-  
মন্ত্রবর্ণান্ নমোহস্তান্ ন্যসেৎ । ততো নয়ন-মুখ-হৃদয়-গুহ্যাজ্জিষু  
মন্ত্রস্ত পদপঞ্চকং নমোহস্তং ন্যসেৎ । পদপঞ্চকঞ্চ চতুশ্চ-  
তুস্তথা স্বয়ং । ততোহঙ্গন্যাসং কুর্যাৎ । ক্রীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায়  
নমঃ গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা । গোপীজন শিখায়ৈ বষট্ ।  
বল্লভায় কবচায় হুঁ । স্বাহা অস্ত্রায় ফট্ । তথাচ—চতুঃ-  
করণবেদাঙ্কিনেত্রসংখ্যাক্ষরৈঃ ক্রমাৎ । ষড়ঙ্গানি মনোঃ  
কুর্য্যান্মন্ত্রবিজ্ঞাতিসংযুতৈঃ । নমঃ-স্বাহা-বষড়্-বৌষট্-হুঁ-  
ফড়স্তাশ্চ জাতয়ঃ । ততো দশতদ্বমূর্ত্তিপঞ্জরন্ত্যাসৌ (১৮১)  
১৬৯ পৃ । বিধায় কিরীটমন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃৎস্না (১৭১)  
যথানক্তি মুদ্রাং বদ্ধা ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফড়িতি

লিখিত মূলমন্ত্রে মন্তক হইতে পাদপৰ্য্যন্ত তিনবার এবং ওঁ এই মন্ত্রে আর  
একবার ব্যাপকন্ত্যাস করিয়া মন্ত্রন্ত্যাস করিবে । যথা—মন্তকে ক্রীং নমঃ, ললাটে  
কৃং নমঃ, ক্রমধ্যে ষাং নমঃ কর্ণদ্বয়ে যং নমঃ ও গোং নমঃ, চক্ষুদ্বয়ে বিং  
নমঃ ও নাং নমঃ, নাসিকাদ্বয়ে যং নমঃ ও গোং নমঃ, মুখে পীং নমঃ,  
গ্রীবাতে জং নমঃ, হৃদয়ে নং নমঃ নাভীতে বং নমঃ, কটীতে লং নমঃ,  
লিঙ্গে ভাং নমঃ, জাহ্নুতে যং নমঃ, পাদপদ্মে স্বাং নমঃ, হাং নমঃ । এই  
প্রকারে মন্ত্রন্ত্যাস করিয়া মন্তকে ওঁ নমঃ এই বলিয়া ত্যাস করিবে । তৎপরে  
নেত্রদ্বয়ে ক্রীং কৃষ্ণায় নমঃ, মুখে গোবিন্দায় নমঃ, হৃদয়ে গোপীজন নমঃ,  
গুহ্যে বল্লভায় নমঃ, পাদদ্বয়ে স্বাহা, নমঃ, এই ত্যাস করিয়া পুনর্বার অঙ্গন্ত্যাস  
করিবে । তৎপরে দশাক্ষরমন্ত্রোক্তদশতদ্বন্ত্যাস ও মূর্ত্তিপঞ্জরন্ত্যাস করিয়া পূৰ্ণ-  
লিখিত কিরীটকেবুর ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকন্ত্যাস করিবে । অনন্তর যথা-  
শক্তি মুদ্রাবন্ধন করিয়া ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই মন্ত্রে দিগন্ধন পূৰ্ণক

দিবস্কনং কৃৎ৷ দশাকরোক্তং ধ্যানা মানসৈঃ সংপূজ্য  
(১৪৭ পৃ) শঙ্খস্থাপনং কৃৎ৷ (১০০ পৃ) বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রস্তাং  
পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদান-  
পর্যন্তং বিধায় ক্রীমিত্যাদ্যক্ষরৈস্তত্তদঙ্গেষু শ্রাসক্রমেণ সংপূজ্য  
ক্রীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা অঙ্গমন্ত্রেণ সংপূজ্য চ  
পুনঃ পঞ্চপুষ্পাজ্জলিং দদ্যাৎ । ততোবেণাদি পূজনং কৃৎ৷  
ধূপাদিবিসর্জনান্তং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । অস্ত্র পুরশ্চরণং দশাক-  
রপটলোক্তং ॥

মন্ত্রান্তরং । শক্তি শ্রীপূর্বকশ্চাটাদশার্ণোবিংশদক্ষরঃ ।  
অস্ত্র পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রস্তং পীঠ-  
শ্রাসং বিধায় (৯৬ পৃ) ধ্যানাদিশ্রাসং কুর্যাৎ । শিরসি ব্রহ্মণে

দশাকরমন্ত্রোক্ত অরেঙ্ক্ণাবনে রম্যে ইত্যাদি ধ্যান করিতে হইবে । তৎপরে  
মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা এবং পুন-  
র্কার ধ্যান আবহাদি পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিবে । অনস্তর  
উপরিলিখিত মন্ত্রশ্রাসক্রমে তত্তৎস্থানে মন্ত্রবর্ণাকরদ্বারা পূজা করিয়া ক্রীং  
কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বসট্,  
বল্লভায় কবচায় হু, স্বাহা অস্ত্রায় ফট্, এই বলিয়া দেবশরীরে পূজা করিবে ।  
তৎপরে পুনর্কার পঞ্চ পুষ্পাজ্জলি প্রদানপূর্বক বেণবে নমঃ ইত্যাদি দশাকর  
মন্ত্রোক্ত আবরণদেবতাগণের পূজান্তে ধূপাদিবিসর্জনান্ত সমস্ত কার্য্য সমাপন  
করিবে । ত্রি অষ্টাদশাকর মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশাকরমন্ত্রোক্ত জপ ও হোমাদি  
করিতে হইবে ।

এইক্ষণ বিংশত্যক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । হ্রীং শ্রীং ক্রীং  
কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবরভায় স্বাহা, এই বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের  
পূজাদি করিবে । এই মন্ত্রের পূজাক্রম এই--অগ্রে সামান্ত্র পূজাপদ্ধতি  
ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠশ্রাস পূর্বক ধ্যানাদিশ্রাস



স্বাধয়ে নমঃ মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ  
নমঃ "ওহে ক্রী" বীজায় নমঃ পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ ।  
ততঃ করাক্ষ্যাসৌ । হ্রী শ্রী ক্রী অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । কৃষ্ণায়  
তর্জনীভ্যাং স্বাহা । গোবিন্দায় মধ্যমাভ্যাং বষট্ । গোপী-  
জন অনামিকাভ্যাং হ্রী । বল্লভায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ।  
স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো  
মূলেন ব্যাপকং কৃষ্ণা মন্ত্রপুটিতান্ মাতৃকাবর্ণান্ তত্তৎস্থানেষু  
শ্রুসেৎ । ততো দশতত্ত্বানি বিন্যস্ত পুনর্মূলেন ব্যাপকং  
কুর্ধ্যাৎ । ততো মন্ত্রশ্রুতাসঃ । যুদ্ধি হ্রী নমঃ ললাটে শ্রী নমঃ  
ক্রমধ্যে ক্রী নমঃ নেত্রয়োঃ কৃং নমঃ কর্ণয়োঃ ষাং নমঃ নসোঃ  
য়ং নমঃ বদনে গোং নমঃ চিবুকে বিং নমঃ কণ্ঠে দাং নমঃ  
দোর্মূলে যং নমঃ হৃদি গোং নমঃ উদরে পীং নমঃ নাভৌ  
জং নমঃ লিঙ্গে নং নমঃ আধারে বং নমঃ কট্যাং ল্লং নমঃ  
জাঘ্রোঃ ভাং নমঃ জঙ্ঘয়োঃ যং নমঃ গুল্ফয়োঃ স্বাং নমঃ  
পাদয়োঃ হাং নমঃ । ইতি সৃষ্টিঃ । হৃদি হ্রী উদরে শ্রী  
নাভৌ ক্রী লিঙ্গে কৃং আধারে ষাং কট্যাং যং জাঘ্রোঃ গোং

করিবে । স্বাধ্যাদিত্যাসের প্রণালী ও মন্ত্র মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি  
করিলেই বোধগম্য হইবে । অনন্তর মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে করাক্ষ্যাস  
করিয়া হ্রী শ্রী ক্রী হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা, গোবিন্দায় শিখায়  
বষট্, গোপীজন কবচায় হ্রী, বল্লভায় নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, স্বাহা করতল  
পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্, এইরূপে অঙ্গশ্রুতাস করিবে । তৎপরে মূলমন্ত্রে ব্যাপকশ্রুতাস  
করিয়া হ্রী শ্রী ক্রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং হ্রী শ্রী  
ক্রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা নমঃ এইরূপে অকারাদি সমস্ত  
মাতৃকাবর্ণ মন্ত্রকাদি সকল মাতৃকাস্থানে শ্রুতাস করিবে । অনন্তর দশতত্ত্ব-  
সম্বন্ধে দশতত্ত্বশ্রুতাস ও মূর্তিপঞ্জরশ্রুতাস করিয়া পুনর্বার মূলমন্ত্রে ব্যাপকশ্রুতাস

জজ্ঞয়োঃ বিং গুল্ফয়োঃ ন্দাং পাদয়োঃ যং মূর্দ্ধি গোং কপালে  
 পীং ক্রমধ্যে জং নেত্রয়োঃ নং কর্ণয়োঃ বং নমোঃ ল্লং বদনে  
 ভাং চিবুকে যং কণ্ঠে স্বাং দোর্ম্মূলে হাং । ইতি স্থিতিঃ ।  
 পাদয়োঃ হ্রীং গুল্ফয়োঃ শ্রীং জজ্ঞয়োঃ ক্রীং জাঘোঃ কং  
 কট্যাং ষাং আধারে যং লিঙ্গে গোং নাভৌ বিং উদরে ন্দাং  
 হৃদি যং দোর্ম্মূলে গোং কণ্ঠে পীং চিবুকে জং বদনে নং নমোঃ  
 বং কর্ণয়োঃ ল্লং নেত্রয়োঃ ভাং ক্রমধ্যে যং ললাটে স্বাং মস্তকে  
 হাং । সর্বত্র নমোহস্তান্ ন্যসেৎ । ইতি সংহারন্যাসঃ ।  
 পুনঃ স্থিতিস্থিতি কৃৎবা মূর্ত্তিপঞ্জরং বিন্যস্ত (১৮১পৃ) মূর্ত্তিপঞ্জরস্ত  
 স্থিতিস্থিতি বিন্যস্ত ষড়ঙ্গানি ন্যসেৎ । হ্রীং শ্রীং ক্রীং হৃদয়ায়  
 নমঃ । কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা । গোবিন্দায় শিখায়ৈ বষট্ ।  
 গোপীজনকবচায় হ্রীং । বল্লভায় নেত্রত্রাভ্যাং বৌষট্ । স্বাহা  
 অস্ত্রায় ফট্ । তথাচ—স্থিতিস্থিতি চ বিন্যস্ত ষড়ঙ্গানি সমা-  
 চরেৎ । গুণাগ্নিবেদকরণকরণাদ্যক্ষরৈর্ম্মনোঃ । ততঃ পূর্ব-  
 মুদ্রাদিदर्शनং দিগ্বন্ধনঞ্চ কৃৎবা কিরীটমন্ত্ৰেণ ব্যাপকং বিধায়  
 মুদ্রাং বন্ধা ধ্যায়েৎ । তদ্যথা—দ্বারাবত্যাং সহস্রার্কভাস্মুরৈ-

পূর্বক মূলের লিখিত প্রণালীতে মন্ত্রস্তাস করিবে । স্থিতি, স্থিতি ও সংজ্ঞাতি  
 ক্রমে এই স্তাস করিয়া পুনঃপুনঃ স্থিতিস্থিতিক্রমে মন্ত্রস্তাস করিবে । তৎপরে  
 স্থিতিস্থিতিক্রমে মূর্ত্তিপঞ্জরস্তাস করিয়া হ্রীং শ্রীং ক্রীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি  
 ক্রমে ষড়ঙ্গস্তাস করিবে । অনন্তর যথাবিধি মুদ্রাপ্রশ্নন, ওঁ সূদর্শনার  
 অস্ত্রায় ফট্, এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন, কিরীটকেয়ুর ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকস্তাস  
 ও মুদ্রাবন্ধন পূর্বক ধ্যান করিবে । দেবতার আকার এইরূপ—দ্বারাবতী  
 নগরীতে সজ্জা সূর্য্যকিরণে সমুজ্জ্বল গৃহ ও বহুল কল্লব্ধকে পরিবেষ্টিত  
 মণিনির্ম্মিত মণ্ডপ আছে, ঐ মণ্ডপের স্তম্ভ, দ্বার, তোরণ ও ভিত্তি সকল  
 সমুজ্জ্বলরত্ননির্ম্মিত । ঐ মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র বিতান সম্বন্ধ আছে, বিতানের

উর্বনোত্তমৈঃ । অনন্নৈঃ কল্পরক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে ।  
 জলদ্রুময়স্তম্ভধারতোরণকুড্যকে । ফুলশ্রুগুণসচ্চিৎ্রবিতানা-  
 লম্বিমৌক্তিকে । পদ্মরাগস্থলীরাজদ্রুমদ্যোশ্চ মধ্যতঃ ।  
 অনারতগলদ্রুমধারশ্চ স্বস্তরোরধঃ । রত্নদীপাবলীভিষ্চ প্রদী-  
 পিতদিগন্তরে । উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশমণিসিংহাসনাম্বুজে ।  
 সমাসীনোহুচ্যতো ধ্যেয়ো ক্রতহাটকসম্মিভঃ । সমানোদিত-  
 চন্দ্রাকর্তডিংকোটীসমুদ্যতিঃ । সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সৰ্ব্বা-  
 ভরণভূষিতঃ । পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোজ্জলদ্বিজঃ । অমার  
 তোচ্ছলদ্রুমধারৌঘকলসং স্পৃশন্ । বামপাদাম্বুজাগ্রণ কৃষ্ণ-  
 তাপল্লবচ্ছবিং । কৃষ্ণিণীসত্যভামে স্বে মূৰ্দ্ধি রত্নৌঘধারয়া ।  
 সিঞ্চন্ত্যো দক্ষবামস্থে স্বদোঃস্থকলসোথয়া । নাথজিতী সুনন্দা  
 চ দিশন্ত্যো কলসৌ তয়োঃ । তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামস্থে মিত্র-  
 বিন্দাস্থলক্ৰণে । রত্ননদ্যোঃ সমুদ্রুত্য রত্নপূর্ণো যটৌ তয়োঃ ।

চতুর্পাশ্বে প্রস্তুতিতপুষ্পমালা ও মুক্তাদাম লবিত হইতেছে । ঐ মণ্ডপ  
 রত্নময় নদীধারের মধ্যবর্তী, ঐ নদীর তটস্থ পদ্মরাগমণিময়, উক্ত মণ্ডপ  
 দেতকর নিয়ে বিরাজিত আছে । ঐ তরু হইতে অনবরত রত্নধারা বিগলিত  
 হইতেছে, চতুর্পাশ্বে রত্নদীপাবলীধারা দিগন্তর প্রদীপ্ত হইয়াছে, এই রূপ  
 মণ্ডপমধ্যে উদয়গামী আদিত্যের স্তায় মণিমিষ্মিত সিংহাসনস্থিত  
 পদ্মোপরি অধিষ্ঠিত নারায়ণ বিরাজমান আছেন, তপ্তকাঞ্চনের স্তায়  
 তাঁহার দেহকাঞ্চি এবং কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও বিদ্যাতের স্তায়  
 শরীরের আভা । ইহার সৰ্ব্বাঙ্গ অতি সুন্দর, ইনি সৌম্যমূর্ত্তি, সৰ্ব্বা-  
 ভরণে বিভূষিত, পীতবস্ত্রপরিধান এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধরী । কৃষ্ণিণী-  
 ও সত্যভামা দক্ষিণে ও বামে দণ্ডায়মানা থাকিয়া স্বহস্তধৃতকলসোথরত্নধারায়  
 মস্তকে অভিষেক করিতেছেন । নাথজিতী ও সুনন্দানামে দুই ধননী কৃষ্ণিণী  
 ও সত্যভামাকে কলসী প্রদান করিতেছে । তাহাদিগের দক্ষিণে মিত্রবিন্দা



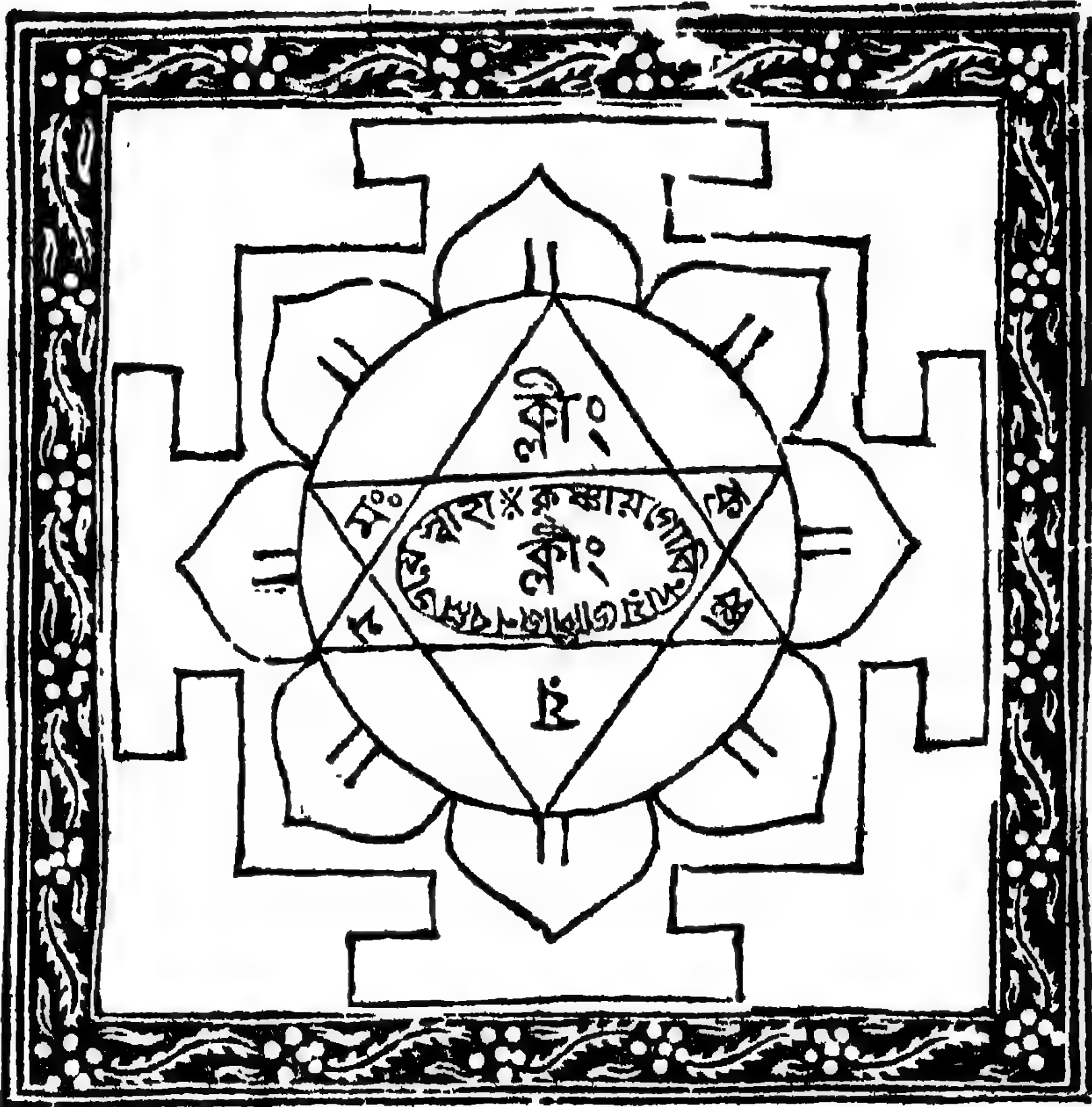
জাম্বুবতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামকে । বহিঃষোড়শ-  
সাহস্র্যসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ । ধ্যেয়াঃ কনকরজ্জ্বল-  
ধারামুকলসোজ্জ্বলাঃ । তদ্বহিষ্ঠাষ্টনিধয়ঃ পূরয়ন্তোধনৈর্ধরাং ।  
তদ্বহির্বক্ষয়ঃ সর্বৈ পুরোবচ্চ সুরাদয়ঃ । এবং ধ্যান-  
মানসৈঃ সম্পূজ্য (১৪৭) শংখস্থাপনং কুর্যাৎ । (১০০)  
অশ্রু পূজায়ত্ত্বং । ষট্ কোণমষ্টদলপদ্মং বিলিখ্য তং শিষ্টৈঃ  
সপ্তদশভির্বেষ্টয়েৎ । ততঃ ষট্ কোণশ্চ প্রাগ্রক্ষো-  
হনিলকোণেষু শ্রীবীজং শিষ্টেষু ভুবনেশ্বরীং লিখেৎ ।  
ততঃ ষট্ সন্ধিষু ক্লী কৃষ্ণায় নমঃ ইতি ষড়্ বর্ণান্ লিখেৎ ।  
ততঃ কেশরেষু কামদেবায় বিদ্যাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি  
তমোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ । ইতি গায়ত্রীস্ত্রীণি ত্রীণ্য-  
ক্ষরাণি পূর্বাদিক্রমে বিলিখেৎ । ততঃ পত্রেষু পূর্বাদি

ও বামভাগে সুলক্ষণা নামে দুই রমণী রত্ননদী হইতে রত্ন উদ্ধৃত করিয়া  
ষট্‌দ্বয় পূর্ণ করিতেছে । জাম্বুবতী ও সুশীলা নামে রমণীদ্বয় দক্ষিণে ও বামে  
অবস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আদেশ করিতেছে । ইহাদিগের পশ্চাৎভাগে  
ষোড়শসহস্র রমণী চতুর্দিকে রত্নধারাবিত্ত স্বর্ণকলসী হস্তে করিয়া দণ্ডায়মানা  
রহিয়াছে । তাহাদের বহিঃভাগে অষ্টনিধি রত্নধারা ধরা পূর্ণ করিতেছে । তদ্বহি-  
ষ্ঠাংশে বৃক্ষিগণ উপবিষ্ট আছে । এইপ্রকারে ধ্যান ও মানসোপচারে পূজা  
করিয়া শংখস্থাপন করিবে । শ্রীকৃষ্ণের পূজায়ত্ত্ব বর্ণিত হইতেছে । প্রথমতঃ  
ষট্ কোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহে অষ্টদলপদ্ম লিখিবে । ষট্ কোণ-মধ্যে “ক্লী  
সাধাং” এই মন্ত্র লিখিয়া কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই  
সপ্তদশাক্ষমন্ত্রধারা নেটন করিবে । তৎপরে ঐ ষট্ কোণের পূর্বে, নৈঋতে ও  
বাহুদিকস্থিত কোণদ্বয়ে শ্রী এবং অবশিষ্ট কোণদ্বয়ে হ্রী এই বীজ লিখিয়া  
ষট্ সন্ধিতে ক্লী কৃ, ক্ষা, য, ন, মঃ এই ছয় অক্ষর লিখিবে । তৎপরে কাম-  
দেবায় বিদ্যাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তমোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ এই গায়ত্রীর তিন  
অক্ষর এক এক কেশরে লিখিয়া অষ্টপত্রের এক এক পত্রের নমঃ কাম-

নমঃ কামদেবায় সৰ্বজনপ্রিয়ায় সৰ্বজনসম্মোহনায় জল জল  
প্রজল সৰ্বজনস্ত হৃদয়ং মম বশং কুরু কুরু স্বাহা ইতি  
মালামন্ত্রস্ত ষট্ ষড়ঙ্করাণি দলেষু বিলিখেৎ । মালামন্ত্রমাহ  
সারদায়াং—নমোহন্তে কামদেবায় বদেৎ সৰ্বজনস্ততঃ ।  
প্রিয়ায় সৰ্ববর্ণান্তে জনসম্মোহনায় চ । জলদ্বয়ং প্রজলাস্তং  
বদেৎ সৰ্বজনস্ত চ । হৃদয়ং মমশব্দান্তে বশং কুরুযুগং শিরঃ ।  
মালামনুরয়ঞ্চাষ্টচছারিংশতিকাক্ষরৈঃ । তদ্বাহে মাতৃকয়া  
সংবেষ্টয়েৎ । ততো ভূবিশ্বে দিক্ষু শ্রীবীজং বিদিক্ষু চ মায়া-  
বীজং বিলিখেৎ । তদ্বাহে অষ্টবজ্রাণি । তথাচ—বিলিপ্য  
পঙ্কপঙ্কেন লিখেদষ্টদলান্মুজং । কর্ণিকায়ান্ত ষট্ কোণং  
সমাধ্যং তত্র মমথং । শিষ্টৈস্তং সপ্তদশভিরক্ষরৈর্বেষ্টয়েৎ  
স্বরং । প্রাগ্ক্ষোহনিলকোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সন্নিদং ।  
ষড়ঙ্করং ষট্ সন্ধিষু কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ । বিলিখেৎ স্বর-  
গায়ত্রীং মালামন্ত্রং দলাক্টকে । ষট্ শঃ সংলিখ্য তদ্বাহে  
বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ । ভূবিশ্বঞ্চ লিখেদ্বাহে শ্রীমায়ে দিগ্বিদি-

দেবায় ইত্যাদি মালা মন্ত্রের ছয়টি করিয়া অঙ্কর লিখিতে হইবে । উক্ত  
মালা মন্ত্র ও মন্ত্রোক্তারের প্রমাণ মূলে লিখিত আছে । পদ্যের বহিঃভাগে  
অকারাদি রূপবাস্ত একপঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণদ্বারা বেষ্টন করিবে । তৎপরে  
চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চতুর্দিকে শ্রী এই  
বীজ এবং অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান এই চতুর্কোণে হ্রী এই বীজ  
লিখিবে । চতুরস্রের বহির্দেশে অষ্টদিকে অষ্টবজ্র অঙ্কিত করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত  
করিবে । চন্দনপঙ্কদ্বারা লেপন করিয়া বস্ত্র লিখিতে হইবে । এই মন্ত্রের  
প্রমাণ বাহ্য অন্তান্ত তন্ত্রে লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ এইস্থলে  
উক্ত আছে । অষ্টাদশাক্ষর, দ্বাবিংশত্যাক্ষর, দ্বাদশাক্ষর, চতুর্দশাক্ষর, দশাক্ষর

ক্ষুপি । ভূগৃহং চতুরস্রং স্তাদষ্টবজ্রবিভূষিতং । এতদষ্টমস্তম্ভা-  
দশাক্ষর-দ্বাবিংশত্যক্ষর-দ্বাদশাক্ষর-চতুর্দশাক্ষর-একাদশাক্ষরা-  
ণামিতি । যতু পদ্মমষ্টপলাশস্ত চতুরস্রং স্তলক্ষণং ।  
চতুর্দ্বারসমায়ুক্তং কামগর্ভিতকর্ণিকং । সামান্যমষ্টমুদ্রিক-  
মষ্টাদশাক্ষরে শৃণু । চতুরস্রং চতুর্দ্বারং পদ্মমষ্টদলান্বিতং ।  
ষট্‌কোণ-গর্ভকামাখ্যং সপ্তদশাণবেষ্টিতং । ষড়ক্ষরং মনুবরং



ও একাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা পূজাদি করিতে হইলে উক্তপ্রকার যন্ত্রের প্রয়ো-  
জন জানিবে । অষ্টপ্রকার যন্ত্র কথিত হইতেছে । অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিয়া  
তদ্বাধ্যে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিতে হইবে । পদ্মের কর্ণিকামধ্যে ক্লীং  
এই বীজ লিখিয়া যন্ত্র করিবে । সাধারণ মন্ত্রদ্বারা পূজাদি করিতে এই যন্ত্র  
লিখিয়া পূজাদি করিবে । অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের বিশেষ যন্ত্র এই—চতুরস্র  
ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া তদ্বাধ্যে অষ্টদলপদ্ম ও পদ্মমধ্যে ষট্‌কোণ  
লিখিবে । তৎপরে ষট্‌কোণের মধ্যে ক্লীং এই বীজ লিখিয়া কৃষ্ণায়  
গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, এই সপ্তদশাক্ষরমন্ত্রদ্বারা বেটনকরিবে ।



ষট্‌কোণে বিলিখ্যেত্ততঃ । ইতি পৌতমীয়ে । অষ্টাদশাঙ্কর-  
দশাঙ্করয়োর্বিশেষমুক্তং তদশক্তবিষয়ং । অন্যথা তাপিষ্ঠাদি-  
বিরোধঃ স্তাৎ ॥ ততঃ পূর্বোক্তপীঠমন্তঃ পীঠপূজাং বিধায়  
পুনর্ধ্যাওয়া আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায় সৃষ্টিং  
স্থিতিং বড়ঙ্গ সংপূজ্য ওঁ কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলাভ্যাং  
চক্রায় শঙ্খায় গদায়ে পদ্মায় বনমালায় শ্রীবৎসায় কোমলভায়  
সর্বত্র প্রণবাদি-নমোহন্তেন পূজয়েৎ । পুনঃ পঞ্চপুষ্পাজ্জলি-  
দত্ত্বা আবরণপূজামারভেৎ । ষট্‌কোণে হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হৃদয়ায়  
নমঃ । কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা ইত্যাদিনা বড়ঙ্গানি পূজয়েৎ ।  
ততোদিকপত্রস্ত্রয় মূলে বায়ুদেবায় নমঃ এবং সঙ্কর্ষণায় প্রহ্লাদায়  
অনিরুদ্ধায় প্রণবাদি নমোহন্তেন পূজয়েৎ । এবং বিদিকপত্রস্ত্রয়  
মূলেষু—ওঁ শাষ্ট্র্য নমঃ এবং শ্রীয়ে সরস্বতৈ রতৈত । পত্রেষু

এবং ষট্‌কোণে ক্লীঁ . কৃ, ষা, য, ন, মঃ, এই ত্রয় বর্ণ লিখিয়া বস্ত্র প্রস্তুত  
করিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণের পূজাতে উক্ত ত্রিবিধ বস্ত্রের অন্ততম বস্ত্র অঙ্কিত  
করিয়া লইবে । তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান  
ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিবে । অনন্তর সৃষ্টি  
স্থিতি ক্রমে পূজা ও বড়ঙ্গ পূজা করিয়া ওঁ কিরীটায় নমঃ ইত্যাদি মূলের  
লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে । তৎপরে পুনর্বার পঞ্চপুষ্পাজ্জলি প্রদান  
পূর্বক আবরণদেবতার পূজা করিবে । যদ্বন্ত ষট্‌কোণের অগ্নিকোণ  
হইতে আরম্ভ করিয়া হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হৃদয়ায় নমঃ, কৃষ্ণায় শিরসে স্বাহা,  
গোবিন্দায় শিখায়ে ষষট্ গোপীজন কবচায় হ্রীঁ, বনভায় নেত্রত্রয়ায়  
বৌয়ট্, স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এইরূপ বড়ঙ্গ পূজা করিয়া  
পূর্বাধি চতুর্দিকস্থিত পত্রচতুষ্টয়ের মূলে বায়ুদেবায় নমঃ, সঙ্কর্ষণায় নমঃ  
প্রহ্লাদায় নমঃ এবং অনিরুদ্ধায় নমঃ এইপ্রকার পূজা করিবে । তৎপরে  
অগ্ন্যাধি চতুর্দিকস্থিত পত্রচতুষ্টয়ের মূলে শাষ্ট্র্য নমঃ, শ্রীয়ে নমঃ,

পূর্বাদি পূর্ববক্রিয়াদ্যাঃ পূজয়েৎ । অত্র ষোড়শসহস্র-  
মহিষীভ্যো নমঃ । তদ্বহিঃ পূর্বাদি ইন্দ্রনিধিঃ নীলনিধিঃ  
মুকুন্দনিধিঃ মকরনিধিঃ আনন্দনিধিঃ কচ্ছপনিধিঃ পদ্মনিধিঃ  
শঙ্খনিধিঃ পূজয়েৎ । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ ।  
ততো ধূপাদিবিসর্জনান্তং কৰ্ম সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং  
চতুর্লক্ষজপঃ । তথাচ—ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং বিংশত্যর্গং  
মনুং জপেৎ । চতুর্লক্ষং হ্রেনদাজ্যৈশ্চত্বারিংশংসহস্রকং ॥

মন্ত্রান্তরং । বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী ।  
গোবিন্দায় রমা গোপীজনবল্লভাশিরঃ । চতুর্দশস্বরোপেতো  
ভৃগুঃ সর্গী তদুচ্কৃতঃ । দ্বাবিংশত্যক্ষরোমন্ত্রো বাগীশত্বপ্রদা-  
য়কঃ । অশ্ব পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠ-  
মন্ত্রস্তং পাঠ্যাসং বিধায় অষ্টাদশাক্ষরবদৃষ্যাদিত্যাসং করাস্ত-

সরস্বতৌ নমঃ এই চারি দেবতার পূজা করিয়া পত্রমধ্যে পূর্বাদিক্রমে  
পূর্বোক্ত ক্রিয়াদির পূজা করিবে । অনস্তর ঐ পত্রে ষোড়শসহস্র  
মহিষীভ্যানমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিয়া পত্রের বহির্ভাগে পূর্বাদিক্রমে  
ইন্দ্রনিধি প্রভৃতি মূলের লিখিত দেবতাপণের পূজা করিবে । তদ্বহির্দেশে  
ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জনান্ত কৰ্ম সমাপন করিবে ।  
এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ ও চল্লিশ সহস্র হোম করিতে হয় ।

অনস্তর ত্রীকৃষ্ণের দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে ।  
সোঃ ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় ত্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা । এই  
দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র সাধককে বাগীশত্ব প্রদান করে । এই মন্ত্রের পূজা  
প্রয়োগ এই—প্রথমতঃ সামান্ত পূজা পদ্ধতির ক্রমানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি  
করিয়া দশাক্ষর মন্ত্রোক্ত দৃষ্যাদিত্যাস ও করাস্ত্যাস করিয়া যথাবিধি মুদ্রা-  
বন্ধন পূর্বক ধ্যান করিবে । এই ধ্যানে দেবতাকে চতুর্ভুজ চিত্রা করিবে ।  
এই চারি হস্তের বামদিকের উর্দ্ধহস্তে পুস্তক এবং দক্ষিণ ভাগের উর্দ্ধহস্তে

শ্রীসৌ বিধায় যুদ্ধাদি দিগ্ধনক কৃৎস্না ধ্যায়েৎ । বামোদ্ধিস্তে  
দধতং বিদ্যাসর্বস্বপুস্তকং । অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোদ্ধে ক্ষাটিকীং  
মাতৃকাময়ীং । শব্দব্রহ্মময়ং বেণুমধঃপাণিষয়েরিতং । গায়ন্ত্রং  
পীতবসনং শ্যামলং কোমলচ্ছবিং । বহিবহ্নিকৃতোত্তমং  
সর্বজ্ঞং সর্ববেদিভিঃ । উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং  
সদা । এবং ধ্যান্তা বিংশত্যর্গবৎ পূজয়েৎ । বিশেষন্তু—  
সৃষ্টিস্থিতি তৎপূজনং নাস্তি তদ্বর্ণাভাবাৎ । অস্ত্য পুরশ্চরণং  
চতুর্লক্ষজপঃ । তথাচ—চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রমিমং মন্ত্রী শ্রুয়ংযতঃ ।  
পলাশপুষ্পৈঃ স্নাত্তৈস্তৈশ্চত্বারিংশংসহস্রকং । জুহুয়াৎ কশ্ম-  
ণানেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ভুবং ।

মন্ত্ৰান্তরং । বাগ্ভবং কামবীজঞ্চ মায়ালাক্ষ্মীমনন্তরং ।  
দশার্ণোমনুবর্ষ্যশ্চ ভবেচ্ছত্রাকরোমনুঃ । ব্রহ্মসংহিতায়াং—  
বাগ্ভবং ভুবনেশানীং শ্রীবীজং কামবীজকং । দশার্ণ ইত্যাদি ।

মাতৃকাবর্ণময় ক্ষটিকনির্মিত অক্ষমালা, নিয়মিতহস্তধরে শব্দব্রহ্মময় বেণু ।  
এই মূর্তি গানতৎপর, পীতবস্ত্র পরিধান, শ্যামবর্ণ এবং কোমল শরীর  
ইহার শিরোভূষণ ময়ূর পুচ্ছ । ইহাকে মুনিগণ উপাসনা করিতেছেন ।  
এই প্রকার রূপবান্ হরির আরাধনা করিবে । এইরূপে ধ্যান করিয়া  
বিংশত্যক্ষর মন্ত্রোক্ত পূজা প্রণালীক্রমে সমস্ত পূজাকার্য্য করিবে । কেবল  
সৃষ্টিস্থিতি ত্রাস ও তৎপূজাদি করিবে না । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ  
জপ ও স্তুত, মধু, শর্করায়ুক্ত পলাশপুষ্পদ্বারা চল্লিশসহস্র হোম করিতে  
হইবে ॥

এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । ঐ  
ক্লী ক্লী ক্লী গোপীজনবল্লভার স্বাহা । এই চতুর্দশাক্ষর মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের  
পূজাদি করিবে । এই মন্ত্রোক্তারের প্রমাণ ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে । উক্ত  
মন্ত্রের পূজা প্রয়োগ এই—প্রথমে সামান্ত পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃস্তুতি



অশ্রু পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি—বৈষ্ণবোক্তপীঠশ্রাসং  
কৃত্বা শ্রাব্যাদিশ্রাসং কুৰ্য্যাৎ । শিরসি ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ  
মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ ।  
অশ্রু শ্রাসপূজাজপহোমাদি সৰ্ব্বং দশাকরবৎ । ধ্যানেন  
তু বিশেষঃ । ধ্যায়েদ্ধন্দাবনে রম্যে কাঞ্চনীভূমিমধ্যগে ।  
নানাপুষ্পলতাকীর্ণে বৃক্ষষট্শচ মণ্ডিতে । কল্মাটবীতলে  
সম্যক্ শ্রীমন্নানিক্যমণ্ডপে । নারদাদৈশ্মুনিশ্রেষ্ঠৈঃ স্তুতিভিঃ



করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠশ্রাস পূৰ্ব্বক শ্রাব্যাদিশ্রাস করিবে । শ্রাব্যাদিশ্রাস  
মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, দৃষ্টি করিলেই বোধগম্য হইবে । এই মন্ত্রের  
শ্রাস, পূজা, জপ ও হোমাদি সমস্ত কার্যাই দশাকর মন্ত্রোক্ত পূজা পদ্ধতি  
অনুসারে করিবে, কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে । তাহা এই—রমণীয়  
‘বৃন্দাবন’ স্থানে কাঞ্চন-ভূমিমধ্যে নানাবিধ লতাপুষ্প সমাকীর্ণ, বৃক্ষশাখা  
বিভূষিত কর বৃক্ষতলে মানিক্যানির্মিত মণ্ডপ আছে । নারদাদি মুনিগণ

পরিবারিতে । রত্নসিংহাসনে ধ্যায়েতুপবিষ্টং কজ্জোপরি ।  
 সজ্জলজলদশ্যামং রক্তপদ্মায়তেক্ষণং । রক্তপদ্মস্কুরংপাদ-  
 পানিভ্যাং পরিমণ্ডিতং । নবরত্নসমারকভূষণৈঃ পরিভূষিতং ।  
 শ্রীযুক্তবক্ষসি ভ্রাজৎকৌন্তুভোভাষিতাশ্বরং । তারহারা-  
 বলীরম্যং শ্রীবৎসাক্ষিতক্ষসং । রোচনাতিলকপ্রাস্তকুন্তল-  
 ভ্রমরায়িতং । কন্দর্পচাপসদৃশচিল্লিমানবিরাজিতং । অনেক-  
 রত্নসংযুক্তস্কুরম্মকরকুণ্ডলং । বর্হিবর্হকৃতোভংশং সর্বজ্ঞং  
 সর্ববেদিভিঃ । উপাসিতং মুনিগণৈরুপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা ।  
 ইতি ॥

অথৈকাক্ষরী । কামাক্ষরং ধরাসংস্থং কান্তিবিন্দুবিভূষিতং ।  
 ত্রৈলোক্যমোহনোবিষ্ণুঃ কথিতস্তব যত্নতঃ ॥ অশ্রু পূজা-  
 প্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তপীঠশক্তিপর্যাস্তং বিন্যস্ত

স্ততিপাঠপূর্বক চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, মধ্যস্থলে রত্নসিংহা-  
 সনোপরি পদ্মস্থিত জলপূর্ণ জলধরের জ্বায় শ্রামল, রক্তবর্ণ পদ্মপত্রের  
 জ্বায় বিস্তৃতনয়ন হরি দণ্ডায়মান আছেন । তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয়  
 রক্তপদ্মের জ্বায় হরি নানাবিধ রত্ননির্মিত ভূষণে পরিভূষিত । বক্ষঃস্থলে  
 উজ্জল কৌন্তুভমণি ও হারাদি শোভিত হইতেছে এবং শ্রীবৎসচিহ্ন বিরাজ-  
 মান আছে । রোচনানির্মিত তিলকের প্রাস্তভাগে কুন্তল সকল ভ্রমরের  
 জ্বায় দৃষ্ট হইতেছে । কামধনুর জ্বায় ভ্রমর, কর্ণে নানাবিধ রত্নসংযুক্ত  
 মকরাকৃতি কুণ্ডল এবং ময়ূরপুচ্ছনির্মিত শিরোভূষণ আছে । মুনিগণ  
 উক্তরূপ সর্বজ্ঞ হরিকে উপাসনা করিতেছেন । এইরূপ ধ্যান করিয়া  
 পূর্বলিখিত দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত পূজাপ্রণালীক্রমে পূজা করিবে ।

অনন্তর ত্রিক্ষরের একাক্ষরমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । ক্রী  
 এই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভুবন মোহিত করিতে পারে । এই মন্ত্রের  
 পূজাক্রম এই—প্রথমতঃ সামান্ত্রপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া

তত্পরি পক্ষিরাজায় স্বাহেতি পীঠমন্ত্ৰং ন্যসেৎ । তত  
 ঋষ্যাদিষ্ঠাসঃ । তদ্যথা শিরসি সম্মোহনঋষয়ে নমঃ মুখে  
 গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি ত্রৈলোক্যসম্মোহনায় বিষ্ণবে নমঃ ।  
 তত্ৰুক্তং—ঋষিঃ সম্মোহনশ্ছন্দো গায়ত্রী পরিকীৰ্ত্তিতং । ত্রৈ-  
 লোক্যমোহনোবিষ্ণুর্দেবতা সমুদীরিতা । ততঃ করাজ্ঞাসৌ  
 ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । তথাচ  
 নিবন্ধে—দীর্ঘষট্ কযুজানেন কামবীজেন কল্পয়েৎ । ততো বাণ-  
 ন্যাসঃ । অঙ্গুষ্ঠে দ্রাং শোষণবাণায় নমঃ । তর্জন্যোঃ দ্রীং  
 মোহনবাণায় নমঃ । মধ্যম্যোঃ ক্লীং সন্দীপনবাণায় নমঃ ।  
 অনামিক্যোঃ ব্লুং তাপনবাণায় নমঃ । কনিষ্ঠ্যোঃ সঃ মাদন-  
 বাণায় নমঃ । তথা মন্তুকমুখহৃদয়গুহ্যপাদেষু ন্যসেৎ । তথাচ  
 নিবন্ধে—দ্রামাদ্যং শোষণং পূর্ব্বং দ্রীমাদ্যং মোহনং ততঃ ।  
 সন্দীপনাত্যং ক্লীমাদ্যং ব্লু মাদ্যং তাপনং পুনঃ । সর্গাস্তভৃগুণা  
 ভূয়ো মাদনং পঞ্চমং ন্যসেৎ । ততো ধ্যায়েৎ । ভগ্নবিদ্রু-  
 মসঙ্কাশং সর্ব্বতেজোময়ং বপুঃ । কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূর

বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠশক্তিপর্যাস্ত পীঠাঙ্গাস পূর্ব্বক ঋষ্যাদিষ্ঠাস করিবে । এই  
 ঋষ্যাদিষ্ঠাস মূলে লিখিত আছে । তৎপরে করাজ্ঞাস করিবে ; যথা ক্লীং  
 তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ক্লীং মধ্যমাত্যাং ষষট্, ক্লীং অনামিকাভ্যাং হ্রীং, ক্লীং  
 কনিষ্ঠাভ্যাং বোষট্ ক্লীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এই বলিয়া করজ্ঞাস করিরা  
 ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ কীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিরূপে অঙ্গজ্ঞাস করিবে । এই  
 করাজ্ঞাসের যে প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই প্রমাণ এখানে  
 উদ্ধৃত আছে অনন্তর মূলের লিখিত প্রণালীক্রমে বাণজ্ঞাস করিবে; এই  
 জ্ঞাসবিষয়ে যে সকল প্রমাণ নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ  
 মূলে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবেন । উক্ত রূপে জ্ঞাস করিরা ধ্যান করিবে ।  
 দেবতার আকার এইরূপ । প্রবালের জায় ইহার দেহবর্ণ, সর্ব্বতেজোময়,



বলয়াস্থিতং । মুক্তাসদ্রসমরক্ততুলাকোটিসমুজ্জ্বলং । নানা-  
লঙ্কারসুভগং পীতাম্বরযুগাবৃতং । গরুড়োপরি সমরক্ত-  
পঙ্কজমধ্যগং । উত্তপ্তহেমসঙ্কাশং লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাং ।  
সর্বালঙ্কারসুভগাং শুক্রবাসোযুগাবৃত্তাং । সকায়াং লীলয়া  
দেবং মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ । শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাশাকুশধনুঃ-  
শরান্ । ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেকগং । এবং ধ্যান-  
মানসৈঃ সম্পূজ্য শঙ্খস্থাপনং বিধায় ন্যাসক্রমেণ পীঠপূজাং  
কৃৎবা পুনর্ধ্যানাবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়  
ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য ন্যাসক্রমেণ শরীরে পঞ্চবাণান্ সম্পূজ্য ওঁ  
কিরীটায় নমঃ এবং কুণ্ডলায় শঙ্খায় চক্রায় গদায়ৈ পদ্মায়  
পাশায় অকুশায় ধনুবে শরায় ইতি হস্তেষু পূজয়েৎ । স্তনোর্দ্ধে

ক্ষেত্রের মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল তন্ত্রে নেয়ুর ও বলয়া এবং পাদপদ্ম  
দ্বয়ে মুক্তা ও নানাবিধ রত্নযুক্ত নুপুর আছে, তিনি নানাপ্রকার অলঙ্কারে  
বিভূষিত, পীতবস্ত্রদ্বয় পরিধান, গরুড়োপরি রক্তপদ্মের মধ্যবর্তী, উত্তপ্ত  
সুবর্ণের স্তায় শরীরের আভা । লক্ষ্মীদেবী বাম উরুদেশে উপবিষ্টা আছেন,  
তিনি সর্বান্তর্য্যে বিভূষিতা ও শুক্রবর্ণবস্ত্রযুগলে আবৃত্তা । হারি লক্ষ্মীদেবীকে  
লীলাধারা বারবার মোহিত করিতেছেন । জগন্নাথ শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,  
পাশ, অকুশ, ধনুঃ ও শর ধারণ করিয়াছেন, তাহার চক্ৰঃ রক্তপদ্মের স্তায়  
অরুণবর্ণ । এইপ্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন  
করিবে, তৎপরে পীঠস্থাসক্রমে পীঠপূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান আবাহনাদি  
পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করবে । অন্তর ক্রাং হৃদয়ার নমঃ,  
ক্লীং শিরসে স্বাহা ক্লুং শিখাটের ববট্ ক্লৈং কবচার হুং, ক্লৌং নেত্রত্রয়ার  
বৌবট্ ক্লঃ অস্ত্রায় কট্ এইরূপ ষড়ঙ্গপূজা করিয়া মস্তকে জ্রাং শোষণবাণায়  
নমঃ, মুখে জ্রীং মোহনবাণায় নমঃ, হৃদয়ে ক্লীং সন্নিপনবাণায় নমঃ, শুভে  
ব্লুং ভাগিনবাণায় নমঃ, পাদে সঃ মাদনবাণায় নমঃ, এইপ্রকারে দেবশরীরে

শ্রীবৎসায় কোম্ভভায় গলে বনমালারৈ নিতম্বে পীতবসনায়  
 বামাঙ্গে শ্রী লক্ষ্ম্য নমঃ । সৰ্বত্র প্রণবাদি-নমোন্তেন  
 পূজয়েৎ । ততঃ কেশরেসু অগ্নাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষুচ ক্রাঁ  
 হৃদয়ায় নমঃ ক্রী শিরসে স্বাহা । ইত্যাদি ষড়ঙ্গানি পূজয়েৎ ।  
 ততঃ পূর্বাদিদিক্ষু চতুরোবাগান্ সংপূজ্য কোণেষু পঞ্চমং বাণং  
 পূজয়েৎ । পত্রেষু ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ । এবং সরস্বতৌ রতৌ  
 প্রীতৌ কীর্ত্তৌ কান্তৌ তুষ্ঠৌ পুষ্ঠৌ তদ্বহ্নির্লোকপালান্  
 পূজয়েৎ । অত্র বজ্রাদিপূজা নাস্তি অনুক্তত্বাৎ । ততো  
 ধূপাদিবিমর্জনান্তঃ কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং দ্বাদশ-  
 লক্ষকপঃ । অথাচ—রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদশাংশতঃ ।  
 অমৃতত্রয়সিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ । অথবা রবিসাহস্র্যৎ  
 ছনেভাবিচ্চ তপয়েৎ ॥

মন্ত্ৰান্তরং । কামবীজং হৃষীকেশায় হৃন্মন্ত্ৰোহষ্টাক্ষরঃ  
 পরঃ । তথাচ—হৃষীকেশপদং ঙেস্তং নমোহিস্তং কামপূর্বকঃ ।

পঞ্চবাণ পূজা করিবে । তৎপরে কিরীটায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত  
 আবরণপূজা ও অগ্নাদিকোণে, মধ্যে এবং দিক্চতুষ্টয়ে ক্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ  
 ইত্যাদি উপরিলিখিত ষড়ঙ্গপূজা করিতে হইবে । তৎপরে পূর্বাদি চারি  
 দিকে জ্রাং শোষণবাণায় নমঃ ইত্যাদি পূর্বলিখিত বাণচতুষ্টয়ের পূজা করিয়া  
 কোণচতুষ্টয়ে সঃ মাদনবাণায় নমঃ এই বলিয়া পূজা করিতে হইবে । তৎপরে  
 পত্রে ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত আবরণপূজা করিবে । এই  
 পূজাতে ইন্দ্রবজ্রাদির পূজা করিবে না । অনন্তর ধূপাদিবিমর্জনান্ত সমস্ত  
 কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সাক্ষ করিবে । এত মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ-  
 কপ ও হৃতমধুশর্করায়ুক্ত পায়সদ্বারা জপের দশাংশ অর্থাৎ একলক্ষ বিংশতি-  
 সহস্র হোম করিবে ॥

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাক্ষরমন্ত্ৰ ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । ক্রী হৃষীকেশায়  
 নমঃ এই অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্ৰ সৰ্ব্বমন্ত্ৰপ্রধান । এই মন্ত্রের ন্যাস ও পূজাদি

অশ্রু শ্রাসপূজাদিকং সর্বং পূর্ববৎ । লক্ষ্মীশ্রীয়া কামবীজং  
 তেষুং কৃৎসনং তথা । স্বাহেতি মন্ত্ররাজোহমং ভজতাং  
 সুরপাদপঃ । অশ্রু পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্ত-  
 পীঠমন্ত্রস্তং বিশ্রুত্ব ঋষ্যাদিষ্ঠাসং কুর্য্যাৎ । যথা শিরসি নারদ-  
 ঋষয়ে নমঃ । মুখে অমৃষ্টপুচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি শ্রীকৃষ্ণায়  
 দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ করাস্তৃষ্ঠাসৌ । ক্রাং অমৃষ্ঠাত্যাং  
 নমঃ ইত্যাদি এবং ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । ততো ধ্যানং  
 কলায়কুসুমশ্রামং বৃন্দাবনগতং হরিং । গোপগোপীগবাবীতং  
 পীতবস্ত্রযুগাবৃতং । নানালঙ্কারসুভগং কোমলভোম্বাধিবন্ধসং ।  
 সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈঃ সংস্কৃতং পরয়া মুদা । শঙ্খচক্রলসদ্বাহুং  
 বেণুহস্তবরৈরিতং । এবং ধ্যানা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং

পূর্ববৎ জানিবে । শ্রীকৃষ্ণের অশ্রু প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র এই—শ্রীঃ শ্রীঃ ক্রীঃ  
 কৃষ্ণায় স্বাহা, এই অষ্টাক্ষর মন্ত্ররাজ করবৃক্ষবরূপ, এই মন্ত্রে ভজনা করিলে  
 সাধকের সর্বপ্রকার কামনা পরিপূর্ণ হয় । এই মন্ত্রের পূজাপ্রয়োগ এই—  
 প্রথমতঃ সামান্তপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠস্থান  
 করিবে । তৎপরে মূলের নিখিত প্রণালীতে ঋষ্যাদিষ্ঠাস করিয়া করাস্তৃষ্ঠাস  
 করিবে । ক্রাং অমৃষ্ঠাত্যাং নমঃ, ক্রীঃ তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ক্রুং মধ্যমাত্যাং  
 বষট্ ক্রৈং অনামিকাত্যাং হং, ক্রীঃ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাত্যাং  
 কট্ এইরূপে করস্তাস করিয়া ক্রা হৃদয়ায় নমঃ, ক্রী শিরসে স্বাহা, ক্রু  
 শিখায়ৈ বষট্ ক্রৈ কবচার হং, ক্রৌ নেত্রদ্বারায় বৌষট্ ক্রঃ করতল-  
 পৃষ্ঠাত্যাং কট্ । এইরূপে অঙ্গস্তাস করিবে । তৎপরে ধ্যান করিবে,  
 দেবতার আকার এইরূপ—কলায়কুসুমের স্তায় শ্রামবর্ণ বৃন্দাবনস্থিত করি  
 গোপ, গোপী ও গোপনে পরিবৃত হইয়া পীতবর্ণবস্ত্রযুগল পরিধান  
 করিয়াছেন । তিনি নানা বধ অলঙ্কারে বিভূষিত এবং কোমলভোম্বি তাঁহার  
 বন্ধঃস্থল সমুজ্জল করিতেছে । সনকাদি প্রধান প্রধান মুনিগণ মানসচিত্তে  
 হরিকে উপাসনা করিতেছে । তাঁহার এক হস্তে শঙ্খ, ও অপর হস্তে চক্র



কুৰ্ঘ্যাৎ । ততো বৈষ্যবোক্তপীঠমন্তঃ পীঠং সংপূজ্য পুন-  
 র্ধ্যাহ্না আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্যন্তং বিধায় আবরণ-  
 পূজামারভেৎ । যথা কেশরেণু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিকু  
 চ । ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পূজয়েৎ । তদ্বহিরিঙ্গাদীন  
 বজ্রাদীংশ্চ সংপূজ্য ধূপাদিবিসর্জনান্তঃ কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । অস্ত  
 পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ । তথাচ ধ্যাত্ত্বৈবং পরমাত্মানং চতু-  
 র্লক্ষমন্তুং জপেৎ । দশাংশং জুহুয়ামস্তু কুন্তমৈত্র্য-  
 ক্ষ-

মন্ত্রান্তরং । শ্রীশক্তিস্মরকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিরো মনুঃ ।  
 অস্ত পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্বোক্তপীঠমন্তঃ  
 পীঠন্তাসং বিধায় রত্নাভিষেকবদৃষাদিন্তাসং কুৰ্ঘ্যাৎ । ততঃ

এবং অস্ত্র ছই হস্তে বেণু আছে । এইপ্রকারে রূপ চিত্তা করত ধ্যান করিয়া  
 মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে । তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা  
 করিয়া পুনর্বার ধ্যান আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্যন্ত সমস্ত কার্য  
 সম্পাদন পূরক আবরণপূজা আরম্ভ করিবে । কেশরের অগ্নি, নিম্বতি,  
 বায়ু ও ঈশান এই চারি কোণে, মধ্যে এবং পূর্বাধিদিক্চতুষ্টরে ক্রাং হৃদয়ায়  
 নমঃ, ক্রীং শিরসে স্বাহা, ক্লুং শিখাটয় বষট্, ক্লুং কবচায় হ্রং ক্রোং মেজ-  
 জয়ায় বৌষট্, ক্লুং অস্ত্রায় ফট্ এইপ্রকারে ষড়ঙ্গপূজা করিবে, তদ্বহির্দেশে  
 ইঙ্গাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জনান্ত সমস্ত কৰ্ম্ম শেষ করিবে ।  
 এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষজপ ও ব্রহ্মবৃক্ষের কুন্তমদ্বারা চন্দ্রীশসহস্র ধোম  
 করিবে ।

অনন্তর ত্রিকূলের দ্বাদশাকরমন্ত্র ও তৎপূজারি কথিত হইতেছে । শ্রী শ্রী  
 শ্রী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা, টহাই ত্রিকূলের দ্বাদশাকর মন্ত্র । এই মন্ত্রের  
 পূজাক্রম এই—প্রথমে সামান্তপূজাক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদিকরিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত-  
 পীঠন্তাস পূরক রত্নাভিষেকোক্ত অগ্ন্যাদিন্তাস করিবে । তৎপরে দ্বাদশাকরমন্ত্র

করাঙ্গশ্যামৌ যথা শ্রী অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । হ্রী তর্জনীভ্যাং  
স্বাহা । হ্রী মধ্যমাভ্যাং বষট্ । কৃষ্ণায় অনামিকাভ্যাং হুঁ ।  
গোবিন্দায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং  
ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু শ্রী হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । ততো  
মূর্তিপঞ্জরশ্যাসং বিধায় মুদ্রাদিদিগ্ধকনং বিংশত্যাগৌক্তং ধ্যান  
তদ্বিধানেন পূজয়েৎ । বিশেষস্ত সৃষ্টিস্থিতিক্রমেণ ন পূজয়েৎ  
তত্তদ্বার্গ্যতাং । অস্ত পুরশ্চরণং জপহোমশ্চ তথা ॥

মন্ত্ৰাস্তরং । তারং হৃদগবতে রুক্ষিণীবল্লভায় স্বাহা ।  
তথাচ—তারো হৃদগবান্ ওহন্তোরুক্ষিণীবল্লভস্তথা । শিরো-  
হস্তঃ বোড়শার্গৌহয়ং রুক্ষিণীবল্লভাহ্বয়ঃ । অস্তপূজা—প্রাতঃ  
কৃত্যাদিবৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রস্তং পীঠশ্যাসং বিধায় ধ্যানাদিশ্যাসং  
কুৰ্য্যাৎ । শিরসি নারদধাময়ে নমঃ । মুখে অনুষ্ঠুপ্ছন্দসে  
নমঃ হৃদি রুক্ষিণীবল্লভায় দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ করাঙ্গশ্যামৌ  
ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ভগবতে  
মধ্যমাভ্যাং বষট্ । রুক্ষিণীবল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুঁ । স্বাহা  
কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততো ধ্যানং—

কথিবে । এই করাঙ্গশ্যাসের প্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে ।  
তৎপরে মূর্তিপঞ্জরশ্যাস করিয়া মুদ্রাপ্রদর্শন ও দিগ্ধকন পূর্বক বিংশতাকর  
মন্ত্রোক্ত ধ্যান ও তদ্বিধানক্রমে পূজা করিবে । এই পূজাতে বিশেষ এই যে,  
সৃষ্টিস্থিতিক্রমে পূজা করিবে না । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে বিংশতাকরমন্ত্রোক্ত  
সংখ্যায় জপহোমাদি করিবে ।

এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের বোড়শাকর মন্ত্র কথিত হইতেছে । ওঁ নমো ভগবতে  
রুক্ষিণীবল্লভায় স্বাহা । তথাই শ্রীকৃষ্ণের বোড়শাকর মন্ত্র, এই মন্ত্রের পূজা-  
প্রণালি এই—প্রথমে সামান্তপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণু-  
মন্ত্রোক্ত পীঠশ্যাস পূর্বক মূলের লিখিত প্রণালীতে ধ্যানাদিশ্যাস করিয়া ধ্যান

তাপিজ্জচ্ছবিরজগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজপ্রোদ্যদ্বামম্বুজাং  
 স্ববামম্বুজয়াশ্লিষ্যন্ সচিন্তাস্ময়া । শ্লিষ্যন্তীং স্বয়মন্তহস্তবিল-  
 সৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং পায়ামঃ শনদুপীতবসনো নানা বিভূষো  
 हरिः । এবং ধ্যানা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কৃৎवा  
 वैकुण्ठोक्तপীঠमन्त्रां पीठपूजां विधाय पुनर्ध्यात्वा आवाहनादि  
 पक्षपुष्पाञ्जलिदानपर्यास्तं विधाय।वरणपूजामारভेत् । যথা  
 केशवेषु अग्निनिर्वातिवायीशानकोणेषु मध्ये दिक्च च ऽ  
 हृदयाय नमः । नमः शिरसे स्वाहा । भगवते शिखायै  
 वषट् । रुक्मिणीवल्लभाय कवचाय ह्र । स्वाहा अस्त्राय कट् ।  
 ततोऽहस्तदलेषु पूर्वदिग् ऽ नारदाय नमः এবং पर्वतः जिह्वुं  
 निशठं उक्त्व च दारुकं विश्वकसेनं शौनेयकं पूजयेत् ।  
 तद्वहिरिन्द्रादीन् वज्रादींश्च संपूज्य धूपानिबिसर्जनान्तं  
 कर्म समापयेत् । अथ पुरश्चरणं लक्ष्मजपः । तथाच—

করিবে । দেবতার আকার এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ তমালতরুর তার শ্রীমবর্ণ, ইহার  
 বামাজে স্ববর্ণপ্রভা স্বীরপ্রিয়া রুক্মিণী আছে, ঐ প্রিয়ার বামহস্তে একটি পদ্ম  
 এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন । শ্রীহরিও বামহস্ত  
 দ্বারা স্বীর প্রিয়া রুক্মিণীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণহস্তে স্ববর্ণ  
 বেত্র, শগকুম্বের তার পীতবস্ত্র পরিধান এবং নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত ।  
 এইপ্রকার রূপ চিত্তা করতঃ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন  
 করিবে । তৎপরে বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠপূজা ও পুনর্বার ধ্যান আবাহনাদি  
 পক্ষপুষ্পাঞ্জলিदानপর্যাস্ত সমস্ত কর্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে ।  
 অথাদি চতুর্কোণে, মাধ্য ও দিক্চতুর্দিকে ঽ হৃদয়ার নমঃ ইত্যাদি মূলের  
 লিখিত বড়জপূজা করিয়া ঽ নারদার নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত দেবতা-  
 গণের পূজা করিবে । তদ্বাছে ইজাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি-



ধাট্বেবং কুস্মিনীকান্তং জপেনক্ষমমুং মমুং । অযুতং জুহুয়াৎ  
পট্টেনরুপৈশ্চর্যমুতৈঃ ॥

মন্ত্ৰাস্তরানি । শ্রীশক্তিকামপূর্বোহঙ্গজন্মশক্তিরমাস্তিকঃ ।  
দশাক্ষরঃ স এবাসৌ শ্রীঃ শক্তিরময়া যুতঃ । মন্ত্ৰো বিকৃতির-  
ব্যর্গবাচক্রাদ্যঙ্গকাবিম্বো । অনয়োঋষ্যাদিপঞ্চাঙ্গানি দশা-  
ক্ষরবদ্যস্তা। বিংশত্যর্গোক্তপূজাং কুর্যাৎ । ধ্যানস্ত—বরদা-  
ভয়হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যস্তং স্বাক্ষগে প্রিয়ে । পদ্মোৎপলকরে  
তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্রগদোজ্জ্বলং ॥ অনয়োঃ পুরন্দরগং দশ-  
লক্ষজপঃ । আর্জ্যস্তাবৎসহস্রহোমঃ । তথাচ দশলক্ষং  
জপেদাৰ্জ্যহ্নেনেতাবৎসহস্রকং । প্রণবং নমসা যুক্তং কৃষ্ণ-  
গোবিন্দকৌ তথা । শ্রীপূর্বো ডেস্টাবুচ্চাৰ্য্য হুঁ ফট্ স্বাহেতি-  
বিসৰ্জ্যমাক্ষ কৰ্ম সমাপন করিবে । ঐট মন্ত্ৰের পূবচরণে লক্ষজপ ও যুত,  
মধু, শর্করাবৃত্ত রক্তপদ্মদ্বারা দশসহস্রহোম করিতে হয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাঙ্গ মন্ত্ৰ কথিত হইতেছে । শ্রীং হ্রীং ক্রীং গোপীজনবল্লভায়  
স্বাহা ক্রীং হ্রীং শ্রীং । এবং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা শ্রীং হ্রীং এই  
তিনিধ মন্ত্ৰে শ্রীকৃষ্ণের পূজাদি করিতে হইবে । এই মন্ত্ৰের পূজাদিতে দশাক্ষর  
মন্ত্ৰোক্ত ঋষ্যাদিষ্ঠাস ও আচক্রায় স্বাহা, হৃদয়ারনমঃ ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গস্তাসাদি  
করিয়া বিংশত্যক্ষরমন্ত্ৰোক্তপদ্ধতিক্রমে পূজা করিবে । কেবল ধ্যানের বিশেষ  
আছে । ঐ ধ্যান মূলে দেখিতে পাইবেন । ইহাতে দেবতার এইরূপ আকার  
চিত্তা করিবে । এক হস্তে বরমূত্রা ও অস্ত্র হস্তে অভয়মূত্রা আছে । স্বাক্ষ-  
বৃত্ত শ্রীর প্রিয়ারকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন । অপর হুই হস্তে চক্র ও  
গদা বিদ্যমান রহিয়াছে । প্রিয়ার হস্তধরে পদ্ম ও উৎপল, তিনি শ্রীর  
প্রিয়ারকে আলিঙ্গন করিয়া উপবিষ্টা আছেন । উক্ত বিবিধ মন্ত্ৰের পূবচরণে  
দশলক্ষজপ ও যুতদ্বারা দশসহস্রহোম করিতে হয় । শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র মন্ত্ৰ  
এই—নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় হুঁ ফট্ স্বাহা । এই মন্ত্ৰের ঋষ্যাদিষ্ঠাস  
ইএ—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ, মুখে অমৃষ্টপ্ৰসঙ্গে নমঃ, হৃদি পরমাশ্রমে

কীৰ্ত্ত্যতে । অশ্ব নারদঋষিরমুক্তপুচ্ছন্দঃ পরমাত্মা হরির্দেবতা  
আচক্রাদৈরঙ্গকল্পনা । দশাক্ষরবদশ্চ পূজাজগহোমাদয়ঃ ।  
বীজশক্তি চ তৎসমে ॥

অথ বালগোপালমন্ত্রাঃ । চক্রী বহুস্বরাস্থিতঃ সর্গী ।  
কৃষ্ণঃ । কামকৃষ্ণঃ । কামকৃষ্ণায় । কৃষ্ণায় নমঃ । কামঃ  
কৃষ্ণায় নমোহস্তকঃ । কামঃ কৃষ্ণায় কামঃ । গোপালায় ঠঙ্কয়ঃ  
কামকৃষ্ণায় স্বাহা । কৃষ্ণগোবিন্দো ভেত্তৌ । কামঃ কৃষ্ণায়  
গোবিন্দায় । কামঃ কৃষ্ণগোবিন্দো ভেত্তৌ কামঃ । দধিতক্-  
ণায় ঠঙ্কয়ঃ । স্প্রশসমাস্থানে হুং । কামঃ শ্রৌ কামঃ শ্রামলা-  
ঙ্গায় হুং । বালবপুষে কৃষ্ণায় বহিঞ্জায়া । রমা মায়া কামঃ  
কৃষ্ণায় কামঃ । বালবপুষে ক্রী কৃষ্ণায় বহিঞ্জায়া । তথাচ  
গৌতমীয়ে নিবন্ধে চ—চক্রী বহুস্বরযুতঃ সর্গ্যোকার্ণোমনুর্মতঃ ।

হরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ, ওঙ্কে ক্রী বীজায় নমঃ, পাদয়োঃ স্বাহা শক্তয়ে  
নমঃ । পরে আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে অনন্তরাস করিয়া  
দশাক্ষরমন্ত্রোক্তপূজাপদ্ধতিক্রমে উক্ত যন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে এবং এই মন্ত্রের  
পূর্বচরণে দশাক্ষরমন্ত্রোক্ত পূর্বচরণবিধি অনুসারে কার্য্য করিবে ।

অনন্তর বালগোপালমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । গোপালমন্ত্র  
অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে কতিপয় মন্ত্র কথিত হইতেছে । “কৃষ্ণঃ” এই একাক্ষর,  
“কৃষ্ণঃ” এই দ্ব্যক্ষর “ক্রী কৃষ্ণঃ” এই ত্র্যক্ষর, “ক্রী কৃষ্ণায়” এই চতুরক্ষর  
“কৃষ্ণায় নমঃ” এই পঞ্চাক্ষর, ক্রী কৃষ্ণায়নমঃ এই ষড়ক্ষর, ক্রীঃ কৃষ্ণায় ক্রীঃ  
অপর ঐষ্ট, পঞ্চাক্ষর গোপালার স্বাহা ও ক্রীঃ কৃষ্ণায় স্বাহা, এই দ্বিবিধ অপর  
ষড়ক্ষর, কৃষ্ণায় গোবিন্দায়, এই সপ্তাক্ষর, ক্রীঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় ক্রীঃ এই  
নবাক্ষর, দধিতক্ণায় স্বাহা ও স্প্রশসমাস্থানে নমঃ এই দ্বিবিধ অপর অষ্টাক্ষর,  
ক্রীঃ শ্রৌঃ ক্রীঃ শ্রামলাঙ্গায় নমঃ এবং বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা, এই দুইএকাক্ষর  
দশাক্ষর, ক্রীঃ হ্রীঃ ক্রীঃ কৃষ্ণায় ক্রীঃ এই অপর সপ্তাক্ষর, বালবপুষে ক্রীঃ

কৃষ্ণতিথ্যাক্ষরঃ কামপূর্বব্রাহ্মণঃ স এব চ । স এব চতুর্দশঃ  
 স্রাং ঙ্গেস্তোত্রচতুর্দশঃ । বক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্রাং কৃষ্ণায় নম  
 ইত্যপি । স এব কামপূর্বশ্চেৎ ষড়ক্ষরমমুর্ন্যতঃ । কৃষ্ণায়ৈতি  
 স্রবক্ষ্যমধো পঞ্চাক্ষরঃ পরঃ । গোপালায়ামিজারাস্ত্রঃ  
 ষড়ক্ষরমমুর্ন্যতঃ । কৃষ্ণায় কামবীজাদ্যো বহিজারাস্ত্রিকোহ-  
 পরঃ । কৃষ্ণগোবিন্দকো ঙ্গেস্তো সপ্তার্ণোমনুরুক্তমঃ । কৃষ্ণ-  
 গোবিন্দকো ঙ্গেস্তো কামাদ্যশ্চাক্ষবর্ণকঃ । আদ্যন্তকামবীজঞ্চ  
 নবাক্ষর উদাহৃতঃ । দধিতক্ষণায় বহিবল্লভান্তোহক্ষবর্ণকঃ ।  
 সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোক্তা নমইত্যপরোহক্ষকঃ । কামবীজং  
 ধরাবীজং পুনঃ কামঃ সমুদ্বরেৎ । শ্যামলাঙ্গপদং ঙ্গেস্তং নমো-  
 হস্তোহয়ং দশাক্ষরঃ । শিরোস্তোবালবপুষে কৃষ্ণায়ামুর্ন-  
 য়তঃ । শ্রীশক্তিকামকৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরোমনুঃ । \* শিরো-  
 স্তোবালবপুষে ক্রী কৃষ্ণায় স্রতোবুধৈঃ । এতেষাং পূজাযন্ত্রং ॥  
 বৃত্তমক্টদলং পদ্যং ভৃগুহং চতুর্দ্বারং বৃত্তমধ্যস্থং কামবীজং ।  
 তথাচ গৌতমীয়ে—পদ্যমক্টপলাশস্ত চতুরস্রং স্থলক্ষণং ।  
 চতুর্দ্বারসমায়ুক্তং কামগর্ভিতকর্ণিকং ॥ এতেষাং পূজাপ্রয়োগঃ ।

কৃষ্ণায় সাহা, এই একাদশাক্ষরমন্ত্র । এই অষ্টাদশপ্রকার গোপালমন্ত্রের  
 অন্তর্ভুক্ত মন্ত্রে গোপালের পূজাদি করিবে । এই সকল মন্ত্রোক্তিরের যে  
 সকল প্রমাণ গৌতমীয়ে ও নিবন্ধগ্রন্থে লিখিত আছে, সেই সকল প্রমাণ  
 গ্রহণ কর্তা এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন । এই সকল মন্ত্রের পূজাবস্ত্র এই—  
 প্রথমতঃ একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অষ্টমলপদ্য এবং তদাঙ্কে চতুর্দ্বার  
 ও চতুরস্র লিখিবে এবং বৃত্তমধ্যে ক্রী এই বীজ লিখিবে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া  
 পূজা করিতে হইবে । এই যন্ত্রবিষয়ে যে প্রমাণ গৌতমীরতন্ত্রে লিখিত  
 মুখ্য আছে, সেই প্রমাণ এঁল দেখিতে পাইবেন । উক্ত যন্ত্র সকলের পূজাপ্রয়োগ



প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠস্থাসং বিধায় ঋষ্যাদিভাসং  
 কুর্য্যাৎ । যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ । মুখে গায়ত্রী-  
 চন্দ্রসে নমঃ । হৃদি শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ । ততঃ  
 করাদস্থাসৌ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ক্রীং তর্জনীভ্যাং  
 স্বাহা । ক্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হ্রৈ ।  
 ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । ক্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ ।  
 এবং হৃদয়াদিষু ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । ততঃ পূর্ব-  
 বস্তুদ্রাদিকং প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ । অব্যাহ্যাকোষনীলান্বজরুচি-  
 ররুণাভ্রোজনেত্রোহম্বুজস্থো বালোজজ্বাকটীরম্বলকলিতরুণ-  
 কিঙ্কণীকো মুকুন্দঃ । দোভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং  
 পায়সং বিশ্ববন্দ্যো গোগোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎকণ্ঠ-  
 ভূষশ্চিরং বঃ । এবং ধ্যাত্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং  
 কুর্য্যাৎ । ততো বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রাং পীঠপূজাং বিধায়  
 পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্যন্তং বিধায়াবরণ-

এই—প্র সামান্তপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠ-  
 স্থাস পূর্বক ঋষ্যাদিভাস করিবে । তৎপরে মূলের লিখিত অংগলীতে  
 করাদস্থাস করিয়া পূর্বোক্তমুদ্রা প্রদর্শন পূর্বক ধ্যান করিবে । দেবতার  
 আকার এই—বিকসিত নীলপদ্মের ভ্রায় গোপালের দেহকান্তি, রক্তপদ্মের  
 ভ্রায় নরন, ইনি পদ্মোপরি অবস্থিত । ইহার চরণে ও কটীদেশে শঙ্খরশ্মান  
 কিঙ্কণী, এক হস্তে নবনীত ও অপর হস্তে পায়স আছে । অপরদ্বন্দ্ব  
 বালকরূপী গোপাল গো, গোপ ও গোপীগণে পরিবৃত্ত । তাঁহার কণ্ঠদেশ  
 রক্ত (ব্যাস্রবিশেষ) নখবিশিষ্ট নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত । এইপ্রকারে  
 ধ্যান ও করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপন করিবে । তৎপরে  
 বিষ্ণুমন্ত্রোক্তপীঠমন্ত্র পীঠপূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ-  
 পুষ্পাজ্জলিদানপর্যন্ত সমস্ত কর্ম করিয়া আবরণপূজা আরম্ভ করিবে ।

পূজার্য্যম্ভেৎ । যথা কেশরেষু অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যো দিক্শু  
চ । ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা ষড়ঙ্গং সম্পূজ্য তদ্বহিরি-  
ন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ । ততো ধূপাদিবিসর্জনারম্ভং  
কর্ম্ম সমাপয়েৎ । এতেষাং পুরশ্চরণং লক্ষঙ্গপঃ । তথাচ—  
ধ্যাত্বৈবমেবমেতেষাং লক্ষং জপ্যান্মনুং ততঃ সর্পিঃসিতো-  
পলোপেতৈঃ পারসৈরযুতং হুনেৎ । তথা—তর্পয়েতাবদে-  
তেষাং মনুনাং হুতসংখ্যয়া ॥

মন্ত্রাস্তরং । উর্দ্ধদন্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণমুক্ । মাংস  
নাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্রোহৃষ্টবর্ণকঃ । ঋষিঃ ক্লাশ্চ গায়ত্রী  
চ্ছন্দঃ কৃষ্ণস্ত দেবতা । বর্ণযুগ্মৈঃ সমন্তেন প্রোক্তং শ্রাদঙ্গ-  
পঞ্চকং । ধ্যানমন্ত্ৰ—পঞ্চবর্ষ-মতি-দৃপ্ত-মঙ্গনে ধাবমানমতি  
চক্লেক্ষণং । কিক্রিণীবলয়হারনুপূরৈররুচিতং নমত গোপ-

কেশরে ও ঋষি, নিধতি, বায়ু ও জৈশান এই চতুষ্কোণে, মধ্যো এবং পূর্ক,  
দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চারিদিকে ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা  
করিয়া তদ্বাহে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজাপূর্ব্বক ধূপাদিবিসর্জনারম্ভ কর্ম্ম  
সমাপন করিবে । এই সকল মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষঙ্গপ এবং দৃক্ত ও সিতোপল  
অর্থাৎ মিছরী মিশ্রিত পারসবারা দশমহস্য হোমকরিতে হয়, এবং  
হোমসংখ্যায় তর্পণ করিবে ॥

বালগোপালের মন্ত্রাস্তর কথিত হইতেছে, গোং কুং লং নাথায় নমঃ  
এই অষ্টাক্ষরমন্ত্রে বালগোপালের পূজাদি করিবে । এই মন্ত্রের ঋষ্যাদিভাস  
ও কব্জাভাস এই—শিরসি ব্রহ্মণে ঋষরে নমঃ, মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ,  
হৃদি কৃষ্ণায় দেবতাট্যে নমঃ । গোং কুং অঙ্গুষ্ঠাত্যাং নমঃ । লংমাং তর্জনীত্যাং  
স্বাহা । ধার মধ্যমাত্যাং ববট্ । নমঃ অনামিকাত্যাং হ্ । গোং কুং  
লং নাথায় নমঃ কনিষ্ঠাত্যাং কট্ । এবং গোং কুং হৃদয়ায় নমঃ । লংমাং  
শিরসে স্বাহা । ধার শিখাট্যে ববট্ । নমঃ কবচায় হ্ । গোং কুং লং নাথায়  
নেত্রত্রয়ায় কট্ । এইরূপে ভাস করিয়া ধ্যান করিবে । দেবতার আকার

বালকং ॥ ধ্যাত্বৈবং প্রজপেদষ্টলক্ষং তাবৎসহস্রকং ।  
 জুহুয়াদ্রক্ষরকোথসমিদ্ধিঃ পায়সেন বা । প্রাসাদে স্থাপিতং  
 কৃষ্ণমন্নুনা নিত্যমর্চয়েৎ । দ্বারপূজাদিপীঠান্তং কুর্য্যৎ  
 পূর্বোক্তমার্গতঃ । মধ্যোহর্চয়েদ্ধরিং দিক্ষু বিদিকৃৎসানি  
 বৈ ক্রমাৎ । বাসুদেবঃ সর্কর্ষণঃ প্রত্যাশ্চানিরুদ্ধকঃ ।  
 কৃষ্ণিণী সত্যভামা চ লক্ষণা জাম্ববত্যাপি । দিগ্বিদিকৃর্চয়ে-  
 দেতান্ ইন্দ্রবজ্রাদিকান্ বহিঃ । যোহমুং মনুং জপেম্মিত্যং  
 বিধিনাভ্যর্চয়ন্ হরিং । স সর্বসম্পৎসম্পূর্ণো নিত্যং শুদ্ধঃ  
 ব্রজেৎ পদং ॥

মন্ত্ৰান্তরং । কাময়োরন্তঃকৃষ্ণপদং মন্ত্ৰঃ সদ্যঃফলপ্রদঃ ।

এইরূপ—গোপাল পঞ্চবর্ষবয়স্ক, অতি চঞ্চলস্বভাব, অজনে ধাবমান, চঞ্চল-  
 লোচন এবং কিকিণী, বলয়, হার, মূপুরাদি নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত  
 ও গোপবালকরূপী । এই প্রকার রূপ চিন্তা করতঃ ধ্যান করিয়া পূজা  
 করিবে । এই মন্ত্রের পুরস্চরণে অষ্টলক্ষজপ ও পলাশবৃক্ষের সমিধ কিম্বা  
 পায়সদ্বারা অষ্টসহস্র হোম করিতে হয় । প্রাসাদে মূর্তি স্থাপন করিয়া  
 উক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে । এই মন্ত্রের পূজাতে যাহা কিছু বিশেষ আছে,  
 তাহা লিখিত হইল, অত্র পীঠস্থাসাদি সমস্ত কার্য্য পূর্বোক্ত বিধানে করিবে ।  
 এই মন্ত্রের পূজার আবরণপূজা এই—মধ্যে ওঁ হরয়ে নমঃ, এইরূপ পূজা  
 করিয়া চতুর্দিকে গোং কুং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি রূপে পঞ্চাঙ্গ পূজা করিবে ।  
 তৎপরে অগ্ন্যাগ্নি চতুর্কোণে ওঁ বাসুদেবার নমঃ ওঁ সর্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ  
 প্রহুয়ায় নমঃ, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ, ওঁ কৃষ্ণিণ্যে নমঃ ওঁ সত্যভামার নমঃ,  
 নমঃ, ওঁ লক্ষণায় নমঃ, ওঁ জাম্ববত্যা নমঃ এই সকল পূজা করিয়া  
 তদ্বাহে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে । যে ব্যক্তি উক্তমন্ত্রে হরির অর্চনা  
 করে সেই ব্যক্তি সর্ব সম্পদভাগী হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করে ।

বালগোপালের অন্তমন্ত্ৰ কথিত হইতেছে । কী কৃষ্ণকী এই চতুর্দিকের  
 মন্ত্রে জপ পূজাদি করিলে সদ্যঃ ফললাভ হয়, এই মন্ত্রোচ্চারের প্রমাণ মূলে



তথাচ—সদ্যঃফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষেহন্যং চতুরক্ষরং । সংপ্রো-  
ক্তোমারযুক্তাস্তঃসংস্কৃষ্ণপদেন তু । অমৃত পূজাপ্রয়োগঃ ।  
প্রাতঃকৃত্যাদি বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রস্তং পীঠন্যাসং বিধায় পূর্ব-  
বদযাদিন্যাসকরাঙ্গন্যাসৌ চ কৃত্বা ধ্যায়েৎ । শ্রীমৎকল্পক্র-  
মুলোক্তকমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতোয স্তূচ্ছাখালম্বিপদ্মোদর-  
বিসরদসংখ্যাতরঙ্গাভিষিক্তঃ । হেমাভঃ স্বপ্রভাভিজিভুবন-  
মখিলং ভাষয়ন্ বাসুদেবঃ পায়াম্বঃ পায়সাদোহনবরতনবনীতা-  
মৃতানীরসীমঃ ॥ এবং ধ্যানমানেঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং  
বিধায় বৈষ্ণবোক্তপীঠমন্ত্রস্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যাত্বা আবাহ-  
নাদি পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ ।  
পূর্ববদযাদিকোণে মধ্যে দিক্শু চ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা  
ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য পত্রেষু পূর্বাदि অষ্টনিধীন্ তদ্বহ্নিহ্রিস্রাদীন্

দেখিতে পাইবেন । এই মন্ত্রের পূজা পদ্ধতি এই—প্রথমতঃ সামান্ত পূজা  
পদ্ধতি ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাসপূর্বক পূর্বোক্ত-  
প্রকারে ঋষাদিন্যাস ও করালভ্যাস করিবে । তৎপরে ধ্যান করিবে । দেবতার  
আকার এইরূপ—ইনি কল্পবৃক্ষের মূলহইতে উৎখিত কমলের কর্ণিকামধ্যে  
সংস্থিত, এবং ঐ কল্পবৃক্ষের শাখাতে লব্ধমান পদ্মমধ্য হইতে নিঃসৃত অসংখ্য  
রত্নধারা অভিষিক্ত, স্তবর্ণের জ্বর ইহার দেহ কান্তি, স্বীয় শরীরের আভার  
ত্রিভুবন আলোকিত হইয়াছে । বাসুদেব অনবরত পারস, নবনীত ও  
অমৃত ভোজন করিতেছেন, এইপ্রকারে রূপ চিন্তাকরতঃ ধ্যান করিয়া  
মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খস্থাপনপূর্বক বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া  
পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাজ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্তকর্ম সমাপনাঙ্কে  
আবরণপূজা আরম্ভ করিবে । অগ্ন্যাदि চতুষ্কোণে মধো এবং পূর্বাदि  
চতুর্দিকে ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্রীং শিরসে স্বাহা, ক্রুং শিখাটয় বমট্ ক্রৈঁ কব-  
চাং হঁ, ক্রৌঁ নেত্রত্রয়ায় বোমট্ ক্রুং অস্ত্রায় কট্টু এইরূপে অঙ্গপূজা করিবে ।  
তৎপরে পত্রেষু পূর্বাदि ক্রমে অষ্টনিধির পূজা করিয়া তদ্বাহ্নি ইত্যাদি

বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদিবিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । অশ্ব  
 পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ । তথাচ ধ্যাত্বৈবং প্রজপেদ্বক্ষচতুর্লক্ষং  
 জুহ্বাস্ততঃ । ত্রিমধ্বতৈর্বিষ্মফলৈশ্চত্বারিংশং সহস্রকৈঃ ॥  
 অশ্ব মন্ত্রস্য কামবীজয়োর্লকারয়োঃ রক্তশ্চেতদা মন্ত্রচূড়া-  
 মণিঃ । তথাচ নিবন্ধে—মারয়োঃ মাংসাধো রক্তশ্চেতদপরো  
 মনুঃ । কামবীজস্য মাংসাধো লকারস্থাদোভাগে রক্তোরেক-  
 শ্চেতদা অয়ং মনুরিত্যর্থঃ ॥ অশ্ব পূজা—পূর্ববদৃষ্যাদিষ্ঠাসং-  
 ক্রত্বা করাক্ষস্থাসৌ কুর্য্যাৎ । যথা ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ  
 ইত্যাদি । ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । অশ্ব পূজাদিকং  
 সর্বং পূর্ববৎ । ধ্যানে তু বিশেষঃ । আরক্তোদ্যানকল্পদ্রুম-  
 তলবিলসৎস্বর্ণদোলাধিরূঢ়ং গোপীভ্যাং প্রেক্ষ্যমাণং বিকসিত-  
 নববন্ধু কঁসিন্দু রভাসং । বালং লোলালকাস্তং কটিতটবিল-  
 সৎক্ষুদ্রঘণ্টাঘটাভ্যাং বন্দে শার্দূলকামাকুশললিতগণাকল্পদীপ্তং

ও বজ্রাদির পূজা করিবে । অনন্তর ধূপাদিবিসর্জনান্ত কৰ্ম সমাপন করিয়া  
 পূজা সাক্ষ করিবে । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চারিলক্ষ জপ এবং ঘৃত, মধু,  
 ও শর্করা-মিশ্রিত বিষফলদ্বারা চল্লিশ সহস্র হোম করিতে হয় । বাল-  
 গোপালের অন্তঃস্থমন্ত্র এই—উক্ত ক্লী কৃক ক্লী এই বীজধ্বনিত লকারের  
 অধোভাগে রেকযুক্ত করিলে যে মন্ত্র হয়, সেই মন্ত্র সর্বমন্ত্রপ্রধান । এই  
 মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি এই—পূর্বেক্ত বিধানক্রমে ঋষ্যাদিষ্ঠাস করিয়া ক্লাং  
 হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে করাক্ষস্থাস করিবে । পূর্বেক্ত বিধানক্রমে  
 এই মন্ত্রের পূজা করিবে । কেবল ধ্যানের বিশেষ আছে । ঐ ধ্যান  
 মূলে লিখিত আছে । দেবতার আকার এইরূপ—আরক্ত উদ্যানমধ্যে  
 কল্পবৃক্ষের তলে স্বর্ণদোলাতে অধিরূঢ়, এবং দুই গোপী তাঁহার প্রতি  
 দৃষ্টিপাত করিতেছে, বিকসিত নূতন বন্ধু কুশুমের দ্বারা রক্তবর্ণ,  
 বালকরূপী, গোপালের অলকাসকলের প্রান্তভাগ চকল হইতেছে । কটীতে

মুকুন্দঃ ॥ ধ্যাত্বৈবং পূর্বরীত্যনং জপ্ত্বা রক্তোৎপলৈনবৈঃ ।  
মধুদ্রয়যুতৈর্হৃদ্বা অর্চয়েৎ পূর্ববন্ধরিং ॥

অথ বাসুদেবমন্ত্রঃ । অগবো হৃদগবতে বাসুদেবায়  
কীর্তিতঃ । এখানে বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোহয়ং হুরপাদপঃ ।  
অস্ত্র পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-পূর্বোক্তপীঠমন্ত্রং বিম্বন্ত  
ঋষ্যাদিস্ত্যাসং কুর্য্যাৎ । যথা শিরসি প্রজাপত্যে ঋষয়ে নমঃ  
মুখে গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি বাসুদেবায় দেবতায়ৈ নমঃ ।  
ততঃ করাস্ত্যাসো—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । নমস্তর্জনীভ্যাং  
স্বাহা । ভগবতে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং  
হুঁ । ওঁ নমোভগবতে বাসুদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং  
হৃদয়াদিষু । তথাচ নিবন্ধে—তারেণ হৃদয়ং প্রোক্তং নমসা  
শির ঈরিতং । চতুর্ধর্গৈঃ শিখা প্রোক্তা পঞ্চার্গৈঃ কবচং যতং ।  
সমন্তেন ভবেদস্ত্রমঙ্গকল্পনমীরিতং । ততো মন্ত্রন্যাসঃ ।  
মূর্দ্ধি ভালে দৃশোরাস্ত্রে গলে দোহৃদয়ান্বুজে । কুরুৌ নাভৌ

হৃদ্র ঘণ্টিকা সকল নিবন্ধ আছে । এইরূপে ধ্যান করিয়া পূর্বোক্ত বিধানে  
পূজা করিবে । এই মন্ত্রের পুরস্চরণেও পূর্ববৎ চারিদিক জপ ও যুত,  
মধু, শর্করাযুক্ত রক্তোৎপলদ্বারা জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিবে ॥

এইরূপ বাসুদেব-মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । ওঁ নমো  
ভগবতে বাসুদেবায় এই ষাটশাকর মন্ত্র কল্পপাদপ-স্বরূপ অর্থাৎ এই মন্ত্রে  
জপ পূজাদি করিলে সাধকের সর্বকাম পূর্ণ হইয়া থাকে । উক্ত  
মন্ত্রের পূজাক্রম এই—পূর্বোক্তবিধানে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠস্ত্যাসান্ত কপ  
করিয়া ঋষ্যাদিস্ত্যাস ও করাস্ত্যাস করিবে । এই ঋষ্যাদিস্ত্যাস ও  
করাস্ত্যাস মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে, তৎপরে মন্ত্রস্ত্যাস করিবে ।  
যথা—মস্তকে ওঁ নমঃ, কপালে নং নমঃ, চক্ষুর্ধরে যং নমঃ, মুখে তং  
নমঃ, গলে গং নমঃ, বাহুদ্বয়ে বং নমঃ, হৃদয়ে তেং নমঃ, উদরে বাং নমঃ,



ধ্বজে জাম্বুদ্বয়ে পাদদ্বয়ে তথা । দ্বাদশাক্ষরাণি বিন্যসেৎ ।  
 ততো মূর্তিপঞ্জরং বিন্যস্ত কিরীটমস্ত্রেণ ব্যাপকং বিধায় ধ্যায়েৎ  
 বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাস্কং গদামস্তোজং দধতং  
 সিতাজ্জনিয়ং কাস্ত্য জগন্মোহনং । আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডল-  
 মহামৌলিং ক্ষুরংকঙ্কণং শ্রীবৎসাক্ষমুদারকৌস্তভধরং বন্দে  
 মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতং ॥ এবং ধ্যাওয়া মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং  
 কুর্য্যাৎ । ততো বৈষ্ণবোক্তপাঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাওয়া  
 আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্যন্তং বিধায় আবরণপূজা-  
 মারভেৎ । অগ্নিনিষ্ঠাতিবায়ীশানকোণেষু মধ্যে দিগ্গু চ ওঁ  
 হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পঞ্চাঙ্গেন পূজয়েৎ । ততঃ পূর্বাদি-  
 দলেষু শাস্ত্রাদিশক্তিসহিতান্ বাসুদেবাদীন্ কেশবাদীনিন্দ্রাদীন্

নাভীতে হ্রং নমঃ, লিঙ্গে দেং নমঃ, জাম্বুদ্বয়ে বাং নমঃ, পাদদ্বয়ে রং নমঃ ।  
 এইরূপে দ্বাদশাক্ষরের জ্ঞান করিবে । তৎপরে বিষ্ণুমস্ত্রোক্ত মূর্তিপঞ্জর-  
 জ্ঞান করিয়া কিরীট কেয়ুর ইত্যাদি মস্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিবে । তৎপরে  
 ধ্যান করিবে, দেবতার আকার এইরূপ—শরৎকালীন কোটিচন্দ্রের ন্যায়  
 সমুজ্জল দেহ, ইনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, চতুর্ভুজ এবং শ্বেত  
 পদ্মোপরি উপবিষ্ট । ইহার দেহকাস্তি জগৎ বিমোহিত করিতেছে ।  
 বাসুদেব অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণাদি নানাবিধ বিভূষণে বিভূষিত ।  
 তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, কণ্ঠে কৌস্তভমণি বিদ্যমান আছে । এই  
 প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খ স্থাপন করিবে । অন-  
 ন্তর বিষ্ণুমস্ত্রোক্ত পাঠপূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পা-  
 ঞ্জলি দান পর্যন্ত কৰ্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে । অগ্নাদি চারিকোণে,  
 মধ্যে এবং পূর্বাদি দিকচতুর্দিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি পঞ্চাঙ্গ পূজা  
 করিয়া পূর্বাদি চারিদিকে বিষ্ণুমস্ত্রোক্ত শাস্ত্রাদি শক্তি সহিত বাসুদেবাদি  
 ও কেশবাদি নামে পূজা করিতে হইবে । অনন্তর ইন্দ্রাদি দিকপাল ও

বজ্রাদীংশ্চ সম্পূজ্য ধূপাদিবিসর্জনান্তঃ কৰ্ম সমাপয়েৎ । অশ্রু-  
পূরশ্চরণং দ্বাদশলক্ষজপঃ । তথাচ—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং  
দীক্ষিতোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ । তৎসহস্রং প্রজুহুয়াতিলাৈ রাজ্য-  
পরিপ্লুতৈঃ ॥

অথ লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্রাঃ । মায়াধরং রমাধরং লক্ষ্মী-  
বাসুদেবায় নমঃ । প্রণবাদিরয়ং মন্ত্রঃ । তথাচ নিবন্ধে—  
হুল্লোথাবীজযুগলং রমাবীজযুগং পুনঃ । লক্ষ্ম্যন্তে বাসুদেবায়  
হৃদন্তঃ প্রণবাদিকঃ । চতুর্দশাক্ষরঃ প্রোক্তা মন্ত্রোহয়ং সুর-  
পাদপঃ । অশ্রু পূজাদিকং বাসুদেবমন্ত্রবৎ । ধাষাদিশ্রাসে  
তু লক্ষ্মীবাসুদেবোদেবতা । করাস্ত্যাসমন্ত্রস্ত ওঁ হ্রীং হ্রীং  
অনুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ হ্রীং হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ লক্ষ্মী  
মধ্যমাভ্যাং বষট্ । ওঁ বাসুদেবায় অনামিকাভ্যাং ইঁ । ওঁ  
নমঃ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । তথাচ—হৃদয়ং  
শক্তিবীজাভ্যাং রমাভ্যাং শির ঈরিতং । লক্ষ্ম্যা প্রোক্তা  
শিখা বর্ষ বাসুদেবায় কীর্তিতং । নমসান্ত্রং সমুদ্ভিষ্টং সর্বং  
তারাди কল্পয়েৎ । ততোধ্যানং । বিদ্যুচ্ছন্দ্রনিভং বপুঃ

বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিতে হইবে, পরে ধূপাদি বিসর্জনান্ত কৰ্ম সমাপন  
করিবে । এই মন্ত্রের পূরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ জপ করিয়া তিল মিশ্রিত ঘৃত  
দ্বারা দ্বাদশ সহস্র হোম করিবে ।

এইক্ষণ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র ও তৎপূজাদি বিবৃত হইছে । ওঁ হ্রীং হ্রীং  
হ্রীং হ্রীং লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ, এই মন্ত্রে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজাদি করিবে ।  
পূর্বোক্ত বাসুদেব পূজা পদ্ধতি প্রণালী অনুসারে এই দেবতার পূজাদি  
করিবে । বিশেষ এই, মূলের নিখিত প্রণালীতে ধাষাদিশ্রাস ও করাস্ত্য-  
াস করিয়া ধ্যান করিবে । ধ্যান কালে এইরূপে দেবতাকে চিত্তা  
করিতে হইবে, বিদ্যুৎপ্রভা লক্ষ্মী ও চন্দ্রমিত বাসুদেব ইহারা ব্রহ্ম বশত

কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাং প্রাপ্তং শ্বেহরসেন রত্নবিলসদৃষ্টা-  
ভরালঙ্কৃতং । বিদ্যাপল্লভদর্পণান্ মণিময়ং কুণ্ডং সরোজং  
গদাং শঙ্খং চক্রমম্বুনি বিভ্রদমিতাং দিশ্যাচ্ছিয়ং বঃ সদা ॥  
অশ্ব পুরশ্চরণং চতুর্লক্ষজপঃ তথাচ—বর্ণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং  
তৎসহস্রং সরোরুহৈঃ । হোমং কুর্যাদ্বিকসিতৈশ্মধুরত্রয়-  
সংযুতৈঃ । বর্ণলক্ষং বর্ণসমসংখ্যালক্ষং ॥

অথ দধিবামনম্নঃ । ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহা-  
বলায় ঠধ্বয়ং । তথাচ নিবন্ধে—তারো হৃদ্রিষ্ণবে পশ্চাৎ  
ওস্তঃ সুরপতির্ভবেৎ । মহাবলায় ঠধ্বন্বং মনুরষ্টাদশাক্ষরঃ ।  
অশ্ব পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে  
নমঃ ইত্যম্বুং বিম্বশ্ব ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্য্যাৎ । শিরসি ইন্দ্রধাময়ে  
নমঃ মুখে বিরাট্ছন্দসে নমঃ হৃদি দধিবামনায় দেবতায়ৈ  
নমঃ । তথাচ নিবন্ধে—চন্দ্রাস্তে কল্পিতে পীঠে প্রাপ্তকেন  
সমর্চয়েৎ । ততঃ করাক্ষ্যাসৌ ওঁ অক্ষুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।  
নমস্তর্জনীভ্যাং স্বাহা । বিষ্ণবে মধ্যমাভ্যাং বষট্ । সুরপতয়ে

এক শরীর প্রাপ্ত হইরাছেন, উভয়েই বিবিধ রত্ন বিভূষণে বিভূষিত ।  
লক্ষীর হস্তে বিদ্যা, পদ্ম, দর্পণ ও মণিময় কুণ্ড আছে এবং বাসুদেবের হস্তে  
পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ আছে । এই পূজার এইমাত্রই বিশেষ, অন্যান্য  
সমুদয় কার্য্যই বাসুদেব পূজার ন্যায় করিতে হইবে । এই মন্ত্রের পুর-  
শ্চরণে চারি লক্ষ জপ এবং যুত, মধু, ও শর্করাযুক্ত পদ্মদ্বারা দশাংশ হোম  
করিবে ।

এইকণ দধিবামন মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । ওঁ নমো বিষ্ণবে  
সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা, এই ঋষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে দধিবামনের পূজা  
করিবে । পূজার প্রথমে প্রাতঃ কৃত্যাদি উং সোমমণ্ডলার ষোড়শকলাত্মনে  
নমঃ এই পর্য্যন্ত পীঠন্যাস করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস ।



অনামিকাভ্যাং ছঁ । মহাবলায় কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । স্বাহা  
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । তথাচ—হৃদেকেন  
শিরো দ্ব্যাভ্যাং শিখা ত্রিভিরুদাহতা । কবচং পঞ্চভিঃ  
প্রোক্তং নেত্রং তাবদ্বিরক্ষরৈঃ । দ্বাভ্যামস্ত্রমিতি প্রোক্তং  
প্রকারোহঙ্গস্ত্র শূরিভিঃ । ততো মস্ত্রন্যাসঃ শিরসি ভালে  
চক্ষুষোঃ কর্ণয়োৰোষ্ঠে তালুকে বাহুদ্বয়ে কণ্ঠে হৃদয়ে উদরে  
নাভৌ গুহে উরুদ্বয়ে জাম্বুদ্বয়ে জজ্ঞাদ্বয়ে মস্ত্রবর্ণান্ শ্রুসেৎ ।  
জজ্ঞাদৌ দ্বয়ং বর্ণং । ততো মূর্ত্তিপঞ্জরাদিকং বিধায় ধ্যায়েৎ ।  
মুক্তাগৌরং নবমণিলসদ্ভূষণং চন্দ্রসংস্থং ভূঙ্গাকারৈরলক-  
নিবহৈঃ শোভিতক্লারবিন্দং । হস্তাজাভ্যাং কনককলসং  
শুক্লতোয়াভিপূর্ণং দধ্যামাচ্যাং কনকচসকং ধারয়ন্তং ভজামঃ ॥  
এবং ধ্যান্বা মানসৈঃ সংপূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্যাৎ । তঁতশ্চন্দ্র  
মণ্ডলান্তং পীঠং সংপূজ্য পুনর্ধ্যান্বা আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি  
দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্যাৎ । অগ্ন্যাদিকোণে মধ্যে

করাঙ্গন্যাস করিবে । তৎপরে মস্ত্রন্যাস করিবে, যথা শিরসি ছঁ নমঃ,  
ভালে নং নমঃ চক্ষুদ্বয়ে যোং নমঃ । কর্ণদ্বয়ে বিং নমঃ, ওষ্ঠে ষং নমঃ,  
তালুতে বেং নমঃ, কণ্ঠে স্রং নমঃ, বাহুদ্বয়ে রং নমঃ, হৃদয়ে পং নমঃ, উদরে  
তং নমঃ, নাভিতে য়েং নমঃ গুহে মং নমঃ উরুদ্বয়ে চং নমঃ জাম্বুদ্বয়ে বং  
নমঃ, জজ্ঞাদ্বয়ে লাং নমঃ, ষং নমঃ পাদদ্বয়ে স্বাং নমঃ হাং নমঃ । তৎ-  
পরে মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে । দেবতার আকার এইরূপ—  
ইহার দেহ মুক্তার ন্যায় গৌরবর্ণ এবং নবমণিময় ভূষণে বিভূষিত, মুপপন্ন  
ভ্রমরাকার অলকাসমূহে অতিশয় শোভমান । এক হস্তে শুদ্ধ জলপূর্ণ  
সুবর্ণ কলস, অপর হস্তে দধ্যানপূর্ণ স্নানিনির্মিত পান পাত্র । এষ্টরূপে রূপ  
চিন্তা করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খ স্থাপন করিবে । তৎপরে পীঠ  
পূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত  
সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে । অগ্ন্যাদি চারি কোণে এবং

দিক্ণু চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ । ততো দিগ্দেশেষু  
বৈষ্ণবোক্তবাসুদেবাদীন্ শক্তিসহিতান্ ধ্বজাদীন্ তদগ্রে  
কেশবাদীন্ সম্পূজ্য ইন্দ্রবজ্রাদীন্ ঐরাবতাদীন্ দিগ্গজান্  
পূজয়েৎ । ওঁ ঐরাবতায় দিগ্গজায় নমঃ । ইত্যাদিক্রমেণ  
পূজয়েৎ । এবং পুণ্ডরীকাদীন্ ততো ধূপাদিবিসর্জনান্তং কৰ্ম  
সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং লক্ষত্ৰয়জপঃ । তথাচ গুণলক্ষং  
জপেম্মন্ত্রং তদশাংশং স্মৃতপ্লুতং । পায়সাম্নং প্রজুহুয়াদ্দধ্যন্নম্বা  
যথাবিধি ॥

অথ হরিহরমন্ত্রঃ । মন্ত্ৰদেবপ্রকাশিন্যাং তারো মায়া  
প্রাসাদং শঙ্করনারায়ণায় নমঃ প্রাসাদং মায়া তারঃ । অশ্ব  
পূজাপ্রয়োগঃ—প্রাতঃকৃত্যাদি-বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা পীঠ-  
ন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্যাৎ শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ  
মুখে অনুষ্ণুপুচ্ছদমে নমঃ হৃদি হরিহরায় দেবতায়ৈ নমঃ  
গুহে হৌ বীজায় নমঃ পাদয়োঃ হ্রী শক্তয়ে নমঃ । ততঃ

পূর্বাদি চারিদিকে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া দশদলে  
বিষ্ণুমন্ত্ৰোক্ত শাস্ত্রাদি শক্তি সহিত বাসুদেবাদি নামে পূজা করিয়া ধ্বজাদি  
ও কেশবাদির পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি, ও বজ্রাদির পূজা করিবে । তৎপরে  
ওঁ ঐরাবতায় দিগ্গজায় নমঃ এইরূপ পূজা করিয়া উক্তপ্রকারে পুণ্ডরীক,  
বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সাক্ষভোম ও সুপ্রতীক এই সকল দিগ্গজের  
পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জনান্ত কৰ্ম করিবে । এই মন্ত্ৰের পুরশ্চরণে  
তিনলক্ষ জপ ও স্মৃতযুক্ত পায়সাম্ন কিম্বা দধান দ্বারা ত্রিশহাজার হোম  
করিবে ।

এতৎকণ হরিহর মন্ত্ৰ ও তৎপূজা প্রণালী কথিত হইতেছে ওঁ হ্রীং হৌঃ  
শঙ্কর নারায়ণায় নমঃ হৌঃ হ্রীং ওঁ, এই মন্ত্ৰে হরিহরদেবের পূজা করিবে ।  
প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি বিষ্ণুমন্ত্ৰোক্ত অথবা শিবমন্ত্ৰোক্ত পীঠন্যাস করিয়া

করাজ্ঞান্যো হুঁ । অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি ষড়্ দীর্ঘযুক্তবীজেন  
এবং হৃদয়াদিষু । ততো ধ্যানং—শূলং চক্রং পাকজন্মভীতিং  
দধতং করৈঃ । স্বস্বভূষাচ্ছলীলার্কদেহং হরিহরং ভজে ॥  
এবং ধ্যান্তা মানসৈঃ সম্পূজ্য শঙ্খস্থাপনং কুর্য্যাৎ । ততো  
বৈষ্ণবোক্তং শৈবোক্তং বা পীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহ-  
নাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্যন্তং বিধায়াবরণপূজামারভেৎ ।  
কেশরেষ্মগ্নাদিকোণে মধ্যে দিক্ষু চ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যা-  
দিনা পূজয়েৎ । ততঃ পত্রেষু পূর্ব্বাদি ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ এবং  
সরস্বতৈ নারায়ণৈ ধরায়ৈ ভূধরায়ৈ অম্বিকায়ৈ ত্র্যম্বিকায়ৈ  
গঙ্গায়ৈ গঙ্গাধরায়ৈ তত্ত্বহিরিন্দ্রাদীন্ পূজয়েৎ অত্র বজ্রাদিপূজা  
নাস্তি অনুক্তত্বাৎ । ততো ধূপাদিবিসর্জ্ঞনাস্তং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ।  
অশ্ব পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ । যতপায়সেনায়ুতহোমঃ । তথাচ—  
লক্ষমেকং জপেন্মজ্জং তদশাংশং যতপ্লুতৈঃ । পায়সৈর্বনং  
কার্য্যং সংস্কৃতে হব্যবাহেন ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাঃ সমাপ্তাঃ ॥

ঋষ্যাদিন্যাস ও করাজ্ঞান্যাস করিবে । যথা হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি  
এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিরূপে করাজ্ঞান্যাস করিয়া ধ্যান করিবে ।  
দেবতার আকার এইরূপ—হরিহর দেব শঙ্খ, চক্র, পাকজন্য শঙ্খ ও অভয়  
মুদ্রাধারী, ইহার অর্ক দেহে হরি এবং অর্কদেহে হর, ইহারা স্ব স্ব বিভূষণে  
বিভূষিত । এই প্রকার রূপ চিত্তা করিয়া মানসোপচারে পূজা, শঙ্খ  
স্থাপন ও বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত অথবা শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস, পুনর্বার ধ্যান এবং  
আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া আব-  
রণ পূজা করিবে । অগ্ন্যাদি চতুর্দিকে, মধ্যে এবং দিক্চতুর্দিকে হ্রাং হৃদ-  
য়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা করিয়া মূলের লিখিত ওঁ লক্ষ্ম্য নমঃ ইত্যাদি  
দেবতাগণের পূজা করিবে । পরে ইত্যাদি পূজাকরিলে, বজ্রাদির পূজা করিবে  
না । তৎপরে ধূপাদি বিসর্জ্ঞনাস্ত কৰ্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা শেষ করিবে ।  
এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে লক্ষজপ ও সমুত্ত পায়স দ্বারা দশাংশ হোম করিবে ।



অথ শ্রীভগবদর্চননামাহাত্ম্যং । শ্রীকৃষ্ণপুরাণে । ন বিষ্ণু-  
 রাধনাং পুণ্যং বিদ্যতে কস্মৈ বৈদিকং । তস্মাদনাদিমধ্যান্তং  
 নিত্যমারাদয়েদ্ধরিং । তত্রৈব ভূতাদীন্ প্রতি সাক্ষাৎ  
 শ্রীভগবদুক্তৌ । যেহর্চয়ন্তি মাং তন্ত্য নিত্যং কলিযুগে  
 দ্বিজাঃ । বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি মৎপদং ।  
 বিষ্ণুরহস্তে । শ্রীবিষ্ণো রর্চনং যেতু প্রকুর্বন্তি নরা ভূবি ।  
 তে যান্তি শাস্বতং বিষ্ণো রানন্দং পরমং পদমিতি । তত্রৈব  
 শ্রীভগবদুক্তৌ । ন মে ধ্যানরতাঃ সম্যগ্যোগিনঃ পরি-  
 তুষ্টয়ে । তথা ভবন্তি দেবর্ষে ক্রিয়া যোগরতা যথা ॥

ব্রহ্মবৈবর্তে । স সমারাদিতো দেবো মুক্তিকৃৎ স্রাৎ  
 যথা তথা । অনিচ্ছয়াপি হতভুক্ সংস্পৃষ্টৌ দহতি দ্বিজ ।  
 ধনবান্ 'পুত্রবান ভোগা যশস্বী ভয়বর্জিতঃ । মেধাবী মতি-

বিষ্ণুর আরাধনা করিলে যেকণ পুণ্য সঞ্চয় হয়, এইরূপ পুণ্য জন্মিতে  
 পারে এমন কোন বৈদিক কৰ্ম্ম নাই, অতএব নিরন্তর অনাদি অনন্ত সনাতন  
 হরির আরাধনা করিবে । হরি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, এই কলিযুগে যে  
 সকল ব্রাহ্মণ ভক্তিপূরক বেদোক্তবিধানে প্রতিদিন আমার আরাধনা  
 করে, সেই সকল দ্বিজগণ নিশ্চয় আমার পদ লাভ করিতে পারে । শ্রীকৃষ্ণ  
 আর বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে সকল মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর পূজা করে,  
 তাহারা বিষ্ণুপদ পাইয়া পরমানন্দ ভোগ করিতে থাকে । যে পূজাপরি-  
 চর্যাাদিতে নিজের পরিতুষ্টির ইচ্ছা থাকেনা, এইরূপ যোগই প্রকৃত ভক্তি  
 যোগ, যোগিগণ এইরূপ ভক্তিযোগে রত থাকিয়া বিষ্ণুর সেবা করিবে ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, যে কোন রূপে শ্রীকৃষ্ণের আরা-  
 ধনা করিলেও সাধক মুক্ত হইতে পারে, যদি কেহ অনিচ্ছা ক্রমেও অগ্নি  
 স্পর্শ করে, তাহা হইলেও অগ্নি সেই স্পর্শকর্তাকে দগ্ধ করিয়া থাকে ।  
 আর হরির আরাধনা করিলে সাধক ইহকালে ধনবান্, পুত্রবান্, ভোগবান্,  
 যশস্বী, নির্ভয়, মেধাবী, বুদ্ধিমান, ও প্রাজ্ঞ হয় । বৃন্দপুরাণে লিখিত

মান্ প্রাচ্ছো ভবত্যাৱাধনাকরেঃ । স্কান্দে । সনৎকুমার-  
মার্কণ্ডেয়সম্বাদে । বিশিষ্টঃ সৰ্বধৰ্ম্মাচ্চ ধৰ্ম্মো বিষ্ণুৰ্চনং  
নৃণাং । সৰ্বযজ্ঞতপোহোমস্তীৰ্থস্নানৈশ্চ যৎফলং । তৎ  
ফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সম্পূজ্য চাপ্নুয়াৎ । তস্মাৎ  
সৰ্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চয়েৎ । তত্রৈব ত্রীশিবোমাস-  
ম্বাদে । যঃ প্রদদ্যাৎ দ্বিজেন্দ্রায় সৰ্বাং ভূমিঃ সমাগরাং ।  
অৰ্চয়েদযঃ সৰ্বদ্বিষ্ণুং তৎফলং লভতে নরঃ । মাসাৰ্দ্ধমপি  
যোবিষ্ণুং নৈরন্তর্য্যেণ পূজয়েৎ । পুরুষোত্তমঃ স বিজ্ঞেয়ো  
বিষ্ণুভক্তো ন সংশয়ঃ । মধ্যাহ্ননগতে সূর্য্যে যো বিষ্ণুং  
পরিপূজয়েৎ । বস্তুপূৰ্ণমহীদাতু যৎপুণ্যং তদবাপ্নুয়াৎ । প্রাত-  
রুথায় যো বিষ্ণুং সততং পরিপূজয়েৎ । অগ্নিষ্টোমসহস্রম্  
লভতে ফলমুত্তমং । যো বিষ্ণুং প্রয়তো ভূত্বা সাংকালে  
সমৰ্চয়েৎ । গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোতি দুৰ্লভং ।  
এবং সৰ্বাস্থ বেলাস্থ অবেলাস্থ চ কেশবং । সম্পূজয়ন্নরো

আছে যে মন্ত্রধার পক্ষে বিষ্ণুপূজা সৰ্ব ধৰ্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । সৰ্বধৰ্ম্মকার  
যজ্ঞ, তপস্যা, হোম, ও তীৰ্থস্থানে যেরূপ শ্রদ্ধা জন্মে, কেবল বিষ্ণুপূজা  
করিলে তাহার কোটিগুণ পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে । অতএব সৰ্বপ্রযত্নে  
নারায়ণের অৰ্চনা করিবে । উত্তম ব্রাহ্মণকে সমাগরা পৃথিবী দান করিলে  
যেরূপ পুণ্য জন্মে, কেবল হরির পূজা করিলে সেটরূপ শ্রদ্ধা লাভ করিতে  
পারে । যে ব্যক্তি অৰ্দ্ধমাস পর্য্যন্ত নিরন্তর হরির অৰ্চনা করে, সেই বিষ্ণু-  
ভক্ত ব্যক্তিকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবে । দিবা দ্বিপ্রহরের সময় যে  
ব্যক্তি বিষ্ণুর পূজা করে, সেই ব্যক্তি রত্নপূর্ণা পৃথিবীদানের ফল লাভ করে ।  
প্রাতঃকালে গান্ধোথান করিয়া হরির অৰ্চনা করিলে সহস্র অগ্নিষ্টোম  
বাগের ফল পাইয়া থাকে । আর সাংকালে হরির অৰ্চনা করিলে দুৰ্লভ  
গোমেধ যজ্ঞের ফল পাইতে পারে । এইরূপে ত্রিকালে হরির অৰ্চনা  
করিলে সাধকের সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে । কিন্তু যে সৰ্বকালে

ভক্তা সর্বান কামানবাশ্রয়াৎ । কিং পুনর্যোহর্ষয়েমিত্যং  
সর্বদেবনমস্কৃতং । ধন্যঃ স কৃতকৃত্যশ্চ বিষ্ণুলোকবাশ্রয়াৎ ॥

অথ শিবমন্ত্রাঃ । অথ বক্ষ্যে মহেশশ্চ মন্ত্রান্ সর্বসমৃদ্ধি-  
দান্ । যৈঃ পূর্বমুদয়ঃ প্রাপ্তাঃ শিবসায়ুজ্যমঞ্জসা ॥ সান্ত্বমৌকার  
সংযুক্তং বিন্দুভূষিতমস্তকং । প্রাসাদাখ্যো মনুঃ প্রোক্তো  
ভজতাং কামদো মণিঃ । অশ্ব পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদিমাতৃকা-  
ন্যাসান্ত্বং বিধায় (৯৬পৃ) শ্রীকণ্ঠাদিন্যাসং মাতৃকাস্থানেষু কুর্য্যাৎ  
তদ্যথা অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ । নমঃ সর্বত্র । আং  
অনন্তবিরজাভ্যাং ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাং ঈং ত্রিমূর্তিলোলা-  
ক্ষীভ্যাং উং অমরেশ্বরবর্তূলক্ষীভ্যাং ঊং অর্ঘ্যশদীর্ঘঘোণাভ্যাং  
ধাং ভারভূতিসুদীর্ঘমুখাভ্যাং ঙ্গাং অতিথীশগোমুখীভ্যাং ঞং  
স্থানুকদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং ঙ্গং হরকুণ্ডোদরীভ্যাং এং ঝিণ্টাশোঙ্ক-  
মুখীভ্যাং ঐং ভৌতিকবিকৃতমুখাভ্যাং ওং সদ্যোজাতজ্বালা-  
মুখাভ্যাং ঔং অনুগ্রহেশ্বরোক্তামুখীভ্যাং অং অকুরসুশ্রী-  
মুখাভ্যাং অঃ মহাসেনবিদ্যামুখাভ্যাং কং ক্রোধীশসর্বসিদ্ধি-

র পূজা করে, তাহার যে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহা অবলম্ব্য ।  
পরন্তু সে ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ।

এইরূপ শিবমন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । শিবের মন্ত্র সকল  
সর্ব সমৃদ্ধিপ্রদ, প্রাচীন ঋষিগণ এই মন্ত্র প্রভাবে শিবসায়ুজ্য লাভ করি-  
য়াছেন । হোং এই একাক্ষর শিবমন্ত্রের নাম প্রাসাদ বীজ, এই মন্ত্রে শিবের  
আরাধনা করিলে সাধকের সর্বকামনা পূর্ণ হয়. উক্ত মন্ত্রের পূজা প্রণালী  
এই—প্রথমে সামান্তপূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত্ব  
কর্ম করিয়া শ্রীকণ্ঠাদিন্যাস করিবে । দেহের যে যে স্থানে এবং যেরূপ  
নিয়মে মাতৃকান্যাস করিতে হয়, এই শ্রীকণ্ঠাদি জ্ঞানসেও দেহের সেই সেই  
স্থানে এবং সেই সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া জ্ঞাস করিতে হইবে ।



মহাকলীভ্যাং খং চণ্ডেশসর্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং গং পঞ্চাস্তক-  
 গোৱীভ্যাং বং শিবোত্তমত্ৰৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং ঙং একরুদ্রমন্ত্র-  
 শক্তিভ্যাং চং কুর্মাশক্তিভ্যাং ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং  
 জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং ঝং অজেশদ্রাবিণীভ্যাং ঞং সর্ব-  
 নাগরীভ্যাং টং সোমেশখেচরীভ্যাং ঠং লাক্ষ্মিমঞ্জরীভ্যাং ডং  
 দারুকরূপিণীভ্যাং ঢং অর্দ্ধনারীশ্বরবীরিণীভ্যাং ণং উমাকান্ত-  
 কাকোদরীভ্যাং তং আষাঢ়িপূতনাভ্যাং থং দণ্ডিতকালীভ্যাং  
 দং অদ্রিযোগিনীভ্যাং ধং মীনশঙ্খিনীভ্যাং নং মেঘগর্জিনীভ্যাং  
 পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং ফং শিখিকুজিনীভ্যাং বং ছগলগু-  
 কপর্দিনীভ্যাং ভং দ্বিরণ্ডেশবজ্রাভ্যাং মং মহাকাল জয়াভ্যাং  
 যং ত্রুগাঅবালিসুখেশ্বরীভ্যাং রং অসুগাঅভুজ্জেশ্বরে-  
 বতীভ্যাং লং মাংসাত্মপিণাকীশমাধবীভ্যাং বং মেদঅত্মখড়গী-  
 শবারুণীভ্যাং শং অশ্বাত্মবকেশবায়বীভ্যাং ষং মজ্জাত্মশ্বেত-  
 রক্ষোবিদ্যারিণীভ্যাং সং শুক্রাত্মভূতীশসহজাভ্যাং হং প্রাণাত্মন-  
 কুলীশলক্ষ্মীভ্যাং লং বীজাত্মশিবব্যাপিনীভ্যাং ক্ষং ক্রোধাত্ম-  
 সম্বর্তকমায়াভ্যাং ॥ সাহিত্যে দ্বিবচনবহুবচনে দ্বন্দ্বসমাসো বেতি  
 ন্যায়াদিরোধেন এবং বাক্যং । তথাচ নিবন্ধে—শ্রীকণ্ঠোহনন্ত-  
 সূক্ষ্মো চ ত্রিমূর্তিরমরেশ্বরঃ । অর্ঘীশোভারভূতিশ্চাতিথীশঃ  
 শ্মাণুকো হরঃ । ঝিণ্টাশোভৌতিকঃ সদ্যোজাতশ্চানুগ্রহেশ্বরঃ ।  
 অক্রুরশ্চ মহাসেনঃ ষোড়শস্বরমূর্তয়ঃ । ততঃ ক্রোধীশচণ্ডে-  
 শপঞ্চাস্তকশিবোত্তমাঃ । তথৈকরুদ্রকূটৈকনেত্রাঃ সচতুরা-  
 ননাঃ । অজেশঃ সর্বসোমেশস্তথালাক্ষ্মলিদারুকো । অর্দ্ধ-

কেবল মন্ত্রের প্রভেদ আছে, তাহাও মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইরাছে ।  
 এই ভাগ বিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থের অমাপ ও এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত করা হইরাছে ।

নারীশ্বরশ্চামাকান্তচাষাঢ়িদণ্ডিনো । স্যুরদ্রিমীনমেষশ্চলোহি  
 তশ্চশিখী তথা । ছগলগুদ্বিরণ্ডেশৌ সমহাকালবালিনো ।  
 ভুজঙ্গেশঃ পিণাকোশঃ খড়্গাশশ্চ বকস্তথা । শ্বেতভূষণনকুলিঃ  
 শিবঃ সম্বৰ্ত্তকস্তথা । এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা ধৃতশূলকপা-  
 লকাঃ ॥ পূর্ণোদরী শ্রাবিরজা শাল্মলী তদনন্তরং । লোলান্ধী  
 বৰ্ভুলান্ধী চ দীর্ঘঘোণা সমীরিতা । সূদীর্ঘমুখীগোমুখ্যো  
 দীর্ঘজিহ্বা তথৈব চ । কুণ্ডোদয়ুর্দ্ধমুখ্যো চ তথা বিকৃত-  
 মুখ্যপি । জ্বালামুখা ততো জ্যেষ্ঠা পশ্চাদ্ভুঙ্কামুখী স্মৃতা ।  
 সূশ্রীমুখী চ বিদ্যামুখ্যেতাঃ স্যুঃ স্বরশক্তয়ঃ । মহাকালী-  
 সরস্বত্যৌ সৰ্ব্বসিদ্ধিসমম্বিতে । গৌরী ত্রৈলোক্যবিদ্যা  
 শ্রান্নম্নশক্তিস্ততঃ পরং । আত্মক্তি ভূতমাতা তথা  
 লম্বোদরী মতা । দ্রাবিণী নাগরী ভূরঃ খেচরী চাপি  
 মঞ্জরী । রূপিণী বীরিণী পশ্চাৎ কাকোদর্য্যপি পূতনা ।  
 শ্রাদ্ধদ্রকালীযোগিন্যৌ শঙ্খিনী গর্জ্জিনী তথা । কালরাত্রিশ্চ  
 কুজিন্যা কপার্দিন্যপি বজ্রয়া । জয়া চ সূমুখেশ্বর্য্যা  
 রেবতী মাধবী ততঃ । বারুণী বায়বী প্রোক্তা পশ্চাদ্রক্ষো-  
 বিদারিণী । ততশ্চাসহজা লক্ষ্মীৰ্ব্যাপিনী মায়য়াম্বিতা ।  
 এতা রুদ্রাক্ষপীঠস্থাঃ সিন্দূরারুণবিগ্রহাঃ । রক্তোৎপল-  
 কপালাভ্যামলঙ্কৃতকরাস্মুজাঃ ॥ ততঃসামান্তপূজাপদ্ধতু্যক্ত-  
 পীঠস্থাসং কৃত্বা (৯৬পৃ)পীঠশক্তীর্ন্যসেৎ । যথা ওঁ বামায়ৈ নমঃ  
 এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্রে কালৈ কলবিকরিণ্যৈ বলবিকরিণ্যৈ

---

শ্রীকণ্ঠস্থাসের পর সামান্তপূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মে পীঠস্থাস করিয়া  
 পীঠ শক্তিস্থাস করিতে হইবে, যথা—হৃদয়ের পূর্ব্বকেশরে ওঁ বামায়ৈ নমঃ

বলপ্রমথিন্যে এতা হুংপদ্যস্ত পূর্বাদিকেশরেষু বিন্যস্ত মধ্য  
 ঔ মনোম্যন্যে নমঃ তদুপরি ঔ নমো ভগবতে সকলগুণাশ্র-  
 শক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ । তথাচ সারদায়াং—  
 বামা জ্যেষ্ঠা তথা রৌদ্রী কালী কলপদাদিকা । বিকরি-  
 গ্যাহ্বয়া প্রোক্তা বলাদ্যবিকরিণ্যথ । বলপ্রমথিনী পশ্চাৎ  
 সৰ্বভূতদমন্যপি । মনোম্যনীতিসংপ্রোক্তা সৈব পীঠাশ্র-  
 শক্তয়ঃ । নমোভগবতে পশ্চাৎ সকলাদি বদেত্ততঃ ।  
 গুণাশ্রিত্যশক্তিরূপায় ততোহনন্তায় তৎপরং । যোগপীঠাত্মনে  
 ভূয়ো নমোহস্তাদিকো মনুঃ । অমুনা মনুনা পশ্চাদাসনং  
 গিরিজাপতেঃ । মূর্তিং মূলেন সঙ্কল্য তত্রাবাহ যজেচ্ছিবং ॥  
 তত ঋষ্যাদিষ্ঠাসঃ—শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ মুখে  
 পঙক্তিচ্ছন্দসে নমঃ হৃদি সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ ।  
 সারদায়াং—বামদেবোমুনিচ্ছন্দঃ পঙক্তিদেবঃ সদাশিবঃ ।  
 ততঃ করাগ্ৰাশ্রাসো—হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং  
 হাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়্‌দীর্ঘযুক্তহকারেণ ঋনেৎ ।  
 তদুক্তং ষড়্‌দীর্ঘযুক্তবীজেন ষড়্‌ঙ্গবিধিরীরিতঃ । তত ঈশা-

আগ্নেয় কেশরে ঔ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, এইরূপে দক্ষিণ কেশরে রৌদ্রায়ৈ নমঃ  
 নৈঋত কেশরে কাটোয়া, পশ্চিম কেশরে কলবিকরিণ্যে, বায়ুকেশরে বল  
 বিকরিণ্যে, উত্তর কেশরে বলপ্রমথিন্যে, ঈশান কেশরে সৰ্বভূতদমন্যে  
 হুংপদ্যমধ্যে ঔ নারায়ণ্যে নমঃ এবং তদুপরি ঔ নমো ভগবতে সকল  
 গুণাশ্রিত্যশক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ, এই সকল মন্ত্রে ঋসি  
 করিবে । এই পীঠ শক্তিষ্ঠাসবিষয়ে সারদাতিলকের লিখিত প্রমাণ এই  
 স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । তৎপরে মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিষ্ঠাস  
 করিবে । অনন্তর হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং হাং হৃদয়ায় নমঃ  
 ইত্যাদিরূপে করাগ্ৰাশ্রাস করিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে ঈশানাди



নাদ্যাঃ পঞ্চমূর্তীর্ন্যাসেৎ করয়োরঙ্গুষ্ঠাদ্যঙ্গুলীষু যথা—অঙ্গুষ্ঠয়োঃ  
 হোং ঈশানায় নমঃ তর্জ্জণ্যোঃ হেং তৎপুরুষায় নমঃ মধ্য-  
 ময়োঃ হ্রঁ অঘোরায় নমঃ অনামিকয়োঃ হিং বামদেবায় নমঃ  
 কনিষ্ঠয়োঃ হং সদ্যোজাতায় নমঃ । তথাচ—ঈশানাঙ্গীর্ন্য-  
 সেম্ম ভৌরঙ্গুষ্ঠাদিষু দেশিকঃ । ঈশানাখ্যং তৎপুরুষমঘোরং  
 তদনন্তরং । বামদেবাহ্বয়ং পশ্চাৎ সদ্যোজাতং ক্রমাৎ হিঃ ।  
 ওকারাদ্যোঃ পঞ্চভুজৈর্বিবলোমাৎ সংযুতং বিয়ৎ । তত্তদ-  
 ঙ্গুলীভির্ভূয়স্তত্ত্বীজাদিকান্ ন্যাসেৎ । ততস্তত্তদঙ্গুলীভিঃ হোং  
 ঈশানায় নমঃ ইত্যাদি । শিরোবদনহৃদগুহপাদেষু পঞ্চমূর্তী-  
 র্ন্যাসেৎ । তত উর্দ্ধপ্রাগ্দক্ষিণপশ্চিমোত্তরেষু মুখেষু তত্তঙ্গুলী-  
 ভিস্তৃষ্ণ তীর্ন্যাসেৎ । শূদ্রস্তেতৎপর্যন্তং ন্যাসং কৃৎস্না'ধ্যায়েৎ  
 অন্ত্রানধিকারাৎ । তত উর্দ্ধপ্রাগ্দক্ষিণপশ্চিমোত্তরমুখেষু  
 ঈশানস্ত পঞ্চকলাঃ পঞ্চব্রহ্মাচঃ পদাদিকাঃ প্রণবাদিনমো-  
 হন্তা ন্যাসেৎ । তদ্যথা—ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যে

পঞ্চমূর্তিন্যাস করিবে । এই ক্রাসের প্রণালী, মন্ত্র ও অস্ত্রান্ত তন্ত্রোক্ত  
 ক্রমাণ মূলে লিখিত হইরাছে । পরে পুনর্বার পঞ্চমূর্তিন্যাস করিয়া  
 মস্তকে অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি দ্বারা হোং ঈশানায় নমঃ, মুখে তর্জ্জনী দ্বারা হেং  
 তৎপুরুষায় নমঃ, হৃদয়ে মধ্যমা দ্বারা হ্রং অঘোরায় নমঃ, গুহে অনা-  
 মিকা দ্বারা হিং বামদেবায় নমঃ, পাদে কনিষ্ঠা দ্বারা হং সদ্যোজাতায়  
 নমঃ, এই সকল মন্ত্রে পঞ্চমূর্তিন্যাস করিবে । অনন্তর উর্দ্ধমুখে অঙ্গুষ্ঠা-  
 ঙ্গুলি দ্বারা হোং ঈশানায় নমঃ, পূর্বে মুখে তর্জ্জনী দ্বারা হেং তৎ-  
 পুরুষায় নমঃ, দক্ষিণমুখে মধ্যমা দ্বারা হ্রং অঘোরায় নমঃ, পশ্চিম  
 মুখে অনামিকা দ্বারা হিং বামদেবায় নমঃ, উত্তরমুখে কনিষ্ঠা দ্বারা হং  
 সদ্যোজাতায় নমঃ, এই সকল মন্ত্রে দেবতার পঞ্চবদনে ঈশানাঙ্গি পঞ্চমূর্তি  
 ন্যাস করিবে । শূদ্রাদিরা এই পর্যন্ত ক্রাস করিয়াই ধ্যান করিবে ।  
 ইতঃপর যে সকল ক্রাস কথিত হইবে, তাহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণজন্মের অধি-

কলায়ৈ নমঃ । ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতামাং ওঁ অঙ্গদায়ৈ কলায়ৈ  
নমঃ । ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মা ওঁ ইন্দ্ৰদায়ৈ  
কলায়ৈ নমঃ শিবোমেহস্ত ওঁ মরিচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । সদা-  
শিবঃ ওঁ অংশুমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ । ততঃ পূৰ্বপশ্চিম-  
দক্ষিণোত্তরবক্ত্রেষু তৎপুরুষশ্চ চতস্রঃ কলা বিন্যসেৎ । যথা  
ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্যাহে ওঁ শান্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ । মহাদেবায়  
ধীমহি ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । তমোরুদ্রঃ ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ  
কলায়ৈ নমঃ । প্রচোদয়াৎ ওঁ নিরুত্থ্যৈ কলায়ৈ নমঃ ।  
ততোহুদয়ে গ্রীবায়াং অংশদ্বয়ে নাভৌ কুক্ষৌ পৃষ্ঠে বক্ষসি  
অঘোরশ্চাক্ষৌ কলা ন্যসেৎ । যথা ওঁ অঘোরেভ্যঃ ওঁ  
উমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । অথঘোরেভ্যঃ ওঁ মোহায়ৈ কলায়ৈ  
নমঃ । ঘোর ওঁ ক্ষমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ  
নিদ্রায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । সৰ্বতঃ সৰ্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলায়ৈ  
নমঃ । সৰ্বেভ্যঃ ওঁ মৃত্যবে কলায়ৈ নমঃ নমোন্তেহস্ত ওঁ  
ক্ষুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ রুদ্ররূপেভ্যঃ ওঁ তৃষ্ণায়ৈ কলায়ৈ  
নমঃ । ততো গুহে অণ্ডকোষে ঈরুদ্বয়ে জাহ্নুদ্বয়ে জজ্বাদ্বয়ে  
ক্ষিৰুদ্বয়ে কট্যাং পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবশ্চ ত্রয়োদশকলা ন্যসেৎ ।  
যথা ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ উৰ্জায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । জ্যেষ্ঠায়

---

কার, পূজাদিরা এই সকল ক্রিয় করিতে পারে না । তৎপরে উৰ্দ্ধ, পূৰ্ব,  
দক্ষিণ, পশ্চিম, ও উত্তর মুখে ঈশানের পঞ্চকলাভাস ; পূৰ্ব, দক্ষিণ,  
পশ্চিম ও উত্তর মুখে তৎপুরুষের চতুষ্টয় কলান্যাস ; হৃদয়ে, গ্রীবাতে,  
বক্ষদ্বয়ে, নাভিতে, উদরে, পৃষ্ঠে, ও বক্ষঃস্থলে অঘোরের অষ্ট কলান্যাস ;  
গুহে, অণ্ডকোষে, ঈরুদ্বয়ে, জাহ্নুদ্বয়ে, জজ্বাদ্বয়ে নিতম্বদ্বয়ে, কটীতে ও পার্শ্ব-  
দ্বয়ে বামদেবের ত্রয়োদশ কলান্যাস ; তৎপরে পার্শ্বদ্বয়ে, অন্তঃদ্বয়ে, নাভি-

নমঃ ওঁ রশ্ময়ে কলায়ৈ নমঃ । রুদ্রায় নমঃ ওঁ রত্নৈ-  
 কলায়ৈ নমঃ । কালায় নমঃ ওঁ কপালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ ।  
 কল ওঁ কামায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । বিকরণায় নমঃ ওঁ সংয-  
 মিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ বল ওঁ ক্রিয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । বিকর-  
 ণায় নমঃ ওঁ রুদ্ধৈ কলায়ৈ নমঃ । বল ওঁ স্থিরায়ৈ কলায়ৈ  
 নমঃ । প্রমথনায় নমঃ ওঁ রাত্ত্র্যৈ কলায়ৈ নমঃ । সৰ্বভূত-  
 দমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ । মন ওঁ মোহিন্যৈ  
 কলায়ৈ নমঃ । উন্মনায় নমঃ ওঁ জয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ ।  
 ততঃ পার্শ্বয়োঃ স্তনয়োনাংসিকায়াং মুক্ধি বাহুযুগ্মে সদ্যো-  
 জাতস্মার্টৌ কৈলা ন্যসেৎ । যথা ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি  
 ওঁ সিন্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ । সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ ঋত্ন্যৈ  
 কলায়ৈ নমঃ । ভবে ওঁ মত্ন্যৈ কলায়ৈ নমঃ । অভবে ওঁ  
 লক্ষ্ম্যৈ কলায়ৈ নমঃ । অনাদিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ  
 নমঃ ভজস্ব মাং ওঁ প্রহ্লায়ৈ কলায়ৈ নমঃ । ভব ওঁ প্রভায়ৈ  
 কলায়ৈ নমঃ । উদ্ভবায় নমঃ ওঁ সূধ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ ।  
 ততঃ পঞ্চাঙ্গুলীষু ঈশানাং পঞ্চাংগো ন্যসেৎ । ওঁ ঈশানঃ  
 সৰ্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতিব্রহ্মগোহধি-  
 পতিব্রহ্মা শিবোমেহস্তু সদাশিবোম্ । ওঁ তৎপুরুষায়  
 বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ  
 অঘোরেভ্যোহথঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সৰ্বতঃ সৰ্ব-  
 সৰ্বৈভ্যো নমস্তেহস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ । ওঁ বামদেবায় নমো  
 কাতে, মস্তকে, ও বাহুদ্বয়ে সদ্যোজাতের অষ্ট কলান্যাস করিবে । এই  
 সকল ন্যাসের মন্ত্র ও প্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে । অনন্তর  
 অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিতে ওঁ ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানাং ইত্যাদি, তর্জনীতে ওঁ তৎপুরুষায়  
 বিদ্মহে ইত্যাদি, মধ্যমাতে ওঁ অঘোরেভ্য ইত্যাদি, অনামিকাতে ওঁ বাম-



জ্যেষ্ঠায় নমঃ রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমঃ  
বলবিকরণায় নমঃ বলপ্রমথায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমঃ  
মনোহনায় নমঃ । ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায়  
বৈ নমঃ ভবেহভবেহনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ।  
এবং মূৰ্দ্ধাশ্রুহৃদয়গুহপাদেষু এতা ঋচো ন্যসেৎ । এবং  
উৰ্দ্ধপ্রাগ্দক্ষিণোদীচ্যপশ্চিমেষু মুখেষু এতাঋচো ন্যসেৎ ।  
ততোহঙ্গন্যাসান্তরং কুর্যাৎ তদ্যথা—ঐ ক্লীং ব্লুং স্ত্রীংশঃ  
সর্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ । অমৃতে তেজোমালিনে তৃপ্তয়ে  
ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা । জ্বলিতশিখিশিখায় অনাদিবোধায়  
শিখায়ৈ বষট্ । বজ্রিণে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় কবচায় হুঁ ।  
সৌঁ চৌঁ হৌঁ পরতোহলুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ।  
শ্রীং পশুং হুঁ ফট্ অনন্তশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্ । তথাচ  
জামলে—সর্বজ্ঞতাতৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্ত-  
শক্তিঃ । অনন্তশক্তিঃ চ বিভোৰ্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহরঙ্গানি মহে-  
শ্বরশ্চ ॥ এবং বিন্যস্ত ধ্যারেৎ । যথা—মূৰ্দ্ধাপাতপয়ো-  
দমৌক্তিকজবাবর্গৈশ্চুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্যকৈরঙ্কিতমীশমিন্দুমুকুটং

দেবার নমঃ ইত্যাদি এবং কনিষ্ঠাতে সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ইত্যাদি পঞ্চমস্ত্রে  
ন্যাস করিবে । উক্ত পঞ্চ মন্ত্র মূলে সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে । তৎপরে  
মূলের লিখিত মন্ত্রে অন্য প্রকার অঙ্গন্যাস করিবে । এই অঙ্গন্যাস বিষয়ে  
জামলের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । এইরূপে ন্যাস  
করিয়া ধ্যান করিতে হইবে । দেবতার আকার এইরূপ—সদাশিবের পঞ্চ  
বদনের মধ্যে কোনএকটি বদন মুক্তার ন্যায় বর্ণ, কোন বদন পীতবর্ণ, অপর  
বদন মেঘবর্ণ, অন্যবদন শ্বেতবর্ণ এবং অপর বদন কবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ।  
এই পঞ্চবদনের প্রতি বদনেই তিন তিনটি করিয়া নেত্র আছে, ইহার  
কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, এবং দেহকান্তি কোটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল । দেবের

পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং । শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনাস্ত্রাগেদ্রঘণ্টাকুশান্  
 পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্লোলান্দ্রং ভজে এবং ধ্যান-  
 মানসৈঃ সম্পূজ্য(১৪৭)অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ (১০০) । অত্র শঙ্খ-  
 নিষেধঃ । সর্বত্রৈব প্রশস্তোহজঃ শিবসূর্য্যার্চনং বিনা ইতি ।  
 ততঃ শৈবোক্তপাঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যানম্ মূলে ন মূর্তিং সঙ্কল্প্য  
 আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামার-  
 ভেৎ । যথা ঐশান্যং ওঁ ঐশানায় নমঃ পূর্বে ওঁ তৎপুরুষায়  
 নমঃ দক্ষিণে ওঁ অঘোরাय নমঃ উত্তরে ওঁ বামদেবায় নমঃ  
 পশ্চিমে ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ । ঐশানাদিকোণেষু নিরুত্বে  
 নমঃ এবং প্রতিষ্ঠায়ৈ বিদ্যায়ৈ শান্ত্যৈ । ততোহষ্টপদ্রেষু  
 পূর্ব্বাদি ওঁ অনন্তায় নমঃ এবং সূক্ষ্মায় শিবোক্তমায় এক-  
 নেত্রায় একরুদ্রায় ত্রিমূর্ত্তয়ে শ্রীকণ্ঠায় শিখণ্ডিনে তদ্বাহে  
 উত্তরাদিক্রমেণ ওঁ উমায়ৈ নমঃ এবং চণ্ডেশ্বরায় নন্দিনে  
 মহাবলায় গণেশায় বৃষায় ভৃঙ্গরীটায় স্কন্দায় তদ্বাহে পূর্ব্বা-  
 দিক্রমেণ ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ । ততোধূপাদি-  
 বিসর্জনাশ্চ কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । অস্ত্য পুরশ্চরণ পঞ্চলক্ষ-

দশ হস্তে শূল, টঙ্ক (পাষাণদারণ অস্ত্রবিশেষ) খড়্গা, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা,  
 অকুশ, পাশ, এই সকল অস্ত্র এবং এক হস্তে অভয় মুদ্রা আছে । এই  
 প্রকারে রূপ চিন্তা করিয়া ধ্যান, মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্থ্য স্থাপন  
 করিবে । শিবপূজাতে শঙ্খস্থাপনের নিষেধ আছে, অতএব তাহা করিবে  
 না । তৎপরে শৈবোক্ত পাঠপূজা করিয়া পুনর্বার ধ্যান করিবে । অন-  
 তর মূলমন্ত্রে-মূর্ত্তিপরিকল্পনাপূর্ব্বক আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত  
 সকল কৰ্ম্ম করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে । এই আবরণ দেবতার  
 নাম ও পূজাপ্রণালী মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে । পরে ধূপাদি  
 বিসর্জনাশ্চ সকল কৰ্ম্ম সমাপনকরিয়া পূজা সাজ করিবে । এই মন্ত্রের

জপঃ । তথাচ—এবং ধ্যান্য জপেন্মদ্রং পঞ্চলক্ষং মধু-  
প্লুতৈঃ । প্রসূনৈঃ করবীরোথৈর্জুহুয়াভদ্রাংশতঃ ॥

মন্ত্ৰাস্তরং । ভুবনেশী প্রণবং নমঃ শিবায় ভুবনেশী  
পুনরষ্টাকরো মধুঃ । তথাচ নিবন্ধে—ষড়ক্ষরঃ শক্তিরুদ্ধঃ  
কথিতোষ্টাকরোমধুঃ । অস্ত্র পূজা—প্রাত্যুত্যাদি-  
পূর্বোক্তপীঠমন্ত্ৰস্তং পীঠন্যাসং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্যাৎ ।  
শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ মুখে পণ্ডিতীচ্ছন্দসে নমঃ  
হৃদি উমাপত্যে নমঃ । ততঃ করাজন্যাসৌ—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং  
নমঃ । নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । মং মধ্যমাভ্যাং বষট্ । শিং  
অনামিকাভ্যাং হুঁ । বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । যং কর-  
তলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । ততোধ্যানং—  
বন্ধুকভং ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং স্মেরবক্তং বহুভং হস্তৈঃ  
শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহারং নমামি । বামোরুস্তম্ভ-

পুরস্চরণে পঞ্চলক্ষ জপ ও করবীপুষ্পদ্বারা দশাংশ অর্থাৎ পঞ্চাশং সহস্র  
হোম করিতে হইবে ।

এইক্ষণ শিবের অষ্টাকর মন্ত্ৰ ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । হ্রীং ওঁ  
নমঃ শিবায়, ইহাষ্টশিবের অষ্টাকর মন্ত্ৰ । হ্রীং নিবন্ধগ্রন্থের লিখিত এই মন্ত্ৰো-  
ক্তারের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । উক্ত মন্ত্ৰের পূজা প্রায়োগ  
এই—প্রথমে সামান্য পূজা পদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া  
পূর্বোক্ত বিধি অবলম্বনে পীঠন্যাস কর্ম সমাপন পূর্বক মূলের লিখিত মন্ত্ৰে  
ঋষ্যাদিন্যাস ও করাজন্যাস করিবে । তৎপরে ধ্যান করিতে হইবে ।  
দেবতার আকার এইরূপ—বন্ধুককুহমের ন্যায় ইহার দেহবর্ণ, ইনি  
ত্রিনয়ন, হস্ত বদন, ইহার কপালে অর্ধচন্দ্র আছে, হস্তে শূল, কপাল,  
( মধুবা মস্তক নির্মিত তিকা পাত্র ) বরমুদ্রা এবং অতরুমুদ্রা ধারণ করি-  
য়াছেন । এই দেবতার কণ্ঠে মনোহর হার, বামোক্তে নিজপ্রিয়া উপবিষ্টা



গায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎপলায়। হস্তেনাল্লিষ্টদেহংমণি-  
 ময়বিলসদ্ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ । এবং ধ্যান্তা মাননোপচারৈঃ  
 সংপূজ্যার্য্যস্থাপনং কৃৎবা শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা  
 আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজামার-  
 ভেৎ । যথা—কেশরেষ্মগ্নিনিধাতিবায়ুশানকোণেষু মধ্যে  
 চ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা মং শিখায়ৈ বষট্ শিং  
 কবচায় হুঁ বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ যং অস্ত্রায় ফট্ । ততো  
 মধ্যে পূর্ব্বাদিদিক্ষু চ ওঁ হৃল্লেক্ষায়ৈ নমঃ এবং গগনায়ৈ  
 রক্তায়ৈ করালিকায়ৈ মহোচ্ছুকায়ৈ । ততঃপত্রেষু পূর্ব্বাদি  
 বৃষভাদীন্ পূজয়েৎ । ওঁ বৃষভায় নমঃ এবং ক্ষেত্রপালায়  
 চণ্ডেশ্বরায় দুর্গায়ৈ কার্ত্তিকেয়ায় নন্দিনে বিঘ্ননাশকায় সেনা-  
 পতয়ে । ততঃ পূর্ব্বপত্রেষু উমাদীন্ পূজয়েৎ । তদ্বাছে ব্রাহ্ম্যা-  
 দ্যামাতরঃ পূজ্যাঃ । ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী কোমারী বৈষ্ণবী  
 বারাহী ইন্দ্রাণী চামুণ্ডা মহালক্ষ্মীঃ । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রা-  
 দীংশ্চ পূজয়েৎ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনান্তং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ ।  
 অশ্ব পুরশ্চরণং চতুর্দশলক্ষজপঃ । তথাচ মনুলক্ষং জপে-  
 ন্মন্তুং তদশাংশং যথাবিধি । জুহুয়ামধুরাসিতৈত্তরারথধসমি-  
 দ্বরৈঃ । আরথধঃ শোনালুঃ ॥

আছেন, তাহার এক হস্তে রক্তোৎপল এবং সর্ক্সালে মণিময় আভরণ আছে,  
 ইনি অপর হস্তদ্বারা নিজপ্রিয় শিবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন,  
 এই প্রকার রূপ চিত্তা করিতে করিতে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে  
 পূজা ও বিশেষাৰ্য্য স্থাপন পূর্ব্বক শিবোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্বার  
 ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কৰ্ম্ম সমাপনান্তে  
 আবরণ পূজা করিবে । এই পূজার আবরণ দেবতার নাম ও পূজাপ্রণালী  
 মূলে স্থাপ্যে লিখিত হইয়াছে । তৎপরে ধূপাদি বিসর্জনান্ত কৰ্ম্ম সমাপন

মন্ত্ৰাস্তরং । তারোমায়াপ্রাসাদং নমঃ শিবায়াষ্ঠাকরো  
মনুঃ । তথাচ নিবন্ধে—তারমায়াবিসম্বিন্দুমনুস্বরসমম্বিতঃ ।  
পঞ্চাকরসমাযুক্তো বহুবর্ণোমনুস্মৃতঃ । অস্ত পূজা—প্রাতঃ-  
কৃত্যাদি-শৈবোক্ত-পীঠাশাস্ত্রং বিধায় পূর্বোক্তঋষ্যাদিষ্ঠাস  
করাজ্ঞানান্ কুর্যাৎ । ততোধ্যানং—বন্দে সিন্দূরবর্ণং  
মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং ভালোদ্যমৈত্রমীশং স্মিতমুখ-  
কমলং দিব্যভূষাগ্রাগং । বামোরন্যস্তপাণেররুণকুবলয়ং  
সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়া যন্তোক্তুঙ্গস্তনাং নিহিতকরতলং বেদ-  
টঙ্কেচ্ছিতং । এবং ধ্যানা মানসৈঃ সংপূজ্য(১৪৭)অর্ঘ্যস্থাপনাদি  
পীঠপূজাস্তং বিধায়(১০০)পুনর্ধ্যান আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাজলি  
দানপর্যাস্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্যাৎ । পূর্ববদঙ্গানি সংপূজ্য

করিয়া পূজা সাজ করিবে। এই মন্ত্ৰের পুরস্চরণে চতুর্লক্ষ জপ ও যুত  
মধুশর্করায়ুক্ত শোণালু বৃক্ষের সন্নিধি দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে।

এইরূপ শিবের অষ্ট প্রকার অষ্টাকর মন্ত্ৰ ও তৎপূজা প্রণালী কথিত  
হইতেছে, ওঁ হ্রীঁ পৌঁ নমঃ শিবায়, ইহাট শিবের অপর অষ্টাকর মন্ত্ৰ ।  
এই মন্ত্ৰোচ্চারণের নিবন্ধগ্রন্থের লিখিত প্রমাণ মূলে উক্ত করা হইয়াছে ।  
এই মন্ত্ৰ দ্বারা শিবের অর্চনা করিতে হইলে প্রথমে সামান্তপূজাপদ্ধতি  
অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি ও শিবমন্ত্ৰোক্ত ঋষ্যাদিষ্ঠাস এবং করাজ্ঞান  
করিয়া ধ্যান করিবে। দেবতার আকার এইরূপ—ইহার দেহ সিন্দূরের  
ভার রক্তবর্ণ মস্তকে মণিময় মুকুট, কপালে অর্ধচন্দ্র ও একটিনেত্র ভূষণ  
রূপে আছে, মুখকমল জৈবংহাস্তযুক্ত এবং সর্বাঙ্গ বিবিধ বিভূষণে  
বিভূষিত। ইহার নিজপ্রিয়া বামোক্তে হস্তার্পণ করিয়া বামভাগে  
উপবিষ্টা আছেন, এই প্রিয়ার অপর হস্তে রক্তপদ্ম আছে। মহাদেব  
ঐ প্রিয়ার বক্তৃলাকার উচ্চ স্তনমণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া আছেন। এষ্টরূপ  
ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন পূর্বক পীঠপূজা  
এবং পুনর্বার ধ্যানাবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাজলি প্রদান পর্যাস্ত সমস্ত কার্য

পত্রেশ্বনস্তাদীন্ পত্রাগ্রেষু উমাদীন্ পূজয়েৎ । অনস্তাদয়ো  
যথা সারদায়াং—অনস্তং সূক্ষ্মনামানং শিবোত্তমমনস্তরং ।  
পশ্চাৎ শ্রীকণ্ঠনামানং শিখণ্ডিনমনস্তরং । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্  
বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কৰ্ম  
সমাপয়েৎ । অস্ত্য পুরশ্চরণমষ্টলক্ষরূপঃ । তথাচ অষ্টলক্ষং  
জপেন্নম্রং মন্ত্রী মন্ত্রবিদাংবরঃ । তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ ।  
পায়সামৈষ্যতপ্লুতৈঃ ॥

মন্ত্রাস্তরং । তারং স্থিরাসকর্ণেন্দুং ভৃগুঃ সর্গসমস্থিতঃ ।  
ত্র্যক্ষরাঙ্গা নিগদিতো মন্ত্রো মৃত্যুঞ্জয়াত্মকঃ । স্থিরা জকারঃ  
কর্ণ উকারঃ ভৃগুঃ সকারঃ । অস্ত্য পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি  
শৈবোক্তং পীঠন্যাসাস্তং বিধায় ঋষ্যাদিন্যাসং কুর্যাৎ ।  
শিরসি কঁহোলঋষয়ে নমঃ । মুখে দেবীগায়ত্রীচ্ছ দসে নমঃ ।  
হৃদি মৃত্যুঞ্জয়ায় দেবতায়ৈ নমঃ । তথাচ—ঋষিঃ কঁহোল  
দেব্যা-গায়ত্রীচ্ছন্দ ঈরিতং । মৃত্যুঞ্জয়ো মহাদেবো দেব-  
তাস্ত্য প্রকীৰ্ত্তিতা । ততঃ করান্ন্যাসৌ—সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং  
নমঃ । সীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্ ।

সমাপনান্তে আবরণ পূজা করিবে । অগ্রে পূর্বপ্রণালীতে বড়পূজা করিয়া  
ওঁ অনস্তায় নমঃ ওঁ সূক্ষ্মনায়ে নমঃ ওঁ শিবোত্তমায় নমঃ ওঁ শ্রীকণ্ঠায়  
নমঃ ওঁ শিখণ্ডিনে নমঃ এই সকল পূজা করিয়া পূর্ববৎ উমাদির পূজা  
করিবে । তৎপরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জনাস্ত  
কৰ্ম সমাপন করিবে । এই মন্ত্রের পুরশ্রবণে অষ্ট লক্ষ রূপ ও মৃত্যুঞ্জিত  
পায়স দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিবে ।

এইক্ষণ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । ওঁ জুং সঃ এই  
ত্র্যক্ষর মন্ত্রে মৃত্যুঞ্জয় শিবের পূজাদি করিবে । এই পূজার প্রথমে প্রাতঃ  
কৃত্যাদি এবং শিব পূজাপদ্ধতি ক্রমে পীঠন্যাসাস্ত কৰ্ম করিয়া মূলের লিখিত



সৈং অনামিকাভ্যাং হ্ । সোঁ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ । সঃ  
করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু ষড়্ দীর্ঘভাক্সা  
সকারেণ কুর্যাৎ । তথাচ নিবন্ধে—ভৃগুণা দীর্ঘযুক্তেন  
কুর্যাদঙ্গক্রিয়াং মনোঃ । ততো ধ্যানং—চন্দ্রাৰ্কাগ্নিবিলো-  
চনং স্মিতমুখং পদ্মদয়াস্তঃস্থিতং মুদ্রাপাশযুগাক্ষসূত্রবিলম্ব-  
পাণিং হিমাংশুপ্রভং । কোটিরেন্দুগলংস্থধাপ্লুততনুং হারা-  
দিভূষোজ্জ্বলং কান্ত্য। বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং  
ভাবয়েৎ ॥ এবং ধ্যানত্ৰা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) অৰ্য্যস্থাপনাদি  
পীঠপূজাং বিধায় (১০০) পুনৰ্ধ্যাত্ৰা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি-  
দানপর্য্যন্তং বিধায়াবরণপূজাং কুর্যাৎ । তদ্যথা কেশরেষু  
অগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্ষু চ সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা  
ষড়ঙ্গানি সংপূজ্য তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ ।  
ততো ধূপাদি-বিসৰ্জ্জনান্তং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । অশ্রু পুরশ্চরণং  
লক্ষত্রয়জপঃ । তথাচ—গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদশাংশং  
বিশালধীঃ । জুহুয়াদমৃতাতথৈঃ শুদ্ধদুষ্কাজ্যলোড়িতৈঃ ॥

মন্ত্রে ঋষ্যাদিত্রাস ও করাজ্ঞাস করিবে । অনন্তর ধ্যান করিতে হইবে ।  
দেবতার আকার এইরূপ—মৃত্যুঞ্জয়ের চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি স্বরূপ তিনটি নরন  
আছে, ইনি হস্তবদন এবং পদ্মোপরি উপবিষ্ট । ইহার হস্তে মুদ্রা, পাশ,  
যুগ ও জপমালা আছে, চন্দ্রের জাগ্র ইহার দেহপ্রভা, সৰ্ব্বাঙ্গ চন্দ্রবিগলিত  
স্থধাধারায় আপ্লুত ও হারাদি বিবিধভূষণে ভূষিত । ইহার দেহকাণ্ডি  
ছায়াজগৎ বিমোহিতহইতেছে । এইরূপ পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে ভজনাকরিবে ।  
এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষাৰ্য্য স্থাপন পূৰ্ব্বক  
পীঠপূজা, পুনৰ্কার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে সপ্ত  
কৰ্ম্ম সমাপনান্তে আবরণ পূজা করিবে । কেশরে অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে এবং  
পূৰ্ব্বাদি দিক্চতুষ্কোণে সাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি ষড়ঙ্গপূজা করিয়া তদ্বাহ্যে

অথাপরমন্ত্রঃ । হৃদয়ং বপরং সাক্ষি লন্তোহনস্তান্বিতো  
 মরুৎ । পঞ্চাকরোমনুঃ প্রোক্তস্তারাদ্যোহস্রং ষড়ঙ্করঃ ।  
 অশ্রু পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি-শৈবোক্তপীঠমন্ত্রস্তং সমাপ্য ঋষ্যাদি-  
 ন্যাসং কুর্য্যাৎ । শিরসি বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ । মুখে  
 পঙ্কতিচ্ছন্দসে নমঃ । হৃদি ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ ।  
 ততো মূর্তিন্যাসঃ । অর্জুন্যোঃ নং তৎপুরুষায় নমঃ ।  
 মধ্যময়োঃ মং অঘোরায় নমঃ । কনিষ্ঠয়োঃ শিং সদ্যো-  
 জাতায় নমঃ । অনামিকয়োঃ বাং বামদেবায়নমঃ । অঙ্গুষ্ঠয়োঃ  
 যং ঈশানায় নমঃ । তথাচ নিবন্ধে—তাঃ স্ত্যস্তৎপুরুষাঘোর-  
 সদ্যোবামেশসংজ্ঞকাঃ । মন্ত্রবর্ণাদিকা ন্যস্তেৎ পঞ্চমূর্তিষথা-  
 ক্রমং । তর্জনীমধ্যয়োরন্ত্যানামিকাস্থুষ্ঠকে পুনঃ । এবং  
 বক্ত্রে হৃদয়ে পাদদ্বয়ে গুহে মূর্ধ্নি তা ন্যসেৎ । এবং প্রাগ্-  
 যাম্যবারুণোদীচ্যমধ্যবক্ত্রেষু তা ন্যসেৎ । ততঃ করাস্ত্যাসৌ  
 ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ । নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি ।  
 এবং হৃদয়াদিষু । তথাচ নিবন্ধে—ষড়্ভির্বর্গৈঃ ষড়ঙ্গানি

ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে । তৎপরে ধূপাদি বিসর্জনান্তে সমস্ত কর্ম  
 সমাপন করিয়া পূজা সাক্ষ করিবে । এই মন্ত্রের পুরস্করণে তিন লক্ষ  
 জপ ও ত্রয় মিশ্রিত গুড়চৌলতা দ্বারা জপের দশাংগ সংখ্যায় হোম করিবে ।

এইক্ষণ শিবের পঞ্চাকর ও ষড়ঙ্কর মন্ত্র এবং ত্র্যম্বকাদি কথিত  
 হইতেছে । নমঃ শিবায়, ইহাই পঞ্চাকর এবং ওঁ নমঃ শিবায়, ইহাই  
 ষড়ঙ্কর মন্ত্র । উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্রে শিবের পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্ত্র  
 পূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া শিবপূজা পদ্ধতি  
 ক্রমে পীঠস্থাপন কর্ম করিবে । তৎপরে মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদি-  
 ন্যাস ও মূর্তিন্যাস করিবে । এই ন্যাস বিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থের লিখিত প্রমাণ  
 মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । অনন্তর মুখে নং নমঃ হৃদয়ে মং নমঃ পাদ-

কুৰ্য্যান্মন্ত্ৰস্ত দেশিকঃ । ততো গোলকন্যাসঃ—হুদি ও  
নমঃ বক্তে নং নমঃ অংশয়োঃ মং নমঃ শিং নমঃ উৰ্ব্বোঃ  
বাং নমঃ রং নমঃ । এবং কণ্ঠে নাভৌ পার্শ্বদ্বয়ে পৃষ্ঠে  
হুদি মুক্তি বদনে নেত্রয়োঃ নসোঃ । এবং করপৎসন্ধিবু  
সাশ্রেষু । এবং শিরোবদনহৃৎকৃষ্ণি-উরুপাদদ্বয়েষু চ । এবং  
হুদি বক্তে টঙ্কমুগাভয়বরেষু । এবং বক্ত্রাংশহৃৎপাদোৰু-  
জঠরেষু । ততঃ পুনরপি মুক্তি ভালোদরহৃৎগুহেষু চ তাঃ  
পঞ্চমূর্তীর্নসেৎ । ততো ব্যাপকন্যাসং কুৰ্য্যাৎ । ওঁ নমো-  
হস্ত স্থানুভূতায় জ্যোতির্লিঙ্গায়ুতায়নে । চতুর্মূর্তিবপুচ্ছায়া-  
ভাসিতাঙ্গায় শস্তবে । ইত্যেনেং ব্যাপকং কুৰ্য্যাৎ । ততো  
ধ্যানং । ধ্যায়েমিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চাক্ষুচন্দ্রা-

দ্বয়ে শিং নমঃ গুহো বাং নমঃ মস্তকে যং নমঃ পুনর্বার পূর্ব বদনে নং  
নমঃ দক্ষিণ বদনে মং নমঃ পশ্চিম বদনে শিং নমঃ উত্তর বদনে বাং নমঃ  
উদ্ধ বদনে রং নমঃ । এইরূপে স্তাস করিয়া করাজস্তাস করিবে । পঞ্চাঙ্গর  
মন্ত্রে শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি এবং শাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । এবং  
বড়কর মন্ত্রে ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । মং মধ্যমাভ্যাং  
বষট্ শিং অনামিকাভ্যাং হং বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ রং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং  
অঙ্গার কট্ এং ওঁ হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা, মং শিখাটয় বষট্  
শিং কবচার ই, বাং মেত্রজয়ায় বৌষট্ রং করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গার কট্ ।  
এইরূপে করাজস্তাস করিবে । অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে গোলকস্তাস  
করিতে হইবে । তৎপরে কণ্ঠে ওঁ নমঃ, মুখে নং নমঃ, দক্ষনেত্রে মং নমঃ  
বামনেত্রে শিং নমঃ দক্ষিণ নাসিকায় বাং নমঃ বাম নাসিকায় রং নমঃ ।  
তৎপরে হস্তপদ পদ্ধিতে হস্তপাদ্যাগ্রে এবং হৃদয়াদি মূলের লিখিত স্থান  
সকলে উক্ত বর্ণ সকল পুনঃ পুনঃ স্তাস করিবে । অনন্ত মূলের লিখিত  
নমোহস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপকস্তাস করিয়া ধ্যান করিবে । দেবতার আকার  
এইরূপ—রজত পর্বতের স্তায় ইহার বহুকাষ্ঠি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র আছে ।



বতংসং রত্নাকম্লোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং ।  
 পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাক্রান্তকৃতিং বসানং বিশ্বাদ্যং  
 বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥ এবং ধ্যানা  
 মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্য্যাৎ (১০০) । ততঃ  
 শৈবোক্তপীঠপূজাং বিধায় পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদি-পঞ্চপুষ্পাজ্জলি-  
 দানপর্য্যন্তং বিধায় আবরণপূজামারভেৎ । যথা—কর্ণিকায়াং  
 পূর্ব্ববদীশানাди-পঞ্চমূর্ত্তীঃ সংপূজ্য কেশরেষু নিবৃত্তাদিকনাঃ  
 পূর্ব্ববৎ পূজয়েৎ । ততোহগ্ন্যাদিকোণেষু মধ্যে দিক্শু চ ওঁ  
 হৃদয়ায় নমঃ নং শিরসে স্বাহা মং শিখায়ৈ বষট্ শিং কবচায়  
 হুঁ বাৎ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ । যং অস্ত্রায় ফট্ । ইতি  
 পূজয়েৎ । ততঃ পূর্ব্ববদনস্তাদীন্ পূজয়েৎ । ততঃ উত্তরাদি-  
 ক্রমেণ বামাবর্ত্তেন উমাদীন্ পূজয়েৎ । তদ্বহিরিন্দ্রাদীন্

রত্নরাশির স্তায় সমুজ্জ্বল দেহ, হস্তে কুঠার, মুগ, বর ও অভয় মুদ্রা  
 আছে, ইনি প্রসন্নবদন, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, ইহার পরিধান ব্যাক্রান্তকৃতি,  
 এবং চতুর্দিকে দেবগণ স্তব করিতেছেন, ইনি জগতের আদি, জগৎ কারণ  
 এবং ভুবনের নিখিল ভয় হরণ করেন । এই দেবতার পঞ্চ বদন এবং প্রতি  
 বদনে তিনটি করিয়া নেত্র আছে । এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসো-  
 পচারে পূজা ও বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন পূর্ব্বক পীঠপূজা, পুনর্বার ধ্যান ও আবাহ-  
 নাদি পঞ্চ পুষ্পাজ্জলি প্রদান পর্য্যন্ত সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা-  
 করিবে । কর্ণিকাতে ওঁ ঈশানায় নমঃ ওঁ তৎপুরুষায় নমঃ ওঁ অঘো-  
 রায় নমঃ ওঁ বামদেবায় নমঃ ওঁ সন্দোজাতায় নমঃ এই পঞ্চমূর্ত্তির পূজা  
 করিয়া কেশরে ওঁ নিবৃত্ত্য নমঃ এইরূপে প্রতিষ্ঠাটের, বিন্দ্যাটের শাষ্ট্য  
 নমঃ এই সকল পূজা করিবে । অগ্ন্যাদি চতুর্কোণে, মধ্যে এবং পূর্ব্বাদি  
 দিক্চতুষ্টয়ে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত বহুদপূজা করিতে  
 হইবে । পরে অনস্তায় নমঃ সূক্ষ্মায়, নিরোত্তমায়, একনেত্রায় একবক্ত্রায় ত্রি-  
 মূর্ত্তয়ে ত্রীকটায় ও নিখণ্ডিনে নমঃ এইসকল পূজাকরিয়া উত্তরাধিক্রমবাম-

বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ । ততো ধূপাদি-বিসর্জনাস্তং কৰ্ম  
সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং ষট্ ত্রিংশলক্ষজপঃ । পায়সৈ-  
রাজ্যসংঘিষ্ঠৈঃ ষট্ ত্রিংশৎসহস্রহোমঃ । তথাচ—তত্ত্বলক্ষং  
জপেন্মত্ত্বং দীক্ষিতঃ শৈববর্জনা । তাবৎসংখ্যাসহস্রাণি  
জুহুয়াৎ পায়সৈঃ শুভৈঃ । অত্র তত্ত্বশব্দেন ষট্ ত্রিংশত্ত্ব-  
মুচ্যতে অন্তরঙ্গত্বাৎ ॥

অথ দুর্গামন্ত্রাঃ ॥ অথ দুর্গামনূন্ বক্ষ্যে দৃষ্টাদৃষ্টফলপ্রদান্ ।  
মায়াত্রিকর্ণবিন্ধাত্যো ভূয়োহসৌ সর্গবান্ ভবেৎ । পঞ্চাস্তকঃ  
প্রতিষ্ঠাবান্ মারুতো ভৌতিকাসনঃ । তারাদিহৃদয়াস্তোত্রয়ং  
মন্ত্ৰো বস্করাস্তকঃ । অদ্রির্দকারঃ বর্ণাত্য উকারঃ পঞ্চাস্ত-  
কোগকারঃ প্রতিষ্ঠা আকারঃ মারুতো যকারঃ ভৌতিক  
ঐকারঃ । ততো মায়া স্ববীজঞ্চ দুর্গায়ৈ হৃদয়ং ততঃ । ইতি  
ভট্টঃ ॥ অশ্বাঃ পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদিপীঠস্থাসাস্তং  
বিধায় (৯৬পৃ) হুৎপদ্যশ্চ কেশরেষু মধ্যে চ পীঠশক্তির্ন্যসেৎ ।

ভাগে ওঁ উমায়ৈ নমঃ এইরূপে চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাবলায়, সুবায়,  
ভৃঙ্গরীটার ও কঙ্কার নমঃ এইরূপে পূজা করিয়া ইত্যাদি ও বজ্রাদির পূজা  
করিবে অনন্তর ধূপাদি বিসর্জনান্ত কৰ্ম সমাপন করিয়া পূজা সাজ করিবে ।  
এই বিবিধ মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষট্ ত্রিংশৎ লক্ষ জপ ও ঘূর্তারিত পায়স দ্বারা  
ষট্ ত্রিংশৎ সহস্র হোম করিবে ।

এইরূপ দুর্গা মন্ত্র ও পূজাবিধি কথিত হইতেছে । দুর্গামন্ত্রে আরাধনা  
করিলে সর্বপ্রকার ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ওঁ হ্রীং হুং দুর্গায়ৈ নমঃ,  
ইহাই দুর্গার অষ্টোক্ত মন্ত্র । রাখবতট্টাদিষুচ এই মন্ত্রোক্তারের প্রমাণ  
মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । এই মন্ত্রে দুর্গার পূজা করিতে হইলে প্রথমে  
সামান্তপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠস্থাসাস্ত কৰ্ম করিয়া হৃদয় পদ্মের  
কেশরে এবং মধ্যে পীঠশক্তিষ্ঠাস করিবে । এই পীঠশক্তিষ্ঠাসের মন্ত্র ও

তদ্যথা আং প্রভাত্যৈ ঐং মায়ায়ৈ উং জয়ায়ৈ এং সূক্ষ্মায়ৈ  
 ঐঁ বিশুদ্ধায়ৈ ওঁ নন্দিন্যৈ ওঁ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ । নমঃ সর্বত্র ।  
 তদুপরি ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ  
 ইতি ন্যাসেৎ । তথাচ নিবন্ধে—প্রভা মায়া জয়া সূক্ষ্মা  
 বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ । সুপ্রভা বিজয়া সর্বসিদ্ধিদা নব-  
 শক্তয়ঃ । অজ্জ্ভি হ্রস্বত্রয়কীবরহিতৈঃ পূজয়েদিমাঃ । প্রনবা-  
 বস্তুরং বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় চ । মহাসিংহায় বর্ষান্তঃ নতিঃ  
 সিংহমনুর্মতঃ । দদ্যাদাসনমেতেন মূর্ত্তিং মূলেন কল্পয়েৎ ।  
 ততঃ ঋষ্যাদিষ্ঠাসঃ । তদ্যথা—শিরসি নারদঋষয়ে নমঃ  
 মুখে গায়ত্রীচ্ছদসে নমঃ হৃদি দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ ।  
 তথাচ নিবন্ধে—ঋষিঃ শ্রুন্ন্যারদশ্ছন্দো গায়ত্রী দেবতা  
 মনোঃ । দুর্গা সমীরিতা সন্তি দুর্জিতাপম্বিবারিণীতি । ততঃ  
 করাস্ত্যাসো—হ্রীঁ । ওঁ হ্রীঁ ছুঁ দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ  
 হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ছুঁ দুর্গায়ৈ তর্জনীভ্যাং স্বাহা । হ্রুঁ ওঁ হ্রীঁ ছুঁ  
 দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্ । হ্রৌঁ ওঁ হ্রীঁ ছুঁ দুর্গায়ৈ অনামি-  
 কাভ্যাং হুঁ । হ্রৌঁ ওঁ হ্রীঁ ছুঁ দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ।  
 হ্রঃ ওঁ হ্রীঁ ছুঁ দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়া-  
 দিষু হ্রীঁ ওঁ হ্রীঁ ছুঁ দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । তথাচ  
 নিবন্ধে—নমস্কারবিমুক্তেন মূলমস্ত্রেণ সাধকঃ । হ্রামাদৈঃ সহ  
 কুব্বীত ষড়ঙ্গানি যথাবিধি । ততো ধ্যানং—সিংহস্থা শনি-

---

প্রণালী মূলে স্পষ্ট লিখিত হইরাছে এবং এই ক্রাস বিধরে নিবন্ধ গ্রহের  
 লিখিত বচন মূলে উদ্ধৃত করা হইরাছে । তৎপরে মূলের লিখিত মস্ত্রে  
 ঋষ্যাদিষ্ঠাস ও করাস্ত্যাস করিয়া ধ্যান করিবে । দেবীর আকার এই-  
 রূপ—দুর্গাদেবী সিংহের উপরি উপবিষ্টা আছেন । ইহার কপালে অর্ধ-



শেখরা মরকতশ্রেণী চতুর্ভিষুভৈঃ । শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ  
দধন্তী নৈত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা । আযুক্তাসদহারকঙ্কণ-  
রপংকাঞ্চীকশম্পূরা । দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্ল-  
সংকুণ্ডলা । এবং ধ্যান্তা মানসৈঃ সংপূজ্য (১৪৭) শঙ্খস্থাপনং  
কুর্য্যাৎ । (১০০) ততঃ পীঠপূজাং কৃত্বা কেশরেণু মध्ये চ আং  
প্রভাত্যৈ ঐং মারাত্যৈ উং জয়াত্যাঁ এং সূক্ষ্মাত্যাঁ ঐঁ বিশুদ্ধাত্যাঁ  
ওঁ নন্দিত্যাঁ ওঁ সুপ্রভাত্যাঁ অং বিজয়াত্যাঁ অঃ সর্বসিদ্ধিদাত্যাঁ  
তদুপরি বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ ইতি  
পূজয়েৎ । তথাচ—অজ্জতি হ্রস্বত্রেরকীবরহিতৈঃ পূজয়ে-  
দিমাঃ । প্রণবানন্তরং বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় চ । মহাসিংহায়  
বর্ষাক্তং নতিঃ সিংহমনুশ্রুতঃ । দদ্যাদাসনমেতেন মূর্তিং  
মূলেন কল্পয়েৎ । ততঃ পুনর্ধ্যাত্বা আবাহনাদিপঞ্চপুষ্পা-  
ঞ্জলিদানপর্যাস্তং বিধায় আবরণপূজামারভেৎ । তদ্যথা—  
অগ্নিনিষ্ঠাতিবায়ুশানকোণেষু মध्ये দিক্ষুচ হ্রাঁ ওঁ হ্রীঁ দুঁ  
দুর্গাত্যাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ । ততঃ পাত্রেষু

চক্র, মরকতমণির জার দেহকান্তি । টাঁর চারি হস্ত, ঐ সকল হস্তে শঙ্খ,  
চক্র, ধনু ও বাণ আছে । দেবীর তিনটি নয়ন । ইনি যুক্তাহার, বলয়,  
কঙ্কণ, কাঞ্চীশূণ, ম্পূরাদি বিবিধ অলঙ্কারে শোভা পাইতেছেন, এই দেবতা  
সাধকের দুর্গতি হরণ করেন, ইহার কর্ণে রত্ন নির্মিত কুণ্ডল আছে । এই  
প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষার্থা স্থাপন করিবে ।  
তৎপরে পীঠপূজা করিয়া পুনর্বার পূর্ববৎ ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ  
পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পর্যাস্ত সমস্ত কৰ্ম সমাপন পূর্বক আবরণ পূজা করিবে ।  
অগ্নিনিষ্ঠা কোণচতুর্ভৈঃ ও পূর্বাদি চতুর্দিকে ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গাত্যাঁ হৃদ-  
য়ায় নমঃ ইত্যাদি প্রকারে বহুপূজা করিয়া পাত্রট অঃ জয়াত্যাঁ নমঃ  
ইত্যাদি পূজা করিতে হইবে । অনন্তর পত্রের বহির্ভাগে ইত্যাদিক-

জং জয়্যায়ৈ বিং বিজয়্যায়ৈ কীং কীর্ত্ত্যৈ শ্রীং শ্রীত্য়ৈ ঞং  
 প্রভায়ৈ শুং শুদ্ধায়ৈ ক্রং ক্রত্য়ৈ মং মেধায়ৈ । পত্রেবু ওঁ  
 শঙ্খায় চক্রায় গদায়ৈ খড়্গায় পাশায় অঙ্কুশায় চাপায়  
 শরায় । তদ্বাহে ইন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েৎ । ততো-  
 ধূপাদিবিসর্জনাস্তং কৰ্ম্ম সমাপয়েৎ । অশ্ব পুরশ্চরণমষ্টলক্ষ-  
 জপঃ । তথাচ—বহুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তিলৈশ্চধুরলোড়িতৈঃ ।  
 পয়সা বা জুহুয়াত্তৎসহস্রং বিজিতেन्द्रিয়ঃ । তেন বাচনি-  
 কোহষ্টসহস্রহোমঃ ॥

অথ জয়দুর্গামন্ত্রাঃ ॥ তারোদুর্গে যুগং রক্তমন্ত্যোঢ়াস্তং  
 সলোচনং । দ্বিষ্ঠান্তোজয়দুর্গেয়ং বিদ্যা বেদ্যা দশাক্ষরী ॥  
 অশ্বাঃ পূজা—প্রাতঃকৃত্যাদি দুর্গামন্ত্রোক্তং ঋষ্যাদিন্যাসাস্তং  
 কৰ্ম্ম কৃত্বা করাস্ত্যাসৌ কুর্য্যাৎ । যথা—ওঁ দুর্গে অমৃষ্ঠাভ্যাং  
 নমঃ দুর্গে তর্জনীভ্যাং স্বাহা দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং হুঁ ওঁ দুর্গে  
 দুর্গে রক্ষণি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি  
 করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ । এবং হৃদয়াদিষু । তথাচ নিবন্ধে—

পাল ও বজ্রাদিঅস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদিবিসর্জনাস্ত কৰ্ম্ম সমাপন  
 করিবে । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্টলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং মধুমিশ্রিত  
 তিল অথবা দুগ্ধ দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিবে ।

এইক্ষণ জয়দুর্গা মন্ত্র ও তৎপূজাদি কথিত হইতেছে । ওঁ দুর্গে দুর্গে  
 রক্ষণি স্বাহা এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে জয় দুর্গার পূজাদি করিবে । পূজার  
 প্রথমে সামান্তপূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি ও দুর্গা মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদি-  
 ন্যাসাস্ত সমস্ত কৰ্ম্ম করিয়া করাস্ত্যাস করিবে । যথা ওঁ দুর্গে অমৃষ্ঠাভ্যাং  
 নমঃ ইত্যাদি মূলের লিখিত প্রণালী ক্রমে করস্ত্যাস করিয়া ওঁ দুর্গে হৃদয়ার  
 নমঃ ইত্যাদিরূপে ষড়ঙ্গস্ত্যাস করিতে হইবে । এই স্ত্যাস বিষয়ে নিবন্ধগ্রন্থের  
 লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । তৎপরে ধ্যান করিতে হইবে ।

তারাদি দুর্গে হৃদয়ং দুর্গে চ শির ঈরিতং । দুর্গায়ৈ  
স্বাচ্ছিবাবর্ম ভূতরক্ষণি কীর্তিতং । তারাদি দুর্গে দ্বিতয়ং  
রক্ষণ্যমুদীরিতং । ততোধ্যানং । কালান্ধ্রাভাং কটাক্ষৈর-  
রিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং শঙ্খং চক্রং কুপাণং  
ত্রিশিখমপিকরৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাং । সিংহকক্ষাধিক্রুতাং  
ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং ধ্যায়েদুর্গাং জয়াখ্যাং  
ত্রিদশপরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥ এবং ধ্যান্য মানসৈঃ  
সংপূজ্য (১৪৭) অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্যাৎ (১০০) । ততঃ পূর্বোক্ত  
পীঠপূজাং বিধায় পূর্ববৎ পূজাং কুর্যাৎ । অস্ত পুরশ্চরণং  
পঞ্চলক্ষজপঃ । যতেন দশাংশহোমঃ । তথাচ নিবন্ধে—  
বাণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং যতেন জুহুয়াত্ততঃ । দশাংশং সংস্কৃতে  
বহৌ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ । অষ্টাক্ষরোদিতৈ পীঠৈ পূর্ববৎ  
পূজয়েৎ সুধীঃ ॥

অথ মন্ত্রান্তুরানি । খাস্তবীজং সমুদ্রত্যা বামকর্ণাভি-  
দেবীর আকার এইরূপ—নীলবর্ণ মেঘের ত্যায় জয়দুর্গাদেবীর শরীরের  
আভা, ইনি কটাক্ষে অরিকুলের ভয় উৎপাদন করিতেছেন, ইহার কপালে  
অর্দ্ধচন্দ্র নিবন্ধ আছে, দেবীর চারি হস্ত, এই সকল হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ  
এবং ত্রিশূল ধারণ করিয়াছেন, ইনি ত্রিনয়না এবং সিংহকক্ষোপরি উপ-  
বিষ্টা, ইহার তেজ ত্রিভুবনে পরিপূর্ণ আছে, ইনি দেবগণে পরিবৃত্তা  
আছেন । সিদ্ধিকামী ব্যক্তিরা জয়দুর্গার সেবা করিয়া থাকে । এই  
প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও বিশেষাৰ্ঘ্য স্থাপন করিবে ।  
পরে পূর্ববৎ পীঠস্ত্যাস, পুনর্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান  
পর্বাঙ্ক সমস্ত কৰ্ম সমাপনান্তে পূজা সাজ করিবে । এই জয়দুর্গা মন্ত্রের  
পুরশ্চরণ করিতে হইলে পঞ্চলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া বৃত্তদ্বারা অপের দশাংশ  
সংখ্যায় হোম করিবে ।

এইকণ দুর্গার অন্তান্ত মন্ত্র ও পূজা প্রণালী কথিত হইতেছে । দুই এই



ভূষিতং । ইন্দুরিন্দুসমায়ুক্তং বীজং পরমদুর্লভং । চতুর্ভুগ-  
প্রদং সাক্ষান্ধাপাতকনাশনং । একাক্ষরীসমা নাস্তি বিদ্যা  
ত্রিভুবনে প্রিয়ে । বিনা গন্ধৈর্বিবনা পুষ্পৈর্বিবনা হোমপুরঃ-  
সরৈঃ । বিনায়াসৈশ্চহাদেবী জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা । মন্ত্রস্তাস্ত্র  
ঋষির্দেবি নারদঃ পরিকীর্তিতঃ । গায়ত্রীচন্দ্র আখ্যাতং  
জগদ্ধাত্রী চ দেবতা । চতুর্ভুগপ্রদা দুর্গা সর্বসত্ত্বেষু সংস্থিতা ।  
বিবিধা সা মহাবিদ্যা তৎ শৃণু গণেশ্বরী । কূর্চ্চাদ্যাং বা  
জপেদ্বিদ্যাং তদন্তে বহিস্তন্দরী । লজ্জাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং  
ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ । বধুবীজযুতং বাপি স্বাহাস্তাং  
বা জপেৎ পুনঃ । লক্ষ্যাদ্যাং বা জপেদ্বিদ্যাং চতুর্ভুগকলা-  
প্তয়ে । বাগ্ভবাদ্যাং জপেদ্বাপি প্রণবাদ্যাং জপেৎ পুনঃ ।  
কামবীজাদিকাং বাপি ফড়ন্তাং বা জপেৎ সুধীঃ । ত্র্যক্ষরী  
বিবিধা বিদ্যা কথিতা ব্রহ্মণা পুরা । দীর্ঘশ্বরসমায়ুক্তনিজবীজানি  
পার্করতি । বিন্যাসেদাত্মনোদেহে হৃদয়াদিষু পূর্ববৎ । পূর্ব-

---

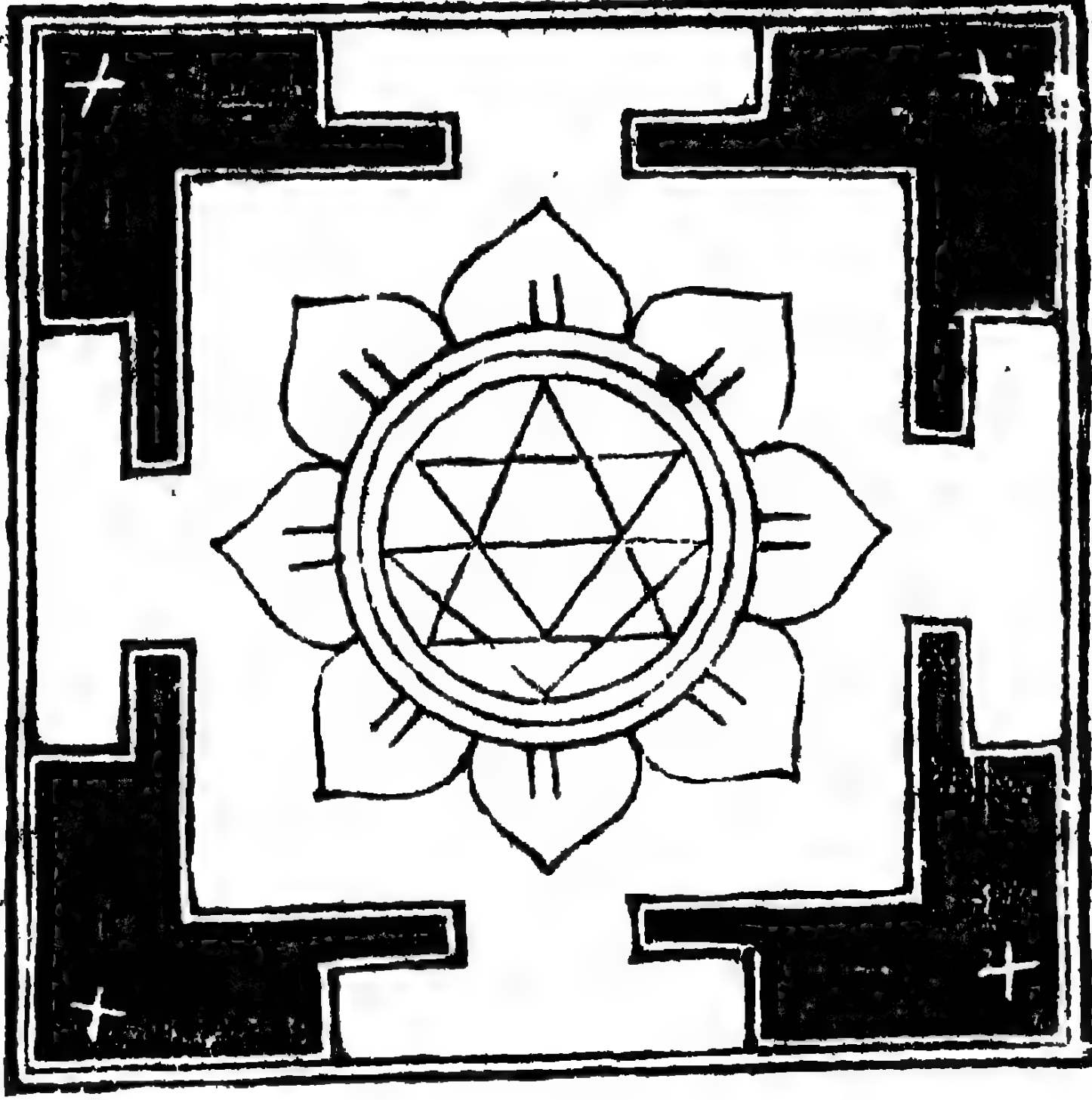
একাক্ষর দুর্গা মন্ত্র পরম দুর্লভ ও চতুর্ভুগপ্রদ । এই মন্ত্রে দুর্গার আরা-  
ধনা করিলে মতাপাতক নিনাশ পায় । ত্রিভুবনে একাক্ষর তুল্য মন্ত্র আর  
নাই, গন্ধ, পুষ্প, ও হোম ব্যতিরেকে কেবল এই মন্ত্র জপ করিলেই মন্ত্র  
সিদ্ধি হইয়া থাকে । এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, গায়ত্রী চন্দ্র এবং জগদ্ধাত্রী  
দেবতা । এই চতুর্ভুগপ্রদা দুর্গা দেবী সর্ব প্রাণীতে অবস্থিত আছেন ।  
দুর্গার মন্ত্র অনেক প্রকার উক্ত আছে, হং দুঃ স্বাহা, হ্রীং দুঃ, দুঃ কট্, ত্রীং  
দুঃ, দুঃ স্বাহা, ত্রীং দুঃ, ত্রীং দুঃ ও দুঃ, ক্রীং দুঃ এবং ক্রীং দুঃ কট্ । এই জপ  
বিবিধ ভাক্ষর মন্ত্র ব্রহ্মা বলিয়াছেন । দাং অঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ দীং তর্জনীভ্যাং  
স্বাহা, দুঃ মধ্যমাভ্যাং বষট্ তৈঃ অনামিকাভ্যাং হং, দৌঃ কনিষ্ঠাভ্যাং  
বৌষট্, দঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় কট্ । এবং দাং হৃদয়ায় নমঃ, দীং  
শিরসে স্বাহা, দুঃ শিখাটম বষট্, তৈঃ কবচায় হং, দৌঃ নেত্রদ্বয়ায় বৌষট্,

বস্ত্রাসবর্ণস্তু পূৰ্ব্বং কৰ্ম চাচরেৎ । কালীবদাচরেষিষ্ঠ্য  
জপেষিষ্ঠ্যমহর্নিশং । লক্ষস্বাদশকৈর্দেবি পুরন্দরগমীরিতং ।  
ধ্যানস্তু—সিংহস্বক্কাধিকৃতাং নানালঙ্কারভূষিতাং । চতুর্ভুজাং  
মহাদেবীং মাগজজ্যোতস্বতীং । রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্ক-  
সদৃশীং তনুং । নারদাদৈশ্বর্যুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবগেহিনীং ।  
ত্রিবলীবলরোপেতনাভিনালমুণালিনীং । রত্নদ্বীপমহাদ্বীপে  
সিংহাসননমস্বিতে । প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়ন্তাং ভব-  
গেহিনীং । দুর্গায়ন্তং প্রবক্ষ্যামি শৃণু হরবল্লভে । ত্রিকোণঃ  
বিষ্ণুসেৎ পূৰ্ব্বং নবকোণসমম্বিতং । ত্রিবিম্বসম্বিতং কার্য-  
মষ্টপত্রসমম্বিতং । ত্রিরেখাসম্বিতং কার্যং রত্নভূপুৰসংযুতং ।  
সমীকৃত্য যথোক্তেন বিলিখেষিধিনামুনা । নানাস্ত্রসংযুতং

দঃ করতল পৃষ্ঠাত্যাং অস্তায় কট্ । এইরূপে করাজঙ্ঘাস করিয়া পূর্বোক্ত  
বিধানেন অস্তায় জ্ঞান করিবে । কালী পূজা বিধানেন এই সকল যন্ত্রের  
পূজার অস্তায় কার্য করিয়া দিবা ও রাত্রিতে যন্ত্র জপ করিবে । যাদন  
লক্ষ জপে উক্ত যন্ত্র সকলের পুরন্দর হর । এই সকল যন্ত্রের পূজাতে  
ধ্যানের বিশেষ আছে, ইহাতে দেবীর এইরূপ আকার চিত্রা করিবে । দুর্গা  
দেবী সিংহের স্বকোণরি উপবিষ্টা ও বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা । ইনি চতুর্ভুজা,  
মাগজজ্যোতস্বতীধারিণী ও রক্তবস্ত্রপরিধানা । ইহার শরীর নবোদিত  
সূর্য্যের স্তায়, নারদাদি মুনিগণ এই হরগেহিনীকে সেবা করিয়া থাকেন,  
ত্রিবলী বলরাকারে ইহার নাভিপদ্মের মুণালম্বরূপে শোভা পাইতেছে ।  
দেবী রত্নবিনির্মিত মহাদ্বীপে সিংহাসনোপরি প্রফুল্লকমলে উপবিষ্টা  
আছেন । এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিবে । দুর্গাদেবীর  
পূজাতে যেসকল যন্ত্র করিয়া পূজা করিতে হয়, তাহা এই—প্রথমতঃ ত্রিকোণ  
অঙ্কিত করিয়া তাহার সহিত নব কোণ যুক্তকরিবে, ইহার বাহে তিনটি  
বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিতে হইবে । তাহাছে দুর্গা ও চতু-

লেখ্যং চক্রং মন্ত্রসম্বিতং । তত্র তাং পূজয়েদেবীং মূল-  
প্রকৃতিরূপিণীং । পদ্মহাং পূজয়েদুর্গাং সিংহপৃষ্ঠে নিষেছুবীং ।

দুর্গা যন্ত্রং



প্রভাদ্যাঃ শক্তয়ঃ পূজ্যা গন্ধাদৈর্নবকোণকে । প্রভা মায়া  
জয়া সূক্ষ্মা বিশুদ্ধা নন্দিনী পুনঃ । সুপ্রভা বিজয়া সর্বসিদ্ধিদা  
নব শক্তয়ঃ । ত্রীমাদ্যাঃ পূজয়েন্তাস্তু গন্ধচন্দনবারিণা ।  
ওঁকারং পূর্বমুচ্চার্য ত্রীংকারং তদনন্তরং । যথা পদং চতু-  
র্থ্যন্তং পূজয়েৎ ক্রমতঃ প্রিয়ে । শঙ্খপদ্মনিধী দেব্যা বাম-  
দক্ষিণযোগতঃ । পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা রক্তচন্দনপূর্বকৈঃ ।

দীক্ষার আদিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে এই যন্ত্রে মূল প্রকৃতিরূপা দুর্গার  
পূজা করিবে । এইরূপে সিংহবাহিনীর পূজা করিয়া প্রভা, মায়া ইত্যাদি  
শক্তির পূজা করিতে হইবে । ওঁ ত্রীং প্রভাতৈ নমঃ ইত্যাদি রূপে পূজা  
করিবে । পরে দেবীর বামে শঙ্খনিধি এবং দক্ষিণে পদ্মনিধির পূজা  
করিয়া দেবীকে অর্ঘ্যপ্রদান পূর্বক দ্বাং হৃদয়ান নমঃ ইত্যাদি প্রকারে



অৰ্ঘদানং সদা কুৰ্য্যাৎ পূজাস্তে পৰ্বতাত্মজৈ । অঙ্গবৃন্তা  
পুনঃ পূজ্যাঃ পত্রকোণেষু মাতরঃ । বজ্রাদ্যযুধসংযুক্তা ভূপুৰে  
লোকপালকাঃ । ইতি দুৰ্গামন্ত্ৰাঃ ॥

অথ শ্রামাপ্রকরণং । তৈরবতন্ত্ৰে—অথ বক্ষ্যে মহাবিদ্যাঃ  
কালিকায়াঃ সুদূৰ্গতাঃ । যাসাং বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো-  
ভবেন্নরঃ । নাত্র চিন্তাবিশুদ্ধিঃ শ্রাম বা মিত্রোদ্ভিষগং । ন  
বা প্রয়াসবাহুল্যং সময়াসময়াদিকং । ন বিতব্যবাহুল্যং  
কায়ক্লেশকরং ন চ । য এনাং চিন্তয়েন্মন্ত্ৰী সৰ্বকাম-  
সমৃদ্ধিদাং । তস্ম হস্তে সदैবাস্তি সৰ্বসিদ্ধিন্ সংশয়ঃ ।  
গদ্যপদ্যময়ী বাণী সভায়াং তস্ম জায়তে । তস্ম দর্শনমাত্রেণ  
বাদিনোনিপ্প্রভাং গতাঃ । রাজানোহপি চ দাসিত্বং ভজন্তে

বড়পূজা করিতে হইবে এরং পত্রের কোণে ত্রাণীপ্রভৃতি অষ্ট শক্তির  
পূজা করিয়া ইন্দ্রাদিনিকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া পূজা সাজ  
করিবে ।

এইক্ষণ শ্রামাপ্রকরণ কথিত হইতেছে । তৈরবতন্ত্ৰে মণাদেব বলিরা-  
ছেন, অতঃপর দক্ষিণকালিকাদেবীর মণামন্ত্র সকল বলিব, মানবগণ এই  
সকল মন্ত্র জানিলেই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারে । এই সকল মন্ত্রগ্রাণে  
মন্ত্রশুদ্ধি বিবেচনা কিম্বা অরিমিত্রাদি বিচার করিতে হয় না । এই সকল  
মন্ত্রে দেবতার আরাধনা করিতে প্রয়াসবাহুল্য কিম্বা সময়াসময় বিবেচনা  
নাই, আর অধিক অর্থব্যয় বা কায়ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না । যে  
সাধক সৰ্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী কালিকা দেবীকে চিন্তা করে, তাহারি হস্তে সর্বদা  
সৰ্বসিদ্ধি বিদ্যমান থাকে এবং সেই ব্যক্তি সভাতে গদ্যপদ্যময় বাণী  
বলিতে পারে, আর উক্ত সাধককে দর্শন করিলে বিপদগণ নিপ্প্রভ হয়  
এবং রাজাও তাহার দাস হইয়া থাকেন । যে সাধক কালীমন্ত্রে সিদ্ধ  
হইয়াছে, সে দিবারাত্রির ব্যতিক্রম অর্থাৎ দিবাকে রাত্রি এবং রাত্রিকে

কিং পরে জনাঃ । দিবাক্ষাত্রিষ্যত্যক্ষরীকর্তুং কস্মৈ-  
ভবেৎ । অস্তে চ লভতে দেব্যাগণত্বং দুর্লভং ময়ঃ ॥

অথ শ্রামামন্ত্রাঃ । তত্র কালীতন্ত্রে—কামত্বেয়ং বহি-  
সংস্থং রুতিবিন্দুবিভূষিতং । কূর্চযুগ্মং তথা লজ্জাযুগলং  
তদনন্তরং । দক্ষিণে কালিকে চেতি পূর্ববীজানি চোচ্চরেৎ ।  
অস্তে বহুবধুঃ দদ্যাদ্বিদ্যারাজ্ঞী প্রকীৰ্ত্তিতা । মন্বর্থমাহ  
যামলে—ককারাজ্জলরূপত্বাৎ কেবলং মোক্ষদায়িনী । জল-  
নার্থসমাযোগাৎ সর্বতেজোময়ী শুভা । মায়াত্বেয়েন দেবেশি  
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী । বিন্দুনাং নিফলত্বাচ্চ কৈবল্য-  
ফলদায়িনী । বীজত্বেয়া শাস্ত্রবী সা কেবলং জ্ঞানচিৎকলা ।  
শব্দবীজদ্বয়েনৈব শব্দরাশিপ্রবোধিনী । লজ্জাবীজদ্বয়েনৈব  
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী । সম্বোধনপদেনৈব সদা সম্বোধিকাণী ।  
স্বাহয়া জগতাং মাতা সর্বপাপপ্রণাশিনী ॥

অশ্রাঃ পূজাপ্রয়োগঃ । প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা মন্ত্রা-

দিবা করিতে পারে, ত্রিভুবন বশীভূত করিতে সক্ষম হয় এবং অন্তকালে  
দুর্লভ দেবীপদ লাভ করে ।

অনন্তর শ্রামামন্ত্র কথিত হইতেছে । ক্রীং ক্রীং ক্রীং হং হং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণ  
কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হং হং হ্রীং হ্রীং বাহা, এই বাবিশংসত্যক্ষর মন্ত্র সর্ব  
মন্ত্রপ্রধান । এই মন্ত্রান্তর্গত বর্ণার্থে জানাযায় যে, জলরূপী ককার মোক্ষ  
প্রদান করে, এবং অগ্নিরূপী রেফ সর্বতেজোময়, ক্রীং এই বীজত্বেয় সৃষ্টি  
স্থিতিপ্রদায়কারী, বিন্দুসকল মুক্তিপ্রদ, হং এই বীজত্বেয় সর্বজ্ঞানপ্রদ, হ্রীং  
এই বীজত্বেয় সৃষ্টিস্থিতি প্রদায়কারী, দক্ষিণে কালিকে এই সম্বোধন পদে  
দেবীর সান্নিধ্য হয় এবং স্বাহা এই পদ জগতের মাতারূপ ও সর্বপাপ  
প্রণাশক ।

এইক্ষণ উক্ত মন্ত্রের পূজাপ্রণালী কথিত হইতেছে । প্রথমে সান্নিধ্য

চমনং কুর্য্যাৎ । যথা—কালিকাভিত্তিভিঃ পীত্বা কাল্যানি-  
ভিরূপস্পৃশেৎ । দ্বাত্যামোষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজ্য চৈকেন কাল-  
য়েৎ করৌ । মুখশ্রোণেকর্ণশ্রোত্রনাভ্যুরক্ষং ভূজৌ ক্রমাৎ ।  
আচম্যেবং ভবেৎ কালী বৎসরাত্তাৎ প্রপশ্যতি । কং শিরঃ ।  
তদ্যথা—ক্রীমিতি ত্রিরাচামেৎ । ওঁ কাটৈ নমঃ ওঁ কপা-  
লিনৈ নমঃ ইতি ওষ্ঠৌ দ্বিরুন্মৃজেৎ । ওঁ কুণ্ডায়ৈ নমঃ  
ইতি করং কালয়েৎ । ওঁ কুরুকুণ্ডায়ৈ নমঃ ইতি মুখে । ওঁ  
বিরোধিষ্ঠৈ নমঃ ইতি দক্ষিণনাসায়াং । ওঁ বিপ্রচিহ্নায়ৈ  
নমঃ ইতি বামনাসায়াং । ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ উগ্রপ্রভায়ৈ  
নমঃ ইতি নেত্রয়োঃ । ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ ওঁ নীলায়ৈ নমঃ  
ইতি শ্রোত্রয়োঃ । ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ ইতি নাভৌ ওঁ বলা-  
কায়ৈ নমঃ ইতি বক্ষসি । ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ ইতি শিরসি ।  
ওঁ মূদ্রায়ৈ নমঃ ওঁ মিতায়ৈ নমঃ ইত্যংশয়োঃ । ইতি মন্ত্রা-  
চমনং । ততোভূতশুদ্ধান্তং বিধায় মায়াবীজেন যথাবিধি

পূজাপ্রণালীমুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে । ক্রীঃ  
এই মন্ত্রে তিনবার আচমনের জলপান করিয়া ওঁ কাটৈ নমঃ, ওঁ কপা-  
লিনৈ নমঃ এই দুই মন্ত্রে দুইবার ওষ্ঠদ্বয় মার্জনকরিবে, তৎপরে কুণ্ডায়ৈ  
নমঃ এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালনকরিয়া ওঁ কুরুকুণ্ডায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মুখ,  
বিরোধিষ্ঠৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা, বিপ্রচিহ্নায়ৈ নমঃ এই  
মন্ত্রে বাম নাসিকা, উগ্রায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু, উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ  
এই মন্ত্রে বাম চক্ষু, দীপ্তায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ, নীলায়ৈ নমঃ  
এই মন্ত্রে বাম কর্ণ, ঘনায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে নাভি, বলাকায়ৈ নমঃ  
এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল, মাত্রায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে মস্তক, মূদ্রায়ৈ নমঃ এই  
মন্ত্রে দক্ষিণ স্বক এবং মিতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে বামস্বক স্পর্শকরিবে ।  
এইরূপে মন্ত্রাচমনপূর্বক সামান্তপূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মানুসারে ভূত-



প্রাণায়ামং কুর্য্যাৎ । তত ঋষ্যাদিন্যাসঃ যথা—অশ্ব মন্ত্রস্ত  
 ভৈরবঋষিরুষ্ণিক্ ছন্দো দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং  
 হ্রুঁ শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । তথাচ  
 কালীক্ৰমে—কীলকং চাদ্যবীজং শ্রীচতুর্বর্গফলপ্রদং । শিরসি  
 ভৈরবঋষয়ে নমঃ । মুখে উষ্ণিক্ছন্দসে নমঃ । হৃদি  
 দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ । গুহে হ্রীং বীজায় নমঃ ।  
 পাদয়োঃ হ্রুঁ শক্তয়ে নমঃ সর্বান্ত্রে ক্রীং কীলকায় নমঃ ।  
 ততঃ করাস্ত্যাসৌ । তদুক্তং কালীতন্ত্রে—অস্ত্যাসকর-  
 ন্যাসৌ যথাবদভিধীয়তে । ভৈরবোহশ্ব ঋষিঃ প্রোক্ত উষ্ণিক্  
 ছন্দ-উদাহৃতং । দেবতা কালিকা প্রোক্তা লজ্জাবীজস্ত  
 বীজকং । কীলকং চাদ্যবীজং শ্রীচতুর্বর্গফলপ্রদং । শক্তিঞ্চ  
 কূর্চ্চবীজং শ্রীদানিরুদ্ধা সরস্বতী । কবিত্বার্থে বিনিয়োগঃ  
 শ্রীদিত্যাदि । তেন মায়য়া ষড়স্ত্যাসঃ । ষড়দীর্ঘভাজা  
 বীজেন প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ । বীরতন্ত্রে—দীর্ঘষট্‌ষুতাদ্যেন  
 প্রণবাদ্যেন কল্পয়েৎ ইতি বা । তদ্যথা—ওঁ হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং  
 নমঃ । ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা । ওঁ হ্রুঁ মধ্যমাভ্যাং  
 বষট্ । ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হ্রং । ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং  
 বৌষট্ । ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্ এবং হৃদয়াদিষু ।  
 ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি । ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ  
 ইত্যাদিনা বা । ততোবর্ণস্ত্যাসঃ ।—অং আং ইং ঈং উং উং

দক্ষিণবীজ কার্য্য করিরা হ্রীং এই মন্ত্রে ঋষাধি প্রাণায়াম করিবে ।  
 অনন্তর মূলের লিখিত মন্ত্রে ঋষ্যাদিন্যাস করিরা হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ  
 ইত্যাদি এবং হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি রূপে করাস্ত্যাস করিতে  
 হইবে । এই সকলস্ত্যাসবিধরে কালীতন্ত্রের প্রমাণ মূলে উক্ত করা  
 হইয়াছে । অনন্তর বর্ণস্ত্যাস করিবে, এই স্ত্যাসের মন্ত্রাদি ও প্রমাণ মূলে

ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ ইতি হৃদয়ে । এং ঐং ওং ঔং অং অং  
কং ঋং গং ঘং নমঃ ইতি দক্ষিণবাহৌ । ওং চং ছং জং  
ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ ইতি বামবাহৌ । গং তং থং  
দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ ইতি দক্ষিণপাদে । মং যং  
রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ ইতি বামপাদে ।  
বিরূপাক্ষমতে সবিন্দুরয়ং ন্যাসঃ । যথা বীরতন্ত্রে—অং  
আং ইং ঐং উং ঊং ঋং ঋং ৯ং ৯ং বৈ হৃদয়ে ন্যাসেদিত্যাदि ।  
কালীতন্ত্রে পুনর্নির্বিব্দুঃ । যথা—অ আ ই ঐ উ ঊ ঋ ঋ  
৯ ৯ বৈ হৃদয়ং স্পৃশেদিত্যাदि । কিন্তু সবিন্দুন্ বা ন্যাসে-  
দেতান্ নির্বিব্দুন্ বাথ বর্ণকানিত্যাহার্যপরিগৃহীতভৈরবীয়-  
বাক্যাদুভয়মেব যুক্তং ॥

অথ ষোড়শান্যাসঃ । তদুক্তং বীরতন্ত্রে—কেবলাং মাতৃকাং  
কৃত্বা মাতৃকাং তারসংপুটাং । মাতৃকাপুটিং তারং ন্যাসেৎ  
সাধকসত্তমঃ । শ্রীবীজপুটিং তাস্তু মাতৃকাপুটিতস্তু তং ।  
কামেন পুটিং দেবীং তৎপুটং কামমেব চ । শক্ত্যা চ পুটিং  
দেবীং শক্তিঞ্চ তৎপুটাং ন্যাসেৎ । ক্রীং বন্দ্যঞ্চ পুনর্ন্যাস্তা ঋ ঋ ৯ ৯

লিখিত হইয়াছে। এই বর্ণস্তাস বিরূপাক্ষমতে অং আং ইত্যাদি রূপে  
এক কালীতন্ত্রমতে অ আ ঐত্যাদি রূপে উক্ত আছে ।

তৎপরে ষোড়শান্যাস করিবে । বীরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রথমে  
মাতৃকান্যাস করিয়া পুনর্বার ঐ মাতৃকান্যাসস্থানে মাতৃকাবর্ণসকলকে  
ওঁ এই মন্ত্রে পুটিত করিয়া স্তাসকরিবে, অর্থাৎ ললাটে ওঁ অং ওঁ নমঃ,  
মুখে ওঁ আং ওঁ নমঃ ইত্যাদি । পরে ওঁ এই মন্ত্রকে মাতৃকাবর্ণদ্বারা  
পুটিত করিয়া অর্থাৎ ললাটে অং ওঁ অং নমঃ মুখে আং ওঁ আং নমঃ  
ইত্যাদি রূপে স্তাসকরিবে । পরে শ্রীং এই বীজদ্বারা মাতৃকা বর্ণকে

পূর্ববৎ । মূলেন পুটিতাং দেবীং তৎপুটং মন্ত্রমেব চ ।  
 অনুলোমবিলোমেন ন্যস্ত মন্ত্রং যথাবিধি । মূলেনাষ্টশতং  
 কুর্যাদ্ব্যাপকং তদনন্তরং যথা—ওঁ অং ওঁ এবং মাতৃকাপুটিতং  
 তারং । এবং শ্রীবীজপুটিতাং তাং । তৎপুটিতং শ্রীবীজং ।  
 এবং কামেন পুটিতাং মাতৃকাং । মাতৃকাপুটিতং কামং ।  
 এবং শক্ত্যা পুটিতাং মাতৃকাং । মাতৃকাপুটিতাং শক্তিং  
 ন্যসেৎ । তথা ক্রীং স্বন্দ্বঞ্চ ঋ ঌ ৯ ৯ঞ্চ পূর্ববৎ । তৎ-  
 পুটিতাং মাতৃকাং ন্যসেৎ । মাতৃকাপুটিতঞ্চ তৎ । মন্ত্রপুটিতাং  
 মাতৃকাং তৎপুটিতং মনুং । পুনরনুলোমবিলোমেন কেবলং

পুটিত করিয়া অর্থাৎ ললাটে শ্রীং অং শ্রীং নমঃ মুখে শ্রীং আং শ্রীং নমঃ ই-  
 ত্যাদিরূপে মাতৃকাস্থানে স্তাসকরিবে । পরে মাতৃকাবর্ণদ্বারা শ্রীং এই বীজকে  
 পুটিত করিয়া অর্থাৎ ললাটে অং শ্রীং অং নমঃ মুখে আং শ্রীং আং নমঃ ইত্যাদি  
 রূপে, পরে ললাটে ক্রীং অং ক্রীং নমঃ এবং মুখে ক্রীং আং ক্রীং নমঃ ইত্যাদি  
 রূপে এবং ললাটে অং ক্রীং অং নমঃ মুখে আং ক্রীং আং নমঃ ইত্যাদি  
 রূপে মাতৃকাস্থানে স্তাসকরিবে । অনন্তর ললাটে হ্রীং অং হ্রীং  
 নমঃ মুখে হ্রীং আং হ্রীং নমঃ ইত্যাদি রূপে এবং ললাটে অং হ্রীং অং  
 নমঃ মুখে আং হ্রীং আং নমঃ ইত্যাদি রূপে স্তাসকরিতে হইবে । তৎপরে  
 ললাটে ক্রীং ক্রীং ঋ ঌ ৯ ৯ অং ক্রীং ক্রীং ঋ ঌ ৯ ৯ নমঃ মুখে  
 ক্রীং ক্রীং ঋ ঌ ৯ ৯ আং ক্রীং ক্রীং ঋ ঌ ৯ ৯ নমঃ ইত্যাদি  
 এবং ললাটে অং ক্রীং ক্রীং ঋ ঌ ৯ ৯ অং নমঃ মুখে আং ক্রীং ক্রীং  
 ঋ ঌ ৯ ৯ আং নমঃ ইত্যাদি রূপে মাতৃকাস্থানে স্তাসকরিবে ।  
 তৎপরে ললাটে ক্রীং অং ক্রীং নমঃ মুখে ক্রীং আং ক্রীং নমঃ, এবং  
 ললাটে অং ক্রীং অং নমঃ, মুখে আং ক্রীং আং নমঃ ইত্যাদি প্রকারে  
 স্তাসকরিবে । এই সকল মন্ত্রে অনুলোমে ও বিলোমে স্তাস করিবে ।  
 ললাটে অং নমঃ মুখে আং নমঃ ইত্যাদি অনুলোম এবং হৃদয়াদি মুখে অং  
 নমঃ হৃদয়াদিরে লং নমঃ, ইত্যাদিকে বিলোম স্তাস বলা যায় । তৎপরে



মাতৃকাস্থানে ন্যস্ত মূলেনাষ্টশতেন ব্যাপকং কুর্যাৎ । অয়ং  
ন্যাসস্তারায়-অপি কার্যঃ । ইতি গুপ্তেন দুর্গায়া-অঙ্গযোচা  
প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ তারায়াঃ কালিকায়াশ্চ উন্মুখ্যাশ্চ তথা  
পরা । কৃতেহশ্মিন্যাসবর্ষ্যে তু সর্বং পাপং প্রণশ্যতি ।  
ততস্তদন্যাসঃ । যথা—মূলং ত্রিখণ্ডং বিধায় প্রথমখণ্ডান্তে ওঁ  
আম্রতত্বায় স্বাহেতি পাদাদি নাভিপৰ্য্যন্তং । দ্বিতীয়খণ্ডান্তে  
ওঁ বিদ্যাতত্বায় স্বাহেতি নাভ্যাди হৃদয়াস্তং । তৃতীয়-  
খণ্ডান্তে ওঁ শিবতত্বায় স্বাহেতি হৃদয়াদি শিরঃপর্য্যন্তং  
ন্যাসেৎ । তদুক্তং স্বতন্ত্রে—মূলবিদ্যাত্রিখণ্ডান্তে প্রণবান্দি-  
র্ষথাবিধি । আত্মবিদ্যাশিবৈস্তদ্বৈস্তদন্যাসং সমাচরেৎ ॥

অথ বীজন্যাসঃ । তদুক্তং কুমারীকল্পে—ব্রহ্মরন্ধ্রে,  
ব্রহ্মবর্ষ্মধ্যে ললাটে নাভিদেশকে । গুহে বক্তে চ সর্বাস্তে  
সপ্তবীজং ক্রমায়্যসেৎ । তদ্যথা—আদ্যবীজং ব্রহ্মরন্ধ্রে ।  
দ্বিতীয়বীজং ক্রমধ্যে । তৃতীয়বীজং ললাটে । চতুর্থবীজং

মূল মন্ত্রে একশত আটবার ব্যাপকভাস করিবে । এই প্রকারে কালী ও  
তারাদেবীর পূজাতে যোচাভাস করিলে সাধকের সর্ব পাপ বিনষ্ট হয় ।  
অনন্তর তত্বভাস করিবে । যথা পাদাদি নাভিপৰ্য্যন্ত ক্রীঃ ক্রীঃ ক্রীঃ  
হঁ হঁ হ্রীঃ হ্রীঃ ওঁ আম্রতত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্রে, নাভিহটেতে হৃদয়পর্য্যন্ত,  
মক্ষিপে কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্রে এবং হৃদয় হটেতে মস্তক  
পর্য্যন্ত ক্রীঃ ক্রীঃ ক্রীঃ হঁ হঁ হ্রীঃ হ্রীঃ স্বাহা শিবতত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্রে  
ভাসকরিবে ।

তৎপরে বীজভাস করিতে হইবে, যথা—ব্রহ্মরন্ধ্রে ক্রীঃ নমঃ, ক্রমধ্যে  
ক্রীঃ নমঃ, ললাটে ক্রীঃ নমঃ, নাভিতে হঁ নমঃ, গুহে হঁ নমঃ, মুখে হ্রীঃ  
নমঃ, সর্বাস্তে হ্রীঃ নমঃ । পূর্বোক্ত যোচাভাস, তত্বভাস ও বীজভাস এই  
ভাসত্রয় কাম্য, অর্থাৎ নিত্যপূজাতে উক্ত ভাসত্রয় না করিলেও দোষ

নাভৌ । পঞ্চমবীজং গুহ্যে । ষষ্ঠবীজং বক্তে । সপ্তমবীজং  
সর্বদে । এতচ্চয়ং কাম্যং । ততোমূলেন সপ্তদ্বা ব্যাগকং  
কৃৎবা যথাবিধি মুদ্রাং প্রদর্শ্য ধ্যায়েৎ । তদ্যথা কালীতন্ত্রে—  
করালবদনাং ঘোরাং যুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং । কালিকাং  
দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং । সদ্যশ্চিরশিরঃ-  
খড়্গবামাধোদ্ধিকরাম্মুজাং । অভয়ং বরদকৈব দক্ষিণাধোদ্ধি-  
পাণিকাং । মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীং ।  
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলক্রধিরচর্চিতাং । কর্ণাবতংসতানীতশব-  
যুগ্মভয়ানকাং । ঘোরদংষ্ট্রাং করালান্ধ্রাং পীনোন্নতপয়ো-  
ধরাং । শবানাং করসংঘাটৈঃ কৃতকাঙ্ক্ষীং হসম্মুখীং ।  
সূর্য্যয়গলদ্রক্তধারাবিশ্বুরিতাননাং । ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং  
শ্মশানালয়বাসিনীং । বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়া-

হয় না । অনন্তর মূলমন্ত্রে সপ্তবার ব্যাগকৃত্যস করিয়া যথাবিধি মুদ্রাপ্রদ-  
র্শনপূর্ব্বক ধ্যানকরিবে । দক্ষিণকালিকাদেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করা-  
কৃতি, আলুলাদিতকেশা এবং চতুর্ভুজা । ইহার কণ্ঠে মুণ্ডমালা, বামভাগের  
অধোহস্তে সদ্যশ্চির নরমুণ্ড, ও উর্দ্ধহস্তে খড়্গ এবং দক্ষিণভাগের অধো  
হস্তে অভয়মুদ্রা ও উর্দ্ধ হস্তে বরমুদ্রা আছে । দেবী প্রগাঢ় মেঘের ভায়  
শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী, অর্থাৎ নগ্না । ইহার গলদেশে যে নরমুণ্ড নির্মিত  
মালা আছে, তাহাহইতে ক্রধিরধারা বিগলিত হইয়া সর্ব্বদা অমূলিষ্ট  
করিয়াছে । দেবী দুইটি শিশু শবকে কর্ণভূষণ করিয়াছেন, সূতরাংই ইহার  
আকৃতি অতিভয়ঙ্কর হইয়াছে । দেবীর দস্তশ্রেণী অতিভীষণাকার, স্তনদ্বয়  
অতিমূল ও সমুন্নত এবং কটীতে শবহস্তবিনির্মিত কাকী আছে । কালিকা  
দেবী হস্তবদনা, ইহার ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়হইতে ক্রধিরধারা বিগলিত হইতেছে,  
তাহাতে বদনফল সমুজ্জ্বল হইয়াছে । শব অতিভয়ঙ্কর, ইনি সর্ব্বদা  
শ্মশানে বাসকরিয়া থাকেন, তাহার নেত্রদ্বয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ভায়

স্থিতাঃ । দন্তরাঃ দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াঃ । শব-  
রূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাঃ । শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চ-  
তুর্দিকু সমস্থিতাঃ । মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাঃ ।  
মুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাঃ । এবং সংচিস্তয়েৎ  
কালীং সর্বকামসমৃদ্ধিদাং । শবযুগ্মেতি ঘোরবাণাবতং-  
সেতি প্রেতকর্ণাবতংসেতি চ । শকুন্তপক্ষসংযুক্তবাণকর্ণ-  
বিভূষিতাঃ । বিগতাস্থকিশোরাত্যাং কৃতবর্ণাবতংসিনীমিতি  
দর্শনাদ্ভয়মেব পাঠঃ ॥

ধ্যানান্তরং স্বতন্ত্রে—অঞ্জনাঙ্গিনিভাং দেবীং করালবদনাং  
শিবাং । মুণ্ডমালাবলীকীর্ণাং মুক্তকেশীং স্মিতাননাং । মহা-  
কালহৃদস্তোভস্থিতাং পানপয়োধরাং । বিপরীতরতাশক্কাং  
ঘোরদংষ্ট্রাং শিবৈঃ সহ । নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং চন্দ্রাঙ্কিত-  
শেখরাং । সর্বকালকারসংযুক্তাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং । মৃত-

সমুজ্জল, দন্তশ্রেণী উন্নত ও বহির্গত, কেশগুচ্ছ দক্ষিণব্যাপী এবং আলু-  
লারিত, মহাদেব শবরূপে পতিত আছেন, দেবী তদুপরি দণ্ডায়মানা  
রহিয়াছেন । ইহার চতুর্দিকে শিবাগণ ঘোররূপ শব্দ করিতেছে । ইনি  
মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রতি করিয়া থাকেন । দেবীর মুখপদ্ম  
মুগ্ধসর ও হাস্যযুক্ত । যে ব্যক্তি এইপ্রকারে দক্ষিণকালিকার রূপ চিত্তা  
করে, দেবী তাহাকে সর্ব সমৃদ্ধি প্রদান করেন ।

স্বতন্ত্রকল্পে দক্ষিণ কালিকা দেবীর অস্ত্র প্রকার রূপ বর্ণিত আছে ।  
কালিকা দেবী অঞ্জনপর্জ্যন্তের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা, তাহার বদন অতিবিভূত,  
গলাতে নরসুগুলির্মিত মালা, কেশ আলুলায়িত, মুখ হাস্যপূর্ণ, শুভদ্রব  
মূল ও উন্নত । ইনি মহাকালের হৃদয়োপরি উপবিষ্টা এবং  
মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রতিরস সন্তোষকরিয়াকরেন । ইনি  
সর্পসির্মিত যজ্ঞোপবীত ধারণকরেন, ইহার দন্তগুলি অতিভয়ঙ্কর ও  
কপালে অর্ধচন্দ্র আছে । দেবী সপ্তবিধ অলঙ্কার ও মুণ্ডমালা ধারি



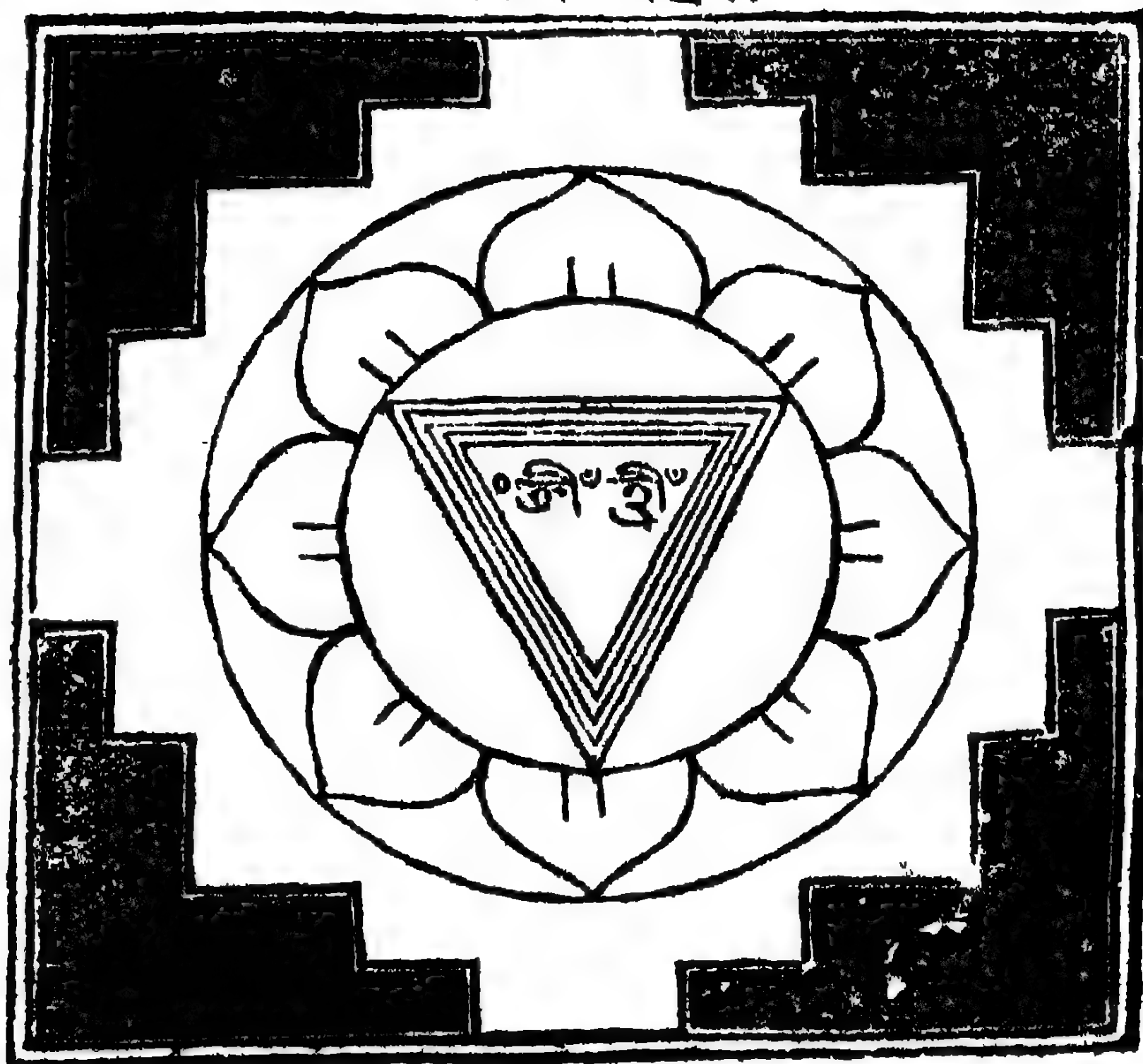
হস্তসহস্রৈশ্চ বদ্ধকাঞ্চীং দিগং শুকাং । শিবাকোটীসহস্রৈশ্চ  
 যোগিনীভির্বিরাজিতাং । রক্তপূর্ণমুখাশ্চোজাং মদ্যপানপ্রম-  
 ত্তিকাং । বহ্যকেশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিষ্কুরিতাননাং । বিগতা-  
 স্ত্রকিশোরাভ্যাং কৃতকর্ণাবতংসিনীং । কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগল-  
 দ্রধিরচর্চিতাং । শ্মশানবহ্নিমধ্যস্থাং ব্রহ্মকেশববন্দিতাং ।  
 সদ্যঃকৃতশিরঃখড়গবরাভীতিকরান্বুজাং ॥ এবং ধ্যান্তা মানসৈঃ  
 সম্পূজ্য (১৪৭) শঙ্খস্থাপনং কুর্যাৎ । তদ্যথা—স্ববামে  
 ভূমৌ হ্রঁকারগর্ভং ত্রিকোণং বিলিখ্যার্যপাত্রং সংস্থাপ্য  
 মূলেণ শুদ্ধজলাদিনা শঙ্খাদিপাত্রমাপূর্য্য গন্ধাদিকং যত্র  
 দত্ত্বা ওঁ গন্ধেচ যমুনে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য মং বহ্নিমণ্ডলায়  
 দশকলাত্মনে নমঃ ইত্যাধারং । অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলা-  
 ত্মনে নমঃ ইতি শঙ্খং উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে  
 নমঃ ইতি জলং সম্পূজ্য ওঁ ত্রাং হৃদয়ায় নমঃ ওঁ হ্রীং  
 শিরসে স্বাহা ওঁ হ্রুং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ ত্রৈং কবচায় হ্রং  
 ইত্যগ্নাশাস্ত্রায়ুযু । অগ্নে ওঁ হ্রোং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্  
 চতুর্দিক্শু ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ । ইত্যভ্যর্চ্য তদুপরি মংস্র-  
 মুদ্রয়াচ্ছাদ্য মূলং দশধা জপ্ত্বা ধেনুমুদ্রয়াবৃতীকৃত্যস্ত্রেণ

বিভূষিতা, ইনি কটীদেশে সহস্র নরহস্তনির্মিত কাঞ্চী ধারণ করিয়াছেন,  
 কোটি শিবা এবং সহস্র যোগিনী নিরন্তর দেবীর সেবা করিতেছে, ইনি  
 মদ্য । দেবীর মুখপদ্ম কধিরে পরিপূর্ণ, তিনি মদ্যপানে প্রমত্তা । অগ্নি,  
 চন্দ্র ও সূর্য্য ইহারাই দেবীর নেত্রত্রয় এবং কধির ধারার বক্তৃ সমুজ্জল  
 হইয়াছে । দক্ষিণকালিকাদেবী হুইটি মৃত পিতৃদ্বারা কর্ণভূষণ করিয়াছেন ।  
 ইহার কণ্ঠদেশে যে নরমুণ্ডনির্মিত মালা আছে, তাহাইতে বিগলিত  
 কধিরধারার দেবীর সর্বাঙ্গ অমুরিপ্ত হইয়াছে, ইনি শ্মশানস্থিত বহ্নিমধ্যে  
 অবস্থিত করেন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু দেবীর আরাধনাকরিতেছে । ইহার হস্ত

সংরক্ষ্য ভূতিনীযোনিমুদ্রে প্রদর্শ্য তজ্জনং কিঞ্চিৎ প্রোক্ণবী-  
পাত্রে নিক্ষিপ্য মূলেন তেনোদকেনাত্মানং পূজোপকরণকা-  
ভ্যক্ষ্য পীঠপূজামারভেৎ ॥

অম্বাঃ পূজাযন্ত্রঃ—তাদৌ বিন্দুঃ স্ববীজং ভুবনেশীক-  
বিলিখ্য ততস্ত্রিকোণং তদ্বাহে ত্রিকোণচতুষ্টয়ং বৃত্তমষ্টদলং  
পদ্মং পুনর্বৃত্তং চতুর্দ্বারায় কং ভূগৃহং লিখেৎ । তদ্বৃত্তং কালী-

শ্যামা যন্ত্রঃ ।



চতুর্দ্বারে সদ্যচ্ছিন্নং মুণ্ড, খড়্গ, বরদ্রা ও অভয়মুদ্রা আছে। এই প্রকারে  
মক্ষিণকালিকা দেবীর রূপ চিত্রা করিতে করিতে ধ্যানকরিয়া মানসো-  
পচারে পূজা ও বিশেষার্থ্য স্থাপন করিবে। এই অর্ঘ্যস্থাপন প্রণালী  
মূলে বিশেষরূপে লিপিত হইয়াছে ।

মক্ষিণকালিকার পূজাযন্ত্র এইরূপে অঙ্কিত করিতে হইবে । প্রথমতঃ  
এক বিন্দু তৎপরে নিজবীজ ( ক্লীঃ ) তৎপরে হ্রীঃ এই বীজ লিখিরাঃ  
তাহার বহির্ভাগে পাঁচটি ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে । তদ্বাহে একটি বৃত্ত,

তন্ত্রে—আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহ্নির্লিখেৎ ।  
 ততো বৈ বিলিখেন্নদ্রী ত্রিকোণত্রয়মুক্তমঃ । ততো বৃত্তং  
 সমালিখ্য লিখেদফলং ততঃ । বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লি-  
 খেদুপূরমেককং । কুমারীকল্পে—মধ্যে তু বৈন্দবং চক্রং  
 বীজমায়াবিভূবিতমিতি । অত্র বিশেষাধারো মুণ্ডমালায়াং—  
 তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠনির্ম্মিতে । শনিভৌমদিনে  
 বাপি শরীরে মৃতসম্ভবে । স্বর্ণে রৌপ্যেহথ লৌহে বা  
 চক্রং কার্য্যং বিধানতঃ । যজ্ঞান্তরমাহ তন্ত্রে—শক্ত্যাগ্নিত্যাঞ্চ  
 ষট্‌কোণং শক্তিভিষ্চ নবাত্মকং । পদ্মে বস্তুদলে ভূমিপুষ্ট-  
 তুর্দ্ধারসংযুতেতি ।

ততঃ পীঠপূজা কুমারীকল্পে—পাঠপূজাং ততঃ কুর্যাদা-  
 পারশক্তিপূর্ব্বিকাং । প্রকৃতিং কমঠং চৈব শেষং পৃথ্বীং  
 ত্রৈলোক্যং চ । স্খানুধিং মণিদ্বীপং চিত্তামনিগৃহং তথা । শ্মশানং  
 পারিজাতঞ্চ তন্ম লে রত্নবেদিকাং । তন্ত্রোপবি মণেঃ পীঠং

অষ্টদল পদ্ম ও আর একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে । তাহার বাহ্যে  
 ততুর্দ্ধার অঙ্কিতকরিয়া বৃত্ত প্রস্তুতকরিবে । এইরূপ যজ্ঞাঙ্গণবিষয়ে কালী  
 তন্ত্র ও কুমারীতন্ত্রের লিখিত প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে । তাম্র  
 পাত্রে, মনুষ্যের কপালাস্থিতে, শনিবার বা মঙ্গলবারে মৃত মনুষ্যের শরীরে,  
 শ্মশানকাষ্ঠে, স্বর্ণপাত্রে অথবা লৌহপাত্রে, বিধিক্রমে বৃত্ত অঙ্কিত করিতে  
 হইবে । অস্ত্রপ্রকার যজ্ঞাঙ্গণপ্রণালী এই—প্রথমত ষট্‌কোণ অঙ্কিত  
 কাষড়া তাহার বাহ্যে ত্রিকোণত্রয় অঙ্কিতকরিবে, তাহার বাহ্যে বৃত্ত, অষ্ট-  
 দল পদ্ম ও চতুর্দ্ধার লিখিয়া বৃত্ত অঙ্কিতকরিবে ।

পরে পীঠপূজা করিবে, কর্ণিকাতে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ,  
 এইরূপ প্রকৃটেতা, কুমার, শেষার, পৃথিবী, স্খানুধয়ে, মণিদ্বীপায়  
 চিত্তামনিগৃহায় শ্মশানায় পারিজাতায় নমঃ, তন্মধ্যে রত্নবেদিকাটেক,  
 তাহার উপরি মণিপীঠায় চতুর্দিকে মূনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ শিবাভ্যঃ



ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ । চতুর্দিক্শু মুনীন্ দেবান্ শিবাংশ্চ  
শবমুণ্ডকান্ । ধর্মাদ্যধর্মাদীঃশ্চেত্যাদি হ্রীং জ্ঞানান্মনে  
নমঃ । ইত্যন্তং সম্পূজ্য কেশরেষু পূর্বাদিক্রমেণ পূজয়েৎ ।  
ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া চৈব কামিনী কামদায়িনী । রতীরতি-  
প্রিয়া নন্দা মধো চৈব মনোময়ী । সর্বত্র প্রণবাদিনমো-  
হন্তেন পূজয়েৎ । তদুপরি হেসাঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায়  
নমঃ । পীঠশ্রোত্রে গুরুপংক্তিপূজা । ততঃ পুনর্ধ্যান্ধা  
পুষ্পাঞ্জলিমাদায় মূলমন্ত্রকল্পিতমূর্ত্তাবাবাহয়েৎ । ওঁ দেবেশি  
ভক্তিস্থলভে পরিবারসমম্বিতে । যাবদ্ধাং পূজয়িষ্যামি  
তাবদ্ধং সুস্থিরা ভব । ততোমূলমুচ্চাৰ্য্যামুকি দেবি ইহাবহ  
ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিহিতা ভব ।  
ততোহমিত্যবগুষ্ঠ্যঙ্গমন্ত্রেঃ সকলীকৃত্য পরমীকরণমুদ্রয়া  
পরমীকৃত্য ভূতিশ্যাকর্ষণীযোনিমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য প্রাণপ্রতিষ্ঠাং  
কুর্য্যৎ । যথা লেনিহানমুদ্রয়া আং হ্রী ক্রোঁ হংসঃ  
শ্রীদক্ষিণকালিকায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ । আমিত্যাদি  
অমুকদেবতায় জীব ইহ স্থিতঃ । আমিত্যাদি অমুক-  
দেবতায়ঃ সর্বৈন্দ্রিয়ানি । আমিত্যাদি অমুকদেবতায়  
বাঘ্ননশ্চক্ষুঃশ্রোত্রগ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু

শবমুণ্ডকাত্মাঃ, ধর্মায়, জ্ঞানায়, নৈরাগায়, ঐশ্বর্যায়, অধর্মায়, অজ্ঞানায়,  
অনৈরাগায়, অনৈশ্বর্যায় এবং হ্রীং জ্ঞানান্মনে নমঃ । পুনর্বার কেশরে  
পূর্বাদিক্রমে ওঁ ইচ্ছাটের নমঃ, এইরূপে জ্ঞানাটের, ক্রিয়াটের, কামিটের, কাম-  
দায়িটের, রতীয়া, রতিপ্রিয়াটের, নন্দাটের, মধো মনোময়ীটের নমঃ, তাহার  
উপরি হেসাঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ । এইরূপে পীঠপূজা  
করিয়া পীঠের উত্তরভাগে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ  
ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ ওঁ পরমেষ্ট্রিগুরুভ্যো নমঃ এইরূপে পূজা

স্বাহা । ইত্যনেন প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায় মূলেন পাদ্যা-  
 দিতিঃ পূজয়েৎ । তত্র ক্রমঃ—আদৌ মূলমুচ্চাৰ্য্য এতৎ  
 পাদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ । এবমৰ্ঘ্যং স্বাহা । ইদমাচ-  
 মনীয়ং স্বধা । স্মনীয়ং নিবেদয়ামি । পুনরাচমনীয়ং  
 স্বধা । এষগন্ধো নমঃ । এতানি পুষ্পানি বৌষট্ ।  
 ততোমূলেন পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ধূপদীপৌ দদ্যাৎ । বন-  
 স্পতীত্যাदि পঠন্ মূলমুচ্চাৰ্য্য এষধূপো নমঃ । দীপমন্ত্ৰস্ত  
 স্প্রকাশোমহাদীপঃ সৰ্ব্বতন্ত্ৰিমিরাপহঃ । সবাহ্যভ্যন্তরং  
 জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহতাং । মূলমুচ্চাৰ্য্য এষ দীপো  
 নমঃ । ততঃ ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্ৰমাতঃ স্বাহেতি ঘণ্টাং সংপূজ্য  
 বামহস্তেন বাদয়ন্ নীচৈধূপং দত্ত্বা দৃষ্টিপর্য্যন্তং দীপং দদ্যাৎ ।  
 ততোমূলেন পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা যথোপপন্নং নৈবেদ্যং  
 দদ্যাৎ । তত-আবরণপূজাং কুর্যাৎ । শ্রীঅমুকি দেবি  
 আবরণং তে পূজয়ামি ইত্যাজ্ঞাং গৃহীত্বা কেশরেষু অগ্ন্যাदि-  
 কোণেষু ওঁ হ্রাঁ হৃদয়ায় নমঃ । ওঁ হ্রীঁ শিরসে স্বাহা ।  
 ওঁ হ্রুঁ শিখায়ৈ বষট্ । ওঁ হ্রৈং কবচায় হ্রুঁ । ওঁ হ্রৌঁ  
 নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ চতুর্দিশ্চু ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্ । বহিঃ  
 ষট্ কোণে ওঁ কালৈ নমঃ । সৰ্ব্বত্র প্রণবাদি নমোহস্তেন  
 পূজয়েৎ । কপালিন্যৈ কুন্ডায়ৈ কুরুকুন্ডায়ৈ বিরোধিন্যৈ  
 বিপ্রচিত্তায়ৈ উগ্রায়ৈ উগ্রপ্রভায়ৈ দীপ্তায়ৈ ইত্যন্তদ্রোশে ।

করিবে । অনন্তর পুনর্বার ধ্যানকরিয়া পুষ্পাঞ্জলিগ্রহণপূর্বক মূলমন্ত্ৰ  
 কল্পিত মূর্তিতে আবাহনকরিবে । অনন্তর যথোক্ত মূদ্রা প্রদর্শনকরিয়া  
 মূলের লিখিত প্রণালী ক্রমে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি ও পাদ্যাদি উপচারে পূজা-  
 গাথ করিতে হইবে । তৎপরে মূলের লিখিত নামে আবরণ দেবতার পূজা  
 করিবে । গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য এই পঞ্চোপচারে এই আবরণ

ওঁ মীলারৈ এবং ঘনায়ৈ বলাকারৈ । ইতি দ্বিতীয়ত্ৰয়াশ্চে ।  
এবং মাত্রায়ৈ মুদ্রায়ৈ মিতারৈ । ইতি তৃতীয়ত্ৰয়াশ্চে ।  
ওঁ সৰ্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালাবিভূষিতাঃ । তর্জনীং  
বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ । দিগম্বর্য হসমুখ্যঃ  
স্বস্ববাহনভূষিতাঃ । এবং ধ্যায়া অর্চয়েৎ । ততোহষ্ট-  
পত্রেষু পূর্বাদিক্রমেণ ওঁ ত্রাক্ষ্য নমঃ এবং নারায়ণ্য  
মাহেশ্বর্য চামুণ্ডারৈ কোমার্য অপরাজিতায়ৈ বারাহ্য  
নারসিংহ্যৈ । এতাঃ গন্ধাদিভিঃ পূজয়েৎ । পত্রাগ্রে  
অসিতাঙ্গাদিতৈরবান্ পূজয়েৎ । ততোমূলেন পুষ্পাঞ্জলি-  
ত্রয়ং দত্ত্বা পাদ্যাদিনা মহাকালং পূজয়েৎ । তস্মা ধ্যানং ।  
মহাকালং যজ্ঞেদেব্য। দক্ষিণে ধূত্রবর্ণকং । বিভ্রতং দণ্ড-  
খট্ৱাক্ষৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুং । ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটীং তুন্দিলং  
রক্তবাসসং । ত্রিনেত্রমূর্ধ্বকেশক মুণ্ডমালাবিভূষিতং । জটা-  
ভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলম্ভিতং । তথাচ কুমারীকল্পে—

দেবতার পূজা করা কর্তব্য । তৎপরে পত্রাগ্রে ওঁ অসিতাঙ্গায় তৈরবার  
নমঃ, ওঁ করবে তৈরবার নমঃ, ওঁ চণ্ডায় তৈরবার নমঃ, ওঁ ক্রোধার-  
তৈরবার নমঃ ওঁ উগ্রহায় তৈরবার নমঃ, ওঁ কপালিনে তৈরবার নমঃ  
ওঁ ভীষণায় তৈরবার নমঃ ও সংহারায় তৈরবার নমঃ । এইরূপে অষ্ট  
তৈরবের পূজা করিয়া মহাকাল তৈরবের পূজা করিবে । মহাকাল তৈর-  
বের আকৃতি এইরূপ—মহাকাল তৈরব দেবীর দক্ষিণভাগে বিদ্যমান-  
আছেন, ইনি ধূত্রবর্ণ এবং দণ্ড ও খট্ৱাক্ষ ধারণ করেন । ইতার বদন করাল,  
মস্ত অতিভয়কর হইয়াছে, কটদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, উদর অতিবুল,  
পরিধান রক্ত বস্ত্র, ইনি ত্রিনয়ন, ইতার কেশগুলি উর্দ্ধমুখ হইয়া রহি-  
য়াছে । গলদেশে মুণ্ডমালা এবং মস্তকের চতুর্দিকে জটাগুলি বিকীর্ণ  
হইয়া পড়িয়াছে । তাহাতে কপালহিত অর্ধচন্দ্র প্রকাণ পাইতেছে ।



দেব্যাস্ত্র দক্ষিণে ভাগে মহাকালং প্রপূজয়েৎ । হ্রঁ ক্রৌঁ  
 যাং রাং লাং বাং ক্রৌং মহাকালভৈরব সৰ্ববিঘ্নান্ নাশয়  
 নাশয় হ্রীঁ শ্রীঁ কট্‌স্বাহা । ইত্যনেন পাদ্যাতিভিরারাধ্য  
 ত্রিস্তপস্বিত্বা মূলেন দেবীং পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ । তথাচ  
 কালীতন্ত্রে—মহাকালং যজেদ্যজ্ঞাৎ পশ্চাদেবীং প্রপূজয়েৎ ।  
 কালীকল্পে—কবচং ক্রৌং সমুদ্রুত্য যাং রাং লাং বাং চ  
 ক্রৌস্ততঃ । মহাকালভৈরবেতি সৰ্ববিঘ্নানাশয়েতি চ ।  
 নাশয়েতি পুনঃ প্রোচ্য মায়াং লক্ষ্মীং সমুদ্রুয়েৎ । কট্‌  
 স্বাহয়া সমাযুক্তো মন্ত্রঃ সৰ্বার্থনাথকঃ । ততো দেব্যা অস্ত্রং  
 পূজয়েৎ । তথাচ কালীহৃদয়ে—দেবীবামোঙ্কাদোহস্তে খড়্গং  
 মুণ্ডঞ্চ পূজয়েৎ । দেব্যা দক্ষহস্তোঙ্কাদিঃ পূজয়েদভয়ং বরং । ততো  
 দেবীং ধ্যান্থা যথাসক্তি জপ্তা গুহ্যতীত্যাদিনা দেব্যা বামহস্তে  
 জপং সমৰ্প্য আত্মসমৰ্পণং কুর্যাৎ । চুল্লুকোদক মাদায় ওঁ ইতঃ-  
 পূৰ্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধৰ্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্ত্যবস্থাস্থ  
 কৰ্ম্মণা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুকৃতং

ইনি অতিউগ্রমূৰ্ত্তি, ইহার দেহকান্তি অগ্নির জ্বার জাজ্বল্যমান । এই  
 প্রকারে মহাকালের রূপ চিন্তাকরত ধ্যানকরিয়া মূলের লিখিত হ্রঁ ক্রৌঁ  
 ইত্যাদি মন্ত্র পূজাকরিবে । পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ত্রীদক্ষিণ  
 কালিকাদেবীং তর্পর্যামি স্বাচা, এই মন্ত্রে তিনবার তর্পণকরিয়া গঙ্গাদি  
 পঞ্চোপচারে দেবীর পূজা করিবে । মহাকাল ভৈরবের পূজাবিষয়ে  
 অস্ত্রান্ত্র তন্ত্রের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইরাছে । তৎপরে অস্ত্রপূজা  
 করিতে হইবে । দেবীর বামভাগের উর্দ্ধহস্তে ওঁ খড়্গায় নমঃ, অধো  
 হস্তে ওঁ মুণ্ডায় নমঃ দক্ষিণভাগের উর্দ্ধহস্তে ওঁ অভয়ায় নমঃ এবং অধো  
 হস্তে ওঁ বরায় নমঃ । এইরূপে অস্ত্রপূজা করিয়া ক্রুৎপদ্যমধো দেবীকে  
 চিন্তাকরিতে করিতে যথাসক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা কং

তৎসৰ্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু মাং মদীয়ং সকলং শ্রীদক্ষিণ-  
কালিকায়ৈ সমৰ্পিতং । ইতি দৈবো সমৰ্পয়েৎ । তথাচ  
স্বতস্ত্রে—ততঃ পুনমূলদেবীং মুদ্রাতৰ্পণপূজনৈঃ । অৰ্চয়িত্বা  
জপং কৃত্বা নত্বা বিসৰ্জয়েৎ হৃদি । জপকাল চ কৰ্পূরযুক্তা  
জিহ্বা কার্য্যা । তথাচ—কৰ্পূরাঢ্যা সদা জিহ্বা কৰ্ত্তব্য  
জপকৰ্ম্মণি । ইতি বিশ্বসারবচনাৎ । ইদং কাম্যজপএবেতি ।  
ততঃ স্তব্ধা প্রদক্ষিণীকৃত্যাষ্টাঙ্গপ্রণামং কৃত্বা শ্রীজগন্মঙ্গলং  
নাম কবচং পঠেৎ । তত আবরণদেবতা দেব্যা অঙ্গে  
বিলিপ্য সংহারমুদ্রয়া অমুকি দেবি ক্ষমস্ব ইতি বিসৃজ্য  
তত্তেজঃ পুষ্পেণ সমং স্বহৃদ্যারোপয়েৎ । ওঁ উত্তরে শিখরে  
দেবি ভূম্যাং পৰ্বতবাসিনি । ব্রহ্মাযোনিসমুৎপন্নে গচ্ছ দেবি  
মমাস্তুরমিতি মন্ত্ৰেণ । ততস্তম্ভৈবেদ্যঃ কিঞ্চিদুচ্ছিষ্টচাণ্ডা-  
লিতৈঃ নমঃ ইত্যেত্যাশাং দিশি দত্ত্বা শেষমিষ্টেভ্যো দত্ত্বা  
কিঞ্চিং স্বীকৃত্য পাদোদকং পীত্বা নিশ্চাল্য শিরসি বিধৃত্য

ইত্যাদি মন্ত্ৰে জপসমৰ্পণপূৰ্ব্বক আত্মসমৰ্পণ করিতে চাইবে । স্বতস্ত্রে  
লিখিত আছে যে, মুদ্রাতৰ্পণাদি দ্বারা পূজা, মন্ত্রজপ ও নমস্কার করিয়া  
স্বহৃদয়ে দেবীকে বিসৰ্জনকরিবে । বৎকালে কোন কামনা সিদ্ধির  
নিমিত্ত জপকরিবে, তখন মুখে কৰ্পূর রাখিয়া কৰ্পূরযুক্ত জিহ্বায় জপ  
করিবে । তৎপরে স্তব পাঠকরিয়া প্রদক্ষিণপূৰ্ব্বক অষ্টাঙ্গপ্রণামান্তে জগ-  
ন্মঙ্গল নামক কবচ পাঠকরিবে । এবং দেবতার অঙ্গে আবরণ দেবতাসক-  
লকে বিলীন করিয়া সংহারমুদ্রায় দক্ষিণকালিকে দেবি ক্ষমস্ব, এই বলিয়া  
বিসৰ্জন করত পুষ্পের সহিত দেবীর তেজ আপনহৃদয়ে স্থাপনকরিবে ।  
তৎপরে নিবেদিত নৈবেদ্যের কিঞ্চিং অংশ লইয়া ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিতৈঃ  
নমঃ এই মন্ত্ৰে ত্রিশানকোণে প্রদানপূৰ্ব্বক অবশিষ্টাংশ প্রিয়জনকে  
প্রদানকরিয়া স্বয়ং কিঞ্চিং প্রসাদ গ্রহণকরিবে । তৎপরে পাদোদক ও

যথেষ্টং বিহরেদিতি । ততোযজ্ঞলেপং বামহস্তে কৃত্বা  
 সব্যহস্তকনিষ্ঠয়া মায়াবীজং বিলিখ্য তয়া তিলকং কুর্য্যাৎ ।  
 তথাচ—বামে কৃত্বা যজ্ঞলেপং মায়াং সব্যকনিষ্ঠয়া । বিলিখ্য  
 তিলকং কুর্য্যান্মজ্জেনানেন সাধকঃ । ওঁ যং যং স্পৃশামি  
 পাদ্যভ্যাং যো মাং পশ্যতি চক্ষুযা । সএব দাসতাং যাতু  
 রাজানো দুর্ভদশ্রবঃ । ততো মূলেনাষ্টৌত্তরশতাভিমন্ত্রিতং  
 পুষ্পং চন্দনঞ্চ ধৃত্বা ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ । সর্বসিদ্ধি-  
 যুতো ভূত্বা ভৈরবো বৎসরাদ্ভবেৎ । অশ্ব পুরশ্চরণং লক্ষ-  
 দ্বয়জপঃ । তথাচ কালীতন্ত্রে—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রী হবি-  
 ম্যাশী দিবা শুচিঃ । রাত্রৌ তাম্বূলপূরাম্ভঃ শয্যায়াং  
 লক্ষমানতঃ । ব্যবস্থামাহ স্বতন্ত্রে—দিবা লক্ষং শুচিভূত্বা  
 হবিম্যাশী জপেন্নরঃ । ততস্তত্তদশাংশেন হোময়েদ্ধবিষা  
 প্রিয়ে । অত্রাঙ্গশ্চ কালান্তরমাহ নীলসারস্বতে—লক্ষমেকং  
 জপেন্মন্ত্রং হবিম্যাশী দিবা শুচিঃ । অশুচিশ্চ তথা রাত্রৌ

নির্ম্মালা গ্রহণকরিয়া যথেষ্ট বিহারকরিবে । অনন্তর যজ্ঞলেপ চন্দন  
 বামহস্তে লইয়া তাহাতে দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গার। হইতে এই বীজ লিখিয়া  
 সেই চন্দনদ্বারা ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদ্যভ্যাং ইত্যাদি মন্ত্রে কপালে  
 তিলক করিবে । তৎপরে নির্ম্মালা চন্দন ও পুষ্প অষ্টৌত্তরশতবার মূল  
 মন্ত্রে অতিমন্ত্রিতকরিয়া মস্তকে ধারণকরিবে । এই প্রকারে সংবৎসর  
 পর্য্যন্ত দেবীর অরাধনা করিলে সাধক সর্বসিদ্ধিক্রিয়ু হইয়া ত্রিভুবন, বশী-  
 ভূত করিতে পারে । এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দুই লক্ষ জপকরিতে হয় ।  
 কালীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, সাধক দিবাতে শুচি ও হবিম্যাশী হইয়া  
 এক লক্ষ মন্ত্র জপকরিবে । এবং রাত্রিকালে তাম্বূলপূর্ণমুখে শয্যাতে  
 উপবিষ্ট হইয়া এক লক্ষ জপকরিবে এবং অপাঙ্গে জপের দশাংশসংখ্যার  
 মৃতদ্বারা হোমকরিত হইবে । এই পুরশ্চরণনিবঃ নীলসারস্বতে ও কুমারী



লক্ষমেকং তথৈব চ । দশাংশং হোময়েম্মহী তর্পয়েদতি-  
 ষেচয়েৎ । ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ । বস্তুতস্ত কুমারীকল্লোক  
 লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশা দিবা শুচিঃ । রাত্রৌ  
 তাম্বূলপূরাশ্বঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ । রাত্রিজপে তু  
 প্রথমে যামে তৃতীয়প্রহরাবধি । নিশায়াস্তু প্রজপ্তব্যং  
 রাত্রিশেষে জপেন্নহি । এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদদশাংশেন  
 যজ্ঞবিৎ । অযুতং হোময়েদ্দেনী দিবারাত্রিবিভেদতঃ । বচ-  
 নেন দিবা লক্ষং জপ্ত্বা তদদশাংশং হোমং কুর্য্যাৎ । রাত্রৌ  
 লক্ষং জপ্ত্বা রাত্রৌ তদদশাংশং হোমং কুর্যাদিতি রহস্যার্থঃ ।  
 বিজাতীনাঞ্চ সর্বেষাং দিবারিধিরিহোচ্যতে । শূদ্রাণাঞ্চ  
 তথা প্রোক্তং রাত্রাবিষ্টং মহাকলং । অন্যত্র প্রজপে-  
 ন্মন্থং নহু রাত্রৌ কদাচন । শ্যামাণাঃ পুরশ্চরণাজ্জব্রাক্ষণ-  
 ভোজনং হবিষ্যাম্নেন কারয়িতব্যং । তথাচ নিম্নসারে—  
 লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশা দিবা শুচিঃ । ততস্ত  
 তদদশাংশেন হোময়েদ্ধবিনা প্রিয়ে । তর্পয়েত্তদদশাংশেন  
 তীর্থতোয়েন পার্বতীং । মধুনা বা সিতানিশ্রতোয়েন পর-  
 মেধুরি । দেবীকাভিষিচেভোয়ৈস্তর্পণস্য দশাংশতঃ । তদ-

তত্ত্বগতভিত্তে যেসকল প্রমাণ লিখিত আছে, সেইসকল প্রমাণ এইস্থলে  
 উদ্ধৃত করা হইয়াছে । রাত্রিজপের বিশেষ নিয়ম এই—রাত্রির প্রথম  
 প্রহর গত হইলে তৃতীয়প্রহরপর্য্যন্ত জপকরিবে, কিন্তু রাত্রির শেষভাগে  
 জপকরিবে না । দিবাতে একলক্ষ জপকরিয়া দিবাভাগেই দণসহস্র  
 হোমকরিবে এবং রাত্রিতে একলক্ষ জপকরিয়া রাত্রিকালেই জপেন্ন  
 দশাংশসংখ্যার হোমকরিতে হইবে । ব্রাহ্মণাদির পক্ষে দিবাতে এবং  
 শূদ্রের পক্ষে রাত্রিতে জপহোমাদি কার্য্য প্রশস্ত । অন্ত্যস্ত দেবহাব

শাংশং হবিষ্যামৈর্ভক্তিতে। ভোজয়েদ্বিজান্। কালীমন্ত্র-  
বিদো। মন্ত্রী দক্ষিণাং গুরবে বিশেদিতি। পাশবং কথিতং  
কল্পং শৃণু বীরং ততঃ প্রিয়ে। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাশ্রুঃ  
শয্যায়াং লক্ষমানতঃ। জপ্ত্বা সমাহিতোমন্ত্রী হোময়েৎ  
কল্পিতানলে। কালীকুলার্ণবে—পাশবেন তু কল্পেন লক্ষং  
জপ্যাত্ সমাহিতঃ। দিব্যগুরুমুখান্নক্। কালিকাং দিব্য-  
রূপিণীং। লক্ষং জপ্যাত্ সদা মন্ত্রী বীরকল্পেন সাধকঃ।  
বিশ্বসারে—প্রজপেৎ পরয়া ভক্ত্যা লক্ষমেকং দিবানিশং।  
যতু কুমারীকল্পে—লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা-  
শুচিঃ। রাত্রৌ তাম্বূলপূরাশ্রুঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ।  
এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদশাংশেন মন্ত্রবিৎ। ইতি বচনাৎ  
লক্ষদ্বয়শ্চ বিশিষ্টশ্চ পুরশ্চরণমিতি। তন্ন পূর্বোক্তবচন-  
বিরোধাৎ। এতদ্বচনশ্চ পুরশ্চরণদ্বয়ে তাৎপর্যং ॥

অথ মন্ত্রভেদাঃ। বর্গাদ্যং বহিসংযুক্তং রতিবিন্দু-

যন্ন পুরশ্চরণে দিবাতেই জপকোমাদি করিবে, রাত্রিকালে জপাদি করিবে  
না। দক্ষিণকালিকার মন্ত্রপুরশ্চরণে হবিষ্যামদ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজনকরা-  
ইবে। বিশ্বসারতন্ত্রে লিখিত বচনে জানা যায় যে, জপের দশাংশ হোম,  
হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের দশাংশ  
ব্রাহ্মণ ভোজনকরাইবে। এইরূপে কার্যসকল করিয়া গুরুকে দক্ষিণা  
প্রদানপূর্বক কন্দ সাঙ্গ করিবে। এইরূপ পুরশ্চরণ পদ্মাচারবিহিত,  
বীরাচারিনিগের বিশেষ আছে, বীরাচারী সাধক রাত্রিকালে আপন  
শয্যাতে সন্নিবিষ্ট তাম্বূলপূর্ণমুখে এক লক্ষ জপকরিবে। পুরশ্চরণবিষয়ে  
অজ্ঞান জ্ঞানের বচন এইস্থলে মূলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহাতেই  
পুরশ্চরণের বিষয় বিশেষ পরিজ্ঞাত হইবে।

দক্ষিণকালিকাদেবীর অজ্ঞান মন্ত্র এই—“ক্লীঃ” এইটি একাক্ষর মন্ত্র.

বিভূষিতং । একাকরো মহামন্ত্রঃ সর্বকামফলপ্রদঃ । ত্রিঙণা  
তু বিশেষেণ সর্বশাস্ত্রপ্রবোধিনী ॥ অনয়োঃ পূজাপ্রয়োগঃ ।  
প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামাস্তং বিধায় পূর্বোক্তাঞ্চষিচ্ছন্দো-  
দেবতা বিমৃশ্য ( ১৫৮ পৃ ) বর্ণন্যাসং কৃত্বা করাস্ত্যাসৌ  
কুর্যাৎ । যথা—ওঁ ক্রা । অমৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ । ওঁ ক্রী  
তর্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি । এবং ওঁ ক্রা হৃদয়ায় নমঃ  
ইত্যাদি । তথা চ বীরতন্ত্রে—দীর্ঘষট্‌কযুতাদ্যেন প্রণবাদ্যেন  
কল্পয়েৎ । ষড়ঙ্গানি মনোরম্য জাতিযুক্তেন দেশিকঃ ॥  
অন্যৎ সর্বং পূর্ববৎ কার্যং । একাকরম্য ধ্যানং সিদ্ধেশ্বর-  
তন্ত্রে—শবারুঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদং । হস্ত-  
যুতাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ভকাকরাং । মুক্তকেশীং  
ললজ্জিহ্বাং পিবস্তীং রুধিরং মুহুঃ । চতুর্বাহুযুতাং দেবীং

এই মন্ত্র সাধকে অভিলষিত ফল প্রদানকরে । ইহা এই একটি অমৃত  
একাকর মন্ত্র, এই মন্ত্রে, কালিকার আরাধনা করিলে সাধক সর্বশাস্ত্রে  
জ্ঞান লাভকরিতে পারে । এই বিবিধ মন্ত্রের পূজাপণালী এই—প্রথমে  
সামান্যপূজাপদ্ধতির লিখিত নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়াম-  
পর্ধ্যন্ত কার্যসকল করিয়া পূর্বোক্ত ঋষ্যাদিক্রম করিবে, তৎপরে করাস্ত-  
ক্রাস করিতে হইবে । প্রথম মন্ত্রে ওঁ ক্রাঃ অমৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদি, দ্বিতীয়  
মন্ত্রে ওঁ ক্রাঃ অমৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিরূপে করাস্তক্রাস করিবে । এই  
পূজার অন্তান্ত সকল কার্যই পূর্ববৎ জানিবে । কেবল ধ্যানের বিশেষ  
আছে, উক্ত মন্ত্রদ্বয়ে পূজা করিতে হইলে এই প্রকারে রূপ চিত্তাকরিবে ।  
দেবী শবারুঢ়া, ভয়ঙ্করাকৃতি, ভীষণদন্তা, বরপ্রদাননিরতা, হস্তবদনা ও  
ত্রিনয়না, ইহার কেশগুলি আলুলারিত ও লোল জিহ্বা । ইনি পুনঃ পুনঃ  
রুধির পান করেন । দেবীর চারি হস্ত, ঐ সকল হস্তে নরমুণ্ড, খড়্গ, বরমুদ্রা  
ও অভয়মুদ্রা আছে । উক্ত বিবিধ একাকর মন্ত্রের পুরস্চরণে একলক্ষ অণ



বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥ অনয়োঃ পুরশ্চরণং লক্ষজপঃ ।  
তথাচ সিন্ধেশ্বরতন্ত্রে—এবং ধ্যান্তা জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং  
বিধানতঃ । তদশাংশং বিধানেন হোময়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥  
কুলচূড়ামণৌ—এবং ধ্যান্তা জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাদী দিবা শুচিঃ ।  
লক্ষং রাত্ৰৌ তথা লক্ষং মহাশৌচপরায়ণঃ । রাত্ৰৌ জপৈ-  
কমাত্রেণ দক্ষিণা সিদ্ধিদা ভবেৎ ॥

অথ পুরশ্চরণং । যোগিনীহৃদয়ে—গুরোরাজ্ঞাং সমা-  
দায় শুক্লান্তঃকরণো নরঃ । ততঃ পুরক্ৰিয়াং কুর্য্যান্মন্ত্রসং-  
সিক্তিকাম্যয়া । জীবহীনো যথা দেহী সৰ্বকৰ্ম্মসু ন ক্ষমঃ ।  
পুরশ্চরণহীনোহপি তথা মন্ত্ৰঃ প্রকীর্তিতঃ । তস্মাদাদৌ  
স্বয়ং কুর্যাদ্গুরুং বা কারয়েদুবাঃ । যোগিনীহৃদয়ে—  
গুরোরভ্যাসে বিপ্রঃ বা সৰ্বপ্রাণিহিতে রতঃ । স্নিগ্ধং শাস্ত্র-  
বিদং মিঞং নানাগুণসমম্বিতম্ । ত্রিযং বা সগুণোপেতাং  
সপুত্রাং বিনিযোজয়েৎ । আদৌ পুরক্ৰিয়াং কৰ্ত্তুং স্থান-

করিতে হয় । উক্ত পুরশ্চরণবিষয়ে সিন্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে,  
দেবতার ধ্যান করিয়া একলক্ষ মন্ত্র জপকরিলে এবং বিধানক্রমে অপের  
দশাংশসংখ্যায় হোমকরিলে । কুলচূড়ামণিতে লিখিত আছে যে, হবিষ্যাদী  
সাধক শুচি হইয়া দিবাতে একলক্ষ এবং রাত্ৰিতে একলক্ষ জপ করিলে ।

এইক্ষণ পুরশ্চরণবিধি কথিত হইতেছে, যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে  
যে, সাধক গুরুর আঞ্জামুসারে শুক্লান্তঃকরণ হইয়া মন্ত্রসিক্তিকামনার  
পুরশ্চরণ করিলে । জীবনবিহীন দেহ যেমন সক্ষমকার্য্যে অক্ষম, পুর-  
শ্চরণহীন মন্ত্ৰও সেইরূপ সিদ্ধিশূন্যে অক্ষম । অতএব মন্ত্ৰ গ্রহণ  
করিয়া স্বয়ং বা গুরুদ্বারা পুরশ্চরণ করিলে । গুরুর অভাবে শাস্ত্রবেত্তা  
গুণশালী বাজ্ঞন দিবা গুণশালিনী স্ত্রীগুরুকেও পুরশ্চরণকার্য্যে নিয়োজিত

নিৰ্ণয় উচ্যতে । গৌতমীয়ে—পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা  
পৰ্বতমন্তকম্ । তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধুনাং সঙ্গমঃ পবনং  
মহৎ । উদ্যানানি বিবিক্তানি বিশ্বমূলং তটং গিরেঃ ।  
ভুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশৃষ্ঠং শিবালয়ম্ । অশ্বখামলকী-  
মূলং গোশালাজলমধ্যতঃ । দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্ত  
নিজ্জালয়ম্ । সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানাশ্চেতানি মন্ত্রিণাম্ ।  
সূর্য্যস্থানে গুরোরিন্দোদীপস্য চ জলস্য চ । বিপ্রাণাঞ্চ  
গৰ্ব্বাঈব সমিধৌ শস্যতে জপঃ । অথবা নিবসেত্তত্র যত্র  
চিত্তং প্রশীদতি । তথা—গৃহে শতগুণং বিদ্যাঙ্গোষ্ঠে  
লক্ষগুণং ভবেৎ । কোটিদেবালয়ে পুণ্যমনন্তং শিব-  
সমিধৌ । ব্রহ্মযামলে—জপমেকগুণং গেহে গোষ্ঠে দশ-  
গুণং শ্রুতম্ । বনাস্তরে শতগুণং তড়াগে চ সহস্রকং ।  
নদীতীরে লক্ষগুণং নগাশ্রে কোটিসম্মিতং । শিবালয়ে  
কোটিশতমনন্তং গুরুসমিধৌ । তথা—গৃহে গোষ্ঠবনারা-

করিতে পারে । পুরস্চরণকার্য্যের প্রথমে স্থাননির্ণয় আবশ্যক । পুণ্য-  
ক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পৰ্ব্বতের উপরিভাগ, তীর্থস্থল নদীসঙ্গমস্থল,  
উদ্যান, নির্জনস্থান, বিশ্বমূল, পৰ্ব্বততট, ভুলসীকানন গোষ্ঠ, বৃষশৃষ্ঠ  
শিবালয়, অশ্বখ বা আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, দেবালয়, জলমধ্য,  
সমুদ্রতীর, ও নিজগৃহ সাধনকার্য্যে এই সকলস্থান প্রশস্ত । সূর্য্য, অগ্নি,  
গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ ও গো এই সকলের সমিধানে জপ করিলে  
তাহা ফলপ্রসূ হয় । অথবা যেস্থানে মন প্রশস্ত থাকে এইরূপ স্থান মনো-  
মীত করিয়া পুরস্চরণাদি সিদ্ধিকার্য্য করিবে । যগৃহে বসিয়া জপকরিলে  
শতগুণ, গোষ্ঠে লক্ষগুণ, দেবালয়ে কোটিগুণ, এবং শিবসমিধানে জপে  
অনন্ত ফল হইয়া থাকে । ব্রহ্মযামলে লিখিত আছে যে, যগৃহে একগুণ,  
গোষ্ঠে দশগুণ, বনে শতগুণ, তড়াগে সহস্রগুণ, নদীতীরে লক্ষগুণ,

মনদীনগশিবালয়ে । গুরোর্ব্ব। সন্নিধৌ যত্র স জপঃ পরমো  
 মতঃ । স্নেচ্ছদ্ব্যুগব্যাল-শঙ্কাতঙ্কবিবর্জিতে । একান্ত-  
 পাবনে নিন্দারহিতে ভক্তিসংযুতে । স্বদেশে ধার্ম্মিকে  
 দেশে স্তুতিক্কে নিরুপদ্রবে । রম্যে ভক্তজনস্থানে নিবসে-  
 তাপসঃ প্রিয়ে । গুরুণাং সন্নিধানে চ চিত্তৈকাগ্রস্থলে  
 তথা । এষামন্যতমং স্থানমাশ্রিত্য জপমাচরেৎ । যত্র  
 গ্রামে জপেন্মন্ত্রী তত্র কূর্শ্মং বিচিস্তয়েৎ । গৌতমীয়ে—  
 পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে । যদি কূর্শ্যাৎ  
 পুরশ্চর্যাৎ তত্র কূর্শ্মং ন চিস্তয়েৎ । গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ  
 গৃহে তঞ্চ বিচিস্তয়েৎ । অথ পুরশ্চরণে ভক্ষ্যাভক্ষ্যঃ ।  
 গৌতমীয়ে—পুরশ্চরণকূর্শ্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যঃ বিভাবয়েৎ ।  
 অন্যথা ভোজনাদোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে । শস্তান্নঞ্চ  
 সমশীয়ান্নস্ত্রুসিদ্ধিসমীহয়া । তস্মাশ্রিত্যং প্রযত্নেন শস্তান্নাশী  
 ভবেন্নরঃ । অগস্ত্যসংহিতায়াঃ—দধি ক্ষীরং ঘৃতং গব্যং

পৰ্ব্বতাগ্রে কোটিগুণ, শিবালয়ে শতকোটিগুণ এবং গুরুসন্নিধানে জপ  
 করিলে অনন্ত ফল হয় । স্নেচ্ছাক্রান্ত ও যুগসর্পাদিতরাকুলস্থান পরি-  
 ত্যাগ করিয়া, পবিত্র অনিন্দনীর তত্ত্ববৃক্ষস্থানে, স্বদেশে, ধার্ম্মিকাধিষ্ঠিত  
 স্থানে, স্তুতিক্কে প্রদেশে, নিরুপদ্রব স্থানে, ও ভক্তজনের আবাস  
 প্রদেশে তাপসব্যক্তি বসতি করিবে । আর যে স্থানে চিত্তের  
 একাগ্রতা হয়, এইরূপ স্থানে গুরুসন্নিধানে জপকরিবে । যত্রাথে জপ  
 করিতে হইলে কূর্শ্চক্রানুসারে স্থান মনোনীত করিয়া লইবে । গৌত-  
 মীর তত্ত্বে লিখিত আছে যে, পর্ব্বতে ও নদীতীরে জপ করিলে কূর্শ্চক্র বিচার  
 করিতে হয় না । পুরশ্চরণকালে ভক্ষাদির নিষেধ করিবে, অন্যথা ভক্ষ্য  
 দোষে সিদ্ধিকার্যের হানি হয় । অতএব কার্যকালে প্রশস্ত ভোজন  
 করিবে । অগস্ত্যসংহিতার লিখিত আছে যে, গব্য দধি, ঘৃত ও ঘৃত, ইক্ষু



ঐক্ষবং শুড়বর্জিতং । তিলাশ্চৈব সিতামুদগাঃ কন্দং  
কেম্বকবর্জিতং । নারিকেলফলৈশ্চৈব কদলী লবণী তথা ।  
আত্মমামলকৈশ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকী । ব্রতারণ্যে প্রশস্তঞ্চ  
হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ । ব্রতান্তর ইতি । হৈমন্তিকং  
সিতাম্মিষং ধান্যং মুদগাশ্চিলা যবাঃ । কলায়ককুণীবারা  
বাস্তুকং হিলমোচিকা । যষ্টিকাকোলশাকঞ্চ মূলকং  
কেম্বকেতরং । লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী ।  
পয়োমুদ্রুতসারঞ্চ পনসাত্রহরীতকী । পিপ্পলী জীরকৈশ্চৈব  
নাগরজকতিস্তিড়ী । কদলী লবণী ধাত্রী ফলান্যশুড়মৈক্ষবং ।  
অতৈলপকং মুনয়ে। হবিষ্যাম্নং প্রচক্ৰতে । ভূঞ্জানো বা  
হবিষ্যাম্নং শাকং যাবকমেব বা । পয়োমূলং ফলং বাপি  
যত্র যত্রোপলভ্যতে । রস্তাফলং তিস্তিড়িকং কমলানাগর-  
জকং । ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোহন্যানি বিবর্জয়েৎ ।  
যত্নু যোগিনীতস্ত্রে—চিঞ্চাঞ্চ নালিকাশাকং কলায়ং লকুচং  
তথা । কদম্বং নারিকেলঞ্চ ব্রতে কুশ্মাণ্ডকং ত্যজেৎ ।

চিনি, তিল, বেত মূল, কেম্বকভিন্ন মূল, নারিকেল, কদলী, লোণাকল,  
আত্ম, আমলকী, কাঁঠাল ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য হবিষ্যে প্রশস্ত । ব্রত-  
ান্তরে হৈমন্তিকধাত্তি, মূল, তিল, কলাই, কাকণীদান, উড়ীধানা, বেতো  
শাক, সৈন্ধব, দধি, যুক্ত, অমুদ্রুতসার হুচ্ছ, কাঁঠাল, আত্ম, হরীতকী,  
পিপ্পলী, জীরক, নাগরজ, তিস্তিড়ী, কদলী, লোণা, আমলকী, শুড়ভিন্ন  
ইক্ষুজাত দ্রব্য, ও অতৈলপক বস্তু এই সকল দ্রব্য মুনিগণ হবিষ্যাম্ন  
বলেন । এইরূপ হবিষ্যাম্ন ভোজনকরিয়া পূরশ্চরণ করিবে, আর শাক,  
যাবক, হুচ্ছ, মূল, ফল, রস্তা, তিস্তিড়ী, কমলা, ও নাগরজ, পূরশ্চরণকালে  
এই সকল ফল ভোজনকরিতে পারে, এতদ্ভিন্ন ফল অভোজ্য । যোগিনী  
তস্ত্রে যে তৈল, নালিকাশাক, কলায়, ডহ, কদম্ব, নারিকেল ও কুশ্মাণ্ড

তত্ত্ব ব্রতান্তরে বোধ্যং । অথ বর্জ্যানি । বিবর্জয়েন্মধু ক্ষারং  
 লবণং তৈলমেব চ । তাম্বুলং কাংশ্যপাত্রঞ্চ দিবাভোজন-  
 মেব চ । তথা—ক্ষারঞ্চ লবণং মাংসং গৃঞ্জনং কাংশ্য-  
 ভোজনং । মামাঢ়কী মসূরাংশ্চ কোদ্রবাংশ্চনকানপি ।  
 অন্নং পর্য্যবিত্তৈকৈব নিম্নেহং কীটদূষিতং । রামার্চনচন্দ্রি-  
 কায়াং মৈথুনং তৎকথানালাপং তদগোষ্ঠীং পরিবর্জয়েৎ ।  
 ঋতুকালং বিনা মন্ত্রী স্বস্ত্রিয়ং নাভিসংস্পৃশেৎ । লবণকৈকৈব  
 যৎক্ষারং তথা ক্ষৌদ্রং রসান্তরং । কোটিল্যং ক্ষৌরমভ্যঙ্গ-  
 মনিবেদিতভোজনং । অসঙ্কলিতকৃত্যঞ্চ বর্জয়েন্মর্দনাদিকং ।  
 স্নায়াচ্চ পঞ্চগব্যেন কেবলামলকেন বা । মন্ত্রং জপ্ত্বা তু  
 পানীয়ং স্নানোচমনভোজনং । কুর্যাদ্যথোক্তবিধিনা ত্রিসন্ধ্যাং  
 দেবতার্চনং । ত্রিসন্ধ্যামেকসন্ধ্যাং বা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ ।  
 শক্ত্যা ত্রিসবনং স্নানমশাক্তৌ দ্বিঃ সঙ্কুচ বা । অস্নাতস্ত

ভোজন নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, তাহা অগ্রান্ত ব্রতে জানিবে । পুর-  
 স্চরণ কার্য্যে মধু, ক্ষৌর, লবণ, তৈল, তাম্বুল, এই সকল দ্রব্য, ও কাংশ্য  
 পাত্রে ভোজন পরিত্যাগ করিবে । রামার্চনচন্দ্রিকায় লিখিত আছে  
 যে, এই কার্য্য আরম্ভ করিয়া সমাপনপর্য্যন্ত মাংস, ক্ষারলবণ, গাঞ্জা  
 কাংশ্যপাত্রে ভোজন, মাষকলাই, অড়হর, মসূর, কোদ্রব, বুট, পর্য্যবিত্ত অন্ন  
 কীটভক্ষিত ফলাদি বর্জন করিবে, আর মৈথুন, মৈথুনোলাপ, ও তৎসংস্পর্শ  
 সমাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে । ঋতুসমরত্তির স্ত্রী স্পর্শ করিবে না ।  
 পুরস্চরণকালে মনের কুটিলতা, ক্ষৌরকর্ষ, তৈলসেবন, অনিবেদিত  
 অন্নভোজন, ও অসঙ্কলিতকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে । পুরস্চরণ  
 কালে পঞ্চগব্য ও আমলকীর রস মন্ত্রপুত করিয়া তদ্বারা স্নান করিবে ।  
 এই কার্য্যে যথোক্তবিধানে তিনসন্ধ্যা দেবতার পূজা করিয়া ত্রিসন্ধ্যা  
 বা একসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করিবে । আর শক্তিসহে তিন বেগাই স্নান

কলং নাস্তি ন চাতর্পয়তঃ পিতৃন্ । অপবিত্রকরো নগ্নঃ  
শিরোহসংপ্রারুতোপি বা । প্রলপন্ প্রজপেদযাবতাবগ্নিফল-  
মুচ্যতে । নারদীয়ে—মুদুনোঞ্চঃ সুপকঞ্চ কুর্য্যাদৈ লঘু-  
ভোজনং । নেদ্রিযাণাং যথা বুদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ ।  
কুলার্ণবে—যস্যামপানপুষ্টাঙ্গঃ কুরুতে ধর্মসঞ্চয়ং । অন্নদাতুঃ  
ফলশ্রাদ্ধং কৰ্ত্তুশ্চাদ্ধং ন সংশয়ঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন  
পরাম্নং বর্জয়েৎ সুধীঃ । পুরশ্চরণকালে তু সর্বকর্ম্মশু-  
শঙ্করি । জিহ্বা দক্ষা পরাম্নেন করৌ দক্ষৌ প্রতিগ্রহাৎ ।  
পরস্ত্রীষু মনোদক্ষং কথং সিদ্ধির্বরাননে । পরাম্নং ভিক্ষেত-  
রবিষয়ং । ভিক্ষায়াঃ তস্মাৎ স্বত্বোৎপাদনাৎ । তথাচ—  
বৈদিকাচারযুক্তানাং শুচীনাং শ্রীমতাং সতাং । সংকুল-  
স্থানজাতানাং ভিক্ষাচারাগ্রজন্মনাং । বিহায় বর্হিঃ ন হি

করিবে এবং অশক্তপক্ষেও দিবসে দুইবার স্নানকরিতে হইবে । যে ব্যক্তি  
স্নান অথবা পিতৃতর্পণ না করিয়া পুরশ্চরণ করে, সে তাহার কল পায়না ।  
অপবিত্র দেহে, নগ্ন হইয়া, অনাবৃতমস্তকে, অথবা অন্য আলাপ করিতে  
করিতে জপ করিলে তাহা নিফল হইয়া যায় । নারদীয় বচনে জানা যায় যে,  
পুরশ্চরণকালে লঘু, অল্প, সুপক জব্যভোজনকরিবে । যাহাতে ইন্দ্রিয়ের  
বুদ্ধি হয়, এইরূপ জব্য ভক্ষণকরিবে না । কুলার্ণবে লিখিত আছে যে,  
যাহার অন্নপানাদি দ্বারা শরীর পোষণ করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করা যায়, অন্নদাতা  
সেই ফলের অর্দ্ধভাগী হয়, এবং কৰ্ত্তার অর্দ্ধ ফল হইয়া থাকে । অতএব পুর-  
শ্চরণানি কার্য্যে সর্বতোভাবে পরাম্ন ভোজন বর্জনকরিবে । পরাম্ন ভোজনে  
জিহ্বা, প্রতিগ্রহে হস্ত এবং পরস্ত্রীতে মন দগ্ধ হয়, সুতরাং পরাম্ন ভোজনাদি  
সিদ্ধি কার্য্যের প্রতিবন্ধক । কিন্তু ভিক্ষালব্ধ অন্ন সর্ব জন্মে, অতএব  
ভিক্ষা দ্বারা পরাম্নই বর্জনীয় । বৈদিকাচারযুক্ত শুচি সংকুলজাত ভিক্ষুক  
ব্রাহ্মণগণ সম্ভবসময়ে অপরের নিকট অধীন্যতিরেকে কোন বস্তু গ্রহণ



বস্তু কিঞ্চিদ্গ্রাহ্যং পরেভ্যঃ সতি সম্ভবে চ । অসম্ভবে  
 তীর্থবহির্কিন্তুকাৎ পৰ্ব্বাতিরিক্তে প্রতিগৃহ্য জপ্যাৎ ॥  
 তত্রাসমর্থোহিনুদিনং বিশুদ্ধাদযাচে চ যাবদিনমাত্রভক্ষ্যং ।  
 গৃহ্নাতি রাগাদবিকং ন সিক্তিঃ প্রজায়তে কল্পশতৈরমুখ্য ॥  
 সৰুদুচ্চরিতে শব্দে প্রণবং সমুদীরয়েৎ । প্রোক্তে পারসবে  
 শব্দে প্রাণায়ামং সৰুচ্চরেৎ । বহুপ্রলাপী আচম্য ন্যস্ত্রাস্ত্রানি  
 ততো জপেৎ । ক্ষুতেপ্যেবং তথাস্পৃশ্যস্থানানাং স্পর্শনেনপি  
 চ । এবমাদীংশ্চ নিয়মান পূরশ্চরণকৃচ্চরেৎ । বিখ্যুত্রোৎ-  
 সর্গশঙ্কাদিযুক্তঃ কন্ম করোতি যঃ । জপার্চনাদিকং সর্ব-  
 মপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে । মলিনাম্বরকেশাদিমুখদৌর্গন্ধ-  
 সংযুতঃ । যো জপেভ্যং দহত্যাশু দেবতা গুপ্তিসংস্থিতা ।  
 আক্ৰান্তং জুস্তগং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ং । নীচাস্তস্পর্শনং  
 কোপং জপকালে বিবর্জয়েৎ । এবমুক্তবিধানেন বিলম্বং

করিতে পারে না, শব্দও অভাব হইলে তীর্থতিরিক্ত স্থানে পৰ্ব্বাতিরিক্ত  
 দিনে এক দিবসের উপযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য মাত্র ভিক্ষা করিয়া জপকরিবে ।  
 কিন্তু লোভবশত অধিক গ্রহণ করিবে না । জপকালে একবার মাত্র অস্ত্র  
 শব্দ উচ্চারণ করিলে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণকরিয়া জপকরিবে, কিন্তু যদি পারস্ত  
 শব্দ উচ্চারণকরে তাহা হইলে প্রাণায়াম করিয়া জপকরিবে । আর  
 অনেক বার অস্ত্র কথা উচ্চারণকরিলে আচমন ও অঙ্গস্ত্রাসাদি করিয়া  
 পুনর্বার জপ আরম্ভ করিবে । জপকালে হাঁচি হইলে অথবা অঙ্গশী  
 স্পর্শকরিলে আচমনাদি করিবে । যদি মলমূত্রাদির বেগ রোধকরিয়া  
 জগকরে তাহা হইলে সেই জপ নিষ্ফল হয় । মলিন বস্ত্রপরিধানকরিয়া  
 মলিনকেশে বা দুর্গন্ধমুখে জপকরিলে দেবতা গুপ্তভাবে সেই জপ দণ্ড  
 করেন । আর আলস্য, জুস্তগ, নিদ্রা, ক্ষুৎ, থুংকার, ভয়, নীচাস্ত স্পর্শ  
 ও ক্রোধ ত্যাগ করিবে । উক্ত প্রকারে সংযত হইয়া জপকরিবে, অতি

স্বরিতং বিনা । উক্তসংখ্যং জপং কুর্য্যাৎ পুরশ্চরণসিদ্ধয়ে ।  
 দেবতাগুরুমন্ত্রাণামৈক্যং সম্ভাবয়ন্ ধিয়া । জপেদেকমনাঃ  
 প্রাতঃকালঃ মধ্যান্দিনাবধি । যৎসংখ্যয়া সমারকং তৎকর্তব্য-  
 মহর্নিমং । যদি ন্যূনাধিকং কুর্যাদব্রতভ্রষ্টো ভবেন্নরঃ ।  
 গৌতমীয়ে—ন বীক্ষেৎ পতিতং ত্রাত্যং পিশুনং দেব-  
 নিন্দকং । তথা নাশ্রমিণং বিপ্রং তথা বিশ্ববিনন্দকং ।  
 মুণ্ডমালায়াং—যৎসংখ্যয়া সমারকং তজ্জপ্তব্যং দিনে দিনে ।  
 ন্যূনাধিকং ন কর্তব্যমাসমাপ্তং সদা জপেৎ । প্রজপেদুক্ত-  
 সংখ্যায়াম্ চতুর্গুণজপঃ কলৌ । অন্যত্রাপি—কৃতে জপস্ত  
 কল্মোক্তস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ । দ্বাপরে ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চ-  
 তুর্গুণজপঃ কলৌ । কুলার্ণবেপি—ন্যূনাতিরিক্তকর্মাণি ন  
 ফলন্তি কদাচন । যথাবিধি কৃতান্যেব তৎকর্মাণি ফলন্তি  
 হি । ভূশয্যাং ব্রহ্মচারিত্বং মৌনধাচার্য্যাসেবিতা । নিত্যং

ক্রত বা অতি দীর্ঘ জপ নিষিদ্ধ । দেবতা, গুরু ও মন্ত্রের ঐক্য জ্ঞানে  
 একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন কালপর্যন্ত জপ করিবে । আরম্ভ  
 দিবসে যে সংখ্যায় জপ করিবে, প্রতিদিন সেই সংখ্যায় জপ করিতে  
 হইবে । জপসংখ্যার ন্যূনাধিক্য করিলে সেই জপ নিষ্ফল হইয়া যায় । গৌত-  
 মীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, জপকালে পতিত, ত্রাতা, ( যথাকালে অনুপ-  
 নীত ) খল, দেবনিন্দক, অনাশ্রমী ব্রাহ্মণ, ও বিশ্বনিন্দক ইহাদিগকে দর্শন  
 করিবে না এবং একনিয়মে জপ করিবে । পরন্তু কলিকালে যথোক্ত সংখ্যায়  
 চতুর্গুণ জপ করিবে । অন্যত্র তন্ত্রে লিখিত যে, সত্যযুগে বাহারযত সংখ্যা  
 উক্ত আছে, সেই সংখ্যায় জপ করিবে, আর ত্রেতাযুগে দ্বিগুণ, দ্বাপরে  
 ত্রিগুণ এবং কলিকালে চতুর্গুণ জপ কর্তব্য । কুলার্ণবে লিখিত আছে  
 যে, সংখ্যার ন্যূনাধিক্য করিয়া জপ করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না, বিধি  
 পূর্বকার্য্য করিলেই সেই কার্য্য সফল হয় । পুরশ্চরণকালে ভূমিতে

ত্রিসবনং স্নানং ক্ষুদ্রকৰ্ম্মবিবৰ্জনং । নিত্যপূজা নিত্যদানং  
 দেবতাস্তুতিপূৰ্ব্বকং । নৈমিত্তিকার্চনকৈব বিশ্বাসো গুরু-  
 দেবয়োঃ । জপনিষ্ঠা দ্বাদশৈতে ধৰ্ম্মাঃ স্যুৰ্ম্মজ্ঞসিদ্ধিদাঃ । স্ত্রী-  
 শূদ্রপতিতব্রাত্যানাস্তিকোচ্ছিক্তভাষণং । অসত্যভাষণকৈব  
 জুস্তগংপরিবৰ্জয়েৎ । সত্যেনাপি ন ভাষেত জপহোমার্চনা-  
 দিষু । অন্যথানুষ্ঠিতং সৰ্ব্বং ভবত্যেব নিরর্থকং । পুরশ্চরণকালে  
 তু যদি স্তান্মৃতমৃতকং । তথাপি কৃতসঙ্কল্পো ব্রতং নৈব  
 পরিত্যজেৎ । যোগিনীহৃদয়ে—শয়ীত কুশশয্যায়াং শুচি-  
 বস্ত্রধরঃ সদা । প্রত্যহং কালয়েৎ শয্যামেকাকী নির্ভয়ঃ  
 স্বপেৎ । অসত্যভাষণং বাচং কোটিল্যং পরিবৰ্জয়েৎ ।  
 বৰ্জয়েদ্গীত-বাদ্যাদি-শ্রবণং নৃত্যদৰ্শনং । অভ্যঙ্গং গন্ধ-  
 লেপনঞ্চ\* পুষ্পধারণমেব চ । ত্যজেদ্বিষোদকে স্নানমন্য-  
 দেবপ্রপূজনং । তত্রৈব—নৈকবাসা জপেন্মন্ত্রং বহুবাসা-

শয়ন, ব্রহ্মচর্যা, মৌনব্রত, আচার্য্যসেবা, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান, ক্ষুদ্র  
 কৰ্ম্ম পরিত্যাগ, নিত্যপূজা, নিত্যদান, দেবতার স্তুতিপাঠ, নিত্য নৈমি-  
 ত্তিক অর্চনা, দেবতা ও গুরুতে বিশ্বাস ও জপনিষ্ঠা এই দ্বাদশ ধৰ্ম্ম যজ্ঞ  
 সিদ্ধিপ্রদ । পুরশ্চরণের জপকালে স্ত্রী, শূদ্র, পতিত, ব্রাতা ও নাস্তিক  
 ইহাদিগের সহিত আলাপ, মিথ্যাকথন এবং জুস্তগ ত্যাগকরিবে । জপ  
 হোমাদি কালে অন্তের সহিত সত্য কথা ও কহিবে না, উক্ত নিয়মসকলের  
 অন্যথা করিয়া জপাদি করিলে সেই জপাদি নিরর্থক হয় । পুরশ্চরণের সঙ্কল্প  
 করিয়া আরম্ভ করিলে যদি অশৌচপাত হয়, তথাপি ব্রত পরিত্যাগকরিবে  
 না । যোগিনীহৃদয়ে লিখিত আছে যে, পুরশ্চরণকালে কুশশয্যাতে  
 শয়ন করিবে এবং প্রতিদিন শয্যা ধৌত করিয়া একাকী নির্ভয়ে শয়ন  
 করিবে ।\* অসত্যকথন, কুটিলতা, গীতবাদ্যাদিশ্রবণ, তৈলাভ্যঙ্গ,  
 চন্দনলেপন, পুষ্পধারণ, উষ্ণ জলে স্নান, নৃত্যদর্শন, ও অন্তদেবার্চন  
 বর্জন করিবে । একবস্ত্রে কিম্বা নাহবস্ত্রাবৃত হইয়া জপকরিবে না । এই



কুলোপি বা । বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—বিপর্যাসং ন কুর্য্যাক্ষ  
কদাচিদপি মোহতঃ । উপর্য্যধো বহির্ব্বস্ত্রে পুরন্দর-  
কুম্বরঃ । বিনিয়োগে নিধানে তু ভবেদনিয়মঃ কচিৎ ।  
পতিতানামন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে শ্রুতে । ক্ষুতেহধো-  
বায়ুগমনে জৃন্তুণে জপমুৎসজেৎ । তথাচম্য চ তৎপ্রাপ্তৌ  
প্রাণায়ামং যডঙ্গকং । কৃৎস্না সম্যগ্জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যা-  
দিদর্শনং । আদিশদাৱহিং ব্রাহ্মণকঃ । তদ্রাস্তুরে—মনঃ-  
সংহরণং শৌচং মোনং মন্ত্রার্থচিন্তনং । অব্যগ্রহ মনির্বেদো  
জপসম্পত্তিহেতবঃ । উষ্ণী কঙ্কী নম্রো মুক্তকেশো  
গণাবৃতঃ । অপবিত্রকরোহশুকঃ প্রলপন্ন জপেৎ কচিৎ ।  
অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা । অপ্ৰাবৃত  
করৌ কৃৎস্না শিরোবা প্রাবৃতোপি বা । চিন্তাব্যাকুল-  
চিত্তো বা ক্ষুকো ভ্রাস্তঃ ক্ষুধাস্থিতঃ । রথায়ামশিবস্থানে  
ন জপেত্তিমিরাবৃতো । উপানদগূঢ়পাদো বা যানশয্যাগত-

জপে কোন রূপেও যথোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে না, পতিত বা অন্ত্য-  
জাতির দর্শন হইলে, তাহাদিগের কথা শ্রবণ করিলে, হাচি বা জৃন্তুণ হইলে  
কিবা অধোবায়ু নিঃসৃত হইলে জপ ত্যাগ করিয়া আচমন, প্রাণায়াম,  
যডঙ্গভাস, সূর্য্য ও ব্রাহ্মণ দর্শনপূর্ব্বক পুনর্বার জপ আরম্ভ করিবে । তদ্রা-  
স্তুরে লিখিত আছে যে, মনঃসংহরণ, শৌচ, মোন, মন্ত্রার্থচিন্তন, মনের  
অব্যগ্রতা ও অনির্বেদ এই সকলই জপের ফলসামক । উষ্ণী বা চর্ম্ম  
ধারণ করিয়া মুক্তকেশে, লগ্ন হইয়া, অপবিত্রতন্ত্বে, অশুকদেহে ও কথা  
কহিতে কহিতে জপ করিবে না । আর নিরাসমে, শয়ন, গমন ও ভোজন  
কালে, অনাবৃতহস্তে, আবৃত মস্তকে, চিন্তাকুলচিত্তে কিবা ক্ষুক, ভ্রাস্ত ও  
ক্ষুধাস্থিত হইয়া, পণিমধো ব্যাসামগৃহে, শিবস্থানে, অককারাবৃত গৃহে,  
পাণ্ডকাবৃতপদে, যানারোহণে বা শয্যাতে বসিয়া জপ করিবে না আর

স্তথা । প্রসার্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা । ন  
 যজ্ঞকাষ্ঠে পাষাণে ন ভূমৌ নাসনে স্থিতঃ । মার্জারং  
 কুকুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং কপিং খরং । দৃষ্ট্বাচাম্য জপে-  
 চ্ছেষং স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে । সৰ্বত্র জপে অয়ং নিয়মঃ ।  
 মানসে তু নিয়মো নাস্ত্যেব । তথাচ—অশুচিৰ্বা শুচিৰ্বাপি  
 গচ্ছন্তিষ্ঠন্থ স্বপন্নপি । মল্লৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদা  
 ভ্যাসেৎ । ন দোষো মানসে জাপ্যে সৰ্বদেশেপি সৰ্বদা ।  
 শ্রামাদিমন্ত্রজপে তু তৎপ্রকরণে বিশেষো বিবৃতঃ । জপ-  
 ফলমাহ শিবধর্ম্মে—জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠোহখলিয়জ্ঞফলং  
 লভেৎ । সর্বেষামেব যজ্ঞানাং জায়তেহসৌ মহাফলং ।  
 জপেন দেবতা নিত্যং স্তুযমানা প্রসীদতি । প্রসন্না বিপুলান্  
 কামান্ দদ্যান্মুক্তিকং শাস্বতীং । যক্ষরক্ষঃ পিশাচাশ্চ গ্রহাঃ  
 সর্পাশ্চ ভীষণাঃ । জল্লিনং নোপসর্পন্তি ভয়ভীতাঃ সম-  
 স্তুতঃ । পাদ্মনারদীয়য়োঃ । যাবন্তুঃ কৰ্ম্মযজ্ঞাঃ স্যুঃ প্রতিষ্ঠা-

---

পাদব্রহ্ম প্রসারিত করিয়া, উৎকটাসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা যজ্ঞকাষ্ঠে,  
 পাষাণে, ভূমিতে বা অনাসনে জপ নিষিদ্ধ । জপকালে মার্জার, কুকুট,  
 কুকুর, শূদ্র, বানর, বা গর্দভ দর্শনকরিলে আচমন এবং ইহাদিগকে স্পর্শ  
 করিলে স্নানকরিয়া পুনর্বার জপকরিবে । সকল জপেই এইরূপ নিয়ম  
 পালন করিতে হইবে কিন্তু মানস জপে কোন নিয়ম নাই । সকল কালেই  
 মানসিক জপ করিতে পারে । শ্রামাদি বিদ্যার মন্ত্রজপে বাহ্য বিশেষ  
 আছে, তাহা সেই সেই প্রকরণে উক্ত আছে । ব্রাহ্মণ জপপরায়ণ হইলে  
 সকল যজ্ঞের ফলভাগী হয় । জপকরিলে দেবতা প্রসন্না হন এবং সকল  
 কামনা পূর্ণ করিয়া অন্তকালে মুক্তি দিয়া থাকেন । যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ,  
 গ্রহ, সর্পাদি ভীষণ জীব জপকারীর নিকটে আসিতে পারে না, তাহারা  
 ভীত হইয়া পলায়ন করে । পদ্ম ও নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে যে,

দিতপাংসি চ । সৰ্ব্বৈ তে জপযজ্ঞস্য কলাং নাইন্তি  
ষোড়শীং । মাহাত্ম্যং বাচিকৈশ্চৈতজপযজ্ঞস্য কীর্তিতং ।  
তস্মাচ্ছতশ্চণ্ডোপাংশুঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ । তথাচ তন্ত্ৰে—  
মানসঃ সিদ্ধিকামানাং পুষ্টিকামৈরুপাংশুকঃ । বাচিকো মারণে  
চৈব প্রশস্তো জপ ইরিতঃ । গৌতমীয়ে—শক্ত্যা ত্রিসবনং  
জ্ঞানমশক্তো দ্বিঃ সফল বা । ত্রিসন্ধ্যং প্রজপেন্নম্নং পূজনঞ্চ  
সমং ভবেৎ । সন্ধ্যাভয়ে পূজাংকুত্বা জপমকৌত্তরশতমিত্যর্থঃ ।  
একদা বা ভবেৎ পূজা জপেভ্যুপূজনং বিনা । জপান্তে বা  
ভবেৎ পূজা পূজান্তে বা তপেন্মনুং । প্রাতঃকালং সমারভ্য  
জপেন্মধ্যান্দিনাবধি । মনঃ সংহত্য বিষয়ান্মুক্তার্থগতমানসঃ ।  
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকহারবৎ । জপঃ শ্রাদ্ধক্ষরা-

প্রতিষ্ঠা, তপত্বাদি যত প্রকার কন্ম আছে, সেই সমুদায় জপের ষোড়শাংশ  
ফল দিতে পারে না । বাচিক জপেরই এইরূপ ফল জানিবে, উপাংশু  
জপ ইহার শতগুণ এবং মানসিক জপে উপাংশু জপের সহস্রগুণ ফল হয় ।  
তন্ত্ৰে লিখিত আছে যে, সিদ্ধিকামী মানস ও পুষ্টিকামী উপাংশু জপকরিবে ।  
আর বাহারা মারণাদি আভিচারিককার্য্যে তৎপর তাহারা বাচিক জপ  
করিবে । গৌতমীয়তন্ত্ৰে লিখিত আছে যে, শক্তব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যা, অশক্ত হইলে  
দুইবার অথবা একবার জ্ঞানকরিয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্রজপ ও পূজাকরিবে এবং  
পূজান্তে অষ্টোত্তরশত জপকরিতে হইবে । অশক্তব্যক্তি একবার পূজা-  
করিয়া ত্রিসন্ধ্যা জপকরিলেও পূজাসিদ্ধি হইবে । জপের অন্তে পূজা অথবা  
পূজার পরে জপকরিবে । প্রাতঃকালে জপ আরম্ভকরিয়া মধ্যাহ্নকাল  
পর্যন্ত জপকরা কর্তব্য । ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, অধিকসময় জপ  
করিলে জিহ্বার জড়তা হইয়া জপসংখ্যার নৃত্যাদিক্য হইলে নিরমভঙ্গ  
হইতে পারে, অতএব অধিকসময় জপকরিবে না । জপকালে বিষয়  
চিন্তা পরিত্যাগকরিয়া মন্ত্রার্থের প্রতি মনের একাগ্রতা স্থাপনপূর্ব্বক  
অতি দ্রুত বা অতি বিলম্ব না হয়, এইরূপে একক্রমে জপকরিবে । অক-



বুদ্ভির্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ । ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদা-  
 ত্ত্বিকাং । উচ্চরেদর্থমুদ্दिश्या मानसः स जपः श्रुतः । जिह्वोर्तो  
 चालयेत् किञ्चिৎ देवतागतमानसः । किञ्चिৎ अवगयोग्यः  
 श्राद्धपांशुः स जपः श्रुतः । विशुक्लेश्वरतन्त्रे—निजकर्ण-  
 गोचरोहयं सजपो मानसः श्रुतः । उपांशुर्निजकर्णश्रु  
 गोर्टरः परिकीर्तितः । मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा सजपो वाचिकः  
 श्रुतः । उच्छैर्जपादिशिक्तः श्राद्धपांशुर्दशभिर्गुणैः । जिह्वा-  
 जपः शतगुणः सहस्रो मानसः श्रुतः । तन्त्रान्तरे—उच्छै-  
 र्जपोऽधमः प्रोक्त उपांशुर्मध्यमः श्रुतः । उभयोमानसो  
 देवि त्रिविधः कथितो जपः । जिह्वाजपः सविज्ञेयः  
 केवलं जिह्वया बूधैः । अतिह्रस्वो व्याधिहेतु रतिदीर्घो  
 बन्धुक्षयः । अक्षराक्षरसंयुक्तं जपेन्মৌক্তিকহারবৎ ।  
 मनसा यत् श्रवेत् স্তোত্রং বচসা বা মনুং শ্রবেৎ । উভয়ং

রের আবৃত্তি করাই জপ, এই জপ মানস, উপাংশু ও বাচিক ভেদে ত্রিবিধ ।  
 মনে মনে সার্থক মন্ত্রাক্ষরশ্রেণী উচ্চারণকরিয়া যে জপকরা যায়, তাহার  
 নাম মানস জপ, জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনাকরিয়া দেবতাতে চিত্ত  
 সমর্পণপূর্বক জপ করিলে যদি তাহা নিজকর্ণের গোচর হয়, তাহা হইলে  
 উক্ত জপকে উপাংশু জপ বলা যায় । বিশুঙ্কেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে যে,  
 যে জপ নিজকর্ণের অগোচর তাহা মনস জপ, যে জপ নিজকর্ণমাঝের  
 গোচর তাহার নাম উপাংশু এবং বাক্যে মন্ত্র উচ্চারণকরিয়া যে জপ করা  
 যায় তাহা বাচিক জপ বলে । বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ দশগুণে  
 শ্রেষ্ঠ, জিহ্বা জপ শতগুণ এবং মানস জপ সহস্রগুণ ফলপ্রদ । তন্মাত্রান্তরে  
 লিখিত আছে যে, বাচিক জপ অধম, উপাংশু জপ মধ্যম এবং মানস জপ  
 উত্তম । কেবল জিহ্বা দ্বারা যে জপকরা যায়, তাহাই জিহ্বাজপ, অতি  
 লঘুজপ ব্যাধির হেতু এবং অতি দীর্ঘজপে ধনক্ষয় হয়, অতএব অক্ষরাক্ষরে  
 সংযোগকরিয়া জপ করিবে । মানসিকস্তোত্র এবং বাচনিক জপ উভয়ই

নিষ্কলং যাতি ভিন্নভাণ্ডাদকং যথা । গোতমীয়ে—পশু-  
ভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণান্ত কেবলাঃ । সৌম্যধ্বন্য-  
চ্চরিতা প্রভুঃ প্রাপ্নুবন্তি তে । মন্ত্রাকরানি চিংশক্তৌ  
প্রোতানি পরিভাবয়েৎ । তমেব পরমবোম্মি পরমানন্দ-  
বুৎহিতে । দর্শয়ত্যাঙ্গসম্ভাবং পূজাহোমাদিভির্বিবন । গোত-  
মীয়ে দশাক্ষরপটলে—মূলমন্ত্রং প্রাণবুদ্ধ্যা স্বযুম্মামূলদেশকে ।  
মন্ত্রার্থং তস্য চৈতন্যং জীবং ধ্যাত্বা পুনঃ পুনঃ । কুলার্ণবেপি—  
মনোহন্যত্র শিবোহন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ । ন সিদ্ধ্যতি  
বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি । জাতমূতকমাদৌ শ্রাদ্দন্তে  
চ মূতমূতকং । মূতকদ্বয়সংযুক্তো যৌ মন্ত্রঃ স ন সিদ্ধ্যতি ।  
গুরোস্তুত্র হিতং কৃত্বা মন্ত্রং যাবজ্জপেদ্বিয়া । মূতকদ্বয়নির্মুক্তঃ  
স মন্ত্রঃ সর্বসিদ্ধিদঃ । তত্রৈব । তস্মাদেবি প্রযত্নেইন ক্রবেণ  
পুচ্ছিতং মনুং । অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ ।

ভিন্নভাণ্ডস্থিত জলের জ্বায় নিষ্কল । গোতমীয়ে লিখিত আছে যে, পশু-  
ভাবে স্থিত মন্ত্রসকল কেবল বর্ণমাত্র এবং স্বযুম্মামূলদেশে উচ্চারিত মন্ত্র  
প্রভু প্রদান করে । মন্ত্রের বর্ণনাকলকে চিংশক্তিতে প্রোথিত ভাবনা  
করিয়া জপ করিলে পরমানন্দ বর্দ্ধিত হয় । এবং এইরূপ জপে পূজা  
হোমাদি ব্যতিরেকেও আত্মজ্ঞান হইয়া থাকে । গোতমীয়ত্রে লিখিত  
আছে যে, মূলমন্ত্রকে স্বযুম্মার মূলদেশস্থিত প্রাণ এবং মন্ত্রার্থকে তাহার  
চৈতন্যরূপ জীব জ্ঞান করিয়া জপ করিবে । কুলার্ণবের প্রমাণে জানা যায়  
যে, মন, শিব ও শক্তি ইহাদিগকে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া শতকোটিকল্প জপ  
করিলেও সিদ্ধিলাভ হয় না । মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে মন্ত্রের জাতকাশোচ এবং  
মন্ত্রোচ্চারণের পরে তাহার মূতকাশোচ হইয়া থাকে, এই অশোচদ্বয় সংযুক্ত  
মন্ত্র কদাচ সিদ্ধিপ্রদ হয় না, অতএব উক্ত অশোচদ্বয় দূরীকরণার্থ জপের  
পূর্বে মন্ত্রের আদিত্যে ও অন্তে প্রাণবদ্বয় সংযুক্ত করিয়া অষ্টোত্তরশত কিংবা

জপান্তে চ ততো জপ্যচ্চতুর্বর্গফলাপ্তয়ে । ব্রহ্মবীজং মনোরমম্বা  
চাদ্যন্তে পরমেশ্বরিন । সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকল্পয়মুক্তয়ে ।  
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোগনীমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ । শতকোটি-  
জপেনাপি তন্ত্ৰ সিন্ধি ন জায়তে । লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্ৰা ন  
দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে । মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্বসিন্ধিকরাঃ  
স্বাভাঃ । চৈতন্যরহিতা মন্ত্ৰাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ । ফলং  
নৈব প্রয়চ্ছন্তি লক্ষকোটিশতৈরপি । মন্ত্রোচ্চারে কৃতে  
যাদৃক্ স্বরূপং প্রথমং ভবেৎ । শতে সহস্রে লক্ষে বা  
কোটিজাপেন তৎফলং । হৃদয়ে গ্রহিভেদশ্চ সর্বাবয়ববর্দ্ধনং ।  
আনন্দাশ্রাণি পুলকোদেহাবেশঃ কুলেশ্বরিন । গদগদোক্তিঞ্চ  
সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ । সৰ্ব্বদুষ্করিতেপ্যেবং মন্ত্রে  
চৈতন্যসংযুতে । দৃশ্যন্তে প্রত্যয়া যত্র পারম্পর্য্যং তদুচ্যতে ।  
মাসমাত্রং জপেন্মন্ত্রং ভূতলিপ্যাদিসংযুতং । ক্রমোৎক্রমাৎ  
সহস্রন্তু তন্ত্ৰ সিন্ধো ভবেন্মনুঃ । তত্র ভূতলিপিঃ । পঞ্চ-

বার জপকরিয়া প্রকৃত জপকরিবে । আর মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোগনি  
মুদ্রা না জানিয়া জপকরিলে শতকোটিজপেও মন্ত্রসিন্ধি হয় না । চৈতন্য  
হীনমন্ত্র ফল প্রদানকরিতেপারে না এবং চৈতন্যসংযুক্ত মন্ত্র সর্বসিন্ধি  
প্রদানকরে, অচৈতন্য মন্ত্র কেবল মাত্র । সচৈতন্যমন্ত্রজপে প্রণমে  
যে রূপ ভাব হয়, অচৈতন্য মন্ত্র শত, সহস্র বা কোটি জপেও সেইরূপ ফল  
হইতে পারে না । চৈতন্যসহিত মন্ত্রের জপ আরম্ভ করিলে সর্বকালের  
গ্রহিভেদ, সর্বদুষ্কর, আনন্দাশ্রপাত, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ ও গদগদোক্তি  
প্রভৃতি ভক্তিচিহ্ন প্রকাশ পায় । চৈতন্যসংযুক্ত মন্ত্র একমাসমাত্র  
উচ্চারণ করিলেই উক্ত লক্ষণসকল প্রকাশপাইয়া থাকে, আর ভূতলিপির  
সহিত অহলোমবিলোমে একমাসপর্য্যন্ত প্রতিদিন সহস্র মন্ত্র জপ-  
করিলেই সিন্ধি হয় । এইরূপ ভূতলিপি কথিত হইতেছে । অ ই



ব্রহ্মাঃ সন্ধিবর্ণা যোমেরাথিজলকরাঃ । অন্ত্যাদ্যাং দ্বিতীয়ঞ্চ  
চতুর্থং মধ্যমং ক্রমাৎ । পঞ্চবর্গাকরাণি হ্যর্কবাস্তবেতেন্দুভিঃ  
সহ । এষাভূতলিপিঃ প্রোক্তা বিচছারিংশদক্ষরৈঃ । এবং  
জপং পুরা কৃদ্ধা তেজোরূপং সমর্পয়েৎ । দেবস্ত দক্ষিণে  
হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ । সকলং তদ্বিভাব্যেবং প্রাণা-  
য়ামং সমাচরেৎ । জপস্তাদৌ জপান্তে চ ত্রিতয়ং ত্রিতয়ং  
চরেৎ । শক্তিবিষয়ে দেব্যাবামহস্তে । তথাচ—এবং জপং  
পুরা কৃদ্ধা গন্ধাক্রতকুশোদকৈঃ । জপং সমর্পয়েদেব্যা বাম-  
হস্তে বিচক্ষণঃ । জপান্তে প্রত্যহং দেবি হোময়েত্তদশাং  
শতঃ । তর্পণকাভিষেকঞ্চ তত্তদশাংশতোমুনে । প্রত্যহং  
ভোজয়ে-দ্বিপ্রান্ ন্যূনাধিক্যপ্রশান্তয়ে । অথবা সর্বসংপূর্ণে

উ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ জ ণ ট ঠ ড ন ত  
থ দ ম ভ ব শ ষ স, এই বিচছারিংশদক্ষরকে ভূতলিপি বলে । এই ভূত-  
লিপি দ্বারা অনুলোমবিলোমে মন্ত্র পুটিকরিয়া জপকরিবে, অর্থাৎ অ ই উ  
ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ হ য র ব ল ঙ ক খ ঘ গ ঞ চ ছ জ ণ ট ঠ ড ন  
ত থ দ ম ভ ব শ ষ স মূলমন্ত্র ন য ল ব ভ ফ প ম দ ধ খ ন জ ঋ  
৯ চ ঞ গ ঘ ঞ ক ঙ ল ব র য হ ঔ ও ঐ এ ৯ ঋ উ ই ঋ । এইরূপে সহস্র  
জপকরিয়া প্রকৃত জপ আরম্ভকরিবে । প্রকৃত জপ সংপূর্ণ হইলে তেজো-  
রূপে দেবতার দক্ষিণহস্তে জপসমর্পণ করিবে । এইরূপ করিয়া জপ সকল  
হইল, এই বোধে প্রাণায়াম করিবে জপের আদিত্তে এবং অস্তে তিন তিন-  
বার প্রাণায়াম করা কর্তব্য । শক্তিবিষয়ে দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ  
করিতে হইবে । প্রতিদিন জপের অস্তে দশাংশসংখ্যার হোমকরিবে এবং  
হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক ও অভিষেকের দশাংশ  
প্রক্ষণভোজনকরাইবে । প্রত্যহ একনিয়মে উক্ত কার্যসকল করিলে  
ন্যূনাধিক্য করিবে না । অথবা সকল জপের অস্তে হোমাদি করিবে ।

হোমাদিকমথাচরেৎ । মুণ্ডমালায়াং—যস্য ষাষান্ জপঃ  
 প্রোক্তস্তদশাংশজপঃ ক্রমাৎ । তত্তদুদ্রবৈর্জপস্তান্তে হোমং  
 কুর্যাদিনে দিনে । অথবা লক্ষসংখ্যায়াং পূর্ণায়াং হোম-  
 মাচরেৎ । তথা হোমাদ্যশক্তে চ—যদ্যদঙ্গং ভবেদঙ্গং  
 তৎসংখ্যাদ্বিগুণোজপঃ । হোমাতাবে জপঃ কার্যো হোম-  
 সংখ্যাচতুর্গুণঃ । বিপ্রাণাং কত্রিয়াণাঞ্চ রসসংখ্যাগুণঃ  
 স্মৃতঃ । বৈশ্বানারং বহুসংখ্যাকমেঘাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ ।  
 যং বর্ণমাস্থিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিকারেৎ । অনাস্থিতস্য  
 শূদ্রস্য দিক্‌সংখ্যাকঃ সমীরিতঃ । শূদ্রস্য বিপ্রভক্তস্য তৎ-  
 পত্ন্যাঃ সদৃশোজপঃ । অত্রাপ্যশক্তৌ যোগিনীহৃদয়ে—হোম-  
 কর্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণোজপঃ । ইতরেষাস্তু বর্ণানাং  
 সর্বেষাং ত্রিগুণোমতঃ । ত্রিগুণ ইতি ত্রিগুণাদিহোমসংখ্যা  
 ত্রিগুণজপঃ কত্রিয়েণ কার্যঃ । বৈশ্বেন চতুর্গুণঃ শূদ্রেণ  
 পঞ্চগুণঃ । তদুক্তং কুলপ্রকাশে—যদ্যদঙ্গং বিহীনং স্মাত্তৎ

মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যেদিন যতসংখ্যক জপ হইবে, সেই দিন  
 তাতার দশাংশ সংখ্যায় যথোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোমকরিবে । হোমাদিতে  
 অশক্ত হইলে দ্বিগুণসংখ্যক জপকরিবে, কিন্তু হোমের সংখ্যার চতুর্গুণ জপ  
 করিতে হইবে । ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়ার প্রক্ষে ষড়্‌গুণ, বৈশ্বের অষ্টগুণ এবং  
 স্ত্রীর পক্ষে উক্তরূপ বিধি জানিবে । শূদ্র যে বর্ণের অধীনে আছে,  
 সেই বর্ণের অনুকূপ বিধি অবলম্বনকরিবে । আর অনাশ্রমী দশগুণ জপ  
 করিবে । বিপ্রভক্ত শূদ্রের ব্রাহ্মণের জ্ঞায় জপবিধি জানিবে । যোগিনী  
 হৃদয়ে লিখিত আছে যে, বিপ্রের দ্বিগুণ, কত্রিয়াদি ত্রিগুণাদি, অর্থাৎ কত্রি-  
 যের ত্রিগুণ, বৈশ্বের চতুর্গুণ এবং শূদ্রের পঞ্চগুণ হোমানুকূল জপসংখ্যা  
 জানিবে । এষ্টস্থলে যে স্ত্রী ও শূদ্রের হোম উক্ত হইল, এই হোম  
 ব্রাহ্মণদ্বারা করাইতে হইবে । স্ত্রী কিবা শূদ্র স্বয়ং হোমকরিবে না,

সংখ্যাধিগুণো জপঃ । কুব্জৌত ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং বিজ্ঞা-  
তয়ঃ । এতেন স্ত্রীশূদ্রাণাং হোমাধিকারঃ । তথাচ শূদ্রাণাং  
দ্র্যাক্ষমীরিতমিতি কুণ্ডপ্রকরণে সারদায়াং স্ত্রীণাং হোমাধি-  
কারশ্চ তত্রৈব । লাজৈজ্জিমধুরোপেতৈর্হোমং কন্যা প্রয়-  
চ্ছতি । অনেন বিধিনা কন্যা বরমাপ্নোতি বাঙ্কিতং । অতএব  
স্ত্রীণাং হোমাধিকারঃ স চ ব্রাহ্মণদ্বারা । তথাচ তন্ত্রাস্তরে—  
ওঁকারোচ্চারণাক্রোমাৎ শালগ্রামশিলার্চনাৎ । ব্রাহ্মণী  
গমনাক্ষেব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ । ইতি সাক্ষ্যমিবেধাৎ  
তথা—স্ত্রীণামপি সর্ববৈদিককৰ্ম্মসু শূদ্রতুল্যত্বপ্রতিপাদনাৎ ।  
স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতো মমোপরি ইতি ভগবচনাৎ ।  
নৃসিংহতাপনীয়েপি—সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়ো  
র্নেচ্ছন্তি সমুতোদ্যোগচ্ছতি নেচ্ছন্তীতি পর্য্যন্তং পরাশর-  
ভাষ্যেপি গোবিন্দভট্টপুতং । স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং  
দদদ্বিজঃ । শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যদ্যোগতিম্ ।  
যজুঃ বেদঃ । লক্ষ্মী স্ত্রীবীজমিত্যর্থঃ । তথা নারায়ণকল্পেপি—  
অষ্টাকরো মহামন্ত্রঃ সপ্তার্ণঃ শূদ্রযোষিতঃ । প্রণবাদিশ্চ

যেহেতু ওঁকারোচ্চারণে, হোমে, শালগ্রামশিলার্চনে ও ব্রাহ্মণীগমনে শূদ্রের  
নরকপ্রবণ আছে । স্ত্রীর পক্ষেও বৈদিককৰ্ম্মে শূদ্রবৎ অনধিকার আছে ।  
বিশেষত ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, আন্যেতে যদি স্ত্রীলোকের করসংস্পর্শ  
হয়, তাহা আমি বজ্রপাতের দ্বারা জ্ঞানকরি । নৃসিংহতাপনীর প্রতিতে  
লিখিত আছে যে, সাবিত্রী, প্রণব, বেদ ও স্ত্রী বীজ এই সকল শূদ্র বা কোন  
স্ত্রী উচ্চারণ করিলে তাহাদিগের অধোগতি হয় । আর লিখিত আছে যে,  
স্বাহা কিবা প্রণবসংযুক্তমন্ত্র যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রকে প্রদানকরে, তাহা  
হইলে সেই শূদ্র নরকগামী হয় এবং উক্ত ব্রাহ্মণেরও অধোগতি হইয়া  
পাকে । কেহ কেহ যে শূদ্রের হোমাধিকার বলেন, তাহাতেও স্বাহা শব্দ



যো যন্তো ন দ্বীশুদ্রে প্রশস্ততে । ইতি সৰ্বদ্বীপাং শূদ্র-  
বদ্যবহারঃ । শূদ্রস্তাপি স্বকর্তৃকহোম ইতি কেচিৎ ।  
তথাচ বারাহীতদ্রে—যদি কামী ভবত্যত্র শূদ্রোপি হোম-  
কৰ্ম্মণি । বহিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদয়াস্তেন হোময়েৎ ।  
সৰ্ব্বেষাং দ্বিগুণজপঃ তথাচ বাশিষ্ঠে—যদ্যদঙ্গং বিহীয়েত  
তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ । কৰ্ত্তব্যশ্চাক্ষসিক্যর্থং তদশস্তেন  
ভক্তিতঃ । ন চেদঙ্গং বিহীয়েত তদ্বিশিষ্টম্বাপ্নুয়াৎ ।  
বিপ্রভোজনমাত্রেণ ব্যঙ্গং সাক্ষং ভবেদঙ্গবং । যদ্যদ্বুঙ্ক্তে  
দ্বিজঃ সাক্ষাত্তদ্বুঙ্ক্তে হরিঃ স্বয়ং । তথাগন্ত্যসংহিতায়াং—  
যদি হোমেপ্যাশক্তঃ স্তাৎ পূজায়াং তৰ্পণে পিবা । তাবৎ  
সংখ্যাজপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ । ভবেদঙ্গবয়েনৈব  
পুরস্চরণমার্য্যবৈ । বীরতদ্রে—নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন  
যোষিৎসু কথঞ্চন । ন স্তাসৌ যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন  
চ পূজনং । কেবলং জপমাত্রেণ যজ্ঞাঃ সিদ্ধান্তি যোষিতাং  
আচার্য্যমতে বিপ্রভোজনেপ্যনুকল্পঃ । তথাচ মুণ্ডমালায়াং—

পরিভাগ করিয়া নমঃ শব্দধারা গোমকরিবে । সেই সেই হোমাদি  
সকল অঙ্গীর কার্যের অন্তর্কিতে সংখ্যার দ্বিগুণ জপকরিলেই পুরস্চরণ  
সিদ্ধ হইবে, ইহা বশিষ্ঠ বচনে প্রতীয়মান হইতেছে । একমাত্র ব্রাহ্মণ  
ভোজনে সকল পুরস্চরণাদি কার্য্য সকল হয়, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ বাহ্য  
ভোজন করেন আরং হরি তাহা ভোজনকরিরাণেকম । অগস্ত্যসং-  
হিতায়ও এইরূপ ব্রাহ্মণভোজনে অঙ্গীর কার্যের সিদ্ধি উক্ত হইরাছে ।  
বীরতদ্রে প্রমাণে জানাযায় যে, পুরুষের পক্ষেই নিয়ম আবশ্যক,  
স্ত্রীর পক্ষে কেবল জপকরিলেই পুরস্চরণ হইতে পারে, তাহাদিগের  
জ্ঞানাদি না করিলেও কার্য্যহাসি হয়না । আচার্য্যমতে ব্রাহ্মণভোজনের

যদি পূজাদ্যনন্তরেন্দ্র ব্যাভাবেন হৃদয়ি । কেবলং জন্ম-  
মাত্রেন পুরস্চর্য্য বিধীয়তে । অত্র ব্রাহ্মণভোজনমাবশ্য-  
কম্বেব । সর্বথা ভোজয়েদ্বিদ্বান্ কৃতসঙ্কল্পসিদ্ধয়ে । বিপ্রা-  
রাধনমাত্রেন ব্যঙ্গং সাক্ষং ভবেদুৎকবং । কুলার্গবে—দীক্ষা-  
হীনান্ পশূন্ যন্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে । সমাতি পরমেশানি  
নরকামেকবিংশতিম্ । এবং যঃ কুরুতে দেবি পুরস্চরণকং  
প্রিয়ে । সর্বপাপবিনির্মুক্তো দেবীসামুজ্যমাণুয়াৎ । তথা—  
তদশাংশেন বিপ্রাংশ্চ কৌলিকানথ ভোজয়েৎ । ক্ষীর-  
ধণ্ডাদ্যভোজ্যৈশ্চ বহুমানপুরঃসরং । ততশ্চ—গুরবে দক্ষিণা-  
ন্দ্যাদ্যভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ । গুরুসন্তোষমাত্রেন সর্বসিদ্ধি-  
ভবেদুৎকবম্ । গুরোভাবে তৎপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা নিবে-  
দয়েৎ । তয়োরভাবে দেবেশি ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদয়েৎ ।  
সম্যক্ সিদ্ধৈকমন্ত্রশ্চ পঞ্চাঙ্গোপাসনেন চ । সর্বৈ মন্ত্রাশ্চ  
সিদ্ধ্যন্তি তৎপ্রসাদাৎ কুলেশ্বরি । গুরুমূলমিদং সর্বমিত্যা-  
হন্তদ্রবেদিনঃ । একগ্রামে স্থিতো নিত্যং গম্মা বন্দেত বৈ  
গুরুম্ । গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাদাদৌ তমর্চয়েৎ । তদন্তে  
মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ । সুবাসিনীং কুমারীঞ্চ

অমুকর আছে, বাস্তবিক ব্রাহ্মণভোজনের অমুকর বিধের নহে ।  
অতএব হোমাদির অমুকর বিধান অপকরিয়া কেবল ব্রাহ্মণভোজন  
করাইবে । ব্রাহ্মণভোজনেও দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে ভোজনকরাইবে, অদী-  
ক্ষিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবেনা । উক্ত বিধানে পুরস্চরণ করিলে সেই  
সাধক দেবীসামুজ্য লাভকরে । পুরস্চরণ করিয়া গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান  
করিবে, গুরুর সন্তোষ হইলেই সর্বকাৰ্য্য সিদ্ধিহর । গুরুর অভাবে গুরুপুত্র  
বা গুরুপত্নী ইহাদিগের অভাবে ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে । গুরুর প্রসাদে  
সকল কাৰ্য্য সিদ্ধি হয় এবং গুরুই ব্রহ্মস্বরূপ অতএব গুরুপূজা করিয়া ইষ্ট-

ভূষণৈরপি ভূষয়েৎ । মিকটান্নং বহুশঃ কার্য্যং ভূষীত  
ধক্ষুভিঃ সহ । এবং সিন্ধুমুখ্যস্ত্রী সাধয়েৎ সকলেন্সিতান্ ।

অথবাণ্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণ মুচ্যতে । গ্রহণেইকস্ম  
চেদোৰ্ব্বা শুচিঃ পূৰ্ব্বমুপোষিতঃ । নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং  
নাভিমান্ত্রোদকে স্থিতঃ । স্পর্শাদ্বিমুক্তিপৰ্য্যন্তং জপেন্মন্ত্র-  
মনশ্চাধীঃ । যদি নদ্রাদিদূষিতা নদী ভবতি তদা যৎ কর্তব্যং  
তদাহ রুদ্রযামলে—অপি শুক্লোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে  
সমাহিতঃ । গ্রাসাদ্বিমুক্তিপৰ্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনশ্চাধীঃ । ইতি  
কুত্বা ন সন্দেহো জপশ্চ ফলভাগ্তবেৎ । নদ্যভাবে—যত্না  
পুণ্যোদকে স্নাত্বা শুচিঃ পূৰ্ব্বমুপোষিতঃ । গ্রহাদিবিমো-  
ক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ । উপবাসাসমর্থো তু তত্রৈব—

দেবতার মহতী পূজাকারবে, তৎপরে কুমারীকে ভূষণাদিদ্বারা অর্চনা  
করিয়া তাহাকে মিষ্টান্ন ভোজনকরাইবে ।

অন্য প্রকার পুরশ্চরণ এই—সূর্য্য বা চন্দ্র গ্রহণকালে শুচি ও উপবাসী  
হইয়া সমুদ্রগামিনী নদীর নাভিমান্ত্রজলে অবস্থিতিপূর্ব্বক গ্রাস হইতে মুক্তি  
কাল পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে জপকরিবে । নদীতে কুস্তীরাদির ভয় থাকিলে শুক্ল  
জলে স্নানকরিয়া পবিত্র স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক গ্রহণারম্ভ হইতে মুক্তিকাল  
পর্য্যন্ত জপকরিবে । গ্রহণ বিমুক্তি কাল পর্য্যন্ত জপকরিয়া জপের দশাংশ  
হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক এবং অভিষেকের  
দশাংশ সংখ্যায় ত্র্যক্ষণভোজনকরাইবে । এইরূপ করিলেই পুরশ্চরণ হয় ।  
গোপাল মন্ত্রের পুরশ্চরণে হোমসংখ্যার তর্পণ করিতেহইবে । গ্রহণকালে  
অবশ্য ইষ্টমন্ত্র জপকরিবে, যদি কেহ গ্রহণকালে পুরশ্চরণ আরম্ভকরিয়া  
শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে ইষ্টমন্ত্রজপ ত্যাগকরে, তাহাহইলে তাহার ইষ্টদেবতা  
কুপিত হইয়া পিতৃলোকের অধোগতি বিধান করেন । গ্রহণপুরশ্চরণেও  
জপহোমাদি করিয়া মহতী পূজাকরিয়া ত্র্যক্ষণভোজনকরাইবে এবং শুক্লকে  
সন্তুষ্ট করিয়া দক্ষিণা প্রদানকরিতেহইবে । এইরূপ পুরশ্চরণ করিলে



অথবা অন্যপ্রকারেণ পৌরশ্চারণিকোবিধিঃ । চন্দ্রসূর্যোপরাগে  
চ স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ । স্পর্শনাদি বিমোক্ষান্তঃ জপেন্মন্ত্রে  
সমাহিতঃ । জপাদিশাংশতো হোমং তথা হোমাতু তর্পণং ।  
তর্পণশ্চ দশাংশেন চাভিষেকং সমাচরেৎ । অভিষেক-  
দশাংশেন কুর্যাদ্বাক্ষণভোজনম্ । এবং কৃৎস্না তু মন্ত্রস্য  
জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা । গোপালমন্ত্রতর্পণে তু হোমসংখ্যাহম্ ।  
যথা—ইহ গোপালমন্ত্রাণাং তর্পণং হোমসংখ্যয়া ইত্যাদি ।  
দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সমকল্পে বিমোক্ষান্তঃ জপং চরেৎ ।  
তাবৎ যজ্ঞাদিকং কুর্যাত্ গ্রহণান্তে শুচিঃ পুমান্ । এবং  
জপান্মন্ত্রসিদ্ধির্ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । গ্রহণে জপস্যাবশ্য-  
কত্বং । শ্রাদ্ধাদেবনুরোধেন যদি জপ্যং ত্যজেন্নরঃ । স  
ভবেদেবতাদ্রোহী পিতৃন্ সপ্ত নয়ত্যধঃ । ইতি সনৎকুমার-  
বচনাৎ । বস্তুতস্ত আরকপূরশ্চরণবিষয়মিদং । তথাহি—  
আরকে পূরশ্চরণে যদি গ্রহণং ভবেত্তদা শ্রাদ্ধাদ্যনুরোধেন  
জপং ন ত্যজেৎ । এবং রাত্রাবপি পূরশ্চরণবিশেষং বোদ্ধ-  
ব্যমিতি সর্বসমঞ্জসম্ । যোগিনীহৃদয়ে—কল্পোক্তবিধিনা  
মন্ত্রী কুর্যাদ্ধোমাদিকং ততঃ । অথবা তদশাংশেন হোমা-  
দীংশ্চ সমাচরেৎ । তথা—অনন্তরং দশাংশেন ক্রমাদ্ধো-  
মাদিকঞ্চরেৎ । তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্যাদ্বাক্ষণভোজনম্ ।  
ততো মন্ত্রশ্চ সিদ্ধার্থং গুরুং সম্পূজ্য তোষয়েৎ । এবং  
মন্ত্রসিদ্ধিঃ শ্রাদ্ধেবতা চ প্রসীদতি । ক্রিয়াসারে—দীক্ষা-

দেবতা প্রসঙ্গা এইরূপাকেন । যদিও জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ  
ভোজন এই পঞ্চ উপাদানকেই পূরশ্চরণ বলে, তথাপি সূর্যোদয়হইতে

হীনান্ পশূন্ যন্তু ভোজয়েদ্বা স্বমন্দিরে স যাতি পরমেশানি  
 নরকানেকবিংশতিম্ । যদ্যপি পুরশ্চরণমিদং পঞ্চাঙ্গপরং  
 তথাচ । জপহোমৌ তর্পণকাতিষেকো বিপ্রভোজনম্ ।  
 পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে । তথাপি গ্রহ-  
 গাদৌ পুরশ্চরণপদং গোণং জপমাত্রপরম্ । সূর্য্যোদয়াৎ  
 সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়াবধি । তাবজ্জপ্তো মহেশানি  
 পুরশ্চরণমিষ্যতে । ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ । তত্র হোমা-  
 দেবভাবান্তর্হি কথং গ্রহণপুরশ্চরণে হোমাদিরিতি চেদ্রচ-  
 নাদেব জায়তে । ন চ পুরশ্চরণস্ত পঞ্চাঙ্গত্বাৎ সর্বত্র  
 তদেব শ্রাদ্ধিতি বাচ্যং গ্রহণে তদ্বিধানমনর্থকং শ্রাৎ । কিঞ্চ  
 গ্রহণে হোমাদিনিয়মান্শ্রাদ্ধ হোমাদিঃ । গ্রহণপুরশ্চরণে  
 হোমাদিবিধানস্ত প্রকৃতিভূতপঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণতুল্যত্ববোধনায়,  
 অতএব গ্রহণে পঞ্চাঙ্গস্বরূপপুরশ্চরণে কৃতে মুখ্যপ্রয়োগে-  
 প্যধিকারইতি প্রকটীকৃতম্ । তদকরণে কেবলজপমাত্র-  
 পুরশ্চরণে নাধিকার ইতি সর্বসম্মতমিতি ।

পুরশ্চরণকালস্ত বারাহীতস্ত্রে—চন্দ্রতারানুকূলে চ  
 শুক্লপক্ষে শুভেহনি । আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ হুপ্তে ন

---

আরম্ভকরিয়া পুনর্বার সূর্য্যোদয়পর্য্যন্ত যে জপ তাহাই পুরশ্চরণ, এই শাস্ত্র  
 বশতঃ জপরূপ পুরশ্চরণই প্রসিদ্ধ বলিয়া উক্ত আছে, সুতরাং পুরশ্চরণে  
 হোমাদির বিশেষ আবশ্যকতা নাই, তবে গ্রহণ পুরশ্চরণে হোমাদির উল্লেখ  
 হইয়াছে কেন ? ইহাতে বক্তব্য এই যে, অস্তান্ত্র বচনে হোমাদির উল্লেখ  
 আছে বিধায় গ্রহণপুরশ্চরণেও হোমাদির বিধান বলিষ্ঠাছেন ।

বারাহীতস্ত্রে যে পুরশ্চরণকাল উক্ত আছে, তাহাতে জানাযায় যে চন্দ্র  
 তারানুগি সবে, শুভদিনে পুরশ্চরণ করিবে, হরিশয়নে করিবেনা । গ্রহণ

চাচরেৎ । এহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ । প্রতি-  
প্রসবশ্চ রুদ্রযামনে । কার্তিকাশ্বিন-বৈশাখ-মাঘেথ মার্গ-  
শীর্ষকে । ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্যা প্রশস্ততে । এহণে  
চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ । এস্তান্তে এস্তোদয়ে  
দীক্ষাপুরশ্চরণয়ো নির্মেধমাহ তজ্জান্তরে—এস্তান্তে হ্যদিত্তে  
নৈব কুর্য্যাৎ দীক্ষাজপং প্রিয়ে । কৃতে নাশো ভবেদাশু  
হ্যায়ুঃশ্রীমৃতসম্পদম্ ।

অথ পুরশ্চরণপ্রয়োগঃ । তত্র তাবদ্বূমেঃ পরিগ্রহং কৃত্বা  
পুরশ্চরণপ্রাক্ তৃতীয়দিবসে ক্ষৌরাদিকং বিধায় বেদিকা-  
য়াশ্চতুর্দিক্ষু ক্রোশং ক্রোশদ্বয়ং বা ক্ষেত্রং চতুরস্রং আহারাদি-  
বিহারার্থং পরিকল্প্য তত্র কূর্মচক্রানুরূপং মণ্ডপং বিধায়  
একভক্তঞ্চ কুর্য্যাৎ । তৎপরদিনে স্নানাদিকং বিধায় শুদ্ধঃ  
সন্ বেদিকায়াশ্চতুর্দিক্ষু অশ্বখোডুম্বরপ্লক্ষাণামন্যতমশ্চ বিত-  
স্তিমাভ্রান্ দশকীলকান্ ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ ইতি

কালে ও মহাতীর্থে পুরশ্চরণ করিতেহইলে কালবিতার করিবেনা । বিশে-  
ষত কার্তিক, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও শ্রাবণ এই সকল  
মাস দীক্ষা ও পুরশ্চরণে প্রশস্ত । এস্তান্ত ও এস্তোদয় গ্রহণে পুরশ্চরণ করিলে  
আয়ু, শ্রী, পুত্র ও সম্পদ বিনাশ পায়, অতএব উক্তরূপ গ্রহণে পুরশ্চরণ  
করিবেনা ।

এইক্ষণ পুরশ্চরণ প্রক্রিয়া কথিত হইতেছে, প্রথমে যথাশাস্ত্র স্থাননির্গম  
করিয়া পূর্ষ তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি কর্মকরিবে এবং এক ক্রোশ বা দুই  
ক্রোশ পরিমিতস্থান বেদির চতুর্দিকে আহারবিহারার্থ চতুরস্রকরিয়া লইবে ।  
এই চতুরস্রের মধ্যে কূর্মচক্রানুসারে মণ্ডপ নির্মাণকরিয়া একাহারে থাকিবে ।  
তৎপর দিন স্নানাদিকরিয়া অশ্বখ ও ডুম্বর অথবা পাকুড় বৃক্ষের কাষ্ঠদ্বারা  
দ্বাদশ অঙ্গুল পরিমাণ দশটি কীলক করিয়া ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্ এই



মন্ত্ৰেণাষ্টোত্তরশতাভিমন্ত্ৰিতান্ বেদিকায়াম দশদিক্শু ওঁ যে চাক্ষে  
 বিঘ্নকর্তারো ভুবিদ্যবাস্তুরীক্ষগাঃ । বিঘ্নীভূতাস্তে যে চাক্ষে  
 নম মন্ত্ৰস্ত সিন্ধিষু । মমৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য  
 বিদূরতঃ । অপসর্পন্ততে সৰ্ব্বৈ নিৰ্ব্বিঘ্নং সিন্ধিরন্ত মে ।  
 ইত্যনেন নিখন্ত তেষু ওঁ নমঃ সূদৰ্শনায় অস্ত্রায় কট্ ইতি  
 অস্ত্ৰং সংপূজ্য তেষু পূৰ্ব্বাদিক্রমেণ ইন্দ্রাদিলোকপালান্  
 পূজয়েৎ । যথা—ওঁ ভূভুবস্বঃ ইন্দ্রাদিলোকপাল ইহাগচ্ছ  
 ইত্যাবাহ পঞ্চোপচারৈঃ পূজয়েৎ । এবং ক্রমেণ অন্যানপি  
 পূজয়েৎ । তথাচ মুণ্ডমালায়াং—পুণ্যক্ষেত্রাদিকং কৃৎস্না  
 কুৰ্য্যাদ্ভূমিপরিগ্রহং । তথাহনুকমন্ত্ৰস্ত পুরশ্চরণসিন্ধয়ে ।  
 ময়েয়ং গৃহতে ভূমিস্মন্ত্রোহয়ং সিদ্ধ্যতামিতি । তথাচ—  
 গ্রামে ক্ষোশমিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মতম্ । নগরা-  
 দাবপি ক্ষোশং ক্ষোশযুগ্মমথাপি বা । ক্ষেত্রং বা যাবদিচ্ছন্ত  
 বিহারার্থং প্রকল্পয়েৎ । আহাৰাদিবিহারার্থং তাবতীং ভূমি  
 মাক্রমেৎ । ক্ষীরীরক্ষোদ্ভবান্ কীলান্ অস্ত্রমস্ত্রাভিমন্ত্ৰিতান্ ।  
 নিখনেদশদিগ্ভাগে তেষু প্রপূজয়েৎ । লোকপালান্  
 পুনস্তেষু গন্ধাদৈঃ পূজয়েৎ সুধীরিতি । ততো মধ্যস্থানে  
 ক্ষেত্রপালং বাস্তীশঞ্চ সংপূজ্য সৰ্ব্ববিঘ্নবিনাশার্থং গণপতিং

মন্ত্ৰ অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্ৰিত করত সেই সকল কীলক বেদির দশদিকে  
 ওঁ যে চাক্ষে বিঘ্নকর্তার ইত্যাদি মন্ত্ৰে অস্ত্রের পূজাকরিয়া সেইসকল কীলকে  
 ইন্দ্রাদি দশদিকপালের পূজা করিবে। এই সকল পূজার প্রণালী ও মুণ্ড-  
 মালা তন্ত্রের প্রমাণ মূলে উদ্ধৃত করা হইরাছে । অনন্তর মধ্যস্থানে ক্ষেত্র-  
 পাল, বাস্ত ও ঈশানের পূজাকরিয়া গণপতির পূজাকরিবে। মূলের লিখিত  
 নিয়মে সফলকরিয়া বেদির মধ্যে পঞ্চোপচাবে গণেশের পূজাকরিতে হইবে

পূজয়েৎ যথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি মংকর্তব্যামুকমন্ত্রপূরশ্চরণ-  
কর্ম্মণি বিশ্ববিনাশার্থং গণেশপূজামহং করিষ্যে । ইতি  
সঙ্কল্য বেদিকামধ্যে পঞ্চোপচারৈর্গণেশং পূজয়েৎ । তদুক্তং—  
ক্ষেত্রেপালাদিকং তত্র পূজয়েদ্বিধিবত্ততঃ । ক্ষেত্রেণং বাস্তু-  
নামানং বিশ্বরাজং সমর্চয়েৎ । দিকৃপালেভ্যো বলিং দদ্যা-  
ত্ততঃ ক্ষেত্রং সমাবিশেৎ । ততো মাঘভক্তাদিনা পূজিতদেব-  
তাভ্যো বলিং দদ্যাৎ । ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্মাণো রৌদ্র-  
স্থাননিবাসিনঃ । মাতরোপ্যগ্ররূপাশ্চ গণাধিপত্যশ্চ যে ।  
বিস্তীৰ্ণতাশ্চ যে চাণ্ডে দিগ্বিদিক্ষু সমাপ্রিতাঃ । সর্বৈ তে  
প্রীতিমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্তিমং বলিং । ইত্যনেন দশদিক্ষু  
ভূতেভ্যো বলিং দদ্যাৎ । ততো গায়ত্রীং জপেৎ । তথাচ—  
প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাঃ সহস্রং প্রয়তো জপেৎ । জাতা  
জাতস্ত পাপস্ত ক্লয়ার্থং প্রথমং ততঃ । বিপ্রান্ সমুপ্যেদর্থ-  
তোষণাচ্ছাদনাসনৈঃ । বহুভির্বিক্তভূবাভিঃ সংপূজ্য গুরু-  
মাত্মনঃ । আরভেত জপং পশ্চাত্তদনুজ্ঞাপুরঃসরমিতি । শক্ত-  
ভেদেহ ব্যবস্থা । গায়ত্রী পুনস্তত্তদেবতায়াঃ । যথা গোবিন্দ-  
বৃন্দাবনে—জপাৎ পূর্বং জপেৎ কৃষ্ণগায়ত্রীং সর্বপাপহাং ।

এবং পূজিত দেবতাগণকে মাঘভক্ত বলিদিতে হইবে । মূলের লিখিত  
মন্ত্রে দশদিকৃপালকে মাঘভক্ত বলিপ্রদান করিয়া গায়ত্রী জপকরিবে ।  
প্রাতঃকালে স্নানকরিয়া জাতাজাত পাপকর কারনায় সঙ্কল্যকরিয়া সহস্র  
গায়ত্রীজপ করিবে । তৎপরে বস্ত্র ও অর্থদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্টকরিয়া বস্ত্র  
ও ভূষণদ্বারা গুরুদেবের পূজাকরিবে । এই গায়ত্রীজপে যে দেবতার বস্ত্র  
পূরশ্চরণ করিবে, সেইদেবতার গায়ত্রীজপ করিতে হইবে । গোবিন্দবৃন্দা-  
বনে ইহার প্রমাণ আছে । স্তবরাং ত্রী ও শূঙ্গ ইত্যাদি পূরশ্চরণাদি

অযুতৈকপ্রমাণেন এনমো ন্যনহেতবে । ইতি কৃষ্ণগা  
 স্বরসাদন্যত্রাপি তথা অতএব স্ত্রীশূদ্রসাধারণমিতি মাধবা-  
 চার্য্যঃ । যদু প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিদ্র্যা অযুতং প্রয়তোজ-  
 পেদিতি তৎ পুনরত্যস্তপাপশঙ্কয়া । অদ্যেত্যাদি জ্ঞাতাজ্ঞাত-  
 পাপক্ষয়কামঃ অষ্টোত্তরসহস্রসাবিত্রীজপমহং করিষ্যে  
 ইতি সঙ্কল্য জপেৎ । তত উপবাসং হবিষ্যং বা কুর্য্যাৎ ।  
 পরদিনে উষসি স্নানাদিকং কৃৎবা স্বস্তিবাচনপূর্বকং সঙ্কল্য  
 কুর্য্যাৎ । ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতায়। অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতি-  
 বন্ধকাক্ষেপিতক্লয়পূর্বকতমন্ত্রসিদ্ধিকামোহদ্যারভ্য যাবৎ-  
 কালেন সেৎস্মৃতি তাবৎকালং অমুকমন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যকজপ-  
 তদশাংশ-হোম-তদশাংশ-তর্পণ-তদশাংশাভিষেক-তদশাংশ-  
 ব্রাহ্মণভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্য ভূতশুদ্ধি-  
 প্রাণায়ামাদিকং কৃৎবা স্বস্বমুদ্রাং বদ্ধা স্বস্বপদ্ধত্যুক্তক্রমেণ  
 দেবতাং সম্পূজ্য দীপে প্রজ্জলিতাকারাং দেবতাং হৃদয়ে কৃৎবা  
 প্রাতঃকালমারভ্য মধ্যাহ্নিনং যাবৎ জপং কুর্য্যাৎ । ততো  
 হোমস্ততস্তর্পণম্ । কুলার্গবে—অর্পণস্ত ততঃ কুর্য্যাত্তীর্থোদৈ-  
 শ্চন্দ্রমিশ্রিতৈঃ । জলে দেবং সমাবাহু পাদ্যাদৈরুদকান্নকৈঃ ।

---

গায়ত্রীজপ করিতে পারিবে । গায়ত্রীজপের সঙ্কল্য মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত  
 হইয়াছে । এইদিনে উপবাসী থাকিরা পরদিনে প্রভাত সময়ে স্নানোচরণ  
 পূর্বক স্বস্তিবাচন করিরা সঙ্কল্যকরিবে । সঙ্কল্য মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত  
 হইয়াছে, অনন্তর ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিরা মুদ্রাবন্ধনপূর্বক স্বস্বপদ্ধতি  
 অনুসারে দেবতার পূজাকরিবে এবং স্বহৃদয়ে দেবতার ধ্যানকরিরা প্রাতঃ-  
 কাল হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপকরিবে । পরে হোম ও তর্পণকরিবে ।  
 কর্পূর মিশ্রিত তীর্থ জলদ্বারা তর্পণকরিবে । জলেতে দেবতার আবাহন



সংপূজ্য বিধিবহুত্বা পরিবারসমন্বিতম্ । একৈকমঞ্জলিঃ  
তোয়ং পরিবারান্ প্রতর্পয়েৎ । ততো হোমদশাংশেন তর্পয়েৎ  
পরদেবতাম্ । সংপূর্ণায়াস্তু সংখ্যায়াং পুনরেকৈকমঞ্জলিঃ ।  
তর্পণবাক্যস্তু মূলমুচ্চাৰ্য্য অমুকদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ ইতি ।  
অথাভিষেকবাক্যস্তু—নমোহস্তং মূলমুচ্চাৰ্য্য অমুকদেবতা-  
মভিষিক্ণামি ইতি কলসমুদ্রয়া স্বমুন্ধি অভিষেচয়েৎ ।  
তথাচ গৌতমীয়ে—নমোহস্তং মূলমুচ্চাৰ্য্য তদন্তে দেবতা-  
ভিধাং । দ্বিতীয়াস্তামহং পশ্চাদভিষিক্ণাম্যনেন তু । অভি-  
ষিক্ণেৎ স্বমুন্ধানং তোয়েঃ কুস্তাখ্যমুদ্রয়া । মুক্তিবিষয়ে  
নীলতন্ত্রে—মূলান্তে নাম চোচ্চাৰ্য্য সিঞ্চামীতি নমঃ পদমিতি ।  
ততো ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা দক্ষিণাং কুর্যাৎ ওঁ অদ্যেত্যাদি  
কৃতৈতদমুকদেবতায়ান্ অমুকমন্ত্রপুৰশ্চণকৰ্ম্মণঃ সাক্ষতার্থং  
দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় গুরবে  
তুভ্যমহং সংপ্রদদে । ততোহচ্ছিদ্রাবধারণং ।

অথ গ্রহণপুৰশ্চরণসংকল্পঃ । তদ্বথা—ওঁ অদ্যেত্যাদি  
রাহুগ্রস্তে দিবাকরে নিশাকরে বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেব-  
শৰ্ম্মা অমুকদেবতায়ান্ অমুকমন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তি-

করিয়া অলাভক 'শাদ্যাদি উপচারে পূজাপূজক আবরণ দেবতার এত্যাঁকে  
এক একবার তর্পণকরিয়া হোমের দশাংশ সংখ্যায় মূলদেবতার তর্পণকরিয়া  
পুনর্বার পরিবার দেবতাকে এক এক অঞ্জলি দিতেহইবে । অনন্তর মূল-  
মন্ত্র উচ্চারণকরিয়া “অমুক দেবতাং অভিষিক্ণামি” এই বাক্যে কলসমুদ্রায়  
অভিষেককরিবে । এইবিষয়ে গৌতমীয়তন্ত্র ও নীলতন্ত্রের লিখিত প্রমাণ  
মূলে উদ্ধৃত করাইয়াছে । তৎপরে ব্রাহ্মণ ভোজনকরাইয়া দক্ষিণা ও  
অচ্ছিদ্রাবধারণকরিবে ।

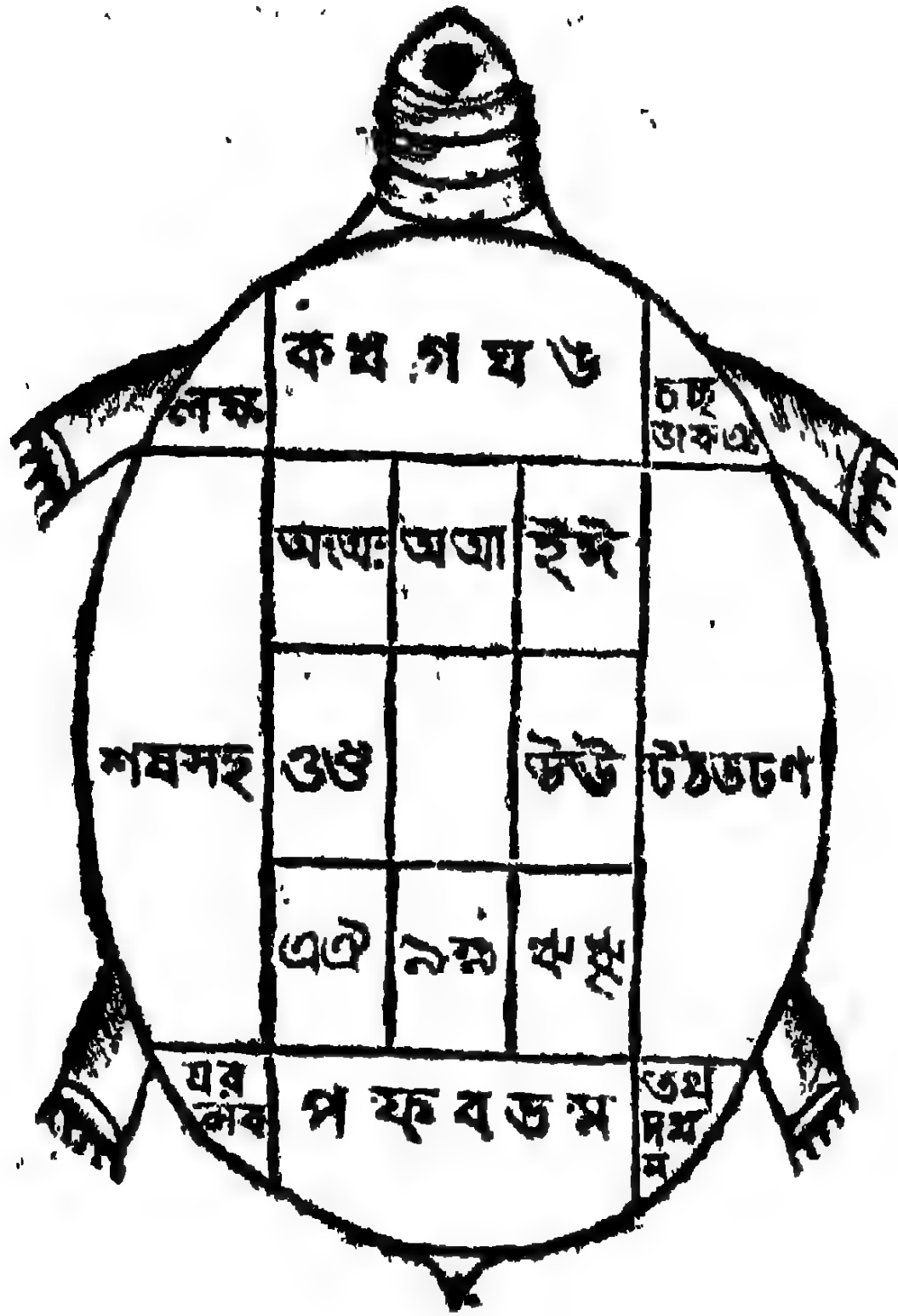
পর্যন্তঃ অমুকমন্ত্রজপপূরশ্চরণমহং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্যা  
জপেৎ । ততস্তদ্দিনে তৎপরদিনে বা স্নানং বিধায় ওঁ  
অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রস্ত কৃতৈতদ্গ্রহণকালীন ইয়ং-সংখ্যক  
জপ-তদশাংশ-হোম-তদশাংশ-তর্পণ-তদশাংশাভিষেক-তদ-  
শাংশ-ব্রাহ্মণভোজন কৰ্ম্মাহং করিষ্যে ইতি সঙ্কল্যা হোমা-  
দিকং কৰ্ম্ম কৃৎস্না পূর্ববৎ দক্ষিণাদিকং কুর্যাদিতি পূরশ্চরণ-  
প্রয়োগঃ সমাপ্তঃ ।

অথ কূৰ্ম্মচক্রং । দীপস্থানং সমাপ্তিত্য কৃতং কৰ্ম্ম ফল-  
প্রদম্ । দীপ্যতে পুরুষো যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে । চতুরস্রাং  
ভূবং ভিত্তা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ । পূর্বকোষ্ঠাদি  
বিলিখেৎ সপ্তবর্গাননুক্রমাৎ । লক্ষ্মীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরান্-  
যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ । দিক্শু পূর্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাদ্যক্ষরসং-  
স্থিতিঃ । মুখস্ত তস্য জানীয়াৎ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ । কোষ্ঠে  
কুক্ষী উভে পাদৌ হে লিখৎ পুচ্ছমীরিতং । ক্রমেণানেন

গ্রহণ পূরশ্চরণে বেক্রপ সঙ্কল্য করিতেহইবে, তাহা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত  
হইয়াছে । প্রথমে সঙ্কল্যকরিয়া জপকরিবে, গ্রহণবিমুক্তির পর পুনর্বার  
সঙ্কল্যকরিয়া পূজা হোমাদি সমাপনপূর্বক দক্ষিণা প্রদানকরিবে ।

এইরূপ কূৰ্ম্মচক্র কথিত হইতেছে । যেস্থানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে  
দীপস্থান বলে, এই দীপস্থান আশ্রয়করিয়া জপপূজাদিকরিলে কার্যের  
সংপূর্ণ ফল হয় । ক্রিয়াস্থানে একটি চতুরস্রকরিয়া তাহা নবকোষ্ঠার বিতক্ত  
করত একটি কূৰ্ম্মাকার চক্র অঙ্কিতকরিবে, ইহার পূর্বদিক হইতে সপ্ত-  
কোষ্ঠার সপ্তবর্গ এবং জ্ঞানকোণে লক্ষ এই দুইবর্গ লিখিবে, পরে মধ্যস্থিত  
কোষ্ঠাকে নবকোষ্ঠার বিতক্তকরিয়া পূর্বহইতে সপ্তকোষ্ঠার দুই দুইটি করিয়া  
ষোড়শ স্বর লিখিবে এবং মধ্যকোষ্ঠার কিছু লিখিবেনা । ইহার যে কোষ্ঠার  
গ্রামনামের আদ্যক্ষর দৃষ্টহইবে, তাহাই কূৰ্ম্মের মূখ, মুখের উত্তর পার্শ্বে  
দুই হস্ত, হস্তের নিম্নে দুই কোষ্ঠা কুক্ষি এবং নিম্নস্থ কোষ্ঠাভয়ের মধ্যে

বিত্তজেন্মধ্যম্যপি ভাগিতঃ । মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করুণাঃ  
স্বল্পজীবিনঃ । উদাসীনঃ কুকিসংস্থঃ পাদস্থো হুঃখমাধুয়াৎ ।  
পুচ্ছস্থঃ পীড়্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটানাদিভিঃ । কূর্মচক্রমিদং  
প্রোক্তং মন্ত্রিণাং সিদ্ধিদায়কম্ । পিঙ্গলারাং--কূর্মচক্র-



মবিস্তায় \* যঃ কুর্য্যাক্ষপ-যজ্ঞকং । তন্ত্র যজ্ঞ-ফলং নাশ্তি \*  
সর্বানর্থার কল্প্যতে ।

হুই পার্শ্ববর্তী হুই কোঠা পদ, মধ্য কোঠাকে কূর্মের পার্শ্ব বলিয়া নিশ্চয়  
করিবে । কূর্মের মধ্যগত কোঠাকেও এইরূপ নবকোঠায় বিতক্ত করিয়া  
বেহানে কূর্মের মুখ সেইভাণে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিলে ফলসিদ্ধি কার,  
অন্নানু, কুকিতে উদাসীন, পাদে হুঃখ, পুচ্চে বন্ধন, হুইরাখাকে । পিঙ্গলাস্ত্রে  
লিখিত আছে যে, কূর্মচক্রানুসারে তাননির্ঘর না করিয়া কার্য্য করিলে  
কোন ফল হয়না, বরং সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে । এই চক্রের বোধ  
দীক্ষার্থার্থে একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করাগেল, এই প্রতিকৃতিতে  
সেই উক্ত চক্রের বিশেষ সচল বোধন্য হইবে ।



অথ হোমবিধিঃ । কুণ্ডে বা স্থতিলে বাপি বীক্ষণাদিভিঃ  
সংস্কৃতে । প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রোরেখাঃ সমালিখ্যেৎ ।  
তথাচ—বীক্ষণং মূলমস্ত্রেণ শরেন তাড়নং মতং । তেনৈব  
প্রোক্ষণং প্রোক্ষ্য বর্ষণাভ্যক্ষণং মতং । ততো মূলমুচ্চার্য ওঁ  
কুণ্ডায় নমঃ ইতি সম্পূজ্য প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো রেখাঃ  
কর্তব্যাঃ । প্রাগগ্রেষু মুকুন্দেশপূরন্দরান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সম্পূজ্য  
উদগগ্রেষু ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দ্রান্ পূজয়েৎ । স্কন্দরীপক্ষে তু সর্বত্র  
ষট্‌তারীপ্রয়োগঃ । ষট্‌তারী চ—ঐঁ হ্রীঁ ক্রীঁ ঐঁ ক্রীঁ সৌঃ  
ব্রহ্মণে নমঃ । এবংক্রমেণ পূজয়েৎ । তথা ব্রহ্মসং-  
হিতায়াং হোমকাণ্ডে—ঐশান্যাং বেদিকাং হস্তবিস্তারোম-  
তিশালিনীং । কৃত্বাস্মিন্ স্থাপয়েৎ কুণ্ডং যথোক্তক্রমযোগতঃ ।  
তত্র সম্পূজয়েদেবং যথাবিদ্যুপচারকৈঃ । ততো হোমং  
প্রকুর্বাতি দেবতাসন্নিধানতঃ । ততঃ কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণ-  
বৃত্ত-ত্রিকোণং তদ্বহ্নিরষ্টদলপদ্মং তদ্বহ্নিচতুরস্রং চতুর্দার-

এইক্ষণ হোমবিধি কথিত হইতেছে । কুণ্ড বা স্থতিল করিয়া বীক্ষণাদি  
সংস্কারপূর্বক পূর্বাগ্র তিন এবং উদগগ্রা তিন রেখা অঙ্কিত করিবে ।  
মূলমস্ত্রে অবলোকন, ষট্‌ এই মস্ত্রে তাড়ন, মূলমস্ত্রে প্রোক্ষণ এবং ওঁ ষট্‌  
এইমস্ত্রে অভ্যক্ষণ করিবে, ইহাই বীক্ষণাদি সংস্কার । পরে মূলমস্ত্রে ওঁ  
কুণ্ডায় নমঃ এই মস্ত্রে পূজা করিয়া পূর্বাগ্র রেখাভ্যে দক্ষিণাদিক্রমে ওঁ  
মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঐশানায় নমঃ, ওঁ পূরন্দরায় নমঃ এবং উদগগ্রা রেখা-  
ভ্যে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দ্রবে নমঃ এই মস্ত্রে পূজা  
করিবে । স্কন্দরী দেবতার হোমে ষট্‌তারী মস্ত্রে পূজা করিবে, এই ষট্‌তারী  
মন্ত্র মূলে লিখিত হইয়াছে । ব্রহ্মসংহিতায় লিখিত আছে যে, যাগবল্ক্যপের  
ঐশানকোণে একহস্ত বিস্তৃত এবং একহস্ত উন্নত বেদি করিয়া তাহাতে  
বিধিপূর্বক কুণ্ড স্থাপন করিবে এবং সেই কুণ্ডে যথাসিদ্ধোপচারে দেবতার  
পূজা করিয়া দেবতার সন্নিধানে হোমকরিবে । কুণ্ডমধ্যে ষট্‌কোণ, তদ্বাহ্নি

সযেতং লিখিত্বা তদুপরি মূলেম পুষ্পাঞ্জলীন্ দক্ষ্যং সুন্দরী-  
পক্ষে তু বাসয়া । ততঃ সৰ্বানি ঐশবেনাভ্যক্ষ্য বহুর্যোগ-  
নীঠমর্চয়েৎ । তদ্বৎ—কর্ণিকোপর্য্যাপারশক্ত্যাঙ্গীন্ সংপূ-  
জ্যাম্যাদিকোণচতুর্ভুজে ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ এবং জ্ঞানায় বৈরাগ্যায়  
ঐশ্বর্য্যায় । পূর্ব্বাদিদিগ্ধু অধর্ম্মায় অজ্ঞানায় অবৈরাগ্যায়  
অনৈশ্বর্য্যায় । মধ্যে ওঁ অনন্তায় এবং পদ্মায় অং অর্কমণ্ডলায়  
দ্বাদশকলাজ্ঞানে নমঃ উঁ সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাজ্ঞানে নমঃ  
মং বহুমণ্ডলায় দশকলাজ্ঞানে নমঃ । ততঃ কেশরেষু  
পূর্ব্বাদিমধ্যে চ ওঁ নীতায়ৈ নমঃ এবং ষ্ঠেতায়ৈ নমঃ কৃষ্ণায়ৈ  
ধূতায়ৈ তীত্রায়ৈ ক্ষুলিঙ্গিণ্যে রুচিরায়ৈ জ্বলিণ্যে । ততো  
বহ্যাসনায় নমঃ । ততো বাগীশ্বরীমুত্স্নাতাং নীলেন্দীবর-  
লোচনাং । বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং । ইতি ধ্যানী ওঁ হ্রী  
বাগীশ্বরায় নমঃ ওঁ হ্রী বাগীশ্বর্য্যে নমঃ । ইতি পঞ্চোপচারৈঃ  
সংপূজ্য সূর্য্যকাস্তাদিসমুত্তং শ্রোত্রিয়গেহজং বা বহিমান-  
য়েৎ । সুন্দরীপক্ষে তু কামেশ্বরং কামেশ্বরীং পূজয়েৎ ।  
গৌতমীয়ে—পাষণ্ডভবমগ্রিক যদি বাহরগিসম্ভবঃ । শ্রোত্রি-

বৃত্ত, তথাহে ত্রিকোণ, তথাহে অষ্টদলপদ্ম, তথাহে চতুর্দার ও চতুরস্র  
অঙ্কিত করিবে । সুন্দরী দেবতার হোমে বালাবীর্জে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিতে  
হইবে । পরে ওঁ এইমন্ত্রে হোমীর জব্যসকল প্রোক্ষণকরিয়া বহির যোগ  
নীঠের অর্চনাকরিবে । এই যোগনীঠাচনা মূলে স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে ।  
অনন্তর মুত্স্নাতা ইন্দীবরনয়না বাগীশ্বরমুতা বাগীশ্বরীর ধ্যানকরিয়া ওঁ হ্রী  
বাগীশ্বরায় নমঃ ওঁ হ্রী বাগীশ্বর্য্যে নমঃ এইমন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজাকরিয়া,  
সূর্য্যকাস্তাদি সনিসমুত্ত অথবা শ্রোত্রিয়গেহস্থিত অগ্নি আনয়নকরিবে ।  
সুন্দরী দেবতার হোমে ওঁ কামেশ্বরায় নমঃ ওঁ কামেশ্বর্য্যে নমঃ এইমন্ত্রে  
পূজাকরিবে । গৌতমীয়ে লিখিত আছে যে, পাষণ্ডসমুত্ত, অরণিজাত,

গাণাং গেহজ্ঞক বনস্বঃ বাথবা হরেৎ । নিরগ্নিত্রাঙ্গগাঙ্কো  
 হর্কলাভকরো ভবেৎ । কত্রবক্শোচতুর্থাংশঃ কলং সদ্যাদ্বু-  
 তাশনঃ । বৈশ্যচ্ছূদ্রাচ্চ বিফলং জায়তে হোমকর্মণি ।  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বহ্নিমুক্তং সমাহরেৎ । তজ্জাত্তরে—  
 দ্বিজাতিভবনাবাপি রহিমানীয় সাধকঃ । বৌষড়ন্তেন মূলেন  
 মজ্জিতং তং বিলোকয়েৎ । অগ্নিমা বাহরেদগ্নমন্ত্রেণ তদ-  
 নস্তরং । হুঁফড়ন্তেন মূলেন ক্রব্যাংদাংশং পরিত্যজেৎ ।  
 তত্র ওঁ বহ্নেঃ যোগপীঠায় নমঃ । চতুর্দিক্শু ওঁ বামায়ৈ নমঃ ।  
 এবং জ্যেষ্ঠায়ৈ রৌদ্রেয়্যে অশ্বিকায়ৈ । ততো মূলমুচ্চার্য  
 অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ । ইতি কুণ্ডং সম্পূজ্য তদধো বাগী-  
 শ্বরীং তত্তদেবতারূপাং ঋতুমতীং ধ্যাত্বা যথোক্তং বহ্নিমানীয়  
 বীক্ষণাদিভিঃ সংস্কৃত্য বমিতি তস্মাদবহ্নিমুক্ত্য মূলমুচ্চার্য  
 হুঁফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা ইত্যনেন ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজ্য  
 বহ্নিমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য হুমিত্যবগুণ্য ধেনুশূদ্রয়ামৃতীকৃত্য বাহ-  
 ভ্যাং সমুদ্রুত্য কুণ্ডোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাম্য জানুস্পৃষ্টমহীতলঃ  
 শিববীজবুদ্ধ্য। আত্মনোহভিমুখং দেব্য। যোনাবেনং ক্ষিপেৎ ।

অরণ্যস্থিত কিম্বা ব্রাহ্মণগৃহস্থিত অগ্নি আনয়নকরিয়া হোমকরিবে । হোম  
 কার্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের নিকট অগ্নি গ্রহণকরিবে, নিরগ্নি ব্রাহ্মণের নিকট  
 অগ্নি গ্রহণকরিয়া হোমকরিলে ক্ষত্র, কত্রের নিকট চতুর্থাংশ এবং বৈশ্য  
 বা শূদ্রের নিকট অগ্নি গ্রহণকরিয়া তাহাতে হোমকরিলে স্রেষ্ট-হোম নিফল  
 হয় । তজ্জাত্তরে লিখিত আছে যে, উক্তরূপ প্রযত্নে অগ্নি আনিয়া বৌষড়ন্ত  
 মূলমন্ত্রে আবাহন, এবং হুঁ ফড়ন্ত মূলমন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে ।  
 পরে বহ্নির যোগপীঠ ও বাগীশ্বরাদির পূজাকরিয়া বীক্ষণাদি সংস্কারপূর্বক  
 বাহুদ্বারা বহ্নি ধারণকরিয়া কুণ্ডোপরি তিনবার পরিভ্রামণকরিয়া জানুস্প  
 র্শ্বায়া মহীতল স্পর্শকরতঃ শিববীজ চিত্তা-করিতে করিতে আত্মাভিমুখে



দেবীর যোনিস্থানে অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে হুঁ বহ্নির্মূর্তয়ে নমঃ এই  
মন্ত্রে পূজা করিয়া বৎ বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ এইমন্ত্রে বহ্নির চৈতন্য সংযোজন  
করিবে। অনন্তর ওঁ চিত্রপিকল হুন হুন ইত্যাদি মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্জ্বলন করিয়া  
অগ্নিঃ প্রজ্জ্বলিতঃ বন্দে ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নীপস্থাপন করিবে। পরে অগ্নির  
উত্তরভাগে অগ্নির নামকরণপূর্বক ওঁ বৈজ্ঞানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্রে  
অগ্ন্যাদি উপচারে পূজা করিবে এবং অগ্নেহিরণ্যাদিসমুজ্জ্বলিতো নমঃ  
ইত্যাদিমন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় দ্বতমধ্যে  
লিখেপকারিয়া ইড়া, শিললা ও স্রুয়ার ধ্যানপূর্বক ক্রম ৩ঃ দ্বতপাত্রে ব্রহ্ম  
দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য লইয়া হোম করিতে হইবে। আজ্যস্থলীর দক্ষিণভাগ

ওঁ সোমায় স্বাহা ইতি বামনেত্রে জুহুয়াৎ ততো মধ্যভাগা-  
দাক্ষ্যঃ গৃহীত্বা ওঁ অগ্নীসোমাত্যাঃ স্বাহেত্যগ্নেৰ্গলাটনেত্রে  
জুহুয়াৎ । পুনর্দক্ষিণতঃ ওঁ নমঃ ইতি দ্বতঃ গৃহীত্বা ওঁ অগ্নয়ে  
স্বিষ্টিকৃতে স্বাহেতি অগ্নিমুখে । ততো মহাব্যাহতিহোমঃ  
ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা । ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ  
ইহাবহ লোহিতাক সৰ্বকৰ্ম্মাণি সাধয় স্বাহেত্যেনেন ত্রিবারং  
জুহুয়াৎ । ততোহগ্নৌ মূলেন পীঠপূৰ্ব্বকং দেবতাঃ সংপূজ্য  
তন্মুখে দ্বতেন মূলমন্ত্ৰেণ পঞ্চবিংশতিবারং জুহুয়াৎ । বহি-  
দেবতয়োরৈক্যং বিভাব্য মূলমন্ত্ৰেণৈকাদশাহতীজুহুয়াৎ ।  
ততো মূলমন্ত্ৰশ্চান্নদেবতাত্যঃ স্বাহা এবং আবরণদেবতাত্যঃ  
স্বাহা । শক্বেচৎ প্রত্যেকমেকৈকাহুতিং জুহুয়াৎ । ততঃ  
সকলং বিধায় তত্তৎকল্লোক্তদ্রব্যেণ হোমং কুৰ্য্যাৎ । ততো  
মূলমন্ত্ৰেণ পূৰ্ণাহুতিং দত্ত্বা সংহারমুদ্রয়া স্বেষ্টদেবতাং হৃদয়ে

হইতে দ্বত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা এইমন্ত্ৰে দক্ষিণ নেত্রে আহুতি দিয়া ওঁ  
সোমায় স্বাহা এইমন্ত্ৰে বামভাগস্থ দ্বতদ্বারা বামনেত্রে হোমকরিবে । পরে  
মধ্যভাগস্থ হইতে দ্বত লইয়া ওঁ অগ্নীসোমাত্যাঃ স্বাহা এইমন্ত্ৰে গলাটস্থ নেত্রে  
আহুতি প্রদান করিবে । পুনর্বার দক্ষিণভাগ হইতে দ্বত লইয়া ওঁ অগ্নয়ে  
স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা এইমন্ত্ৰে অগ্নির মুখে হোমকরিবে । অনন্তর ওঁ ভূঃ স্বাহা  
ইত্যাদি মন্ত্ৰে মহাব্যাহতি হোমকরিয়া ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইত্যাদি মন্ত্ৰে  
তিনবার আহুতি দিতে হইবে । তৎপরে অগ্নিমুখে পীঠদেবতাসহ মূল  
দেবতার পূজাকরিয়া সেই দেবতার মুখে দ্বতদ্বারা পঞ্চবিংশতি আহুতি  
প্রদানকরিতে হইবে । পরে বহি ও মূলদেবতার ঐক্য জ্ঞাপনকরিয়া  
মূলমন্ত্ৰে একাদশবার হোমকরিবে । তৎপরে ওঁ মূলমন্ত্ৰশ্চান্নদেবতাত্যঃ  
স্বাহা এই মন্ত্ৰে হোমকরিতে হইবে । শক্বে হইলে অন্তদেবতার প্রত্যেক  
এক এক আহুতি প্রদান করা কর্তব্য । অনন্তর সকলকরিয়া যথোক্ত দ্রব্য

সমানীয় কমশ্বেতি বিসৃজ্য দক্ষিণাং দধ্বা অচ্ছিত্রাবধারণং  
কুর্য্যাৎ ॥ ইতি হোমবিধিঃ ॥

অথ হোমক্রব্যাণাং প্রমাণমভিধীয়তে । কৰ্ষমাত্রং সূতং  
হোমে শুক্টিমাত্রং পরঃ সূতং । উক্তানি পঞ্চগব্যানি তৎ-  
সমানি মনীষিভিঃ । তৎসমং যধু দুগ্ধামমকমাত্রমুদাহৃতং ।  
দধি প্রসূতিমাত্রং শ্চাম্রাজাঃ স্যামুষ্টিসম্মিতাঃ । পৃথুকাস্ততৎ-  
প্রমাণাঃ স্যুঃ শক্তরোপি তথোদিতাঃ । গুড়ং পলার্কমানং  
স্যাৎ শর্করাপি তথা সূতা । গ্রাসার্কং চক্ৰমানং স্যাদিকুঃ  
পৰ্বাবধিঃ সূতঃ । একৈকং পত্রপুষ্পানি তথা পূপানি কল্প-  
য়েৎ । কদলীকলনারঙ্গং ফলাশ্চেকৈকশো বিছুঃ । মাতুল-  
লুঙ্গং চতুঃখণ্ডং পনসং দশখা কৃতং । অষ্টধা নারিকেলানি  
খণ্ডিতানি বিছুৰ্বুধাঃ । ত্রিধাকৃতং ফলং বিছুঃ কপিথং  
খণ্ডিতং বিধা । উৰ্বারুকফলং হোমে কথিতং খণ্ডিতং

যাঁরা সমস্ত হোম সমাপনকরিতা মূলমন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে । পরে সংহার  
মন্ত্রের দেবতাকে বহুদ্বারে আনয়নকরিতা অবশ্য এই মন্ত্রে বিসর্জন এবং  
দক্ষিণাচ্ছিত্রাবধারণকরিতে । ইতি হোমপদ্ধতি ।

এইক্ষণ হোমীরজ্ঞান পরিমাণ কথিত হইতেছে । সূত, দুগ্ধ, পঞ্চগব্য,  
যধু অথবা দুগ্ধারথারা হোম করিতেহইলে ছইতোলা পরিমাণ উক্ত ক্রব্য  
নইরা এক একবার আহুতি প্রদানকরিতে । দধিহোম হস্তকেই পরিমিত,  
লাজ. ( টে ) পৃথুকা ( চিপটক ) ও শক্তুহোমে একমুটি ; গুড় ও শর্করা  
হোমে চারিভোলা ইকুতোমে একপর্ক এক এক আহুতিতে প্রদানকরিতে ।  
পত্র, পুষ্প, পিষ্টক, কদলী, ও নাগরঙ্গ হোমে এক একটি, মাতুলঙ্গ ( সেবু )  
যারা হোমকরিতে হইলে একটির চারিভাগের একভাগ, পনসহোম দশ-  
ভাগের একভাগ, নারিকেলহোম আটভাগের একভাগ, বিছহোমে তিন  
ভাগের একভাগ, কবেল ছইভাগের একভাগ, উৰ্বারুক অর্থাৎ কাঁকড়হোমে



ত্রিধা । ফলান্যন্যান্যথতানি সমিধঃ স্যাদ্দশাঙ্গুলাঃ । দূর্বা-  
ত্রয়ং সমুদ্ভিষ্টং গুড়ুচী চতুরঙ্গুলা । ক্রীহয়ো মুষ্টিমাত্রাঃ  
স্বশ্মুদগা মাষা যবা অপি । তণুলাঃ স্যাস্তদর্দ্ধাংশাঃ কোদ্রবা  
মুষ্টিসম্মিতাঃ । গোধূমঃ রক্তকলমঃ বিহিতা মুষ্টিমানতঃ ।  
তিলাশচুল্লুকমাত্রাঃ স্যঃ সর্ষপাস্তুঃ প্রমাণতঃ । শুক্লিপ্রমাণং  
লবণং মরিচান্যপি বিংশতিঃ । পুরং বদরমানং স্রাদ্ধামঠং  
তৎসমং স্মৃতং । চন্দনামগুরুকপূরকস্তুরীকুঙ্কমানি চ । তিস্তি-  
রীবীজমানানি সমুদ্ভিষ্টানি দেশিকঃ । বৈশ্বানরং স্থিতঃ  
ধ্যায়েৎ সমিক্কায়েষু দেশিকঃ । শরানমাজ্যহোমেষু নিমগ্নং  
শেষবস্ত্রবু । আশ্রান্তজুহুয়াহ্নেহুর্বিপশ্চিৎ সর্বকর্মান্বু ।  
কর্ণহোমে ভবেদ্ব্যাধি-র্নেত্রেহৃক্ষত্বং সমীরিতং । নাসিকায়াং

তিনভাগের একভাগ লইয়া একএক আহুতি দিতেহইবে । অন্যান্য ফল-  
দ্বারা হোমকরিতে হইলে একএক আহুতিতে একএকটি ফলপ্রদান করিবে ।  
সমিধহোমে দশাঙ্গুল পরিমিত সমিধদ্বারা এবং দূলাহোমে দূলাত্রয়দ্বারা  
প্রত্যেকবার আহুতি দিতেহইবে । গুড়ুচীহোমে চতুরঙ্গুল পরিমিত গুড়ুচী-  
ত্রয়, ধাত্র, যুগ, মাষ ও যবহোমকালে এক এক মুষ্টি, তণুলহোমে এক  
মুষ্টির দশাংশ, কোদ্রব ( কোদ্রবা ) গোধূম ও রক্তশালী দ্বারা হোম  
করিতে হইলে এক এক মুষ্টি পরিমাণে এক এক আহুতি দিবে । তিল ও  
সর্ষপ হোমে এক গণ্ডুব পরিমাণ, লবণহোমে দুইতোলা এক এক আহুতির  
পরিমাণ জানিবে । মরিচহোমে এক একবার কুড়িটি করিয়া মরিচ দিবে ।  
গুগ্গলু ও হিঙ্গু হোমে বদরী প্রমাণ, এবং চন্দন, অগুরু, কপূর, কস্তুর,  
ও কুঙ্কমহোমে তিস্তিরীবীজপরিমাণে এক এক আহুতিদিবে । যখন  
সমিধদ্বারা হোমকরিবে, তখন অগ্নিদেবকে অবস্থিত ধ্যানকরিবে । এই-  
রূপ স্মৃতহোমে শরান, এবং অশ্রান্ত জব্যদ্বারা হোম করিতে হইলে অগ্নিকে  
উপবিষ্ট ধ্যানকরিয়া আহুতি প্রদানকরিবে । জানিগণ সকল হোমেই  
অগ্নিব মূখে আহুতি দিবে । অগ্নির কর্ণপদেণ আহুতি দিলে হোমকর্তার

মনঃপীড়া। মন্তকে ধনসংক্ষয়ঃ । যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং  
যতো ধূমোহত্র নাসিকা । যত্রোন্নতলনঃ নেত্রং যতোহঙ্গা-  
রন্ততঃ শিরঃ । যত্র প্রজ্জ্বলিতা জ্বালা সা জিহ্বা জাতবেদসঃ ।  
স্বর্ণসিন্দুরবালার্ককুঙ্কুমকৌদ্রসম্মিতঃ । স্তবর্ণরেতসো বর্ণঃ  
শোভনঃ পরিকীর্তিতঃ । ভেরীবারিদহন্তীন্দ্রনিবাদোহগ্নিঃ শুভা-  
বহঃ । নাগচম্পকপুন্নাগপাটলাযুধিকানিভঃ । পদ্মেন্দীবরকঙ্লা-  
রসপিণ্ডগুণ্ডলুসম্মিতঃ । পাবকশ্চ শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তদ্র-  
বেদিভিঃ । প্রদক্ষিণাস্ত্যাক্তকম্পাচ্ছত্রোভাঃ শিখিনঃ শিখাঃ ।  
সুখদা যজমানশ্চ রাজ্যস্থাপি বিশেষতঃ । কুন্দেন্দুধবলো  
ধূমো রক্ষিঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ । কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্বর্ণোযজ-  
মানং বিনাশয়েৎ । ষ্ঠেতোরাক্ষঃ নিহন্ত্যাশু বায়সম্বর-  
সম্মিতঃ । ধরস্বরসমো বহেঋনিঃ সর্ববিনাশকৃৎ । পৃতি-

পীড়া, নেত্রহোমে অন্ধতা, নাসিকাহোমে মনঃপীড়া এবং মন্তকে আহুতি  
প্রদানকরিলে ধনক্ষয় হইয়া থাকে । যে ভাগে কাষ্ঠ, সেই ভাগে অগ্নির  
কর্ম, যে ভাগে ধূম সেই ভাগে নাসিকা, যে ভাগে জ্বলন সেই ভাগে নেত্র,  
যে ভাগে অঙ্গার সেই ভাগে মন্তক এবং যে ভাগে সমুজ্জ্বল শিখা সেই  
ভাগেই অগ্নির জিহ্বা, অতএব প্রাজ্জ্বলিত শিখাতেই আহুতি দিতে হইবে ।  
হোমকালে যদি অগ্নির বর্ণ স্তবর্ণ, সিন্দুর, বালার্ক, কিংবা মধুর জ্ঞান হয়,  
তাহা হইলে সেই হোমে শুভফল হয়, আর হোমের কালে নাগকেশর,  
চম্পক, পুন্নাগ, পাটল, যুধিকা, পদ্ম, ইন্দীবর, কঙ্লা, ঘৃত কিংবা গুণ্ডলুর  
জ্ঞান অগ্নির গন্ধ হইলে সেই হোমেও শুভফল জানিবে । দক্ষিণাশ্রু, নিকম্প  
ও ছত্রাকৃতি অগ্নির শিখা দৃষ্ট হইলে যজমানের শুভবৃদ্ধি হইয়া থাকে ।  
এইরূপ হোমে রাজ্যেরও শুভবর্দ্ধন হয় । হোমকালে যদি অগ্নির ধূম কৃষ্ণ  
পুষ্প কিংবা চন্দ্রের জ্ঞান ধবল হয়, তাহা হইলে শুভসাধন করে । হোমকালে  
অগ্নি কৃষ্ণবর্ণ হইলে যজমানের বিনাশ হয় । আর স্তবর্ণ অগ্নি রাজ্য বিনাশ  
করে, হোমকালে অগ্নি হইতে কাক অথবা গর্দভের জ্ঞান শব্দ শ্রুত হইলে

গন্ধো হতভুজো হোতুর্দুঃখঃপ্রদো ভবেৎ । ছিন্না বৃত্তা শিখা  
কুৰ্ঘ্যাৎ মৃত্যুং ধনপরিষ্করং । শুকপক্ষনিভো ধূমঃ পারাবত-  
সমপ্রভঃ । হানিং তুরগজাতীনাং গবাঞ্চ কুরুতেহচিরাৎ ।  
এবং বিধেষু দোষেষু প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ । মূলেনাভ্যেন  
জুহুয়াৎ । পঞ্চবিংশতিমাহতীঃ । ইতি হোমশ্চ শুভাশুভ  
লক্ষণং ।

অথ নিত্যহোমঃ । তদুক্তং সোমভুজগাবল্যাং—নাজপ্তঃ  
সিধ্যতে মন্ত্রো নাস্ততশ্চ ফলপ্রদঃ । নাদিষ্টো যচ্ছতে কামান্  
তস্মাত্ত্রিতয়মর্চয়েৎ । পূজয়া লভতে পূজাং জপাৎ সিদ্ধির্ন  
সংশয়ঃ । বিভূতিকাগ্নিকার্য্যেণ সর্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দ্ভতি । নীল  
তন্ত্ৰেপি—নিত্যহোমং প্রবক্ষ্যামি সর্বার্থং যেন বিন্দ্ভতি ।

সেই হোমে সকল বিনাশ পায়। হোমায়ি হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইলে যজ-  
মানের দুঃখ হইয়া থাকে। হোমকালে যদি শিখা ছিন্নভিন্ন অথবা বৃত্তা  
কার হয়, তাহা হইলে যজমানের ধন ও আয়ুঃ ক্ষয়পায়। শুকপক্ষী অথবা  
পারাবতের স্থায় অগ্নির বর্ণ দৃষ্ট হইলে অচিরকাল মধ্যে যজমানের ঐশ্বর্য  
ও গো বিনাশ পাটয়া থাকে। যদি হোমকালে উক্ত দুটলক্ষণের মধ্যে  
কোন কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেইদোষের শাস্তির নিমিত্ত  
প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পঞ্চবিংশতি ব্রতাহুতি দিতে হইবে।

এইক্ষণ নিত্যহোমবিধি কথিত হইতেছে। সোমভুজগাবলী প্রমাণে  
জানা যায় যে, জপ না করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় না এবং হোম না করিলে  
সেই মন্ত্র কোন ফল প্রদানকরে না। আর গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না  
করিয়া মন্ত্র জপ করিলে সেই মন্ত্র কোন অভিলাষ পূর্ণকরে না। অতএব  
সর্বপ্রথমে জপ, হোম ও মন্ত্রগ্রহণ এই কার্য্যত্রয় করিবে। দেবতার  
পূজা করিলে সর্বত্র সম্মান লাভকরিতে পারে, মন্ত্র জপ করিলে সিদ্ধ হইয়া  
থাকে এবং হোম করিলে সর্বসম্পত্তি লাভ ও সর্বকার্য্য সিদ্ধ হয়। নীল-  
তন্ত্রপ্রমাণে জানা যায় যে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন হোমকরে, সে সর্বসিদ্ধি



সপৰ্য্যাং সম্যগাপাদ্য বলিপূৰ্ব্বং চরেদ্বিধিং । ততো হোমং  
তৰ্পণঞ্চ চরেৎ সাধকসত্তমঃ । বলিবৈশ্বাদিকৈশ্চৈব ব্রাহ্মণঃ  
সমুপাচরেৎ । অৰ্য্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রোরেখাঃ সমা-  
লিখেৎ । বিধিবদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা । মূল-  
মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য কুণ্ডে বা হৃদিলেপি বা । ভূমৌ বা মন্তুরে-  
দ্বহিং ব্যাহতিত্ৰিতয়েন চ । স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা বড়ঙ্গ-  
হবনং চরেৎ । ততো দেবীং সমাবাহ মূলেন ষোড়শাহুতিং ।  
হুত্বা স্তত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজেদিন্দুমণ্ডলে । শ্যামাদৌ বিশেষঃ ।  
ভৈরবাংশ্চ হুনেদকৌ আজ্যাবিত্তিতলৈঃ শুভৈঃ । পূৰ্ব্বাদি-  
দিকৃক্রমেণৈব ততো হোমং সমাচরেৎ ॥ ইতি হোম প্রকরণং ।

অথ মালাসংস্কারঃ । সনৎকুমারীয়ে—অপ্রতিষ্ঠিত-

লাভকরিয়াথাকে, অতএব সাধক দেবতার পূজা করিয়া বলিপ্রদান  
পূৰ্ব্বক হোম ও তৰ্পণ করিবে। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন বলিবৈশ্ব কৰ্ম্ম সমাপন  
করিয়া হোমকরিবে। তাহার প্রণালী এই—প্রথম অৰ্য্যোদকদ্বারা  
হোমস্থান প্রোক্ষণকরিয়া সেই স্থানে পূজাগ্র তিনটি রেখা অঙ্কিতকরিবে।  
পরে বিধিপূৰ্ব্বক অগ্নি আনাগনকরিয়া ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো নমঃ এই মন্ত্রে  
সেই আনীত অগ্নিহুতে কিঞ্চিৎ অগ্নি পরিত্যাগকরিবে এবং মূলমন্ত্র  
উচ্চারণকরিয়া কুণ্ডে, হৃদিলে অথবা ভূমিতে অগ্নিস্থাপনপূৰ্ব্বক ওঁ ভূঃ  
স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা ওঁ স্বঃ স্বাহা এই ব্যাহতিমন্ত্রে তিনবার যত্নাহুতি  
প্রদানকরিবে। পরে দেবতার বড়ঙ্গমন্ত্রে বড়াহুতি প্রদানকরিয়া মূলমন্ত্রে  
ষোড়শাহুতি দিতেহইবে। পরে সঙ্কলনকরিয়া যথোক্ত দ্রব্যদ্বারা হোম  
করিয়া স্তুতিপাঠ ও নমস্কারপূৰ্ব্বক চন্দ্রমণ্ডল বিসর্জনকরিবে। কালিকা-  
দেবীর হোমে যত্নমিশ্রিত তিলদ্বারা অসিতাদ্বাদি অষ্টৈতরবকে অষ্টাহুতি  
প্রদানকরিতে হইবে। ইতি হোম প্রকরণ সমাপ্ত ।

সনৎকুমার মন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে মানব অপ্রতিষ্ঠিত মালাদ্বারা জগ

মালাভির্নম্রং জপতি যো নরঃ । সর্বং তন্নিফলং বিদ্যাৎ ।  
 ক্রুদ্ভা ভবতি দেবতা । গোতমীয়ে—কার্পাসমস্তবং সূত্রং  
 ধর্মকামার্থমোক্ষদম্ । তচ্চ বিপ্রেন্দ্রকন্যাভিনির্মিতঞ্চ  
 সুশোভনম্ । শ্বেতং রক্তং তথা কৃষ্ণং পটুসূত্র মথাপিবা  
 শান্তিবৈশ্যাভিচারেষু মোক্ষৈশ্বর্যজয়েষু চ । শুক্লং রক্তং তথা  
 পীতং কৃষ্ণং বর্ণেষু চ ক্রমাৎ । সর্বেষামেব বর্ণানাং রক্তং  
 সর্বৈষ্মিতপ্রদং । ত্রিগুণং ত্রিগুণী কৃত্য গ্রথয়েৎ শিল্পশাস্ত্রতঃ ।  
 মণিরত্নপ্রমাণস্য সূত্রং কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ । একৈকং মাতৃকা  
 বর্ণং সতारং প্রজপেৎ সুধীঃ । মালামাদামায় সূত্রেণ গ্রথয়ে-  
 ন্মধ্যভাগতঃ । ব্রহ্মগ্রন্থিৎ বিধায়েথং মেরুঞ্চ গ্রন্থিসংযুতম্ ।  
 গ্রথয়িত্বা পুরো মালাং ততঃ সংস্কার মারভেৎ । কস্মচিন্মতে  
 মূলবিদ্যয়া গ্রথয়েৎ—তথাচ একবীরাকল্পে—মাতৃকাবর্ণতো  
 গ্রন্থিৎ বিদ্যয়া বাথ কারয়েৎ । সুবর্ণাদিগুণৈর্বাপি গ্রথয়েৎ  
 সাধকোত্তমঃ । ব্রহ্মগ্রন্থিৎ ততো দদ্যামাগপাশমথাপিবা ।

করে, তাহার জপ নিফল হয় এবং দেবতা কুপিতা হইলেন । ব্রাহ্মণকন্যা  
 বিনির্মিত কার্পাসসূত্রে মালা গাঁথিয়া সেই মালার জপ করিলে চতুর্কর্গফল-  
 প্রাপ্তি হয় । শ্বেত, রক্ত অথবা কৃষ্ণবর্ণ পটু সূত্রদ্বারা মালা গ্রহন করিবে ।  
 শান্তিকামী শুক্লবর্ণ, বৈশ্যাদি অভিচারী ব্যক্তি রক্তবর্ণ, মুক্তিকামী পীতবর্ণ  
 এবং জয়াকাজী কৃষ্ণবর্ণ সূত্রে মালা গাঁথিয়া জপ করিবে । পরন্তু সকল  
 কার্যেই রক্তসূত্রগ্রথিত মালা প্রশস্ত । ত্রিগুণীকৃত সূত্রে পুনর্বার ত্রিগুণ  
 করিয়া তদ্বারা মালা গ্রহন করিবে । যেক্রপ মণিদ্বারা মালা করিবে, সূত্র ও  
 তদনুরূপ করা কর্তব্য । ওঁ আঃ, ওঁ আঃ ইত্যাদি রূপে পঞ্চাশদ্বর্ণে পঞ্চাশৎ  
 মালা গ্রহন করিবে । ব্রহ্মগ্রন্থিতে মালাসকল গাঁথিয়া মেরুতেও ব্রহ্মগ্রন্থি  
 দিবে । কোন মতে মূলমন্ত্রে মালাতে গ্রন্থি বন্ধন করিবে । সুবর্ণাদি সূত্র  
 দ্বারাও গ্রন্থি করিতে পারে । গর্পাকৃতিকরিতা মালা করিতে হইবে । মালার

কবচেনাববধীয়াশালাং ধ্যানপরায়ণঃ । সৰ্বশেষং ততো মেরুং  
সূত্রদ্বয়সমম্বিতং । গ্রথয়েত্তারযোগেন বধীয়াং সাধকোত্তমঃ ।  
এবং নিষ্পাদ্য দেবেশি প্রতিষ্ঠাঞ্চ সমাচরেৎ । গোতমীয়ে—  
মুখে মুখস্ত সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিয়োজয়েৎ । গোপুচ্ছ সদৃশী  
মালা যদ্বা সর্পাকৃতিঃ শুভা । মুখপুচ্ছনিয়মস্ত হৃদঃসারে—  
রুদ্রাক্ষস্তোম্রতং প্রোক্তং মুখং পুচ্ছস্ত নিম্নগম্ । কলাক্স  
চ সূক্ষ্মাংশং সবিদ্যুদ্বিতয়ং মুখং । সবিদ্যুক্স শূলাংশং পুচ্ছং  
লক্ষ্মমিতি স্মৃতং । এবং জ্ঞাত্বা মুখং পুচ্ছং রুদ্রাক্ষান্তোরুহা-  
ক্ষয়োঃ । তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুদ্বেনাগ্রতো ন্যসেৎ ।  
একৈকং মণিমালায় ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ । একৈকং মাতৃকা  
বর্ণং গ্রথনাদৌ তু সংজপেৎ । গ্রন্থিনিয়মস্তত্রৈব । ত্রিরাবৃতি-  
গ্রন্থিকেন তথাক্টেন বিধীয়তে । সার্কজয়াবর্তনেন গ্রন্থিং  
কুর্যাৎ যথা দৃঢ়ম্ । ইত্যেতাভ্যামিচ্ছাবিকল্পঃ । কালিকা-  
পুরাণে—ব্রহ্মগ্রন্থিযুতং কুর্যাৎ প্রতিবীজং যথাস্থিতম্ ।  
অথবা গ্রন্থিরহিতং দৃঢ়রজ্জুসম্বিতং । এবং নির্মায় মালাং

শূত্রের উত্তর প্রান্ত একত্র করিয়া মেরু মালাতে গ্রন্থিদিবে । এইরূপে মালা  
গ্রন্থনকরিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে । গোতমীর তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মালা সৰ-  
লের মুখে মুখ এবং পুচ্ছে পুচ্ছ যোজনাকরিয়া গোপুচ্ছ বা সর্পাকৃতিকরিয়া  
মালা করিবে । রুদ্রাক্ষের উন্নতভাগ মুখ এবং নিম্নভাগ পুচ্ছ, অজ্ঞাত মণির  
যে ভাগ শূল সেই ভাগ মুখ এবং যে ভাগ হস্ত সেই ভাগ পুচ্ছ । এইরূপে  
রুদ্রাক্ষ পদ্মাক্ষাদির মুখ ও পুচ্ছ নির্ণয়করিয়া মালা প্রস্তুত করিবে । এক  
একটি মালায় পরে এক একটি গ্রন্থি দিতেহইবে । সার্কজিতর বেষ্টনে অথবা  
সার্ক দ্বিতর বেষ্টনে গ্রন্থি দিতেহইবে । কালিকাপুরাণের প্রমাণ জানা  
যায় যে, ব্রহ্ম গ্রন্থি ব্যতিরেকেও দৃঢ় রজ্জুদ্বারা মালা গাঁথিয়া শোধনকরিবে ।



বৈ শোধয়েন্মুনিসত্তমঃ । অশ্বখপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারস্ত  
 কল্পয়েৎ । তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকামূলমুচ্চরন্ ।  
 কালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন সজ্জলৈঃ । সদ্যোজাত-  
 মন্ত্রস্ত—ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ।  
 ভবে ভবেনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ । চন্দনা  
 গুরুগন্ধাদৈর্ব্যামদেবেন ঘর্ষয়েৎ । বামদেবমন্ত্রস্ত—ওঁ নমো-  
 জ্যেষ্ঠায় নমোরুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কালবিকরণায়  
 নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোম্মনায় ।  
 ধূপয়েতামঘোরেণ । অঘোরমন্ত্রস্ত—ওঁ অঘোরেভ্যোথ  
 ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্বতঃ সর্বসর্বেভ্যো  
 নমস্তেস্ত রুদ্ররূপেভ্যঃ । লেপয়েত্ত্বৎপুরুষেণ তু । তৎপুরুষ-  
 মন্ত্রস্ত—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ  
 প্রচোদয়াৎ । মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকস্ত শতং শতং  
 মেরুঞ্চ মন্ত্রয়েচ্চৈব মূলেন চ শতং শতং । পঞ্চমমন্ত্রস্ত—  
 ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতি-  
 র্ব্রহ্মণোহধিপতিঃ শিবোমেহস্ত সদাশিবোম্ । প্রত্যেকস্ত  
 স্কৃৎ স্কৃদিত্তি বা । তথাচ তত্রৈব—প্রত্যেকং মন্ত্রয়েন্মন্ত্রী

অনন্তর মালা শোধন প্রণালী কথিত হইতেছে—নয়টি অশ্বখপত্র পদ্মাকারে  
 আকৃত করিয়া তত্পরি মাতৃকামূল ও মূলমণ্ড উচ্চারণ পূর্বক মালাস্থাপন  
 করিবে । তৎপরে ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চগব্যদ্বারা  
 মালাধোত করিবে । ওঁ নমো বামদেবায় ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন, অগুরু ও  
 গন্ধাদি দ্বারা ঘর্ষণকরিয়া ওঁ অঘোরেভ্য ইত্যাদি মন্ত্রে ধূপ দিবে ।  
 পুনর্বার ওঁ তৎপুরুষায় ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দনদ্বারা মালা লেপন করিবে ।  
 তৎপরে ওঁ ঈশানঃ সর্ববিদ্যানাং ইত্যাদি মন্ত্রে প্রত্যেক মালাতে শতবার

পঞ্চমেন সকৃৎ সকৃৎ । তথাচ গৌতমীয়ে—সমুদায়মালা-  
মধিকৃত্য—পঞ্চমেনৈব মূর্ত্তেন শতানু-নেন মন্ত্রয়েদিতি দর্শ-  
নান্মালায়াং বা শত জপঃ । তত্রাবাহ যজ্ঞেদেবং যথাভিব-  
বিস্তরৈঃ ॥ মালায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠানস্তরং দেবতাং পূজয়েৎ ।  
তথাচ সনৎকুমারসংহিতায়াং—সংস্কৃত্যেবং বুধোমালাং তৎ  
প্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ । মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্বি-  
জসত্তমঃ । বারাহীতন্ত্রে—মালা মালা মহামালা সর্বতত্ত্ব-  
স্বরূপিণি । চতুর্বর্গস্থয়ি স্তম্ভ স্তম্ভান্মে সিদ্ধিদা ভব । মায়া  
বীজাদিকং হৃদ্য রক্তপুষ্পৈঃ সমর্চয়েৎ । ইতি শক্তিবিষয়ঃ ।  
বিষ্ণুবিষয়ে তু যামলে—বাগ্ভবঞ্চ তথা লক্ষ্মী মক্ষাদিমালিকাং  
ততঃ । ঙেস্তাং হৃদয়বর্ণাস্তাং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ । মন্ত্র-  
য়েন্মূলমন্ত্রেণ ক্রমেণোৎক্রমযোগতঃ । তথৈব মাতৃকা বর্ণৈ-  
র্মন্ত্রয়েভাস্তু মন্ত্রবিৎ । যোগিনীতন্ত্রে—হোমকর্ম ততঃ  
কুর্যাদেতাভাবসিদ্ধয়ে । অষ্টোত্তরশতং হৃদ্য সম্পাত্যাজ্যং

পাঠ করিবে। গৌতমীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যেক মালাতে উক্ত  
ঈশানঃ সর্বাদ্যানাং ইত্যাদি মন্ত্র শতবার কিম্বা একবার জপ করিলেও  
হইতে পারে। তৎপরে মালাতে আবাহন করিয়া যথাবিধি—প্রাণপ্রতিষ্ঠা  
করিয়া বিভবানুসারে দেবতার অর্চনাকরিবে। সনৎকুমারতন্ত্রে লিখিত  
আছে যে পণ্ডিতগণ মালাসংস্কার ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মালার পূজা  
করিবে। হ্রীং মালা মালা ইত্যাদি মন্ত্রে রক্ত পুষ্পদ্বারা মালার পূজা করিবে।  
যে রূপ প্রণালী উক্ত হইল, ইহা শক্তিমালা বিষয়ে জানিবে। বিষ্ণু বিষয়ে  
ঐং শ্রীং অক্ষমালাটের নমঃ এই মন্ত্রে পূজা করিবে। এইরূপে মালার অর্চনা  
করিয়া অকারাদি বর্ণের প্রত্যেক বর্ণদ্বারা মূলমন্ত্র পুটিতকরিয়া মালার উপরি  
অনুলোমবিলোমে জপকরিবে। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে যে, পূজা  
সমাপ্তে অষ্টোত্তর শত হোমকরিয়া মালাতে প্রত্যাহতি দিবে। হোমে

বিনিষ্কিপেৎ । হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চৈদ্বিগুণং জপমাচরেৎ ।  
 নান্যমন্ত্রং জপেশ্বস্ত্রী কম্পয়েন্ন বিধুনয়েৎ । কম্পনাং সিদ্ধি-  
 হানিঃ শ্রাদ্ধুননং বহুদুঃখদং । শব্দে জাতে ভবেদ্রোগঃ  
 করাদ্ধু ষ্টে বিনাশকং । ছিন্নে সূত্রে ভবেশ্মৃত্যুস্তশ্রাদ্ধত্ব-  
 পরো ভবেৎ । জপান্তে কর্ণদেশে বা উচ্চদেশেহথবা ন্যসেৎ ।  
 ওঁ স্বং মালৈ সর্বদেবানাং সর্বসিদ্ধিপ্রদা মতা । তেন সত্যেন  
 মে সিদ্ধিঃ দেহি মাতর্নমোহস্ততে । ইত্যুক্তা পরিপূজ্যথ  
 গোপয়েদ্যত্নতো গৃহী । কামনাভেদে অঙ্গুলিনিয়মমাহ  
 গৌতমীয়ে—তর্জ্যঙ্গুষ্ঠযোগেন শত্রুচ্চাটনকর্ম্মণি । অঙ্গুষ্ঠ  
 মধ্যমা যোগাং সর্বসিদ্ধিঃ স্ননিশ্চিতা । অঙ্গুষ্ঠানামিকা যোগা-  
 দুচ্চাটোচ্ছাদনে মতে । জ্যেষ্ঠাকনিষ্ঠযোগেন শত্রুণাং নাশনং

অশক্ত হইলে বিগুণ জপ করিতে হইবে । যে দেবতার মন্ত্রে মালা প্রতিষ্ঠা  
 করিবে, সেই মালাদ্বারা অন্যদেবতার মন্ত্র জপকরিবে না । জপকালে  
 জপকর্ত্তা স্বীয় অঙ্গ কম্পন ও মালা কম্পন করিবে না । জপকর্ত্তার  
 অঙ্গকম্পনে সিদ্ধিগানি ও মালাকম্পনে বহু দুঃখ হয় । যাতাতে জপ  
 কালে মালাতে শব্দ না হয় এবং হস্ত হইতে মালা স্থলিত না হয়, এতরূপ  
 সতর্ক হইয়া জপকরিতে হইবে । জপকালে মালাতে শব্দ হইলে রোগ  
 এবং মালা ভ্রষ্টহইলে জপকর্ত্তার বিনাশ হয় । জপসময়ে মালার সূত্র ছিন্ন  
 হইলে জপকারকের মৃত্যু হয়, অতএব সতর্কতাপূর্ব্বক জপকরিবে । জপা-  
 বসানে স্বীয় কর্ণে অথবা কোন উচ্চস্থানে মালা রাখিবে । ওঁ স্বং মালৈ  
 সর্বদেবানাং ইত্যাদি মন্ত্রে মালা পূজাকরিয়া সদাকাল অতি গোপনে  
 রাখিবে । কামনাবিশেষে জপের অঙ্গুলিনিয়ম কথিত হইতেছে ।  
 গৌতমীরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, শত্রুর উচ্চাটনাদি কার্য্যে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ  
 এই দুই অঙ্গুলিদ্বারা মালা জপকরিবে । অঙ্গুষ্ঠ, ও মধ্যমা এই দুই  
 অঙ্গুলিতে জপ করিলে সর্বকাৰ্য্য সিদ্ধি হয় । অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে  
 জপ করিলে উচ্চাটনাদি কার্য্য সিদ্ধি হয় । শত্রুনাশনকার্য্যে অঙ্গুষ্ঠ ও



মতং । বৈশম্পায়নসংহিতায়াং—অঙ্গুষ্ঠমধ্যমাভ্যাঞ্চ চালয়ে-  
ন্মধ্যমধ্যতঃ । তর্জন্যা ন স্পর্শেদেনাং মুক্তিদো গণনক্রমঃ ।  
জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ । প্রমাদাৎ  
পতিতো হস্তাৎ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ । জপের্মিষিক্সসংস্পর্শে  
ক্ষালয়িত্বা যথোদিতং । ছিন্নেপি অষ্টোত্তরশতজপঃ কার্য্যঃ ।  
তদুক্তং কুজিকাতস্ত্রে—ছিন্নে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং  
জপেদिति । করভ্রষ্টচ্ছিন্নয়োস্তল্যফলকত্বাৎ ॥ প্রকারান্তর-  
মাগমকল্পক্রমে—ভূতশুদ্ধাদিকাং পূজাং সমাপ্য তত্র পূজ-  
য়েৎ । গণেশসূর্য্যবিষ্ণুশিখরীশচাবাহু মন্ত্রবিৎ । পঞ্চ-  
গব্যং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা হেসাঃ মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ । তস্মাদুত্তোল্য তাং  
মালাং স্বর্ণপাত্রে নিধাপয়েৎ । পয়োদধিঘৃতক্ষৌদ্রশর্করাদে-  
রনুক্রমাৎ । তোয়ধূপান্তুরৈঃ কৃত্বা পঞ্চামৃতবিধিং ততঃ ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগে জপকরিবে । বৈশম্পায়নসংহিতায় লিখিত আছে  
• যে, অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলি দ্বারা জপ মালা চালন করিবে ; মালাতে  
তর্জনী স্পর্শ করাইবে না । এইরূপে জপ করিলে মুক্তিলাভ হয় । মালার  
সূত্র জীর্ণ হইলে পুনর্বার মালা গ্রহণ করিয়া শতবার জপ করিবে । যদি  
অনবধানতাবশতঃ জপকালে হস্তহইতে মালা পতিত হয়, তাহা হইলে  
মালা গ্রহণ করিয়া পুনর্বার এক শত অষ্টবার জপ করিবে । মালাতে  
অস্পর্শিস্পর্শ হইলে পঞ্চগব্য দ্বারা মালা ধৌত করিয়া জপ করিবে । আগম  
কল্পক্রমে প্রকারান্তরে মালাসংস্কার বাহা লিখিত আছে, এখানে তাহা  
কথিত হইতেছে । ভূতশুদ্ধাদি করিয়া মালাতে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু  
মহাদেব ও শিখরী এই সকল দেবতার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে ।  
অনন্তর পঞ্চগব্যমধ্যে মালা নিক্ষেপ করিয়া হেসাঃ এই মন্ত্রে পঞ্চগব্য  
হইতে মালা উত্তোলন করিয়া স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিবে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত,  
মধু ও শর্করা এই সকলের মধ্যে সংস্থাপন করিয়া ক্রমতঃ এই সকল দ্রব্য

ক্রমাদিত্রৈব সংস্থাপ্য আপরেৎ শীতলৈর্জলৈঃ । ততশ্চন্দন-  
সৌগন্ধিকস্তুরীকুঙ্কুমাদিভিঃ । তামালিপ্য হেসাঃ মস্তমস্তোত্তর  
শতং জপেৎ । তত্শাং নবগ্রহাংশৈশ্চ দিক্‌পালাংশ্চাত্র পুঙ্ক-  
য়েৎ । ততঃ সম্পূজ্য চ গুরুং গৃহীয়াম্মালিকাং শুভ্রাং ॥  
ইতি ॥ মালা সংস্কারঃ সমাপ্তঃ ॥

সমাপ্তেয়ং দীক্ষাপদ্ধতিঃ ।

• —————

পঞ্চামৃত এবং শীতল জলদ্বারা স্নানকরাইবে । তৎপরে চন্দন, কস্তুরী ও  
কুঙ্কম ইত্যাদি সুগন্ধিভাব্যাদি হেসাঃ এই মন্ত্রে মালা লেপনকরিয়া অষ্টো-  
ত্তরশতবার জপকরিবে । অনন্তর মালাতে নবগ্রহ, দিক্‌পাল ও গুরুদেবের  
অর্চনা করিয়া মালাগ্রহণ করিবে । ইতি মালা সংস্কার ।

সম্পূর্ণ ।

—————

















